দেহোলার বিল নামে একটি প্রকাণ্ড বিল আছে। ইহার জল অতি নির্ম্মল ও স্বচ্ছ। সুসঙ্গের মহারাজ জমির উন্নতি-সাধনের জন্ম প্রভূত অর্থব্যয় করিয়া থাকেন। ময়মনসিংহ জেলার উত্তর সীমান্তবর্ত্তী গারো পাহাড়েও তাঁহাদের অধিকার বিস্তৃত ছিল। বর্ত্তমান সময়ে এই রাজপরিবারের আর সে পূর্ব্বশ্রী নাই। ইহারা এখনও আর্য্যবিদ্যার আদর করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান মহারাজ বেশ শিক্ষিত, শিকারনিপুণ ও গুণগ্রাহী ব্যক্তি।

সুসঙ্গদুর্গাপুরের রাজবংশ বহু প্রাচীন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা সমশের ঠাকুর বৈশ গারো নামক জনৈক গারো পাহাড়িয়াদিগের অধিপতিকে পরাজিত করিয়া সুসঙ্গ ও গারো পাহাড়ের স্বাধীন রাজা বলিয়া আপনাকে বিঘোষিত করেন। ইহার পরে বুদ্ধিমন্ত খাঁ, কামাই হাজরা, বামন খাঁ এবং জগদানন্দ খাঁ নামক চারিজন রাজার নাম পাওয়া যায়। এই সময়ে ইহাদিগের যে কি উপাধি ছিল, তাহা ঠিক জানা যায় নাই। ইহার পরবর্ত্তী কয়েকজন সুসঙ্গাধিপতির নামের পূর্ব্বে মল্লিক উপাধিও পাওয়া যায়। ইহা হইতে বোধ হয় যে ইহাদিগের পূর্ব্বতন উপাধি "মল্লিক" ছিল। জগদানন্দ খাঁয়ের দুই পুত্র, মল্লিক জানকীনাথ ও মল্লিক যদুনাথ। পিতার মৃত্যুর পরে জ্যেষ্ঠ জানকীনাথ সুসঙ্গের গদীতে আরোহণ করেন। ইঁহার মৃত্যু হইলে ইঁহার পুত্র মল্লিক রঘুনাথ রাজত্ব করেন। এ পর্য্যন্ত দিল্লীর সম্রাটের সঙ্গে কি মুসলমান বিজেতাদিগের সঙ্গে এই বংশের কোনই সম্বন্ধ ছিল না। রঘুনাথের রাজত্বকালে দুর্দ্দান্ত গারো পাহাড়িয়ারা অবাধ্য ও দুর্দ্ধর্ষ হইয়া পড়ে। ইহাদিগকে দমন করিবার জন্ম রঘুনাথ সম্রাট্-সরকারে বৎসরে কতকগুলি গারোপাহাড়োৎপন্ন সুগন্ধি অগরুকাষ্ঠ প্রেরণ করিতে স্বীকৃত হইয়া সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে সৈন্য-সাহায্য প্রাপ্ত হন। জাহাঙ্গীর তাঁহাকে ১২৫জন সোয়ার ও ২৫০ জন সিপাহী এবং "গারো জমুনি মন্‌সুরি দুর্জ্জয় মুন্‌সুরি ও পাঁচ-হাজারী" এই কয়টি উপাধিও প্রদান করেন। এতদিন পর্য্যন্ত এই বংশের নামের শেষে সিংহপদবী পাওয়া যায় নাই। রঘুনাথের ৭ পুত্রের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ রামনাথ পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করেন। সর্ব্বপ্রথম ইঁহারই নামের সঙ্গে "সিংহ" পদবীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইনিও সম্রাট্-সরকারে প্রতিবৎসরে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অগরুকাষ্ঠ প্রেরণ করিতেন। ইনি অপুত্রাবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন বলিয়া ইঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীপতি কুমারের পুত্র রামজীবনসিংহ সুসঙ্গের রাজতক্তে আরোহণ করেন। ইঁহাকে পিতৃব্যের সিংহাসনের ন্যায্য উত্তরাধিকারী ও সুসঙ্গের জমিদার বলিয়া স্বীকার করিয়া সম্রাট্ শাহজাহান এক সনন্দ প্রদান করেন। এই সময়কার সরকারী কাগজপত্র দৃষ্টে জানা যায় যে, শাহজাহান এবং অরঙ্গজেব এই উভয় সম্রাট্ই ইঁহাকে "রাজা" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। এই সময় হইতেই বোধ হয় এই পরিবারের 'রাজা' উপাধি হইয়া থাকিবে। রামজীবনের মৃত্যুর পরে (১৭০০ খৃষ্টাব্দে) পুত্র রামকৃষ্ণ সুসঙ্গের রাজা হন। কিন্তু কোন মুসলমান রমণীর পাণিগ্রহণ করায় সম্রাট্ তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত এবং স্বজাতীয়েরা তাঁহাকে সমাজচ্যুত করেন। কিছুকাল পরে তিনি কুঙার রহিম আইয়ার নাম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। মুসলমানী বিবাহের পূর্ব্বে তিনি যে হিন্দু স্ত্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাঁহার গর্ভজাত রামসিংহকে নবাব জাফর খাঁ সুসঙ্গের রাজাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার আমলে সুসঙ্গ জমিদারীর দুই আনা অংশ ইঁহার জ্ঞাতি হররাম সিংহকে প্রদান করা হয়। অরঙ্গজেব অগরুকাষ্ঠের পরিবর্ত্তে রৌপ্যমুদ্রা রাজকর লইবার ব্যবস্থা করেন। এই সময়ে রাজাদিগকে রীতিমত নজরাণাও দিতে হইয়াছে। রামসিংহের মৃত্যুর পরে কিশোরসিংহ রাজ্যলাভ করেন। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয় এবং তাঁহার সহোদর রায় সিংহ গদীতে আরোহণ করেন। তাঁহার সঙ্গে দশশালা বন্দোবস্ত হইয়াছিল। ১৮২২ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে জ্যেষ্ঠপুত্র বৈদ্যনাথ পিতার জীবদ্দশায় লোকান্তরিত হওয়ায়, দ্বিতীয় পুত্র বিশ্বনাথ রাজ্য প্রাপ্ত হন। ১৮৬২ খৃঃ অব্দে ইঁহার পুত্র রাজা প্রাণকৃষ্ণসিংহ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ব্যক্তিগতভাবে "রাজাবাহাদুর" উপাধি লাভ করেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পরে রাজা রাজকৃষ্ণ সিংহ রাজ্যপ্রাপ্ত হন। ১৮৭৭ খৃঃ অব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে মহারাণীর ঘোষণাপত্রপ্রচার উপলক্ষে দিল্লীতে যে দরবার হয়, সেই দরবারে ইঁহাকে "মহারাজা" উপাধি প্রদান করা হয় এবং ১৮৮৮ খৃঃ অব্দে এই উপাধি বংশানুগত হয়। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হইলে, চারি পুত্রের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ কুমুদচন্দ্র সিংহ 'মহারাজ' উপাধি লাভ করেন। সুসঙ্গের রাজবংশ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণসমাজে বিশেষ সম্মানিত।

সুসঙ্গত (ত্রি) সু-সম্-গম-ক্ত। উত্তমরূপে সঙ্গত, উত্তমরূপে মিলিত। ২ অতিশয় যুক্তিযুক্তবাক্য। ৩ অতি সৌহার্দ্দ। স্ত্রিয়াং টাপ্। সুসঙ্গতা, উত্তমরূপে মিলিতা।

সুসংগৃহীত (ত্রি) সু-সম্-গ্রহ-ক্ত। উত্তমরূপে সংগৃহীত, উত্তমরূপে সংরক্ষিত।

"রাষ্ট্রস্য সংগ্রহে নিত্যং বিধানমিদমাচরেৎ।
সুসংগৃহীতরাষ্ট্রো হি পার্থিবঃ সুখমেধতে ॥" (মনু ৭।১১৩)
'সুসংগৃহীতরাষ্ট্রঃ সংরক্ষিতরাষ্ট্রঃ' (কুল্লূক)

সুসংগ্রহ (পুং) সু-সম-গ্রহ-অচ্। উত্তমরূপে সংগ্রহ, যাহা অনায়াসে সংগ্রহ করা যায়।

সুসঞ্চিত (ত্রি) সু-সম্-চি-ক্ত। উত্তমরূপে সঞ্চিত, যাহা উত্তমরূপে সঞ্চয় করা হইয়াছে।

সুসৎকৃত (ত্রি) অতি সৎকৃত, অতিশয় পূজিত।

সুসত্যা (স্ত্রী) জনকরাজের পত্নী। (কালিকাপু° ৩৭ অ°)

সুসনি (ত্রি) দয়ালু।

সুসনিতৃ (ত্রি) অভিলষিতধনদাতা, যিনি অভিলষিত ধন ইচ্ছায় দান করেন। "কৃধি রত্নং সুসনিতর্ধনানাং" (ঋক্ ৩।১৮।৫) 'সুসনিতঃ অভিলষিতধনানাং সুষ্ঠু দাতঃ হে অগ্নে' (সায়ণ)

সুসনিতা (স্ত্রী) শোভন ভজন।

"সনেম তৎ সুসনিতা" (ঋক্ ১০।৩৬।৯)

'সুসনিতা শোভনেন ভজনেন' (সায়ণ)

সুসন্তুষ্ট (ত্রি) সু-সম্-তুষ-ক্ত। অতিশয় সন্তুষ্ট, অতিশয় আহ্লাদিত।

সুসন্তোষ (ত্রি) সু শোভনঃ সন্তোষো যস্য। ১ অতি সন্তুষ্ট। (পুং) ২ অতি সন্তোষ।

সুসন্ত্রস্ত (ত্রি) সু-সম-ত্রস্-ক্ত। অতি সন্ত্রস্ত, অতিশয় ভীত।

সুসন্দৃশ (ত্রি) সুষ্ঠু অনুগ্রহ দৃষ্টিদ্বারা সকলের দ্রষ্টা।

"সুসন্দৃশং ত্বা বয়ং" (ঋক্ ১।৮২।৩)

'সুসন্দৃশং সুষ্ঠু অনুগ্রহদৃষ্ট্যা সর্ব্বস্য দ্রষ্টারং' (সায়ণ)

সুসন্ধ (ত্রি) সু সত্যে শোভনা সন্ধা যস্য। সত্যসন্ধ, সত্যপ্রতিজ্ঞ। (কাম° নীতি ৯৬২)

সুসন্নত (ত্রি) সু-সম্-নম-ক্ত। অতি সন্নত, অতিশয় নত।

সুসম (ত্রি) সুষমশব্দার্থ, শোভন সম।

সুসমাপ্ত (ত্রি) শোভনরূপে সমাপ্ত, যাহা উত্তমরূপে সমাপন হইয়াছে।

সুসমাহিত (ত্রি) সু-সম-ধা-ক্ত, 'ধাঞো হি' ইতি হি আদেশঃ। সুসমাধানবিশিষ্ট, অতিশয় একাগ্রচিত্ত।

"পরীক্ষিতাঃ স্ত্রিয়শ্চৈনং ব্যজনোদকধূপনৈঃ।

বেশাভরণসংশুদ্ধাঃ স্পৃশেয়ুঃ সুসমাহিতাঃ ॥" (মনু ৭।২১৯)

'সুসমাহিতাঃ অপ্রক্ষিপ্তমনসঃ' (মেধাতিথি)

সুসমিদ্ধ (ত্রি) ১ অতি প্রজ্বলিত। ২ অগ্নির নামভেদ। "সুসমিদ্ধো ন আ বহ দেবান্" (ঋক্ ১।১৩।১) 'হে অগ্নে সুসমিদ্ধো নামক' (সায়ণ)

সুসমুব্ধ (ত্রি) সুষ্ঠুরূপে সঙ্কুচিতসর্ব্বাঙ্গ। যিনি সকল অঙ্গ উত্তমরূপে সঙ্কুচিত করিয়াছেন।

"মাতৃতমা দাসা যদীং সুসমুব্ধং" (ঋক্ ১।১৫৮।৫)

'সুসমুব্ধং সঙ্কুচিতসর্ব্বাঙ্গং' (সায়ণ)

সুসমৃদ্ধ (ত্রি) অতি সমৃদ্ধ, অতিশয় সম্পন্ন। বিশেষ সমৃদ্ধিশালী।

"দ্বৌ দৈবে পিতৃকার্য্যে ত্রীনেকৈকমুভয়ত্র বা।

ভোজয়েৎ সুসমৃদ্ধোঽপি ন প্রসজ্জেত বিস্তরে ॥" (মনু ৩।১২৫)

সুসম্পদ্ (স্ত্রী) সুষ্ঠু সম্পৎ, প্রাদিসমাসঃ। সৌভাগ্য, পর্য্যায়—পরভাগ। (ত্রিকা°)

সুসম্পিষ্ট (ত্রি) সু-সম-পিষ-ক্ত। উত্তমরূপে চূর্ণিত, যাহা উত্তমরূপে পেষণ করা হইয়াছে।

"অনঃশয়ে সুসম্পিষ্টং বিপশ্যা" (ঋক্ ৪।৩০।১১)

'সুসম্পিষ্টং ইন্দ্রেণ সুষ্ঠু সঞ্চূর্ণিতং' (সায়ণ)

সুসম্পূর্ণ (ত্রি) সু-সম-পৃ-ক্ত। উত্তমরূপে সম্পূর্ণ, যাহা ভালরূপে শেষ হইয়াছে।

সুসম্প্রীত (ত্রি) অতিশয় সন্তুষ্ট। অতিশয় প্রণয়বিশিষ্ট।

সুসম্বদ্ধ (ত্রি) উত্তমরূপে বদ্ধ, উত্তমরূপে মিলিত।

সুসম্ভব (পুং) বৌদ্ধরাজভেদ।

সুসম্মত (ত্রি) সু-সম্-মন-ক্ত। অতিশয় সম্মত।

সুসম্মৃষ্ট (ত্রি) সুষ্ঠুরূপে সংস্পৃষ্ট।

"সুসম্মৃষ্টাসো বৃষভস্য মূরাঃ" (ঋক্ ৩।৪৩।৬)

'সুসম্মৃষ্টাসঃ ইন্দ্রস্য হস্তাভ্যাং পৃষ্ঠভাগে সুষ্ঠু সংস্পৃষ্টাঃ' (সায়ণ)

সুসরণ (ক্লী) সু-সৃ-ল্যুট্। শোভন গমন। "দুর্গে চিদ্যা সুসরণং" (ঋক্ ৮।২৭।১৮) সুসরণং সৃ-গতৌ, শোভনগমনং' (সায়ণ)

সুসলিল (ত্রি) সু উত্তমং সলিলং যস্য। ১ উত্তম সলিলযুক্ত। (রামা° ২।৭৬।৭) (ক্লী) ২ উত্তম জল।

সুসস্য (ত্রি) উত্তম শস্যযুক্ত।

সুসহ (ত্রি) সুখেন সহ্যতেঽসৌ, সহ-খল্। সুখসহ, যাহা অনায়াসে সহ্য করা যায়। দুঃসহভিন্ন।

সুসহায় (ত্রি) সু উত্তমঃ সহায়ো যস্য। উত্তম সহায়বিশিষ্ট।

"প্রণেতুং শক্যতে দণ্ডঃ সুসহায়েন ধীমতা।" (মনু ৭।৩১)

সুসাধন (ত্রি) সু সুষ্ঠু সাধনং যস্য। উত্তম সাধনবিশিষ্ট। (ক্লী) ২ উত্তম সাধন।

সুসাধিত (ত্রি) উত্তমরূপে সাধিত, সুসম্পন্ন।

সুসাধ্য (ত্রি) সুখেন সাধ্যতে, সু-সাধ-যৎ। সুখসাধ্য, অনায়াসসাধ্য, যাহা অনায়াসে সাধন করা যায়।

সুসায়ম্ (ক্লী) উত্তম সায়ংকাল।

সুসার (পুং) সুষ্ঠু সারো যস্য। রক্তখদিরবৃক্ষ। (রাজনি°) ২ ইন্দ্রনীলমণি। (ত্রিকা°) (ত্রি) ৩ অতিশয় সারবিশিষ্ট।

সুসার (দেশজ) সুযোগ, সুবিধা।

সুসারবৎ (ত্রি) সুসারোঽস্ত্যস্যেতি মতুপ্, মস্য বঃ। স্ফটিক।

সুসাবিত্র (ক্লী) সবিতৃসম্বন্ধীয় উত্তম কর্ম্ম।

সুসিকতা (স্ত্রী) সুষ্ঠু সিকতেব। শর্করা, চিনি। ২ উত্তম বালুকা।

সুসিক্ত (ত্রি) উত্তমরূপে সিক্ত।

সুসিত (ত্রি) উত্তম বর্ণবিশিষ্ট।

সুসিদ্ধ (ত্রি) উত্তমরূপে সিদ্ধ।

সুসিদ্ধার্থ (ত্রি) সুসিদ্ধোঽর্থো যস্য। সুসিদ্ধ অর্থবিশিষ্ট।

সুসীমা (স্ত্রী) বৃত্তার্হতের মাতা, ইনি ষষ্ঠ জিনজননী। (হেম) শোভনা সীমা। ২ উত্তম সীমা।

সুসুখ (ত্রি) সু শোভনং সুখং যস্য। উত্তম সুখবিশিষ্ট।

সুসুখিন্ (ত্রি) সু-সুখ অস্ত্যর্থে ইনি। সুসুখ, সুন্দর সুখ।

সুসির (পুং) দন্তমূলগত রোগবিশেষ। লক্ষণ—

"শ্বয়থুর্দন্তমূলেষু রুজাবান্ পিত্তরক্তজঃ।

লালাস্রাবী স সুসিরঃ দন্তমাংসপ্রশাতনঃ॥" (বাভট উ° ২১অ°)

পিত্ত ও রক্ত কুপিত হইয়া এই রোগ জন্মে। এই রোগ হইলে দন্তমূলে শোথ, অত্যন্ত বেদনা এবং উহা হইতে লালাস্রাব ও দন্তমূলের মাংস খসিয়া খসিয়া পড়ে। [দন্তরোগ শব্দ দেখ।]

সুসীতা (স্ত্রী) শতপত্রী। চলিত সেউতী। (বৈদ্যকনি°)

সুসুনিয়া—বাঁকুড়া জেলার একটি পাহাড়। ইহা পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে সোজাসুজিভাবে প্রায় দুই মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এবং কোরা পাহাড়ের সন্নিকটে অবস্থিত। জরিপের মানচিত্রে ইহার উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৪৪২ ফিট্। ইহার পৃষ্ঠদেশ বৃক্ষরাজিতে সমাকীর্ণ। কেবল দক্ষিণাংশের কতকটুকু স্থান পরিষ্কার করিয়া সেখান হইতে প্রস্তরখণ্ড উত্তোলিত করা হইতেছে। এই পাহাড়টি এমন খাড়া যে কোন গাড়ী করিয়া ইহাতে আরোহণ করা যায় না, তবে হাঁটিয়া অনায়াসেই উঠিতে পারা যায়।

এই পাহাড়ের গাত্রে খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর অক্ষরে উৎকীর্ণ পুষ্করাধিপতি চন্দ্রবর্ম্মার লিপি আছে, তৎপাঠে জানা যায় যে, তিনি এই শৈলোপরি 'চক্রস্বামী' প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

সুসুগন্ধি (ত্রি) অতিশয় সুগন্ধবিশিষ্ট।

সুসূক্ষ্ম (ত্রি) অতিশয় সূক্ষ্ম।

সুসূক্ষ্মপত্রা (স্ত্রী) অভ্রমাংসী।

সুসেবিত (ত্রি) সু-সেব-ক্ত। উত্তমরূপে সেবিত, বিশেষভাবে পূজিত।

সুসেব্য (ত্রি) সু সেব-যৎ। সুখসেব্য, উত্তমরূপে সেবনীয়।

সুসৈন্ধবী (স্ত্রী) সিন্ধুদেশজাত উৎকৃষ্ট ঘোটকী।

সুসৌভগ (ক্লী) সুভগত্ব, সুপুত্রপ্রদত্ব।

"আচার্য্যমগ্রতঃ কৃত্বা বাগ্যতঃ সহ বন্ধুভিঃ।

দদ্যাৎ পত্ন্যৈ চরোঃ শেষং সু প্রজাস্ত্বং সুসৌভগং॥"(ভাগ° ৬।১৯।২৪)

সুসস্কন্দন (পুং) বর্ব্বরবৃক্ষ। (রাজনি°)

সুস্কন্ধ (ত্রি) সু স্কন্ধো যস্য। উত্তম স্কন্ধবিশিষ্ট, উত্তম স্কন্ধযুক্ত।

"বর্ষাগমে চ সুস্কন্ধান্ যথাদিক্ প্রতিরোপয়েৎ।" (বৃহৎস° ৫৫।৬)

যে সকল গাছ উত্তমরূপ স্কন্ধাদিযুক্ত, ঐ বৃক্ষ বর্ষাগমে যে কোন দিকে প্রতিরোপণ করিবে।

সুস্কন্ধমার (পুং) বৌদ্ধমতে মারভেদ।

সুস্তনা (স্ত্রী) সু শোভনৌ স্তনৌ যস্যাঃ টাপ্, পক্ষে ঙীষ্। শোভনস্তনবিশিষ্টা। ২ দৃষ্টার্ত্তবা কন্যা। (রাজনি°)

সুস্ত্রী (স্ত্রী) সু শোভনা স্ত্রী। উত্তমা পত্নী।

সুস্থ (ত্রি) সুখেন তিষ্ঠতীতি স্থা-ক। ১ যিনি সুখে অবস্থান করেন, অরোগী, নীরোগ, স্বাস্থ্যযুক্ত। ২ সুস্থির। ৩ সুন্দর।

সুস্থতা (স্ত্রী) সুস্থস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সুস্থের ভাব বা ধর্ম্ম, আরোগ্য, রোগশূন্যতা।

সুস্থল (পুং) জনপদবিশেষ। (ভারত)

সুস্থান (ক্লী) সু শোভনং স্থানং। উত্তম স্থান, সুখকর স্থান।

সুস্থিত (ত্রি) সু-স্থা-ক্ত। ১ শোভনরূপে স্থিত। উত্তমরূপে অবস্থিত, সুখে স্থিত। (পুং) ২ অশ্বদিগের তন্নামক গ্রহবিশেষ।

"হ্রেষতে সততং যস্তু পশ্চাদাত্মানমীক্ষতে।

সুসংস্থিতগ্রহাবিষ্টঃ স বিজ্ঞেয়ো মনীষিভিঃ॥" (জয়দত্ত)

অশ্ব এই গ্রহাবিষ্ট হইলে সর্ব্বদা হ্রেষারব এবং পরে আপনাকে অবলোকন করিতে থাকে।

৩ জৈনাচার্য্যভেদ। [জৈন দেখ।]

সুস্থিতত্ব (ক্লী) সুস্থিতস্য ভাবঃ ত্ব। সুস্থিতের ভাব বা ধর্ম্ম, সুখে অবস্থান। ২ নির্বৃতি। (ত্রিকা°)

সুস্থিতম্মন্য (ত্রি) আত্মানং সুস্থিতং মন্যতে মন-খশ্, মুমাগমঃ। যিনি আপনাকে সুস্থিত বলিয়া বিবেচনা করেন।

সুস্থিতি (স্ত্রী) সু-স্থা-ক্তি। শোভনস্থিতি, উত্তমরূপে অবস্থান, সুখে অবস্থান।

সুস্থির (ত্রি) সুষ্ঠু স্থিরঃ। স্থিরতর, অতিশয় স্থির, অচঞ্চল। ২ সুস্থ। ৩ বদ্ধ, দৃঢ় মূল।

"নষ্টেকস্মাদ্গুরোর্জ্ঞানং সুস্থিরং স্যাৎ সুপুষ্কলং।"

(ভাগ° ১১।৯।৩১)

সুস্থিরম্মন্য (ত্রি) আত্মানং সুস্থিরং মন্যতে, মন-খশ্ মুম্। যিনি আপনাকে সুস্থির বলিয়া বিবেচনা করেন।

সুস্থিরবর্ম্মন্ (পুং) বাসবদত্তাবর্ণিত স্থিরবর্ম্মার পুত্র।

সুস্থেয় (ত্রি) সু-স্থা-যৎ। সুখে অবস্থানার্হ, সুখে অবস্থানযোগ্য।

সুস্না (পুং) সুষ্ঠু স্নাত্যনেন রুক্ষত্বাৎ সু-স্না-ক্বিপ্। শমিধান্যভেদ, চলিত খেসারী। গুণ—বায়ুবর্দ্ধক, রুক্ষ, কষায় ও গুরু। (রাজনি°)

সুস্নাত (ত্রি) সুষ্ঠু স্নাতঃ। যিনি উত্তমরূপে স্নান করিয়াছেন।

"অথাহঃসু নিবৃত্তেষু সুস্নাতাঃ কৃতমঙ্গলাঃ।

আশুচাদি প্রমুচ্যস্তে ব্রাহ্মণান্ স্বস্তিবাচ্য চ॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

২ যজ্ঞান্তস্নানযুক্ত, যিনি যজ্ঞাবসানে স্নান করিয়াছেন।

সুস্নিগ্ধ (ত্রি) সু স্নিহ-ক্ত। অতিশয় স্নিগ্ধ।

সুস্নুষ (ত্রি) শোভন স্নুষাযুক্ত। "সুপুত্র আহু সুস্নুষে" "(ঋক্ ১০।৮৬।১৩) 'সুস্নুষে শোভনস্নুষে" (সায়ণ)

সুস্পার্শ (ত্রি) সুখস্পার্শ।

"পয়ঃফেননিভা শয্যা দাস্ত্রা রুক্মপরিচ্ছদাঃ।
আসনানি চ হৈমানি সুস্পার্শাস্তরণানি চ॥"

সুস্পষ্ট (ত্রি) অতিশয় স্পষ্ট, অতিস্ফুট।

সুস্মিত (ত্রি) সু-স্মি-ক্ত। সুন্দর ঈষদ্ হাস্যযুক্ত।

সুস্মিতা (স্ত্রী) সুষ্ঠু স্মিতং যস্যা। স্ত্রীভেদ। হাস্যমুখী স্ত্রী।

সুস্রোতস্ (ত্রি) নদীভেদ। (হরিবংশ)

সুস্বন (ত্রি) সু-স্বনো যস্য। ১ সুশব্দ, উত্তম শব্দযুক্ত। (পুং) ২ সুন্দর। ৩ শঙ্খ। (বৈদ্যকনি°)

সুস্বপ্ন (পুং) সু শোভনঃ স্বপ্নঃ। উত্তম স্বপ্ন, শুভ স্বপ্ন। শাস্ত্রে দুঃস্বপ্ন ও সুস্বপ্নের বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। যে সকল স্বপ্ন দেখিলে অশুভ হয়, তাহা দুঃস্বপ্ন, এবং যে সকল স্বপ্ন দেখিলে নানাবিধ মঙ্গল হইয়া থাকে, তাহাই সুস্বপ্ন। সুস্বপ্ন দেখিলে তাহা প্রকাশ করিতে নাই, সুস্বপ্নের বিষয় প্রকাশ করিলে তাহার ফল হয় না। বিশেষতঃ কাশ্যপগোত্রের নিকট কদাচ সুস্বপ্ন প্রকাশ করিবে না, করিলে বিপত্তি ঘটে।

"উক্তা কাশ্যপগোত্রে চ বিপত্তিং লভতে ধ্রুবং।" (স্বপ্নাধ্যায়)

[বিশেষ বিবরণ স্বপ্ন শব্দে দেখ]

সুস্বর (ত্রি) সু শোভনঃ স্বরো যস্য। ১ উত্তম স্বরযুক্ত, যাহার কণ্ঠধ্বনি অতি মধুর। (পুং) ২ উত্তম স্বর।

সুস্বরু (ত্রি) ১ শোভন গমনযুক্ত বা শোভন স্তুতিবিশিষ্ট।

"বয়াকিনং চিত্তগর্ভাসু সুস্বরুঃ" (ঋক্ ৫।৪৪।৫)
'সুস্বরুঃ শোভনগমনঃ স্তুতিকো বা' (সায়ণ)

সুস্বাদ (ত্রি) শোভন আস্বাদবিশিষ্ট, সুস্বাদু।

সুস্বাপ (পুং) সুনিদ্রা।

সুস্বিন্ন (ত্রি) সু অতিশয়ঃ স্বিন্নঃ। উত্তমরূপ স্বিন্ন, বিশেষরূপে পক্ক।

সুহত (ত্রি) সু-হন-ক্ত। উত্তমরূপে হত।

"শস্ত্রে হতা নহি হতা রিপবো ভবন্তি
প্রজ্ঞাহতাস্ত্ব রিপবঃ সুহতা ভবন্তি॥" (উদ্ভট)

সুহন (ত্রি) শোভন বধ, উত্তম প্রকার বধবিশিষ্ট। "অম্নভাং বৃত্রা সুহনানি" (ঋক্ ৪।২৩।৯) 'সুহনানি শোভনবধানি' (সায়ণ)

সুহনু (পুং) অসুরভেদ। (ভারত)

সুহস্ত (অব্য) এতন্নামক বজ্র। "বৃত্রাণি রন্ধয়া সুহস্ত"(ঋক্ ৭।৩০।২) 'সুহস্ত নাম্না বজ্রেণ' (সায়ণ)

সুহব (ত্রি) শোভন আহ্বান। "ইন্দ্রং সুহবং হবেম" (ঋক্ ৪।১৬।১৫) 'সুহবং শোভনং আহ্বানং' (সায়ণ)

২ উত্তম স্তবযুক্ত। "নো দেবানাং সুহবানি সন্ত" (ঋক্ ৩,৩৫।৩) 'সুহবানি সুষ্টুতয়ঃ' (সায়ণ)

সুহবিস্ (ত্রি), সু শোভনং হবির্যস্য। শোভন হবির্বিশিষ্ট, শোভন হবির্যুক্ত। "এহু বহ সুহবিষে জনায়" (ঋক্ ৪।২।৪) 'সুহবিষে শোভনহবিষ্কায়' (সায়ণ)

সুহবিতুনামন্ (ত্রি) শোভনাহ্বান নামধেয়।

"স্বাহুরিন্দ্রায় সুহবিতুনাম্নে" (ঋক্ ৯।৮৫।৬)
'সুহবিতুনাম্নে শোভনাহ্বাননামধেয়ায় ইন্দ্রায়।' (সায়ণ)

সুহব্য (ত্রি) শোভন অন্নযুক্ত বা শোভন হবির্বিশিষ্ট।

"সুষ্টুতিং সুহব্যাং॥" (ঋক্ ৪।৪৩।১)
'সুহব্যাং শোভনান্নোপেতাং শোভনৈর্হবির্ভির্যুক্তাং বা' (সায়ণ)

সুহস্তা (ত্রি) সু শোভনৌ হস্তৌ যস্য। "সুহস্তা দিপেন প্রীতা" (ঋক্ ৩।৪৭।২) শোভন হস্তবিশিষ্ট, কল্যাণপাণি।

'সুহস্তা কল্যাণপাণি।' (সায়ণ)

(পুং) ২ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত আদি পঃ)

সুহস্তিন্ (পুং) জৈনদিগের ১০ পূর্ব্বীর মধ্যে একজন।[জৈন দেখ।]

"মহাগিরিসুহস্ত্যাদ্যা বজ্রান্তা দশপূর্ব্বিণঃ॥"

সুহস্ত্য (পুং) ঋষিবিশেষ। "মধুপাণিং সুহস্ত্যমগ্নিধং বা" (ঋক্ ১।৪৮।২) 'সুহস্ত্যং সুহস্ত্যনামানমৃষিং' (সায়ণ)

সুহাবল—মধ্যভারতের বাঘেলখণ্ড এজেন্সির অধীন একটি রাজ্য ও সহর। অপর নাম সোহাবল। সহরটী সজনা নদীর তীরে ও সৎনা নওগাঁও রাজবর্ত্মের ধারে অবস্থিত। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ইহা ১০৫৯ ফিট্ উচ্চ। এই নগর রক্ষার জন্য পূর্ব্বে এখানে একটি দুর্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল; এখন তাহার ধ্বংসাবশেষ মাত্র অবশিষ্ট আছে।

সুহাস (ত্রি) শোভন হাস্যযুক্ত।

সুহাসিন্ (ত্রি) সুহাস অস্ত্যর্থে ইনি। অতিশয় হাস্যযুক্ত।

সুহিত (ত্রি) সু-ধা-ক্ত, 'ধাঞোহি' ইতি হি আদেশঃ। ১ বিহিত, সাধিত। কৃত, সম্পাদিত। ২ তৃপ্ত, সন্তুষ্ট। ৩ উপযুক্ত। সমীচীন।

সুহিতা (স্ত্রী) সুহিত-টাপ্। অগ্নিজিহ্বাবিশেষ। (জটাধর) ২ রুদ্রজটা। (রাজনিং)

সুহিরণ্য (ত্রি) শোভন হিরণ্যযুক্ত, অতি রমণীয় ধনবিশিষ্ট। "সুহিরণ্যঃ স্বশো বৃহদক্ষৌ" (ঋক্ ১।১২৫।২) 'সুহিরণ্যঃ সুষ্ঠুহিত-রমণীয়ধনৈর্গুণবান্' (সায়ণ)

সুহুত (ত্রি) সাধু হুত, হোমার্থ নিযুক্ত।

"যাঃ সুপ্রীতাঃ সুহুতা যৎ স্বাহা॥" (শুক্ল যজুঃ ৭।১৫)
'সুহুতাঃ সাধু হুতা হোমার্থং নিযুক্তা ইত্যর্থঃ' (মহীধর)
২ উত্তমরূপে হুত।

সুহুতাদ (ত্রি) সুহুতং অত্তি অদ-কিপ্। সুহুতহবির্ভক্ষক।

"আ যস্মিন্ গাবঃ সুহুতাদঃ" (ঋক্ ৯।৭১।৪)

'সুহুতাদঃ সুহুতানাং হবিষাং ভক্ষয়িতারঃ' (সায়ণ)

সুহূ (পুং (সুষ্ঠু আহ্বানযুক্ত। 'সুহূদে'বেভ্যো ধাম্নে" (শুক্ল যজুঃ ১।৩০) 'সুষ্ঠু হূয়তে ইতি সুহূঃ, পুংস্বং ছান্দসং। যদ্বা জিহ্বা-বিশেষণং সুষ্ঠু হূয়ন্তে দেবা আহূয়ন্তেঽনয়া সা সুহূর্জিহ্বা। (মহীধর) ২ সুষ্ঠু আহ্বানযুক্ত জিহ্বা। ৩ উগ্রসেনের পুত্রভেদ।

সুহৃত্ত্ব (ক্লী) সুহৃদো ভাবঃ ত্ব। সুহৃত্তা, সুহৃদের ভাব বা ধর্ম্ম, বন্ধুর কার্য্য।

সুহৃদ্ (পুং) সু শোভনং হৃৎ হৃদয়ং যস্য। মিত্র, বন্ধু।

"সুহৃদাং হিতকামানাং যঃ শৃণোতি ন ভাষিতং।
বিপদ্ সন্নিহিতা তস্য স নরঃ শত্রুনন্দনঃ॥" (হিতোপদেশ)

যিনি হিতকামী সুহৃদের বাক্য শ্রবণ করেন না, তাঁহার আশু বিপদ্ উপস্থিত হয় এবং তিনি শত্রুদিগের আনন্দবর্দ্ধন করেন।

২ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৯৯) ৩ জ্যোতিষমতে লগ্ন হইতে চতুর্থ স্থান। চতুর্থ স্থান বন্ধু-স্থান, এই জন্য ইহাকে সুহৃদ্ কহে। এই স্থানে বন্ধুর বিষয় চিন্তা করিতে হয়, চতুর্থ স্থানে শুভগ্রহ এবং চতুর্থাধিপতি শুভভাবস্থ হইলে সুহৃদ্‌ভাব শুভ হইয়া থাকে। ইহার বিপরীত হইলে অশুভ হয়।

"পাতালং হিবুকঞ্চৈব সুহৃদস্তশ্চতুর্থকং।" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

সুহৃদয় (ত্রি) সুষ্ঠু হৃদয়ং অন্তঃকরণং যস্য। প্রশস্তমনাঃ, পর্য্যায়— হৃদয়ালু, সহৃদয়। (শব্দরত্না°) সদন্তঃকরণবিশিষ্ট।

সুহৃদ্বল (ক্লী) সুহৃদেব বলং। মিত্ররূপ সৈন্য, রাজাদিগের সুহৃদ্বল থাকা বিশেষ আবশ্যক। সুহৃদ্বলে বলীয়ান্ হইয়া রাজাদিগের যুদ্ধযাত্রা করা প্রয়োজন।

সুহোতৃ (ত্রি) ১ দেবতাদিগের উত্তম স্তোতা।

"অশ্বিনা সুহোতা স্তোমৈঃ সিষক্তি" (ঋক্ ৭।৬৭।৩)

'সুহোতা সুষ্ঠু দেবানাং স্তোতা।' (সায়ণ)

২ উত্তম হোতা, যিনি উত্তমরূপে হোম করিতে পারেন।

সুহোত্র (পুং) ১ চন্দ্রবংশীয় বৃহদিষরাজপুত্র। সুহোত্রের পুত্র হস্তী। (হরিবংশ ১০ অ°)

২ সহদেবের পুত্রভেদ। (ভারত ১।৯৫।৮০) ৩ ভরতবংশীয় সুমন্তর পুত্রবিশেষ। (ভারত ১।৯৪।২৪)

সুহ্ম (পুং) ভারতপুরাণোক্ত প্রাচীন জনপদভেদ। সুহ্মদেশ। দিগ্বিজয়প্রকাশমতে—

"গৌড়স্য পশ্চিমে ভাগে বীরদেশস্য পূর্ব্বতঃ।
দামোদরোত্তরে ভাগে সুহ্মদেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥" ৭১৬

গৌড়ের পশ্চিম, বীরভূমির পূর্ব্ব ও দামোদরের উত্তরবর্ত্তী ভূভাগই সুহ্মনামে খ্যাত। ভারতটীকাকার নীলকণ্ঠের মতে, সুহ্মই রাঢ়নামে খ্যাত। ধোয়ী কবির ও পবনদূত পাঠে মনে হয়, দামোদরের দক্ষিণাংশ সুহ্মনামে খ্যাত ছিল।

২ যবনজাতিবিশেষ।

সূ (স্ত্রী) সূ-ক্বিপ্। ১ সূতি, প্রসব। ২ ক্ষেপ। প্রেরণ।

সূই (দেশজ) সূচি শব্দের অপভ্রংশ, সীবনার্থ লৌহশলাকা।

সূকর (পুং) ১ বাণ। ২ বাত। ৩ উৎপল। সূ ইত্যব্যক্তশব্দং কর্ত্তুং শীলমস্য, কৃ-ট। ১ বরাহ, শূকর। (অমর) সুষ্ঠু কর্ত্তুং শীলমস্য, সু-কৃ-ট, পক্ষে উপসর্গস্য দীর্ঘত্বং। কুম্ভকার। (শব্দরত্না°) ৩ মৃগভেদ। (জটাধর)

সূকরক (পুং) শালীধান্যভেদ। (বৃহৎস° ২০।২)

সূকরকন্দ (পুং) বারাহীকন্দ। (রাজনি°)

সূকরদংষ্ট্র (পুং) ক্ষুদ্র রোগবিশেষ, ইহা এক প্রকার গুদভ্রংশ রোগ। গুদভ্রংশরোগে দাহ, রক্তিমাকার ত্বক্‌পাক, অত্যন্ত বেদনা, কণ্ডু ও জ্বর উপস্থিত হয়, তাহাকে সূকরদংষ্ট্র কহে।

"সদাহো রক্তপর্য্যন্তস্ত্বক্‌পাকী তীব্রবেদনঃ।
কণ্ডুমান্ জ্বরকারী স স্যাৎ সূকরদংষ্ট্রকঃ॥" (ভাবপ্র°)

সূকরনয়ন (ক্লী) কাষ্ঠের ছিদ্রবিশেষ। যে কাষ্ঠছিদ্র বিষম, বিবর্ণ অধ্যর্দ্ধ ও পর্ব্ব পরিমাণ দীর্ঘ তাহা সূকরনয়ননামে খ্যাত।

"নিষ্কুটমথ কোলাক্ষং সূকরনয়নঞ্চ বৎসনাভঞ্চ।
শূকরনয়নং বিষমং বিবর্ণমধ্যর্দ্ধপর্ব্বদীর্ঘঞ্চ॥" (বৃহৎসং° ৭৯।৩৪)

সূকরপাদিকা (স্ত্রী) কৃষ্ণশিম্বী লতা, কপিকচ্ছু, চলিত আলকুশী। (বৈদ্যকনি°) ২ কোলশিম্বী। (রাজনি°)

সূকরমুখ (ক্লী) নরকভেদ। (ভাগবত ৫।২৬।৭)

সূকরাক্রান্তা (স্ত্রী) বরাহাক্রান্তা। (শব্দচ°)

সূকরাক্ষিতা (স্ত্রী) শূকরের ন্যায় অধোদৃষ্টিত্ব।

সূকরাস্যা (স্ত্রী) দেবীবিশেষ, বারাহী।

সূকরাহ্বয় (পুং) গ্রন্থিপর্ণবৃক্ষ, চলিত গেঁঠেলা। (রাজনি°)

সূকরিকা (স্ত্রী) লতাভেদ। (বৃহৎস° ৫৪।৮৮)

সূকরী (স্ত্রী) সূকর জাতৌ ঙীষ্। ১ সূকরভার্য্যা, শূকরী। ২ বরাহক্রান্তা। ৩ বারাহীনামক কন্দশাক। (রাজনি°)

সূকরেষ্ট (পুং) ১ পক্ষিবিশেষ। সূকরাণামিষ্টঃ। ২ কসের। (ত্রি) ৩ শূকরপ্রিয় দ্রব্যমাত্র।

সূক্ত (ত্রি) সুষ্ঠু উক্তং। শোভনোক্তিবিশিষ্ট।

২ বেদোক্ত স্তোত্রমন্ত্রাদি, ইহা অগ্নিসূক্ত, পুরুষসূক্ত, শ্রীসূক্ত, দেবীসূক্ত প্রভৃতিভেদে বহু প্রকার। দেবদেবীর পূজা ও মহাস্নানসময়ে এই সকল সূক্ত পাঠ করিতে হয়।

"অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং" ইত্যাদি অগ্নিসূক্ত (ঋক্ ১।১।১) "সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ" ইত্যাদি পুরুষসূক্ত (ঋক্ ১০।৯০।১) "অহং রুদ্রেভিঃ" ইত্যাদি দেবীসূক্ত (ঋক্ ১০।১২৫।১)

হিন্দুদের গৃহে গৃহে সকল প্রকার বিপদুদ্ধারকামনায় যে দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডীপাঠের ব্যবস্থা আছে, এই চণ্ডীপাঠকালে দেবী-সূক্ত পাঠ করিয়া তবে উহা পাঠ করিতে হয়। "হিরণ্যবর্ণাং" ইত্যাদি রাত্রিসূক্ত, "আতূন ইন্দ্র হ্মস্তঃ" ইত্যাদি গণেশসূক্ত, "হয়মদাদ্রভনং" ইত্যাদি সরস্বতীসূক্ত। ঋগ্‌বেদে বিষ্ণুসূক্ত, ভূসূক্ত, আদিত্যসূক্ত, সোমসূক্ত, ইত্যাদি সহস্র সহস্র সূক্ত এবং যজুর্ব্বেদে কুমারসূক্ত, পিতৃসূক্ত, পাবমানীসূক্ত প্রভৃতি আছে। এই সকল সূক্ত জপ করিয়া সেই সকল দেবতার উপাসনা করিতে হয়।

"জপ্যানি সূক্তানি তথৈব চৈষা-
মনুক্রমেণাপি যথাস্বরূপং ॥" (মলমাসতত্ত্ব)

সূক্তভাজ্ (ত্রি) বৈদিক সূক্তবিশিষ্ট।

সূক্তবাক্য (ক্লী) বেদোক্ত স্তোত্রবাক্য, সূক্ত বাক্য। "তস্মিন্নগ্নৌ সূক্তবাক্যেন দেবাঃ" (ঋক্ ১০।৮৮।৭) 'সূক্তবাক্যেন স্তাবা পৃথিবীত্যাদিবাক্যেন স্তোত্রবচনেন বা।' (সায়ণ)

সূক্তবাক্য (ক্লী) যথোচিত বাক্য, সুষ্ঠুরূপ উক্ত বাক্য। "সূক্তবাক্যেন যথোচিতবাক্যেন" (ভাগবত ৫।১।১০টীকায় স্বামী) ২ বৈদিক স্তোত্রাদিরূপ বাক্য।

সূক্তবাচ্ (ত্রি) সূক্ত বচনযুক্ত। "মিত্রে বরুণে সূক্তবাচঃ" (ঋক্ ৫।৪৯।৫) 'সূক্তবাচঃ সূক্তবচসো ভবন্তি' (সায়ণ)

সূক্তা (স্ত্রী) সুষ্ঠু উক্তং বচনং যস্যাঃ। শারিকা, চলিত শালিক-পাখী। (ত্রিকা°)

সূক্তানুক্রমণী (স্ত্রী) বৈদিকসূক্তসমূহের অনুক্রমণিকা।

সূক্তি (স্ত্রী) সু শোভনা উক্তিঃ। সু উক্তি, সুষ্ঠুকথন, শোভন বাক্য, যুক্তিযুক্ত বাক্য।

সূক্তোক্তি (স্ত্রী) সূক্তবাক্, বেদোক্ত স্তোত্রবাক্য। (শুক্ল যজু° ৮।২৫)

সূক্তোচ্য (ত্রি) সূক্ত দ্বারা বাচ্য।

সূক্ষ্ম (ক্লী) সূচ্যতে ইতি সূচ পৈশুন্যে (সূচেঃ স্মন। উণ্ ৪।১৭৬) ইতি স্মন্। ১ কৈতব, ছল, কপটতা। ২ অধ্যাত্ম। (মেদিনী) ৩ অর্থালঙ্কারবিশেষ।

"সূক্ষ্মং পরাশয়াভিজ্ঞে স্বরগাকূতচেষ্টিতং।
ময়ি পশ্যতি সা কেশৈঃ সীমন্তমণিমাবৃণোৎ ॥" (চন্দ্রালোক)

যে স্থলে পরের আশয় জানিয়া অর্থাৎ অভিপ্রায় অবগত হইয়া হঠাৎ আকূতচেষ্টিত অর্থাৎ হৃদয় নিহিত ভাবের চেষ্টা হয়, তথায় এই অলঙ্কার হয়। উদাহরণ—আমি অবলোকন করিতেছি দেখিয়া তিনি সীমন্তমণি কেশ দ্বারা আবরণ করিলেন। এই স্থলে সীমন্তমণি দেখিতেছি এই মনোভাব জানিতে পারিয়া তিনি হঠাৎ তাহা আবরণ করিলেন বলিয়া এই অলঙ্কার হইল। (পুং) ৩ কতকবৃক্ষ। (ত্রি) ৪ অণু, অল্প। পর্য্যায়—স্তোক, ক্ষুল্লক, কৃশ, তনু, দভ্র, খুল্ল, খুল্লক, মাত্রা, ত্রুটী, কণা, লব, লেশ, কণ। (শব্দরত্না°) ৫ রীঠাকরঞ্জবৃক্ষ। ৬ জীরকক্ষুপ। ৭ পূগ, চলিত সুপারি। (বৈদ্যকনি°)

সূক্ষ্মকৃষ্ণফলা (স্ত্রী) সূক্ষ্মং কৃষ্ণঞ্চ ফলং যস্যা। ক্ষুদ্র জম্বুবৃক্ষ, চলিত বনজামের গাছ। (রত্নমালা)

সূক্ষ্মকোণ, সমকোণ অপেক্ষায় লঘুকোণ।

সূক্ষ্মঘণ্টিকা (স্ত্রী) ক্ষুদ্র শণপুষ্পিকা, চলিত শনগাছ। (রাজনি°)

সূক্ষ্মচক্র (ক্লী) চক্রভেদ।

সূক্ষ্মতণ্ডুল (পুং) সূক্ষ্মং তণ্ডুলং যস্য। পুস্তগাছ। পোস্তার দানা। ২ খস্‌খস্। (রাজনি°) ২ সর্জ্জরস, চলিত ধুনা।

সূক্ষ্মতণ্ডুলা (স্ত্রী) পিপ্পলী, চলিত পিপুল। (রাজনি°)

সূক্ষ্মতা (স্ত্রী) সূক্ষ্মস্য ভাবঃ তল-টাপ্। সূক্ষ্মত্ব, সূক্ষ্মের ভাব বা ধর্ম্ম, অণুত্ব।

"সূক্ষ্মতাঞ্চান্ববেক্ষেত যোগেন পরমাত্মনঃ।
দেহেষু চ সমুৎপত্তিমুত্তমেষ্বধমেষু চ ॥" (মনু ৬।৬৫)
যোগ দ্বারা পরমাত্মার সূক্ষ্মতা অবলোকন করিবে।

সূক্ষ্মতুণ্ড (পুং) কীটভেদ। (সুশ্রুত)

সূক্ষ্মদর্শনযন্ত্র (ক্লী) অনুবীক্ষণযন্ত্র, যে যন্ত্র দ্বারা চক্ষুর অগোচর সূক্ষ্ম বস্তু দর্শন করা যায়। [অণুবীক্ষণ দেখ।]

সূক্ষ্মদর্শিতা (স্ত্রী) সূক্ষ্মদর্শিনো ভাবঃ তল্-টাপ্। সূক্ষ্মদর্শীর ভাব বা ধর্ম্ম, অতি সূক্ষ্ম দর্শন। অতিশয় বুদ্ধিমত্তা।

সূক্ষ্মদর্শিন্ (ত্রি) সূক্ষ্মং পশ্যতীতি দৃশ-ণিনি। অতিশয় বুদ্ধিমান্। পর্য্যায়—কুশাগ্রীয়মতি, তৎকালধী, প্রত্যুৎপন্নমতি। (হেম)

সূক্ষ্মদল (পুং) দেবশিরীষ। (রাজনি°)

সূক্ষ্মদলা (স্ত্রী) দুরালভা। (রাজনি°)

সূক্ষ্মদারু (ক্লী) সূক্ষ্মং দারু। তনুকাষ্ঠ, সূক্ষ্মকাষ্ঠ-ফলক। পর্য্যায়—কলিঞ্জ। (ত্রিকা°)

সূক্ষ্মদৃষ্টি (স্ত্রী) সূক্ষ্মা দৃষ্টিঃ। অভ্যন্তর দৃষ্টি, ভিতর ও বাহির ভাল করিয়া দেখা।

সূক্ষ্মদেহিন্ (ত্রি) সূক্ষ্ম দেহ অস্ত্যর্থে ইনি। ১ সূক্ষ্ম দেহবিশিষ্ট। ২ সূক্ষ্মকীটবিশেষ। এই সকল জীব অণুবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণ দৃষ্টিতে দেখিতে পাওয়া যায় না, এই জন্য ইহাদিগকে সূক্ষ্মদেহী বলা যায়।

সূক্ষ্মনাভ (পুং) বিষ্ণু। (হেম)

সূক্ষ্মপত্র (পুং) সূক্ষ্মাণি পত্রাণি যস্য। ১ ধন্যাক, চলিত ধনে। ২ বনজীরক। ৩ দেবসর্ষপ। ৪ লঘু বদর। ৫ সুরপর্ণ। ৬ বনবর্ব্বরী। ৭ লোহিতেক্ষু। ৮ কুক্কুরদ্রুম, চলিত কুক্-শিমা। (রাজনি°) ৯ বাবলবৃক্ষ, চলিত বাবলাগাছ। (শব্দচ°) ১০ দুরালভা। ১১ মাষক্ষুপ। ১২ আদিত্যপত্রক্ষুপ।

সূক্ষ্মপত্রক (পুং) ১ পর্পটক, চলিত ক্ষেতপাপড়া। ২ সুগন্ধার্জক।

সূক্ষ্মপত্রা (স্ত্রী) সূক্ষ্মং পত্রং যস্যাঃ। বৃদ্ধদারকবিশেষ, চলিত ছাগলবেটে। ২ ক্ষুদ্র জম্বু, বনজাম। ৩ শতমূলী। ৪ বৃহতী। ৫ সূক্ষ্ম দুরালভা। ৬ অপরাজিতা। ৭ রক্তসঙ্গপুষ্পী, চলিত রক্তাপরাজিতা। ৮ জীরকক্ষুপ। ৯ বলা, চলিত বেড়েলা। ১০ ক্ষুদ্রোপদিকা। (রাজনি°)

সূক্ষ্মপত্রিকা (স্ত্রী) সূক্ষ্মাণি পত্রাণি যস্যাঃ, ততঃ কন্, টাপি অত ইত্বং। ১ শতপুষ্পা। ২ শতাবরী। ৩ লঘুব্রাহ্মী। ৪ ক্ষুদ্রোপদিকা, চলিত ছোটপুই। ৫ আকাশমাংসী। (রাজনি°)

সূক্ষ্মপর্ণা (স্ত্রী) সূক্ষ্মং পর্ণমস্যাঃ। জীর্ণকল্পী, জোড়ী। (রাজনি°) ২ ক্ষুদ্র শণপুষ্পিকা, চলিত সরু শণ। ৩ বৃহতী।

সূক্ষ্মপর্ণী (স্ত্রী) সূক্ষ্মং পর্ণমস্যাঃ ঙীষ্। রামদূতীবৃক্ষ।

'রামদূতা পর্ব্বপুষ্পী বিশল্যা নাগদন্তিকা।
কাণ্ডলী সূক্ষ্মপর্ণী চ তরণ্যাহ্বা ফণিজ্ঝকা॥' (শব্দচন্দ্রিকা)

সূক্ষ্মপিপ্পলী (স্ত্রী) সূক্ষ্মা পিপ্পলী। বনপিপ্পলী। (রাজনি°)

সূক্ষ্মপুষ্পা (স্ত্রী) শণপুষ্পী, চলিত শণ। (রাজনি°)

সূক্ষ্মপুষ্পী (স্ত্রী) ১ যবতিক্তা লতা। (রাজনি°) ২ শঙ্খিনী, চলিত চোরকাকুচী। (বৈদ্যকনি°)

সূক্ষ্মফল (পুং) সূক্ষ্মং ফলমস্য। ভূকর্ব্বুদার। ২ সূক্ষ্ম বদর।

সূক্ষ্মফলা (স্ত্রী) সূক্ষ্মং ফলং যস্যাঃ টাপ্। ১ তালীশপত্র। ২ ভূম্যামলকী। (মেদিনী) ৩ মহাজ্যোতিষ্মতী লতা, চলিত বড় লতাফটকী। (বৈদ্যকনি°)

সূক্ষ্মবদরী (স্ত্রী) সূক্ষ্মা বদরী। ভূবদরী, চলিত মেটোকুল।

সূক্ষ্মবীজ (পুং) সূক্ষ্মং বীজং যস্য। খস্খস্। (রাজনি°)

সূক্ষ্মভূত (ক্লী) সূক্ষ্মং ভূতং। অপঞ্চীকৃত আকাশাদি ভূত। আকাশাদি ভূত পঞ্চীকৃত হইলে তাহা স্থূলভূত নামে অভিহিত হয়, যখন অপঞ্চীকৃত অবস্থায় থাকে, তখন তাহাকে সূক্ষ্মভূত কহে।

সাংখ্যমতে পঞ্চ তন্মাত্রকে সূক্ষ্মভূত বলা যায়, যথা—শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপ, রস ও গন্ধতন্মাত্র সূক্ষ্ম ভূত, এই পঞ্চ তন্মাত্র হইতে পঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তি হইয়াছে।

সূক্ষ্মমক্ষিক (পুং) সূক্ষ্মা মক্ষিকা তদ্বদাকৃতিরস্ত্যস্যেতি অচ্। মশক। (রাজনি°)

সূক্ষ্মমক্ষিকা (স্ত্রী) সূক্ষ্মা মক্ষিকা। মশক।

সূক্ষ্মমূলা (স্ত্রী) সূক্ষ্মং মূলং যস্যাঃ। ১ জয়ন্তী। (রাজনি°) ২ ব্রাহ্মী। (বৈদ্যকনি°)

সূক্ষ্মবল্লী (স্ত্রী) সূক্ষ্মা বল্লী। ১ তাম্রবল্লী লতা। মালবদেশে এই নামে খ্যাত। ২ জতুকা লতা। (রাজনি°) ৩ লঘুকারবেল্লী, চলিত ছোট উচ্ছে। (বৈদ্যকনি°)

সূক্ষ্মবস্ত্র (ক্লী) সূক্ষ্মং বস্ত্রং। শ্লক্ষ্ণ বসন, সরু কাপড়, মিহি কাপড়।

সূক্ষ্মশরীর (ক্লী) শরীর দুই প্রকার, স্থূল শরীর ও সূক্ষ্ম শরীর। স্থূল দেহের নাশে এই সূক্ষ্মশরীর বিদ্যমান থাকে। মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন এই একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ তন্মাত্র অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ তন্মাত্র, এই ১৮টীর সমষ্টিই সূক্ষ্মশরীর। সাংখ্যমতে এক একটী পুরুষের জন্য এক একটি সূক্ষ্মশরীর প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই শরীর মহাপ্রলয়কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী। এই সূক্ষ্ম শরীর যতদিন পর্য্যন্ত মুক্ত না হয়, ততদিনই যাতায়াত করে, অর্থাৎ একবার জন্ম গ্রহণ করে, কিছু দিন কর্ম্মফল ভোগ করিয়া আবার মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পুরুষের জন্ম ও মৃত্যু নাই, এই শরীরেরই জন্ম এবং মৃত্যু হইয়া থাকে।

এই সূক্ষ্মশরীর পূর্ব্বগৃহীত স্থূল দেহের পরিত্যাগ এবং অভিনব স্থূল দেহের যে গ্রহণ করে, তাহারই নাম সংসার। চিত্র যেরূপ আশ্রয় ভিন্ন থাকিতে পারে না, সেইরূপ সূক্ষ্ম শরীরও আশ্রয় ভিন্ন থাকিতে পারে না। এই জন্য লিঙ্গশরীরের আশ্রয়স্বরূপ স্থূলশরীর গৃহীত হইয়া থাকে।

বাচস্পতি মিশ্র বলেন—স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দুইটী শরীর। কিন্তু বিজ্ঞানভিক্ষু তিনটী শরীর স্বীকার করেন, স্থূল শরীর, সূক্ষ্মশরীর ও অধিষ্ঠানশরীর। তিনি বলেন, স্থূল দেহের পরিত্যাগের পর লিঙ্গদেহের যে লোকান্তরগমন হয়, তাহা এই অধিষ্ঠানশরীরে আশ্রয় লইয়া থাকে। তাঁহার মতে এই স্থূল শরীর কোন সময়ই আশ্রয় ভিন্ন থাকিতে পারে না। স্থূলভূতের সূক্ষ্ম অংশই অধিষ্ঠান শরীর, এই অধিষ্ঠান শরীরের অপর নাম আতিবাহিক শরীর, এই সূক্ষ্ম শরীর ধর্ম্মাধর্ম্মাদিরূপ নিমিত্ত অনুসারে নানাবিধ স্থূল শরীর গ্রহণ করিয়া থাকে। এই ধর্ম্মাদি কাহারও স্বাভাবিক, কাহারও বা উপায়ানুষ্ঠান-সাধ্য। যিনি যেরূপ কর্ম্ম করিবেন, তিনি তদনুরূপ ফল গ্রহণ করিয়া ভোগ করিবেন।

জলৌকা যেমন একটি আশ্রয় অবলম্বন না করিয়া পূর্ব্বাশ্রয় ত্যাগ করে না, তদ্রূপ এই সূক্ষ্মশরীরও একটী আশ্রয় অবলম্বন না করিয়া পূর্ব্বাশ্রয়-দেহ ত্যাগ করে না। মৃত্যুর যখন অব্যবহিত পূর্ব্বকাল উপস্থিত হয়, তখন যাবজ্জীবন ধরিয়া যে সকল কর্ম্মানুষ্ঠান করা হইয়াছে, সেই কর্ম্মানুরূপ একটী ভাবনাময় শরীর উপস্থিত হয়, তখন সূক্ষ্মশরীর ঐ ভাবনাময় শরীর অবলম্বন করিয়া স্থূলশরীর ত্যাগ করে। এই রূপেই সূক্ষ্ম শরীরের বার-বার জন্মমৃত্যু হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতিপুরুষবিবেক-সাক্ষাৎকার দ্বারা মুক্তি হইলে আর এই সূক্ষ্মশরীর স্থূলশরীর গ্রহণ করে না। সঞ্চিত ধর্ম্মাধর্ম্মই জন্ম ও মৃত্যুর কারণ। তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা বিবেকসাক্ষাৎকার হইলে সূক্ষ্মশরীরে সঞ্চিত ধর্ম্মাধর্ম্মের

বীজভাব নষ্ট হইয়া যায়, এই জন্য জন্মাদিরূপ ফল উৎপাদনে করিতে পারে না। তাই বাচস্পতি মিশ্র লিখিয়াছেন—

"ক্লেশসলিলাবসিক্তায়াং হি বুদ্ধিভূমৌ কর্ম্মবীজানাঙ্কুরং প্রসুবতে, তত্ত্বজ্ঞান-নিদাননিপাতিতসকলক্লেশ-সলিলায়ামূষরায়াং কুতঃ কর্ম্মবীজানামঙ্কুরপ্রসবঃ ॥" (সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী)

জলসিক্ত ভূমিতেই বীজ অঙ্কুরোৎপাদন করিতে পারে, প্রথম সূর্য্যতাপে যে ভূমির সমস্ত জল পরিশুষ্ক হইয়াছে, তাদৃশ ঊষর ভূমিতে বীজের অঙ্কুরোৎপাদকতা অসম্ভব। তদ্রূপ মিথ্যা-জ্ঞানাদিরূপ ক্লেশ থাকিলেই সঞ্চিত কর্ম্ম ফলজননে সমর্থ হয়, এবং এই ফল ভোগ করিবার জন্যই সূক্ষ্মশরীরে স্থূলশরীর আবশ্যক হয়। কারণ, শরীরব্যতীত ভোগ হয় না। যখন তত্ত্ব-জ্ঞান দ্বারা মিথ্যাজ্ঞানাদি অপনীত হয়, তখন আর কর্ম্মফল সমুৎপন্ন হইতে পারে না, সুতরাং সূক্ষ্মশরীরের আর স্থূল শরীর গ্রহণ করিবার ক্ষমতা থাকে না, দগ্ধ বীজাভাব হইয়া আপনার কারণ যে প্রকৃতি তাহাতে লীন হইয়া থাকে। (সাংখ্যদ°)

বেদান্তমতে সপ্তদশ অবয়বসমষ্টিই সূক্ষ্মশরীর, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ বায়ু, মন ও বুদ্ধি এই ১৭টার সমষ্টিই সূক্ষ্মশরীর।

"জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চকং কর্ম্মেন্দ্রিয়পঞ্চকং বায়ুপঞ্চকং, বুদ্ধিমনসী চেতি সপ্তদশাবয়বানি সূক্ষ্মশরীরাণি।" (বেদান্তসার)

এই সূক্ষ্মশরীরের উক্তরূপের যে বারংবার যাতায়াত অর্থাৎ জন্মমৃত্যু স্বীকৃত হইয়াছে। [বেদান্ত শব্দে দ্রষ্টব্য]

সূক্ষ্মশর্করা (স্ত্রী) সূক্ষ্মা শর্করা। বালুকা। (রাজনি°)

সূক্ষ্মশাক (খ) (পুং) সূক্ষ্মা শাখা যস্য। জলবর্ব্বুরক। (রাজনি°)

সূক্ষ্মশালি (পুং) সূক্ষ্মঃ শালিঃ। অন্নধান্যবিশেষ। মিহিধান, সরুধান। পর্য্যায়—সূচিশালি, পাবশালি, সূচক। গুণ—সুমধুর, লঘু, পিত্ত, অস্র ও দাহনাশক। (রাজনি°)

সূক্ষ্মষট্‌চরণ (পুং) সূক্ষ্মাণি ষট্‌ চরণানি যস্য। পক্ষ্মযুক্, পক্ষ্মা-শ্রয়াকুলবিশেষ। (রাজনি°)

সূক্ষ্মা (স্ত্রী) সূক্ষ্ম-টাপ্‌। ১ যূথিক। (শব্দচ°) ২ ক্ষুদ্রৈলা, ছোট এলাচ। ৩ করুণী। ৪ বালুকা। (রাজনি°) ৫ মুষলী, চলিত তালমূলী। (পর্য্যায়মু°) ৬ সূক্ষ্ম, জটামাংসী। (বৈদ্যকনি°)

সূক্ষ্মাক্ষ (পুং) সূক্ষ্ম চক্ষুবিশিষ্ট, সূক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন।

সূক্ষ্মাহ্বা (স্ত্রী) মহামেদা। (বৈদ্যকনি°)

সূক্ষ্মেক্ষিকা (স্ত্রী) সূক্ষ্ম দৃষ্টি।

সূক্ষ্মেলা (স্ত্রী) সূক্ষ্মা এলা। ক্ষুদ্রৈলা, ছোট এলাচ, গুজরাটী এলাচ। পর্য্যায়—বয়স্থা, তীক্ষ্ণগন্ধা, ত্রুপুটী, ত্রুটি। (রত্নমালা)

সূথর (পুং) শৈবসম্প্রদায়ভেদ। [সুথড় দেখ]

সূচ, পৈশুন্য, অন্তর্দ্দাহ। অদন্ত চুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্‌। লট্‌ সূচয়তি। লিট্‌ সূচয়াঞ্চকার। কৃ-ভূ ও অস ধাতুর অনুপ্রয়োগ হইবে। লুঙ্‌ অসুসূচৎ।

সূচ (পুং) সীব্যতি চরণৌ ইতি সিব (সিবেষ্টেরূ চ। উণ্‌ ৪।৯৩) ইতি চট্, টেরূষশ্চ। কুশাঙ্কুর। (উজ্জ্বল)

সূচক (ত্রি) সূচয়তীতি সূচ পৈশুন্যে ণ্বুল। পিশুন, খল।

"কোষ্টমর্দ্দী তৃণচ্ছেদী নখখাদী চ যো নরঃ।

স বিনাশং ব্রজত্যাশু সূচকোঽশুচিরেব চ ॥" (মনু ৪।৭১)

মনুতে লিখিত আছে যে সূচক অর্থাৎ যাহারা পরনিন্দা-কারী ও খল, তাহারা আশু বিনষ্ট হয়।

২ চর, গূঢ়পুরুষ, চলিত গোয়েন্দা। ৩ সূচনকর্ত্তা। ৪ জ্ঞাপক, প্রকাশক।

"দ্বারদেশাৎ সমুদ্ভূতো মাহাত্ম্যবলসূচকঃ।

বজ্রনিষ্পেষসদৃশঃ শুশ্রাবে ভুজনিস্বনঃ ॥" (ভারত ১।১৫৯।২৭)

(পুং) সীব্যত্যনেনেতি সিব (সিবেষ্টেরূচ। উণ্‌ ৪।৯৩) ইতি চট্, টেরূষশ্চ, ততঃ স্বার্থে বন্। ৫ সীবন-দ্রব্য, সীবনী, সূচ। ৬ সূচীকর্ম্মকারী। ৭ বোধক। ৮ কুকুর। ৯ বিড়াল। ১০ কাক। (মেদিনী) ১১ বুদ্ধ। ১২ সিদ্ধ। ১৩ পিশাচ। (শব্দরত্না°) ১৪ সূত্রধার। ১৫ কথক। (হেম) ১৬ সূক্ষ্মশালি। (রাজনি°)

সূচন (ক্লী) সূচ-ল্যুট্‌। ১ গন্ধন। (অমর)

২ জ্ঞাপন, কথন। (ত্রিকা°)

সূচনা (স্ত্রী) সূচ-ণিচ্‌-যুচ্‌-টাপ্‌। বাধন, বিদ্ধকরণ।

২ দৃষ্টি। ৩ গন্ধন। ৪ অভিনয়। ৫ অঙ্গভঙ্গী দ্বারা জানান, সঙ্কেত বা চিহ্নাদি দ্বারা জানান। ৬ দুষ্টামি বা পেজমি। ৭ হিংসা। ৮ জ্ঞাপন।

"যত্র স্যাদঙ্ক একস্মিন্নঙ্কানাং সূচনাখিলা।

তদঙ্কমুখমিত্যাহুবীজার্থখ্যাপকঞ্চ যৎ ॥" (সাহিত্যদ° ৬।৩১২)

সূচনীয় (ত্রি) সূচ-অনীয়র্‌। সূচনযোগ্য, সূচনার্থ।

সূচয়ীতব্য (ত্রি) সূচি-তব্য। সূচনার্হ।

সূচি (স্ত্রী) সূচ্যতে অনয়েতি। সূচ-ণিচ্‌ (অচ ইঃ। উণ্‌ ৪।১৩৮) ইতি ই। ১ ব্যধনী, সীবনী, সূচ, যাহা দ্বারা বিদ্ধ করা যায়।

২ নৃত্যভেদ, এক প্রকার নাচ। ৩ শিখা।

'শুচির্নৃত্যপ্রভেদে চ ব্যধনীশিখয়োরপি।' (রত্নকোষ)

৪ কেতকীপুষ্প। ৫ ব্যূহবিশেষ।

সূচিব্যূহ, যুদ্ধস্থলে একপ্রকার সৈন্যরচনা।

"সংহতান্ যোধয়েদল্পান্ কামং বিস্তারয়েদ্বহূন্।

সূচ্যাবজ্রেণ চৈবৈতান্ ব্যূহেন ব্যূহযোধয়েৎ ॥" (মনু ৭।১৯১)

সৈন্যসংখ্যা অল্প হইলে সংহতভাবে, বহু হইলে বিস্তৃতভাবে

সেনাসন্নিবেশপূর্ব্বক সূচীব্যূহ বা বজ্রব্যূহ রচনা করিয়া রাজার যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য। শুক্রনীতিতে এই ব্যূহের লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে যে, এই ব্যূহের মুখ সূক্ষ্ম, দীর্ঘ ও সমদণ্ডাকার এবং রন্ধ্রযুক্ত।

"সূচীসূক্ষ্মমুখো দীর্ঘঃ সমদণ্ডান্তররন্ধ্রযুক্।" (শুক্রনীতি)

৮ জ্ঞাপনী, যাহা দ্বারা জানা যায়, সূচীপত্র, ইহা দ্বারা গ্রন্থের বিষয় অবগত হওয়া যায়।

সূচিক (পুং) সূচ্যা জীবতি ক। যাহারা সূচীকর্ম্ম অর্থাৎ সেলাই কর্ম্ম দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে, চলিত দরজী, পর্য্যায়—সৌচিক, সৌচি, তুন্নবায়, সূত্রভিদ্। শব্দরত্না°)

সূচিকা (স্ত্রী) সূচিরেব স্বার্থে কন্। ১ সূচি, ছুঁচ্।
২ হস্তিশুণ্ড।

সূচিকাধর (পুং) সূচিকায়াঃ শুণ্ডস্য ধরঃ। হস্তী। (শব্দমালা)

সূচিকাভরণ (ক্লী) ঔষধবিশেষ। এই ঔষধ জ্বরাধিকারের একপ্রকার শেষ ঔষধ। যখন অন্য কোন ঔষধে রোগীর রোগের উপশম না হইয়া রোগ বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তখনই সূচিকাভরণ প্রয়োগ করিতে হয়, এই ঔষধে যিনি আরোগ্য হন না, তাঁহার মৃত্যু নিশ্চিত। এই ঔষধ অনেক প্রকার। ইহার প্রস্তুত-প্রণালী বৈদ্যকে এইরূপ লিখিত আছে—

১ম প্রকার—রস, গন্ধক, সীসক, কাষ্ঠবিষ, কৃষ্ণসর্পবিষ, এই সকল একত্র মর্দ্দন করিয়া রোহিতমৎস্যের পিত্ত, শূকরের পিত্ত, ময়ূরের পিত্ত ও ছাগপিত্ত এই সকল বস্তু দ্বারা ক্রমে ক্রমে ভাবনা দিয়া পরে উহা দ্বারা ক্ষুদ্র সর্ষপপ্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অতীসারের সহিত সান্নিপাতিক জ্বরে বা কেবল সন্নিপাত জ্বরে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অনুপান আদার রস। এই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া মস্তকে জলপ্রদান ও অন্যান্য শীতক্রিয়া করিবে।

অন্য প্রকার—কাষ্ঠবিষ, সর্পবিষ, দারমুজ প্রত্যেকে এক ভাগ, হিঙ্গুল তিন ভাগ, এই সকল দ্রব্য, রোহিতমৎস্য, মহিষ, ময়ূর, ছাগ ও বরাহের পিত্তদ্বারা এক এক দিন ভাবনা দিয়া সর্ষপাকৃতি বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান ডাবের জল। রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইয়া রোগীর গাত্রে তিলতৈল মর্দ্দন করিয়া অন্যান্য শীতলক্রিয়া করিতে হইবে। এই ঔষধ সেবনে মৃতপ্রায় ব্যক্তিও পুনর্জীবিত হয়। ইহা প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ। এই ঔষধ সেবন করাইয়া রোগীর যে সকল দ্রব্য প্রিয়, তৎক্ষণাৎ তাহাকে তাহা দেওয়া যাইতে পারে। অন্যবিধ—বিষ ১ পল, রস ৪ মাষা, এই দুই দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া কাঁচচূর্ণলিপ্ত শরাবপুটে রুদ্ধ করিয়া শুষ্ক করিবে। পরে উহা চুল্লীতে স্থাপন করিয়া দুই প্রহর কাল ক্রমাগত জ্বাল দিয়া চুল্লী হইতে নামাইবে। পরে ঐ রস গ্রহণ করিয়া সাবধানে রক্ষা করিতে হয়। রোগী সন্নিপাতরোগে অজ্ঞান বা মৃতপ্রায় হইলে সেই অবস্থায় রোগীর মস্তক ক্ষুর দ্বারা ক্ষত করিয়া সেই স্থানে সূচিকার মুখে যে পরিমাণ রস সংলগ্ন হয়, সেই পরিমাণ রস অঙ্গুলি দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া দিবে। উক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিলে মৃতপ্রায় ব্যক্তিও জীবন লাভ করে। সর্পদংশনে মৃতপ্রায় ব্যক্তিকেও যদি ইহা এইরূপে প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে উপকার হয়।

বৃহৎ সূচিকাভরণ, প্রস্তুতপ্রণালী—পারদ, গন্ধক, সীসা, অভ্র, কাষ্ঠবিষ, কৃষ্ণসর্পবিষ, প্রত্যেক সমভাগে মাড়িয়া রোহিতমৎস্য, মহিষ, ময়ূর ও ছাগলের পিত্তে ভাবনা দিয়া ক্ষুদ্র সর্ষপবৎ বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। অনুপান নারিকেল জল। ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাত, বিসূচিকা ও অতীসার প্রভৃতি রোগে রোগীর নিতান্ত মন্দ অবস্থায় ইহা প্রযোজ্য। রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইয়া রোগীর গাত্রে তিলতৈল মর্দ্দন করাইয়া স্নান, চন্দনাদিলেপন, নারিকেল জলপান, দধি প্রভৃতি ভোজন করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। যত প্রকার শীতক্রিয়া হইতে পারে, তাহা করিবে। ইহাতে কোনরূপ অপকার না হইয়া উপকার হইবে। (ভৈষজ্যরত্না° জ্বরাধিকার)

সন্নিপাত, বিসূচিকা, অতীসার প্রভৃতি রোগের এই শেষ ঔষধ। অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মৃতপ্রায় রোগীকে সূচিকাভরণ প্রয়োগ করিলে হাতে হাতে ফল পাওয়া যায়। এই ঔষধ সেবনে যাঁহারা জীবন লাভ করেন, তাঁহারা সর্ব্বদাই শৈত্যক্রিয়া করিবেন। এই ঔষধ সেবন করাইয়া পথ্যের কোন বিধি নিয়ম নাই, যে কোন দ্রব্যই রোগীকে দেওয়া যাইতে পারে। তবে ইহা লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যে পথ্য সেবনে শরীর গরম হয়, তাদৃশ পথ্য উপকারী নহে। শীতগুণযুক্ত দ্রব্যই পথ্যে ব্যবহার করা আবশ্যক। বৈদ্য এই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া রোগীর নিকট থাকিবেন, কারণ, এই ঔষধসেবনে রোগজ বিকার বিনষ্ট হইয়া বিষের ক্রিয়া আরম্ভ হয়, সুতরাং সেইকালে যাহাতে বিষজ বিকার দূর হয়, তাঁহাকে তাহা করিতে হইবে।

সূচিকামুখ (ক্লী) সূচিকেব ক্রমসূক্ষ্মং মুখং যস্য। ১ শঙ্খ। (হারাবলী) (ত্রি) ২ সূচ্যগ্র°।

সূচিগৃহক (ক্লী) সূচের ঘর।

সূচিত (ত্রি) সূচ-ক্ত। ১ কথিত। ২ বোধিত, জ্ঞাপিত। ৩ হিংসিত। ৪ যোগ্য।

সূচিন্ (পুং) সূচয়তীতি সূচ-ণিনি। ১ সূচক। ২ পিশুন খল। (ভারত ৩।৩৫।৪৬)

সূচিপত্র (ক্লী) গ্রন্থের সূচকপত্র, যাহা দ্বারা গ্রন্থের বিষয় সূচিত হয়।

সূচিপত্রক (পুং) সূচিবৎ সূক্ষ্মাণি পত্রাণি যস্য। কপ্। সিতাবরশাক, চলিত শুষুনি শাক। (রাজনি°) ২ শ্বেতেক্ষু।

সূচিপুষ্প (পুং) সূচ্যাকারং পুষ্পমস্য সূচিরিতি নাম্না খ্যাতং পুষ্পমস্যেতি বা। কেতকবৃক্ষ, কেয়াফুলের গাছ। কেয়াফুলের আকৃতি সূচির ন্যায়, এই জন্য ইহার এই নাম হইয়াছে।

সূচিমল্লিকা (স্ত্রী) নবমল্লিকা। (রাজনি°)

সূচিরোমন্ (পুং) সূচিবৎ রোমাণি যস্য। বরাহ। (ত্রিকা°)

সূচিবদন (পুং) সূচিবৎ সূক্ষ্মং বদনং যস্য। ১ নকুল। ২ মশক।

সূচিবৎ (পুং) সূচিস্তদাকারশ্চঞ্চুরস্যাস্ত্যেতি মতুপ্ মস্য ব। গরুড়।

সূচিশালি (পুং) সূচিবৎ সূক্ষ্মঃ শালিঃ। শালিধান্যবিশেষ, সরুধান। (রাজনি°)

সূচিসূত্র (ক্লী) সূচিতে সূত্র, ছুঁচে যে সূতা পরান হয়।

সূচী (স্ত্রী) সীব্যতেঽনয়া সিব (সিবেষ্টেরু চ। উণ্ ৪।৯৩) ইতি চট্, টেরূত্বঞ্চ, টিত্বাৎ ঙীষ্ বা সূচ ই, কৃদিকারাদিতি ঙীষ্। ১ সীবনদ্রব্য, চলিত ছুঁচ। ২ সুশ্রুতোক্ত অস্ত্রবিশেষ। সুশ্রুতে লিখিত আছে যে,যদি শরীরের কোন অংশ সীবন অর্থাৎ সেলাই করিতে হয়, তাহা হইলে এই অস্ত্র দ্বারা করিবে। চিকিৎসক প্রথমে সূতা দ্বারা একখানি সূক্ষ্ম ও পুরুবস্ত্রের দুই ধার অথবা এক খণ্ড নরম চর্ম্মের দুই ধার একত্র সেলাই করিয়া সীবন-কার্য্য শিক্ষা করিবেন। শিক্ষা উত্তমরূপে হইলে তবে তিনি এই অস্ত্র দ্বারা শরীরের স্থান সেলাই করিবেন। বৈদ্য সীবনকার্য্যে দক্ষ না হইলে এই অস্ত্র দ্বারা সীবন করিলে নানা প্রকার অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। (সুশ্রুত) ৩ বৈদ্যকোক্ত কর্ম্মবিশেষ।

"এষণ্যাগতিমন্বিষ্য ক্ষারসূত্রানুসারিণীং।

সূচ্যাং বিদধ্যাৎ গত্যন্তে চোন্নম্যাশুচ নির্হরেৎ ॥"

(চক্রপাণিসংগ্রহ) ৪ করণ। (হেম) ৫ দৃষ্টি। ৬ কেতকী-পুষ্প। ৭ ব্যূহবিশেষ। (মনু ৭।১৮৭) সূচিশব্দার্থ। ৮ শুক্ল-দর্ভ, শ্বেতকুশ। (বৈদ্যকনি°)

সূচীক (পুং) সূচিসদৃশ পুচ্ছ ও রোমাদিযুক্ত বৃশ্চিকাদি।

"সূচীকা যে প্রকঙ্কতাঃ" (ঋক্ ১।১৯১।৭)

'সূচীকাঃ সূচীসদৃশপুচ্ছরোমাণো বৃশ্চিকাদ্যাঃ' (সায়ণ)

সূচীদল (পুং) সূচীবৎ দলান্যি যস্য। সিতাবরশাকক্ষুপ, চলিত শুষনি শাক। (রাজনি°)

সূচীপত্র (পুং) সূচীবৎ পত্রাণি যস্য। ১ ইক্ষুবিশেষ। গুণ— বাতবর্দ্ধক, কফ ও পিত্তনাশক, কষায়, বিদাহী। (সুশ্রুত সূত্রস্থা° ৪৫ অ°) সুনিষণ্ণ শাক। (ভাবপ্র°)

সূচীপত্রা (স্ত্রী) সূচীপত্র-টাপ্। গণ্ডদূর্ব্বা। (রাজনি°)

সূচীপদ্ম (ত্রি) ব্যূহভেদ। (ভারত)

সূচীপাশ (পুং) সূচির ছিদ্র, ছুঁচের ছেদা।

সূচীপুষ্প (পুং) সূচীবৎ সূক্ষ্মং পুষ্পং যস্য। কেতকী, কেয়া-ফুলের গাছ। (রত্নমালা)

সূচীমুখ (ক্লী) সূচীবৎ সূক্ষ্মং মুখং যস্য। হীরক।

"সূচীমুখেন সকৃদেব কৃতব্রণস্ত্বং

মুক্তাকলাপ লুঠসি স্তনয়োঃ প্রিয়ায়াঃ।" (সাহিত্যদ° ৮।৬১২)

২ নরকবিশেষ। ভাগবতে লিখিত আছে যে, এই নরক অতিশয় যাতনাময়। (ভাগবত ৫।২৫।৭) ৩ সূচীর মুখ, ছুঁচের মুখ। (ত্রি) ৪ সূচ্যাস্য।

"সূচীমুখমনীকং স্যাদল্পানাং বহুভিঃ সহ।" (ভারত ৬।১৮।৫)

(পুং) ৫ সিতকুশা, সাদা কুশা। (রাজনি°) ৬ সুশ্রুতোক্ত শস্ত্রবিশেষ। রক্তপূয়াদি বিস্রাবণের নিমিত্ত এই শস্ত্র ব্যবহৃত হয়। এই অস্ত্রের মুখ সূচীর ন্যায় অতি সূক্ষ্ম, এই জন্য ঐ নাম হইয়াছে। (সুশ্রুত সূত্র° ৮ অ°)

সূচিরোমন্ (পুং) সূচীবং রোমাণি যস্য। ১ শূকর (ত্রিকা°) (ত্রি) ২ সূচীতুল্য রোমবিশিষ্ট।

সূচীবক্ত্র (ত্রি) ১ সূচীমুখশব্দার্থ। ২ স্কন্দানুচরভেদ। (ভারত) ৩ অসুরভেদ। (হরিবংশ)

সূচ্ছিত (ত্রি) সমুন্নত, অতিশয় উচ্ছ্রিত।

সূচ্য (ত্রি) সূচ-যৎ। সূচীয়, সূচনার যোগ্য।

সূচ্যাস্য (পুং) সূচীবৎ আস্যং মুখং যস্য। ১ মূষিক। (হেম) (ত্রি) ২ সূচীমুখ, সূচীর ন্যায় মুখবিশিষ্ট।

সূচীবক্ত্রা (স্ত্রী) যোনিরোগবিশেষ। লক্ষণ—

"বিবৃতাতিমহদ্যোনিঃ সূচীবক্ত্রাতিসংবৃতা।"

(ভাবপ্র° যোনিরোগাধি°)

অত্যন্ত বিস্তৃত ছিদ্রবিশিষ্ট যোনিকে বিবৃতা, অতি সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট যোনিকে সূচিবক্ত্রা কহে। আহারবিহার জন্য বায়ু কুপিত হইয়া এই রোগ হয়।

সূচ্যগ্র (পুং) সূচীর অগ্রভাগ।

সূচ্যগ্রস্থূলক (পুং) সূচ্যা অগ্র ইব স্থূলঃ, ততঃ কন্। তৃণবিশেষ, চলিত উলুখড়।

'সূচ্যগ্রস্থূলকো দর্ভো জুর্ণাখ্যশ্চ খরচ্ছদঃ।' (রত্নমালা)

সূত (পুং) সূ প্রেরণে ঐশ্বর্য্যে প্রসবে চ ক্ত। ১ সারথি।

"পুনঃ পুনঃ সূতনিষিদ্ধচাপলং

হরন্তমশ্বং রথরশ্মিসংযতং।" (রঘু ৩।৪২)

২ ত্বষ্টা। (অমর) ৩ বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ। মনুতে লিখিত আছে যে, এই জাতি ক্ষত্রিয়ের ঔরসে এবং ব্রাহ্মণীর গর্ভে জন্ম-গ্রহণ করে। ইহাদের বৃত্তি অশ্বসারথ্য।

"ক্ষত্রিয়াদ্বিপ্রকন্যায়াং সূতো ভবতি জাতিতঃ। (মনু ১০।১১)

'সূতানামশ্বসারথ্যমম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতং। (মনু ১০।৪৭)

৪ বন্দী, স্তুতিপাঠক, যাহারা রাজগণকে স্তুতিপাঠ দ্বারা নিদ্রা হইতে প্রবোধিত করে। ৫ পারদ। (মেদিনী) ৬ পুরাণবক্তা।

বেদব্যাস পুরাণশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। সেই সকল পুরাণ সূত যজ্ঞাবসানে ঋষিদিগকে শ্রবণ করাইয়া ছিলেন।

সূতের উৎপত্তির বিষয় বিবিধ পুরাণে বিবিধপ্রকার লিখিত আছে। কূর্ম্মপুরাণে লিখিত আছে যে, স্বায়ম্ভুবযজ্ঞে বিষ্ণুপুরাণ বলিবার জন্য নিজ অংশে সূতরূপে জন্ম গ্রহণ করেন। এই সূত পুরাণ ও ইতিহাস শিক্ষার জন্য ব্যাসের উপাসনা করায় ব্যাস ইঁহাকে পুরাণ শিক্ষা দেন, তিনি পুরাণসকল অবগত হইয়া ঋষিদিগের নিকট পুরাণবর্ণন করিয়াছিলেন।

"সবান্তে সূতমনঘং নৈমিষীয়া মহর্ষয়ঃ।
পুরাণসংহিতাং পুণ্যাং পপ্রচ্ছ লোমহর্ষণং ॥
ত্বয়া সূত মহাবুদ্ধে ভগবান্ ব্রহ্মবিত্তমঃ।
ইতিহাসপুরাণার্থং ব্যাসঃ সম্যগুপাসিতঃ ॥
অস্য তে সর্ব্বরোমাণি বচসা হৃষিতানি যৎ।
দ্বৈপায়নস্য ভগবাংস্ততো বৈ রোমহর্ষণঃ ॥
ভবন্তমেব ভগবান্ ব্যাজহার স্বয়ং প্রভুঃ।
মুনীনাং সংহিতাং বক্তুং ব্যাসঃ পৌরাণিকীং পুরা।
ত্বং হি স্বায়ম্ভুবে যজ্ঞে সত্যাদৌ বিততে সতি।
সম্ভূতঃ সংহিতাং বক্তুং স্বাংশেন পুরুষোত্তমঃ ॥"(কূর্ম্মপু° ১।৩-৬)

এই পুরাণের অন্যস্থলে লিখিত আছে যে, ব্রহ্মার আদেশে যখন বেণপুত্র যজ্ঞ আরম্ভ করেন, এবং সেই যজ্ঞ যখন বিস্তৃত হয়, তখন হরি স্বয়ং পুরাণ বলিবার জন্য সূতরূপে জন্ম গ্রহণ করেন। এই সূত সকল শাস্ত্রের প্রবক্তা, গুণবৎসল এবং ধার্ম্মিক। এই সূত মুনিদিগকে বলিয়াছিলেন যে, হে মুনিগণ, আপনারা আমাকে পূর্ব্বোদ্ভূত সনাতন বলিয়া জানিবেন। এই সময় কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস বলিয়া ছিলেন যে, আমার বংশে যে সকল পুত্র বেদবর্জ্জিত হইবে, তাহাদের পুরাণবক্তৃত্ববৃত্তি হইবে।

"নিয়োগাদ্ব্রহ্মণঃ সার্দ্ধং দেবেন্দ্রেণ মহৌজসঃ।
বেণপুত্রস্য বিততে পুরা পৈতামহে মখে ॥
সূতঃ পৌরাণিকো যজ্ঞে মায়ারূপঃ স্বয়ং হরিঃ।
প্রবক্তা সর্ব্বশাস্ত্রাণাং ধর্ম্মজ্ঞো গুণবৎসলঃ ॥
তং মাং বিত্ত মুনিশ্রেষ্ঠাঃ পূর্ব্বোদ্ভূতং সনাতনং।
এতস্মিন্নন্তরে ব্যাসঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ স্বয়ং ॥
শ্রাবয়ামাস যাঃ প্রীত্যা পুরাণপুরুষো হরিঃ।
মদন্বয়ে চ যে সূতাঃ সম্ভূতা বেদবর্জ্জিতাঃ ॥
তেষাং পুরাণবক্তৃত্বং বৃত্তিরাসীদজাজ্ঞয়া ॥ (কূর্ম্মপু° ১২অ°)

অগ্নিপুরাণমতে ব্রহ্মার পৌষ্করযজ্ঞে যজ্ঞীয় হবি হইতে পুরাণবেত্তা দ্বিজ সূত উৎপন্ন হন। ইনি বেদাদিশাস্ত্রের বক্তা এবং ত্রিকালের সকলতত্ত্বজ্ঞ। এই সূত তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে নৈমিষারণ্যে গমন করেন এবং তথায় ঋষিদিগকে পুরাণ শ্রবণ করান।

"ব্রহ্মণঃ পৌষ্করে যজ্ঞে সুত্যাহে বিততে সতি।
পৃষদাজ্যাৎ সমুৎপন্নঃ সূতঃ পৌরাণিকো দ্বিজঃ ॥
বক্তা বেদাদিশাস্ত্রাণাং ত্রিকালামলতত্ত্ববিৎ।
তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গেন নৈমিষারণ্যমাগমৎ ॥" (বহ্নিপু° ১ অ°)

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যে, পিতামহদৈবত বৈণ্য পৃথুর যজ্ঞে সূতিতে সূতের উৎপত্তি হয়। যে স্থানে যজ্ঞীয় সোম থাকে, সেই স্থানকে সূতি কহে। (বিষ্ণুপু° ১।১৩ অ°) মৎস্য পুরাণেরও এই মত।

বহ্নিপুরাণে লিখিত আছে যে, পৃথুর যজ্ঞে সূতিতে সূত ও মাগধের উৎপত্তি হয়। ঋষিগণ পৃথুর স্তবের জন্য সূতকে বলিলে সূত উত্তমরূপে স্তব করেন। রাজা পৃথু এই স্তবে অতিশয় প্রীত হইয়া তাহাকে অনুপদেশ প্রদান করেন।

"এতস্মিন্নেব কালে তু যজ্ঞে পৈতামহে শুভে।
সূতঃ সূত্যাং সমুৎপন্নঃ সৌত্যেঽহনি পুরাণবিৎ ॥
তেষাং যজ্ঞে পুনস্তেবমুৎপন্নৌ সূতমাগধৌ।
পৃথোঃ স্তবার্থং তৌ তত্র সমাহিতৌ মহর্ষিভিঃ ॥
তে উচুর্ঋষয়ঃ সর্ব্বে স্তূয়তামেষ পার্থিবঃ।
তৈর্নিযুক্তৌ সুকর্ম্মাণি পৃথোর্যানি মহাত্মনঃ ॥
তুষ্টুবুস্তানি সর্ব্বাণি আশীর্ব্বাদাংস্ততঃ পরান্।
তয়োঃ স্তবান্তে সুপ্রীতঃ পৃথুঃ প্রাদাৎ জনেশ্বরঃ ॥
অনূপদেশং সূতায় মাগধান্ মাগধায় চ।"
(বহ্নিপু° পৃথোরুপাখ্যাননামাধ্যায়)

পুরাণবেত্তা সূতের উৎপত্তি বিষয়ে এইরূপ বিবিধ প্রকার মত দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা হউক, একমাত্র সূতই ঋষিদিগের নিকট পুরাণসকল বর্ণন করিয়াছিলেন।

(ত্রি) ৭ প্রসূত। ৮ প্রেরিত। (মেদিনী)

সূতক (ক্লী) সূ ভাবে ক্ত, ততঃ স্বার্থে কন্। ১ জন্ম। সূতকং জন্মকারণত্বেনাস্ত্যস্তেতি অচ্। জননাশৌচ, সন্তানাদির জন্ম হইলে যে অশৌচ হয়, অর্থাৎ তজ্জন্য যে দেহাশুদ্ধি থাকে, তাহাকে সূতক কহে। স্মৃতিতে লিখিত আছে, মৃতাশৌচ দ্বারা সূতকাশৌচ বিনষ্ট হয়।

"মৃতেন সূতকং গচ্ছেন্নেতরং সূতকেন তু।"

বৃদ্ধমনুরপি—

"শাবস্যোপরি শাবে তু সূতকোপরি সূতকে।
শেষাহোভির্বিশুদ্ধিঃ স্যাদৃদক্যাং সূতিকাং বিনা ॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

মৃতাশৌচের পর যদি সূতকাশৌচ হয়, তাহা হইলে সেই মৃতাশৌচ দ্বারা সূতকাশৌচ অপনীত হয়, কেবল সূতিকা অর্থাৎ প্রসূতা স্ত্রীর অশৌচ যায় না। তদ্ভিন্ন আর সকলেরই অশৌচ যায়। কোন কোন স্থলে মরণাশৌচকেও সূতকাশৌচ কহে।

"সর্ব্বং গোত্রমসংস্পৃশ্যং তত্র স্যাৎ সূতকে সতি।
মধ্যেঽপি সূতকে দদ্যাৎ পিণ্ডান্ প্রেতস্য তৃপ্তয়ে॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, অশৌচাবস্থায় কোন ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে নাই, কিন্তু সূতকাশৌচবিষয়ে একটু বিশেষ বিধান এই যে, কার্য্য আরব্ধ না হইলে যদি সূতকাশৌচ হয়, তাহা হইলে প্রতিবন্ধক হইবে, কিন্তু যদি ব্রত, যজ্ঞ, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, হোম, জপ প্রভৃতি ধর্ম্মকর্ম্ম আরব্ধ হয়, এবং তাহার পর পুত্রকন্যাদির জননজন্য সূতকাশৌচ হয়, তাহাতে ঐ অশৌচ কার্য্যের প্রতিবন্ধক হইবে না। অনায়াসেই সেই কার্য্য করা যাইবে।

"ব্রতযজ্ঞবিবাহেষু শ্রাদ্ধে হোমেঽর্চ্চনে জপে।
আরব্ধে সূতকং ন স্যাদনারব্ধে তু সূতকং॥" (তিথিতত্ত্ব)
[সূতকাশৌচ শব্দ দেখ]

৪ উপরাগ, চন্দ্রসূর্য্যের গ্রহণ।

"প্রতিগৃহ্য দ্বিজো বিদ্বানেকোদ্দিষ্টস্য কেতনং।
ত্র্যহং ন কীর্ত্তয়েদ্ব্রহ্ম রাজ্ঞো রাহোশ্চ সূতকে॥" (মনু ৪।১১০)
"রাহোঃ সূতকং চন্দ্রসূর্য্যয়োরুপরাগঃ গ্রহণমিতি প্রসিদ্ধং"
(মেধাতিথি)

সূতকা (স্ত্রী) সূতক-টাপ্। সূতিকা, সদ্যঃপ্রসূতা স্ত্রী।
(বৈদ্যকনি°)

সূতকাগৃহ (ক্লী) সূতকায়াঃ গৃহং। সূতিকাগৃহ, সূতিকাগার, আতুরঘর। (ভরত)

সূতকাশৌচ (ক্লী) সূতকজন্য অশৌচ, জননাশৌচ, পুত্রকন্যাদি জননে যে অশৌচ হয় রঘুনন্দন শুদ্ধিতত্ত্বে এই অশৌচের বিশেষ বিবরণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শুদ্ধিকারিকা ও শুদ্ধিদীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। অতি সংক্ষেপে ইহার বিষয় আলোচিত হইল। ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা পুত্র প্রসব করিলে বিংশতি রাত্রিতে স্নান করিয়া শুদ্ধা হয়। ২১ দিনের দিন আর তাহাদের অশৌচ থাকে না, কিন্তু কন্যা-জননে ব্রাহ্মণী প্রভৃতি সকলেরই এক মাস অশৌচ হইবে। শূদ্রার পুত্রকন্যা উভয় জননেই মাসাশৌচ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণের পক্ষে কিন্তু পুত্রকন্যা উভয় জননে অশৌচ দশ দিন। পুত্রকন্যা জাত হইয়া যদি জীবিত থাকে, তাহা হইলে এই রূপ অশৌচ হয়। জননের পর যদি ঐ অশৌচকাল মধ্যে মরিয়া যায়, তাহা হইলে অশৌচ সম্বন্ধে বিধি ভিন্ন প্রকার। ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যার পুত্রজননে বিংশতি দিন অশৌচ হইলে অঙ্গাস্পৃশ্যত্ব দশ দিন এবং শূদ্রার অঙ্গাস্পৃশ্যত্ব ত্রয়োদশ দিন।

"ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা প্রসূতা দশভির্দ্দিনৈঃ।
গতৈঃ শূদ্রা তু সংস্পৃশ্যা ত্রয়োদশভিরেব চ॥
সূতিকাং পুত্রবতীং বিংশতিরাত্রেণ স্নাতাং সর্ব্বকর্ম্মাণি কারয়েৎ, মাসেন স্ত্রীজননীমিতি" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

সন্তানের নাড়ীচ্ছেদ করার পর প্রসূতির যে কাল পর্য্যন্ত অঙ্গাস্পৃশ্যত্বযুক্ত সূতিকাশৌচ থাকে, সেই কালমধ্যে যদি স্বামী বা অন্য কেহ তাহাকে স্পর্শ করেন, তাহা হইলে প্রসূতির তুল্য কাল পর্য্যন্ত তাহাদের অশৌচ হইবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রাহ্মণীর ১০ দিন, শূদ্রের ১৩ দিন অঙ্গাস্পৃশ্যত্ব থাকে, এই দশ বা তের দিনের মধ্যে যদি কেহ প্রসূতা নারীকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে ঐ প্রসূতা নারীর যে কয়দিন অশৌচ, যাহারা স্পর্শ করিবে, তাহাদেরও সেই কালপরিমিত অশৌচ হইবে। সন্তানের নাড়ীচ্ছেদের পূর্ব্বে প্রসূতা স্ত্রীর অঙ্গাস্পৃশ্যত্ব থাকে না, অর্থাৎ তখন তাহাকে স্পর্শ করিলে কোন দোষ হয় না, কিন্তু প্রসূত বালককে স্পর্শ করিলে কোন কালেই অঙ্গাস্পৃশ্যত্ব অশৌচ হইবে না। কারণ প্রসূত বালকের অঙ্গাস্পৃশ্যত্ব নাই। জননাশৌচে সপিণ্ডদিগেরও অঙ্গাস্পৃশ্যত্ব নাই, কেবল পুত্রজননে পিতার স্নানকাল পর্য্যন্ত অঙ্গাস্পৃশ্যত্ব থাকে।

নবম বা দশম মাস প্রসবের উপযুক্ত কাল। এই কালে পুত্র কিংবা কন্যা হইলে স্বজাতীয়গণের পূর্ণাশৌচ হয়। বালক প্রসবের উপযুক্ত কালে জন্ম গ্রহণ করিয়া যদি ঐ অশৌচকাল-মধ্যে রোগ বা অপঘাত দ্বারা মৃত হয়, তাহা হইলে মাতাপিতার অঙ্গাস্পৃশ্যত্বযুক্ত পূর্ণ জননাশৌচ থাকিবে। এই পূর্ণ বলিতে মাতার বিংশতি দিন অশৌচ হইবে না, দশ দিনই অশৌচ হইবে। জ্ঞাতিদিগের তৎক্ষণাৎ অশৌচ যাইবে।

স্ত্রীদিগের প্রসবের অনুপযুক্ত কালে যদি মৃত সন্তান প্রসব হয়, তাহা হইলে তাহাকে গর্ভস্রাব কহে। এই গর্ভস্রাব হইলে সূতকাশৌচ এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে—গর্ভস্রাবের কাল প্রথমমাসাবধি অষ্টম মাস পর্য্যন্ত। তদূর্দ্ধ কাল প্রসবকাল। যদি ৬ মাসের মধ্যে স্ত্রীর গর্ভস্রাব হয়, তাহা হইলে যতমাস গর্ভ হইয়াছিল, ততদিন পর্য্যন্ত তাহার অশৌচ হইবে। কিন্তু এই অশৌচ কেবল সেই স্ত্রীর পক্ষে, অন্য কাহারও পক্ষে নহে। তাহার পর অর্থাৎ ৬ মাসের পর ৮ মাসের মধ্যে গর্ভস্রাব হইলে স্ত্রীর স্বজাত্যুক্ত অশৌচ সগুণ সপিণ্ডবর্গের সদ্যঃশৌচ এবং নির্গুণ সপিণ্ডের একাহ অশৌচ হইবে। দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ মাসে গর্ভস্রাবস্থলে স্ত্রীর মাসসমসংখ্যক দিন অশৌচের পর ব্রাহ্মণীর এক দিন, ক্ষত্রিয়ার দুই দিন, বৈশ্যার তিন দিন ও শূদ্রার ৬ দিন পর্য্যন্ত দৈব ও পৈত্র কর্ম্মে অধিকার থাকে না। কিন্তু লৌকিক কর্ম্ম মাসসমসংখ্যক দিনের পর করিতে পারিবে।

"অর্ব্বাক্ ষন্মাসতঃ স্ত্রীণাং যদি স্যাৎ গর্ভসংস্রবঃ।
তদা মাসসমৈস্তাসাং দিবসৈঃ শুদ্ধিরিষ্যতে॥

অত উর্দ্ধন্তু পতনে স্ত্রীণাং স্যাদ্দশরাত্রকং।
সদ্যঃশৌচং সপিণ্ডানাং গর্ভস্রাবাচ্চ বা ততঃ ॥
গর্ভচ্যুতাবহোরাত্রং সপিণ্ডেঽত্যন্তনির্গুণে।
যথেষ্টাচরণে জ্ঞাতৌ ত্রিরাত্রমিতি নিশ্চয়ঃ ॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

পূর্ণ সূতকাশৌচের মধ্যে যদি পূর্ণ সূতকাশৌচ হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বাশৌচকাল দ্বারাই শুদ্ধি হইবে। আপনার পুত্র কিংবা কন্যা জন্মিলে সেই অশৌচের মধ্যে যদি সপিণ্ডের পুত্র কিংবা কন্যা জন্মে, তাহা হইলে আপনার পুত্রকন্যাজননাশৌচান্ত দিনেই শুদ্ধি হইবে।

যদি জননাশৌচের মধ্যে অপর কোন জননাশৌচ হয়, এবং পূর্ব্বজাত সন্তানের উক্ত অশৌচকালমধ্যে মৃত্যু হয়, তাহা হইলে পিতা ও মাতার জাতাশৌচ এবং সপিণ্ডবর্গের স্নানমাত্রে শুদ্ধি হয়। আর যদি পরজাত বালক অশৌচের মধ্যে মরে, তাহা হইলে সকলেরই জননাশৌচ সমভাবে থাকিবে। যদি সপিণ্ডের জননাশৌচের প্রথমার্দ্ধে স্বীয় পুত্রের জন্ম হয়, তাহা হইলে সপিণ্ডাশৌচের শুদ্ধি দিনেই শুদ্ধি, পরার্দ্ধে হইলে স্বীয় অশৌচ-কালাবসানে শুদ্ধি হইবে।

সূততনয় (পুং) সূতস্য অধিরথস্য সূর্য্যস্য বা তনয়ঃ। ১ কর্ণ।(হেম) ২ সৌতি। (ভারত)

সূততা (স্ত্রী) সূতস্য ভাবঃ তল-টাপ্। সূতের ভাব বা ধর্ম্ম, সূতত্ব, সূতের কার্য্য।

সূতদুহিতৃ (স্ত্রী) সূতস্য দুহিতা। সূতকন্যা। সূতপুত্রী।

সূতনন্দন (পুং) ১ কর্ণ। ২ উগ্রশ্রবাঃ।

সূতপুত্র (পুং) সূতস্য পুত্রঃ। ১ কর্ণ। ২ সৌতি।

সূতপুত্রক (পুং) সূতপুত্র এব স্বার্থে কন্। ১ কর্ণ। ২ সৌতি।

সূতরাজ্ (পুং) সূতঃ সন্ রাজতে ইতি রাজ্-ক্বিপ্। পারদ।

সূতবশা (স্ত্রী) গাভী।

সূতসব (পুং) একাহযাগভেদ। (সাংখ্যা° শ্রৌ° ১৪।২২।১)

সূতি (স্ত্রী) সূ-ক্তিন্ অভিষূয়তে কণ্ড্যতে সোমোঽস্যামিতি। ১ সোমাভিষবভূমি। (বিষ্ণুপু°) ২ জনন। (ভাগবত ১।১৬।১) ৩ সন্তান। ৪ সীবন, চলিত সেলাই।

সূতিকা (স্ত্রী) সূ-ক্ত-টাপ্, ততঃ স্বার্থে কন্, যদ্বা সূতং প্রসবোঽস্ত্যস্যামিতি ঠন্। নবপ্রসূতা স্ত্রী, শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, সূতিকা স্ত্রীর অন্ন ভোজন করিতে নাই। এই সূতিকা শব্দে যত দিন প্রসূতির সন্তানপ্রসবজন্য অশৌচ থাকে, ততদিনই বুঝিতে হইবে, অশৌচাপগমে নিষেধ নাই। যদি কেহ সূতিকান্ন ভোজন করে, তাহা হইলে এক মাস ব্রতী হইয়া থাকিলে তাহার পাতক বিনষ্ট হয়।

"চাণ্ডালান্নং ভূমিপান্নমজজীবিশ্বজীবিনাং।
শৌণ্ডিকান্নং সূতিকান্নং ভুক্‌ত্বা মাসং ব্রতী ভবেৎ ॥"
(প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, সূতিকা স্ত্রীকে অবলোকন, তাহার সহিত আলাপ এবং তাহাকে স্পর্শ করিতে নাই। করিলে যথা-বিধানে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। ২ রোগবিশেষ।
[সূতিকারোগ শব্দ দেখ]

সূতিকাগার (ক্লী) সূতিকায়া আগারং। প্রসবগৃহ। (জটাধর)

সূতিকাগৃহ (ক্লী) সূতিকায়া গৃহং। প্রসবালয়, পর্য্যায়—অরিষ্ট, সূতিকাগৃহ, সূতীগৃহ, সূতিগৃহ। (জটাধর)

"অষ্টহস্তায়তং চারু চতুর্হস্তবিশালকং।
প্রাচীদ্বারমুদগ্‌দ্বারং বিদধ্যাৎ সূতিকাগৃহং ॥" (ভাবপ্রকাশ)

বৈদ্যকমতে সূতিকাগৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইলে ৮ হাত দীর্ঘ এবং ৪ হাত প্রস্থ পূর্ব্ব ও উত্তর দিকে দ্বার করিবে।

সুশ্রুতে লিখিত আছে যে, সূতিকাগৃহ নির্ম্মাণবিষয়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের যথাক্রমে শ্বেত, রক্ত, পীত, ও কৃষ্ণবর্ণ ভূমি প্রশস্ত। বিল্ব, বট, তিন্দুক ও ভল্লাতক যথাক্রমে এই চারি প্রকার কাষ্ঠের উক্ত চারি বর্ণের সূতিকাগারে পর্য্যঙ্ক নির্ম্মাণ করিবে। সেই আগারের ভিত্তি উত্তমরূপে লেপন, এবং তাহার দ্বার পূর্ব্ব অথবা দক্ষিণ দিকে হইবে। এই গৃহ দৈর্ঘ্যে ৮ হাত এবং প্রস্থে ৪ হাত হইবে। ঐ গৃহ রক্ষা ও মঙ্গলসম্পন্ন করিতে হইবে। এই প্রকারে গৃহ নির্ম্মাণ করিলে সেই গৃহে গর্ভবতী নারী সন্তান প্রসব করিবে।

"তচ্চ গৃহং ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাণাং শ্বেতরক্তপীতকৃষ্ণেষু ভূমিপ্রদেশেষু বিল্বন্যগ্রোধতিন্দুকভল্লাতকনির্ম্মিতং সর্ব্বাগারং যথা-সংখ্যং তন্ময়পর্য্যঙ্কমুপলিপ্তভিত্তি সুবিভক্তপরিচ্ছদং প্রাক্‌দ্বারং দক্ষিণদ্বারং বাষ্টহস্তায়তচতুর্হস্তবিস্তৃতং রক্ষামঙ্গলসম্পন্নং বিধেয়ং।"
(সুশ্রুত শারীরস্থা° ১০ অ°)

গর্ভবতী নারীকে নবম মাসে যে দিন সাধ ভক্ষণ করান হয়, সেই শুভ দিনে প্রসবগৃহনির্ম্মাণ আরম্ভ করিতে হয়। অগ্নি-পুরাণে লিখিত আছে যে, সূতিকাগৃহে পিশাচগণ বাস করে। তাহাদের হস্ত হইতে নব প্রসূত বালককে রক্ষা করিবার জন্য রক্ষাবিধান করিবে। জ্যোতিস্তত্ত্বে রক্ষাবিধান এই রূপ লিখিত আছে যে, যে স্থলে বালক প্রসূত হইবে সেই স্থলে কাকজঙ্ঘা, কাকমাচিকা, কোষাতকী, বৃহতী, যষ্টিমধু এই সকল বৃক্ষের মূল উত্তমরূপে পেষণ করিয়া প্রসবস্থলে লেপন এবং রক্ষামন্ত্র দ্বারা রক্ষা করিবে।

"সর্ব্বত্রগানপ্রতিমান্ সূতিকাগৃহমেধিনঃ।
পৃষ্ঠতঃ পাণিপাদাংশ্চ পৃষ্ঠগ্রীবান্ সুরংহসঃ ॥

এবং বিধান্ পিশাচাংশ্চ দৃষ্ট্বা ব্রহ্মানুকম্পয়া।
অন্তর্ধানং বরং প্রাদাৎ কামশায়িত্বমেব চ॥
(অগ্নিপু° প্রজাপতিসর্গনামাধ্যায়)

প্রসবাৎ পূর্ব্বং তৎ সংস্কারমাহ সাংখ্যায়নগৃহ্য:, কাকাদন্তা-মেচকঘাতক্যা বৃহত্যাঃ কোষাতক্যাঃ কালক্লীতকস্য মূলানি পেষয়িত্বা উপলেপদেশং যস্মিন্ প্রজায়তে রক্ষসামপহত্যৈ ইতি।"
(জ্যোতিস্তত্ব)

সূতিকাগৃহে মঙ্গলবিধানাদি না করিলে প্রসূতি ও সন্তানের অনিষ্ট ঘটিতে পারে, এই জন্য উক্তরূপ মঙ্গলবিধান করিবার বিধান হইয়াছে। সাধভক্ষণদিনে যদি সূতিকাগৃহ নির্ম্মাণ আরব্ধ না হয় তাহা হইলে পরে শুভদিন দেখিয়া ঐ গৃহ নির্ম্মাণ করা আবশ্যক। অদিনে কখনই ঐ গৃহ নির্ম্মাণ করিবে না।

সূতিকাগেহ (ক্লী) সূতিকায়া গেহং। প্রসবগৃহ।
"জগাম সূতিকাগেহং নারীরূপং বিধায় ভূঃ।
জয়শব্দঃ শঙ্খশব্দো হরিশব্দো বভূব হ॥"
(ব্রহ্মবৈ° শ্রীকৃষ্ণজ° ৪ অ°)

সূতিকাভবন (ক্লী) সূতিকায়া ভবনং। প্রসবগৃহ। (হলায়ুধ)

সূতিকারিরস (পুং) সূতিকারোগের ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—পারদ, গন্ধক, অভ্র, তাম্র, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া থুলকুড়ির রসে মর্দ্দন করিয়া ছায়ায় শুকাইয়া একটী কলায় প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান আদার রস। এই ঔষধসেবনে সূতিকারোগ, জ্বর, তৃষ্ণা, অরুচি ও শোথ নষ্ট হইয়া অগ্নির দীপ্তি হয়। (ভৈষজ্যরত্না° সূতিকারোগাধি°)

সূতিকারোগ (পুং) সূতিকায়া রোগঃ। নব প্রসূতা স্ত্রীর ব্যাধিবিশেষ। গর্ভবতী স্ত্রী সন্তান প্রসব করিলে তাহার বিশেষরূপে পরিচর্য্যা করা আবশ্যক। যথাবিধানে পরিচর্য্যা না হইলে ব্যাধি জন্মে।
"মিথ্যোপচারাৎ সংক্লেশাদ্বিষমাজীর্ণভোজনাৎ।
সূতিকায়াস্তু যে রোগা জায়ন্তে দারুণাশ্চ তে॥"
(ভাবপ্রকাশ সূতিকারোগাধিকা°)

অনুচিত আচরণ, দোষজনক দ্রব্য, বিষমাশন এবং অজীর্ণাবস্থায় ভোজন প্রভৃতিতে প্রসূতা স্ত্রীদিগের যে সকল রোগ হয়, তাহা অতি কষ্টসাধ্য এবং ঐ রোগ সূতিকারোগনামে অভিহিত হয়। অতএব সূতিকাবস্থায় অর্থাৎ প্রসবের পর বিশেষ সাবধানে থাকা উচিত। প্রসূতা নারী হিতকর আহার বিহার করিবে, এবং ব্যায়াম, মৈথুন, ক্রোধ ও শীতলসেবা পরিত্যাগ করিবে। অনিয়মিত আহার বিহার দ্বারা এই অবস্থায় যে ব্যাধি জন্মে, তাহা অতিশয় কষ্টসাধ্য ও কঠোর হইয়া থাকে।

প্রসবের পর স্ত্রীলোকের শরীর তীক্ষ্ণতাপ্রযুক্ত রুক্ষ হইলে শোণিত বিশুদ্ধ না হইয়া স্থানগত বায়ুর দ্বারা নাভির অধোভাগ রুদ্ধ হইয়া পড়ে এবং পার্শ্ব ও বস্তিদেশে বেদনা জন্মিয়া সূচী দ্বারা বিদ্ধ ভিন্ন বা বিদীর্ণ হওয়ার ন্যায় পকাশয়ে যাতনা বোধ হয়, প্রসবের এই রূপ অবস্থা হইলে তাহাকে মক্কল কহে। প্রসবের পর জ্বর, শোথ, অগ্নিমান্দ্য, অতীসার, গ্রহণী, শূল, আনাহ, বলক্ষয়, কাস, পিপাসা, গাত্রভার, গাত্রবেদনা এবং নাক মুখ দিয়া কফস্রাব প্রভৃতি যে সকল পীড়া উৎপন্ন হয়, তাহাকেই সূতিকারোগ কহে। এই সকল সূতিকারোগ বল ও মাংসক্ষীণা স্ত্রীর হইলে বিশেষ কষ্টসাধ্য হইয়া থাকে।

প্রসবের পর স্ত্রীদিগের এই রোগ হইলে অতি সাবধানতার সহিত চিকিৎসা করা আবশ্যক, নচেৎ এই রোগ প্রবল হইয়া রোগিণীর জীবন নাশ করে। সূতিকারোগে জ্বর, অতীসার, গ্রহণী, শূল, বলক্ষয় প্রভৃতি যে সকল রোগ পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, ঐ সকল রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহার মধ্যে প্রধান ও অপ্রধানভাবে আশ্রয় আশ্রিতভেদে কোনটী মূলরোগ এবং কোনটী বা উপদ্রবরূপে অবস্থিত, তাহা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া তবে এই রোগের চিকিৎসা করিবে। কোনটী মূলরোগ তাহা নিরূপণ করিতে না পারিলে ঔষধপ্রয়োগে রোগের কোনরূপ প্রতীকার হয় না।

চিকিৎসা—সূতিকারোগ হইলে এই রোগ প্রশমনের জন্য প্রথমে বাতনাশক প্রক্রিয়া করিবে এবং দশমূলীর ক্বাথে ঘৃতের প্রক্ষেপ দিয়া কিঞ্চিৎ উষ্ণ থাকিতে পান করিলে এই রোগ প্রশমিত হয়। গুলঞ্চ, শুণ্ঠী, ঝিণ্টী, গন্ধভাদুলিয়া, বৃহৎ পিপ্পলী, ও মুথা ইহার ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে শীঘ্রই সূতিকারোগ বিনষ্ট হয়।

দেবদারু, বচ, কুড়, পিপ্পলী, শুণ্ঠী, চিরতা, কটফল, মুতা, কটকী, ধনে, হরিতকী, গজপিপ্পলী, দুরালভা, গোক্ষুর, বৃহতী, আতইচ, গুলঞ্চ, কাকড়াশৃঙ্গী ও কৃষ্ণজীরা, এই সকল সমভাবে গ্রহণ করিয়া অষ্টমাংশ অবশিষ্ট ক্বাথ করিবে। পরে সৈন্ধব ও হিঙ্গু প্রক্ষেপ দিয়া প্রসূতা নারী পান করিলে তাহার শূল, কাস, জ্বর, শ্বাস, মূর্চ্ছা, কম্প, শিরঃপীড়া, প্রলাপ, পিপাসা, দাহ, তন্দ্রা, অতীসার, এবং বমি প্রভৃতি বায়ু পিত্ত ও কফজনিত সকল প্রকার সূতিকারোগ নষ্ট হয়।

জীরা, স্থূলজীরা, শুলফা, মৌরি, যবানী, বনযবানী, ধনে, মেথি, শুঁঠ, পিপুল, পিপ্পলী, হবুষা, বদরীফলচূর্ণ, কুড় ও কমলার গুড়ি, এই সকল প্রত্যেকে অৰ্দ্ধপোয়া এবং গুড় ১২॥০ সের, দুগ্ধ ৮ সের, ঘৃত ১ সের এই সকল দ্রব্য একত্র পাক করিয়া সূতিকারোগিণীকে খাওয়াইলে আশু এই রোগ প্রশমিত হয়। দেবদার্ব্বাদি ক্বাথ, পঞ্চজীরক পাক, সৌভাগ্যশুণ্ঠী প্রভৃতি ঔষধ সেবন

করাইলে স্থতিকারোগ আশু বিনষ্ট হয়। ইহা ভিন্ন জ্বর, গ্রহণী, ও অতীসার রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে তাহার মধ্যে জ্বর প্রধান কি অতীসার প্রধান, তাহা নিরূপণ করিয়া সেই সেই অধিকারে যে সকল ঔষধ লিখিত হইয়াছে,তাহা প্রয়োগ করিবে।

প্রসূতা নারী দুষ্ট রক্তস্রাব দ্বারা শুদ্ধা হইলে একুশ মাস পর্য্যন্ত আহারবিহারাদিতে সাবধান হইবে এবং স্নিগ্ধ অথচ অল্প পরিমাণে ভোজন ও স্নেহ-অভ্যঙ্গ প্রত্যহ আচরণ করিবে। ভগবান্ ধন্বন্তরি বলেন যে, প্রসূতা নারী ১৫ দিন অন্তে বা পুনরায় রজোদর্শন হইলেই সূতিকা হইতে মুক্ত হয়। সূতিকারোগিণার সমস্ত উপদ্রব বিনষ্ট এবং বর্ণ প্রসন্ন ও বলাধান হইলে ও তাহার চারিমাস পরে পথ্যাদির কঠোর নিয়ম পরিত্যাগ করিতে হয়।

(ভাবপ্র° সূতিকারোগাধি°)

সুশ্রুতে লিখিত আছে যে, প্রসূতা স্ত্রীর অনুচিত আহার বিহারাদিজন্য অর্থাৎ শরীরে অধিক বাতাস ও হিম লাগান, অপরিষ্কার দ্রব্য ভোজন, অজীর্ণ সত্বে ভোজন ও ক্ষীণাগ্নি অবস্থায় গুরুপাক দ্রব্য ভোজন প্রভৃতি কারণে নানা প্রকার সূতিকারোগ জন্মিয়া থাকে। কুৎসিত সূতিকাগৃহও সূতিকারোগের একটী প্রধান কারণ। জ্বর, শোথ, অগ্নিমান্দ্য, অতীসার, গ্রহণী, শূল, আনাহ, বলক্ষয়, কাস, পিপাসা, গাত্রভার, গাত্রবেদনা এবং নাক মুখ দিয়া কফস্রাব প্রভৃতি যে সকল পীড়া, প্রসবের পর উৎপন্ন হয়, তাহাই সূতিকারোগ। জ্বরাদি নিদানের লক্ষণানুসারে এই সকল রোগের মধ্যে কোন রোগ প্রধান, তাহা স্থির করিতে হইবে।

সূতিকাজ্বরে সূতিকা-দশমূল, বা সহচরাদিপাচন, সূতিকারিরস, বৃহৎ সূতিকাবিনোদ এবং জ্বররোগোক্ত পুটপাকের বিষম জ্বরান্তক-লৌহ প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে। গাত্রবেদনা শান্তির জন্য দশমূল-পাচন এবং লক্ষ্মীবিলাসরস প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত। কাসশান্তির জন্য সূতিকান্তক রস এবং কাসরোগোক্ত শৃঙ্গারাভ্র প্রভৃতি ঔষধ, অতীসার, গ্রহণী প্রভৃতি রোগে অতীসারাদি রোগোক্ত কতিপয় ঔষধ এবং জীরকাদি মোদক, জীরকাদ্যরিষ্ট সৌভাগ্যশুণ্ঠীমোদক, প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে। সূতিকারোগে যে যে রোগের আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সেই রোগনাশক ঔষধ বিবেচনাপূর্ব্বক প্রয়োগ করা আবশ্যক।

পথ্যাপথ্য—সূতিকারোগে রোগবিশেষানুসারে সেই সেই রোগোক্ত পথ্যাপথ্য প্রতিপালন করিতে হয়, অর্থাৎ সূতিকারোগে জ্বর প্রবল হইলে জ্বররোগে যে সকল পথ্য নিষিদ্ধ, ইহাতেও তাহা নিষিদ্ধ জানিতে হইবে। এইরূপ সকল বিষয়েই বুঝিতে হইবে। সাধারণ সূতিকাবস্থায় পুরাতন শালি তণ্ডুলের অন্ন, মসূরের যূষ, বেগুণ, কচিমূলা, ডুমুর, পটোল, কাচকলার তরকারী, দাড়িম এবং অগ্নিদীপক ও বাতশ্লেষ্মনাশক দ্রব্য আহার করিবে।

নিষিদ্ধকর্ম্ম—গুরুপাক, তীক্ষ্ণবীর্য্য, খাদ্য ভোজন, অগ্নিসন্তাপ, পরিশ্রম, শীতলসেবা ও মৈথুন সূতিকারোগে বিশেষ নিষিদ্ধ। প্রসবের পর ৩ বা ৪ মাস পর্য্যন্ত প্রসূতার বিশেষ সাবধানে থাকা নিতান্ত আবশ্যক। (সুশ্রুত)

ভৈষজ্যরত্নাবলীতে সূতিকারোগাধিকারে সূতিকা-দশমূলপাচন, সহচরাদি, অমৃতাদি, দেবদার্ব্বাদি কাথ, বজ্রকাঞ্জিক, ভদ্রকটাস্তবলেহ, পঞ্চজীরকগুড়, সৌভাগ্যশুণ্ঠী, বৃহৎ সৌভাগ্যশুণ্ঠী, জীরকাদ্যমোদক, বৃহৎ সূতিকাবিনোদ, সূতিকারিরস, সূতিকাম্বরস, সূতিকান্তকরস, মহাভ্রবটী, রসশার্দ্দূল, মহারসশার্দ্দূল, ভদ্রোৎকটাদ্যঘৃত, ধাতক্যাদি তৈল ও জীরকাদ্যরিষ্ট এই সকল ঔষধ কথিত হইয়াছে। রোগীর অবস্থানুসারে এই সকল ঔষধের মধ্যে যে কোন ঔষধ সেবন করিলে সূতিকারোগ আশু প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° সূতিকারোগাধি)

[এই সকল ঔষধের বিষয় তত্তদশব্দে দ্রষ্টব্য।]

সূতিকাবল্লভরস (পুং) সূতিকারোগাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—পারদ, গন্ধক, স্বর্ণমাক্ষিক, অভ্র, কর্পূর, স্বর্ণ, হরিতাল, রৌপ্য, অহিফেন জয়িত্রী ও জায়ফল এইসকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া মুস্তা, বেড়েলা ও শিমুলমূলের রসে ভাবনা দিবে। এই ঔষধ ২ রতি মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান রোগীর বলাবল ও উপদ্রব বুঝিয়া স্থির করিতে হয়। এই ঔষধ সেবন করিলে সূতিকা, গ্রহণী, অতীসার প্রভৃতি রোগ আশু প্রশমিত হয়।" (ভৈষজ্যরত্না° সূতিকারোগাধিকা°) এই ঔষধ বৃহৎসূতিকাবল্লভ নামেও অভিহিত হয়।

সূতিকাবাস (পুং) সূতিকায়া আবাসঃ। প্রসবগৃহ।

"সূতিকাবাসনিলয়া জন্মদা নাম দেবতাঃ।
তাসাং যাগনিমিত্তন্তু শুদ্ধির্জন্মনি কীর্ত্তিতা॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

সূতিকাষষ্ঠী (স্ত্রী) সূতিকায়াঃ ষষ্ঠী বা সূতিকাগৃহপূজ্যা ষষ্ঠী, মধ্যপদলোপিকর্ম্মধারয়ঃ। সূতিকাগারে জাত বালকের ষষ্ঠ দিনে পূজনীয়া দেবীবিশেষ। পুত্র বা কন্যার জন্ম হইলে ৬ দিনের দিন সূতিকাগৃহে যে ষষ্ঠীর পূজা করা হয়, তাঁহাকেই সূতিকাষষ্ঠী কহে। ৬ দিনের দিন সূতিকাষষ্ঠীপূজার বিধান শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায় প্রসূতা স্ত্রীর অশৌচাপগমে এই ষষ্ঠীপূজা হইয়া থাকে। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, অশৌচে কোন কার্য্য করিতে নাই, কিন্তু এই ষষ্ঠীপূজা অশৌচমধ্যে হইলেও দোষাবহ হইবে না, বরং অশৌচমধ্যেই করিবে, এইরূপ বিধান আছে।

"তত্র অশৌচান্তরদোষোঽপি নাস্তি
অশৌচে তু সমুৎপন্নে পুত্রজন্ম যদা ভবেৎ।
কর্ত্তুস্তাৎকালিকী শুদ্ধিঃ পূর্ব্বাশৌচাদ্বিশুধ্যতি॥"(জ্যোতিস্তত্ত্ব)

এই সূতিকাষষ্ঠী পূজার বিধান কৃত্যতত্ত্বে রঘুনন্দন এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রয়োগ—পুত্র জন্মিলে ষষ্ঠ দিবসীয় রাত্রির সায়ংকালে পিতা বা পুরোহিত স্নান করিয়া সূতিকাগৃহদ্বারে উপবেশন করিয়া পূর্ব্বমুখে স্বস্তিবাচনের নিয়মানুসারে স্বস্তিবাচন করিবে। তৎপরে সঙ্কল্প করিবে। ওঁ তৎসদিত্যাদি অমুকগোত্রস্য মমাভিনবজাতকুমারস্য সংরক্ষণকামঃ সূতিকাগারদেবতাপূজনমহং করিষ্যে। এইরূপে সংকল্প ও তৎপরে স্ব স্ব বেদোক্ত সূক্ত পাঠ করিয়া পূজার বিধানানুসারে পূজা করিবে। প্রথমে সূতিকাগৃহদ্বারে ক্ষেত্রপালকে আবাহন করিয়া পূজা করিবে। পূজার পর বটপত্রে মাষভক্তবলি গ্রহণ করিয়া 'এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ ক্ষেত্রপালায় নমঃ' এই মন্ত্রে নিবেদন করিয়া দিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে।

"ওঁ ক্ষেত্রপাল নমস্তভ্যং সর্ব্বশান্তিফলপ্রদ।
বালস্য বিঘ্ননাশায় মম গৃহ্ণস্বিমং বলিং॥"

তৎপরে আবার মাষভক্তবলি গ্রহণ করিয়া 'এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ ভূতদৈত্যপিশাচাদিগন্ধর্ব্বযক্ষরাক্ষসেভ্যো নমঃ' এই বলিয়া মাষভক্তবলি নিবেদন করিয়া দিবে, তৎপরে এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়—

"ওঁ ভূতদৈত্যপিশাচাস্থা গন্ধর্ব্বা যক্ষরাক্ষসাঃ।
শুভং কুর্ব্বন্তু তে সর্ব্বে মম গৃহ্ণন্তিমং বলিং॥"

তৎপরে আবার ঐ রূপে মাষভক্তবলি গ্রহণ করিয়া 'এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ পূর্ব্বাদিস্বস্থানবাসিভ্যো নমঃ।

"ওঁ পূর্ব্বাদিদিগ্‌বিভাগেষু স্বস্থানপ্রতিবাসিনঃ।
শান্তিং কুর্ব্বন্তু তে সর্ব্বে মম গৃহ্ণন্তিমং বলিং॥"

তৎপরে পুনর্ব্বার মাষভক্তবলি গ্রহণ করিয়া 'এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ যোগিনীডাকিনীভ্যো নমঃ।

"ওঁ নানারূপধরাঃ সর্ব্বা মাতরো দেবযোনয়ঃ।
বালস্য বিঘ্ননাশায় মম গৃহ্ণন্তিমং বলিং॥"

তৎপরে পুনর্ব্বার মাষভক্তবলি গ্রহণ করিয়া 'এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ আদিত্যাদি গ্রহেভ্যো নমঃ।

"ওঁ আদিত্যাদিগ্রহা যে চ নিত্যং স্বস্থানবাসিনঃ।
শান্তিং কুর্ব্বন্তু তে সর্ব্বে মম গৃহ্ণন্তিমং বলিং॥"

এই প্রকারে ইন্দ্রাদিদিক্‌পালগণকে মাষভক্তবলি দিতে হইবে। তৎপরে ওঁ দ্বারপালেভ্যো নমঃ, এই মন্ত্রে দ্বারপালদিগকে পূজা করিয়া প্রার্থনা করিবে—

"ওঁ দ্বারপাল নমস্তভ্যং সর্ব্বোপদ্রবনাশন।
বালবিঘ্নবিনাশায় পূজাং গৃহ্ণ সুরোত্তম॥"

'ওঁ জন্তায় নমঃ।' এই মন্ত্রে জন্তাসুরের পূজা করিয়া প্রার্থনা করিবে।

"ওঁ জন্তাসুর মহাবীর সর্ব্বশান্তিফলপ্রদ।
রক্ষস্ব মম বালং ত্বং পূজাং গৃহ্ণ যথাসুখং॥"

দ্বারদেশে এইরূপে পূজাদি করিয়া গৃহে প্রবেশ করিবে। তথায় যথা বিধানে ঘটস্থাপন, ভূতশুদ্ধি, প্রাণায়াম, অঙ্গন্যাস ও সামান্যার্ঘ্যাদি করিয়া ষষ্ঠীর পূজা করিতে হইবে।

প্রথমে গণেশের ধ্যান ও যথাবিধানে গণেশপূজা এবং প্রণাম করিবে।

"ওঁ সর্ব্ববিঘ্নহরঃ শ্রীমান্ একদন্তো গজাননঃ।
ষষ্ঠীগৃহেঽর্চ্চিতঃ প্রীত্যা শিশুং দীর্ঘায়ুষং কুরু॥"

তৎপরে সূর্য্য, শিবাদি পঞ্চ দেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ ও ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালের পূজা করিয়া ষষ্ঠীপূজা করিবে।

ষষ্ঠীর ধ্যান—

"দ্বিভুজাং হেমগৌরাঙ্গীং রত্নালঙ্কারভূষিতাং।
বরদাভয়হস্তাঞ্চ শরচ্চন্দ্রনিভাননাং।
পীতবস্ত্রপরীধানাং পীনোন্নতপয়োধরাং
অঙ্কার্পিতসুতাং ষষ্ঠীমম্বুজস্থাং বিচিন্তয়েৎ॥"

এই মন্ত্রে ধ্যান, মানসোপচারে পূজা, বিশেষার্ঘ্যস্থাপন প্রভৃতি করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া ষষ্ঠীর আবাহন করিবে। তৎপরে 'ওঁ ষষ্ঠ্যৈ নমঃ' এই মন্ত্রে পাদ্যাদি যথাসম্ভব উপচার দ্বারা পূজা করিবে।

"ওঁ গৌর্য্যাঃ পুত্রো যথা স্কন্দঃ সদা সংরক্ষিতস্ত্বয়া।
তথা মমাপ্যয়ং বালো রক্ষ্যতাং ষষ্ঠি তে নমঃ॥"

'ওঁ ষষ্ঠ্যৈ নমঃ' এই মন্ত্রে—তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিবে। তৎপরে নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রণাম করিতে হয়—

"ওঁ জয় দেবি জগন্মাতর্জগদানন্দকারিণি।
প্রসীদ মম কল্যাণি নমোস্তু ষষ্ঠীদেবি তে॥
ওঁ ধাত্রী ত্বং কার্ত্তিকেয়স্য মহাষষ্ঠীতি বিশ্রুতা।
দীর্ঘায়ুষ্ট্বঞ্চ নৈরুজ্যং কুরুষ্ব মম বালকে॥
জননী সর্ব্বভূতানাং সর্ব্ববিঘ্নক্ষয়ঙ্করী।
নারায়ণস্বরূপেণ মৎপুত্রং রক্ষ সর্ব্বতঃ॥
ভূতদৈত্যপিশাচেভ্যো ডাকিনীভ্যোঽপি সঙ্কটাৎ।
সুতং মেঽস্তু শুভং দত্বা রক্ষ দেবি নমোঽস্তু তে॥"

এই মন্ত্রে প্রণাম করিয়া তৎপরে নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া বর প্রার্থনা করিতে হয়।

"ওঁ রূপং দেহি যশো দেহি ভাগ্যং ভগবতি দেহি মে।
পুত্রান্ দেহি ধনং দেহি সর্ব্বান্ কামাংশ্চ দেহি মে॥"

এইরূপে ষষ্ঠী পূজা করিয়া ষোড়শ মাতৃকার পূজা করিবে।

এই ষোড়শ মাতৃকা যথা—গণপতি, গৌরী, পদ্মা, শচী, মেধা, সাবিত্রী, বিজয়া, জয়া, দেবসেনা, স্বধা, স্বাহা, শান্তি, পুষ্টি, ধৃতি, তুষ্টি, আত্মদেবতা ও কুলদেবতা। গণপতির সহিত ষোড়শ মাতৃকার পূজা করিতে হয়। ইঁহাদিগকে যথা শক্ত্যুপচারে পূজা করিয়া মন্থনদণ্ড ও মন্দরের পূজা করিবে। এই পূজার পর কার্ত্তিকেয়কে পূজা করিয়া প্রণাম করিতে হয়।

"ওঁ কার্ত্তিকেয় মহাভাগ গৌরীহৃদয়নন্দন।
কুমার রক্ষ মে পুত্রং খড়্গাহস্ত নমোঽস্তু তে॥"

অতঃপর জন্মদাদেবীকে পূজা করিয়া প্রণাম করিবে।

"ওঁ যা জন্মদেতি বিখ্যাতা শুভদা ভুবি পূজিতা।
করোতু সর্ব্বদা রক্ষাং বালস্য সূতিকাগৃহে॥"

তৎপরে যোগিনী, ডাকিনী, রাক্ষসী, জাতহারিণী, বালঘাতিনী, ঘোরা, পিশিতাশনা, বাসুদেব, দেবকী, যশোদা ও নন্দের পূজা করিবে। এই সকলের পূজা শেষ হইলে ব্যজনে বস্ত্রের উপর প্রসূত বালককে রাখিয়া ষষ্ঠীর পাদদেশে উক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া সমর্পণ করিতে হয়।

"ওঁ জননী সর্ব্বভূতানাং লোকানাং হিতকারিণী।
ব্যজনস্থং রক্ষ পুত্রং তব পাদে সমর্পিতং॥"

তাহার পর উক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া বালকের সমস্ত গাত্র স্পর্শ করিতে হয়।

"মাথুরং মঙ্গলং যচ্চ বিষ্ণোরতুলতেজসঃ।
হরস্তু মঙ্গলং যচ্চ সর্ব্বং ভবতু মে সুতে॥
রক্ষাং করোতু ভগবান্ বহুরূপী জনার্দ্দনঃ।
বরাহরূপধৃক্ দেব শিশুং রক্ষতু কেশবঃ॥
নখাগ্রৈর্যো বিদারিতবৈরিবক্ষঃস্থলো হরিঃ।
নৃসিংহরূপী সর্ব্বত্র স ত্বং রক্ষতু কেশবঃ॥
গুদং স জঠরং পাতু জঙ্ঘাঞ্চৈব জনার্দ্দনঃ।
স্কন্ধং বাহুং প্রবাহুঞ্চ মনঃসর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ॥"

তৎপরে কেশব, অচ্যুত, পদ্মনাভ, গোবিন্দ, ত্রিবিক্রম, হৃষীকেশ, পুণ্ডরীকাক্ষ, বাসুদেব, নারায়ণ, নরসিংহ, হয়গ্রীব, ও বামন বিষ্ণুর এই দ্বাদশ নাম বস্ত্রে লিখিয়া শিশুর মস্তকোপরি দিতে হয়, তৎপরে অশ্বত্থামা, বলি, ব্যাস, হনুমান্, বিভীষণ, কৃপ ও পরশুরাম এই সপ্ত চিরজীবিকে পূজা করিবে।

এইরূপে পূজার পর দক্ষিণান্ত করিয়া ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিবে। তৎপরে অচ্ছিদ্রাবধারণ, বৈগুণ্যসমাধানাদি শেষ কার্য্য করিবে। (কৃত্যতত্ত্ব)

শাস্ত্রে এই সূতিকাষষ্ঠীপূজা ষষ্ঠরাত্রেই লিখিত হইয়াছে, কিন্তু ইহা প্রায়ই ষষ্ঠ দিন ছাড়া অশৌচান্ত দিনে অর্থাৎ ব্রাহ্মণীর পুত্রজননে ২২ দিনে, ও কন্যা জননে ৩১ দিনে হইয়া থাকে।

*কোন কোন স্থলে ব্যবহার আছে যে, উক্ত ২২ বা ৩১ দিন যদি সোম শুক্রবারে হয়, তাহা হইলে ঐ দিনে ষষ্ঠীপূজা হইবে না, তাহার পর দিন হয়, কিন্তু ইহার কোন প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না।

সূতিকাহররস (পুং) সূতিকারোগাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—হিঙ্গুল, হরিতাল, শঙ্খভস্ম, লৌহ, খর্পর, ধুতুরাবীজ, যবক্ষার ও সোহাগার খই এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া বহেড়ার কাথে ভাবনা দিয়া মটর কলায়ের মত বটিকা প্রস্তুত করিবে। রোগীর দোষ ও বলাবল বিবেচনা করিয়া অনুপান বিশেষের সহিত প্রয়োগ করিলে সূতিকারোগ আশু প্রশমিত হয়।

অন্যবিধ প্রস্তুতপ্রণালী—লবঙ্গ, পারদ, গন্ধক, যবক্ষার, অভ্র, লৌহ, তাম্র ও সীসা প্রত্যেক দ্রব্য ১ পল, জায়ফল, কেশুর, ত্রিফলা, ভৃঙ্গরাজ, বড় এলাইচ, মুতা, ধাইফুল, ইন্দ্রযব, আকনাদি, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বিল্ব ও বালা এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া কুলের আটির মত বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—গাঁধালের পাতার রস। সূতিকাবস্থায় এই ঔষধ সেবনে সকল প্রকার অতীসার ও শূল আশু প্রশমিত হয়। সূতিকারোগের ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। এই ঔষধ সেবনে প্রায়ই ফল পাইতে দেখা যায়। (ভৈষজ্যরত্না° সূতিকারোগাধি°)

সূতিগৃহ (ক্লী) সূত্যাঃ প্রসবস্য গৃহং। প্রসবগৃহ। (শব্দরত্না°)

সূতিমাস (পুং) সূতেঃ প্রসবস্য মাসঃ। প্রসবমাস, পর্য্যায়—বৈজনন।

'সূতিমাসো বৈজননো নবমো দশমোঽপি বা' (জটাধর)

সূতিমারুত (পুং) সূত্যাঃ মারুতঃ। সূতিবায়ু, প্রসবকালীন বায়ু।

"নবমে বা দশমে মাসি প্রবলৈঃ সূতিমারুতৈঃ।" (বৈদ্যক)

নবম বা দশম মাসে প্রবল সূতিমারুত দ্বারা পরিচালিত জীব যোনিচ্ছিদ্র পথে প্রসূত হয়।

সূতিগৃহ (ক্লী) সূত্যা গৃহং। প্রসবাগার। (শব্দরত্না°)

সূৎকার (পুং) সূৎ ইতি শব্দস্য কারঃ করণং। অনুকরণ শব্দবিশেষ, সীৎকারাদি, সূৎ এই প্রকার অব্যক্ত শব্দ যাহারা করে।

সূত্ত (ত্রি) সু-দা (অচ উপসর্গাৎ তঃ। পা ৭।৪।৪৭) ইতি ত। সুদত্ত, উত্তমরূপে দত্ত।

সূত্থান (ত্রি) সুষ্ঠু উত্থানং উদ্‌যোগো যস্য। ১ চতুর। (অমর) (ক্লী) ২ সুন্দররূপ উত্থান।

সূৎপর (ক্লী) ১ সুরাসন্ধান। ২ ঘর্ঘর শব্দ। (শব্দচ°)

সূৎপলাবতী (স্ত্রী) নদীভেদ। মার্কণ্ডেয়পুরাণে লিখিত আছে যে, এই নদী মলয়পর্ব্বত হইতে নিঃসৃতা হইয়াছে।

"কৃতমালা তাম্রপর্ণী পুষ্পলা উৎপলাবতী।
মলয়াদ্রিসমুদ্ভূতা নদ্যঃ শীতজলাস্থিমাঃ ॥" (মার্কণ্ডেয়পু° ৫৭।২৭)

সূত্য (ক্লী) সুত্যাশব্দার্থ।

সূত্যা (স্ত্রী) সু-ক্যপ্‌ নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ যজ্ঞস্নান। যজ্ঞের শেষে অভিষেক অর্থাৎ যে স্নান করিতে হয়। পর্য্যায়—অভিষব, সবন। (অমর) ২ সোমলতা-রসপান। (ভরত)

সূত্যাশৌচ (ক্লী) সূতিনিমিত্তকমশৌচং। জননাশৌচ, সূতিকাশৌচ।

"দশাহাভ্যন্তরে বালে প্রমীতে তস্য বান্ধবৈঃ।
শাবাশৌচং ন কর্ত্তব্যং সূত্যাশৌচং বিধীয়তে ॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

সূত্র, গ্রন্থন, গাঁথা। অদন্ত চুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্‌। লট্‌ সূত্রয়তি। লোট্‌ সূত্রয়তু। লিট্‌ সূত্রয়াঞ্চকার, লিটের সকল বিভক্তিতেই কৃ-অস্‌ ও ভূ এই তিনটী ধাতুর অনুপ্রয়োগ হয়। লুঙ্‌ অসুসূত্রৎ।

সূত্র (ক্লী) সূত্রতেঽনেনেতি সূত্র-ণিচ্‌, 'এরচ্‌' ইত্যচ্‌ যদ্বা যিবু তন্তুসন্তানে (সিবিমুচ্যোষ্টেরূ চ। উণ্‌ ৪।১৬২) ইতি ষ্ট্রন্‌, টেরূচ। ১ বস্ত্রারম্ভক, চলিত সুতা, যাহা দ্বারা বস্ত্র গ্রথিত হয়, পর্য্যায়—তন্তু, সূত্রতন্তু।

"অথবা কৃতবাগ্‌দ্বারে বংশেঽস্মিন্‌ পূর্ব্বসূরিভিঃ।
মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ ॥" (রঘু ১।৪)

২ যজ্ঞসূত্র, যজ্ঞোপবীত।

"ব্রাহ্মণ্যচিহ্নমেতাবৎ কেবলং সূত্রধারণং।"
(মহানির্ব্বাণতন্ত্র° ১।৪)

৩ ব্যবস্থা। ৪ শাস্ত্রাদি সূচনাগ্রন্থ। সূত্রের লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে

"লঘূনি সূচিতার্থানি স্বল্পাক্ষরপদানি চ।
সর্ব্বতঃ সারভূতানি সূত্রাণ্যাহুর্ম্মনীষিণঃ ॥
স্বল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবৎ সর্ব্বতোমুখং।
অস্তোভমনবদ্যঞ্চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ ॥"
(মুগ্ধবোধটীকা দুর্গাদাস)

লঘু অর্থাৎ নাতি দীর্ঘ, অল্প অক্ষর ও অর্থ পদযুক্ত, অনেক অর্থের বাচক ও সর্ব্বতোভাবে সারভূত বাক্যকে পণ্ডিতেরা সূত্র বলেন। সূত্রে অল্প কথায় সারভূত সমস্ত বিষয় বিন্যস্ত থাকে।

প্রাচীন প্রায় সকল দর্শনাদি শাস্ত্রই সূত্রাকারে গ্রথিত। সূত্রসকল অল্পাক্ষর দ্বারা গ্রথিত থাকায় সাধারণের বোধগম্য নহে, এই জন্য ইহার ব্যাখ্যা আবশ্যক। সূত্রের সুব্যাখ্যা যেরূপই হউক করিলেই হইল না, তাহারও নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ আছে, সূত্রের ব্যাখ্যা করিতে হইলে প্রথমে পদচ্ছেদ অর্থাৎ সূত্রে কয়টী পদ আছে, তাহা স্পষ্টরূপে বলিয়া দিবে। পদচ্ছেদের পর পদার্থোক্ত অর্থাৎ কোন পদের কি অর্থ, তাহার নির্দ্দেশ, সূত্রস্থ পদের বিগ্রহ অর্থাৎ সমস্ত পদের ব্যাসবাক্যোপন্যাস, সূত্রস্থ পদসকলের বাক্যযোজনা অর্থাৎ সমস্ত বাক্যটীর বা সূত্রটীর অন্বয়, বাক্যঘটক পদাবলীর অর্থসকলের পরস্পর সম্বন্ধ প্রদর্শন করা, আক্ষেপের সমাধান অর্থাৎ সম্ভাবিত আপত্তি বা আশঙ্কার সম্যক্‌ প্রকারে নিরাকরণ, ব্যাখ্যার এই পাঁচটী লক্ষণ থাকিবে। সূত্রের ব্যাখ্যা করিতে হইলে বক্ষ্যমাণ লক্ষণ থাকা প্রয়োজন।

"পদচ্ছেদপদার্থোক্তিবিগ্রহো বাক্যযোজনা।
আক্ষেপস্য সমাধানং ব্যাখ্যানং পঞ্চলক্ষণং ॥" (ভরত)

সমস্ত ব্যাখ্যাগ্রন্থে সর্ব্বস্থলে সমভাবে ঐ পাঁচটী বিষয় বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায় না। বাক্যযোজন দ্বারা পদচ্ছেদের কার্য্য সম্পন্ন হয় বলিয়া অনাবশ্যক বিবেচনায় প্রায় সর্ব্বত্রই পদচ্ছেদ উপেক্ষিত হইয়াছে। ব্যাখ্যাকর্ত্তৃগণ স্থলবিশেষে পদের অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই পদের অর্থ পৃথক্‌-ভাবে নির্দ্দেশ করেন নাই। বাক্যযোজনাস্থলেই পদের অর্থ বলা হইয়াছে। তাঁহারা আক্ষেপের সমাধানের জন্য স্থলবিশেষে একাধিক কল্প বা প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যে স্থলে অনেক কল্প নির্দ্দিষ্ট হয়, সে স্থলে সচরাচর শেষ কল্পই সমীচীন, পূর্ব্ব কল্পগুলি কিঞ্চিৎ দোষদুষ্ট বা আপত্তিযোগ্য। এই সকল ব্যাখ্যা বৃত্তি, ভাষ্য, বার্ত্তিক, টীকা, টিপ্পনী প্রভৃতি নানা ভাগে বিভক্ত। [তাহাদের বিবরণ তত্তদ্‌ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

৫ কারণ, নিমিত্ত।

"ত্বমেব ধর্ম্মার্থদুঘাভিপত্তয়ে
দক্ষেণ সূত্রেণ সসর্জ্জিথাধ্বরম্‌।" (ভাগ° ৪।৬।৪৩)

সূত্রক (ক্লী) সূত্রমেব সূত্র স্বার্থে কন্‌। সূত্রশব্দার্থ।

সূত্রকণ্ঠ (পুং) সূত্রং কণ্ঠে যস্য। বিপ্র, ইঁহাদের কণ্ঠে যজ্ঞসূত্র থাকে, এই জন্য ইহারা সূত্রকণ্ঠ নামে অভিহিত হন। ২ খঞ্জরীট। ৩ কপোত। (মেদিনী)

সূত্রকর্ত্তৃ (ত্রি) সূত্রস্য সূত্রাকারে নিবদ্ধস্য গ্রন্থস্য কর্ত্তা। সূত্র-প্রণেতা, সূত্ররচয়িতা, শাস্ত্রের সূত্র যাঁহারা প্রণয়ন করেন।

সূত্রকর্ম্মন্‌ (ক্লী) ১ গৃহনির্ম্মাণ। ২ সূতার কাজ।

সূত্রকার (পুং) ১ সূত্রধার, ছুতার, মিস্ত্রী। ২ কীটভেদ, মাকড়সা।

সূত্রকৃৎ (পুং) সূত্রং করোতীতি কৃ-ক্বিপ্‌, তুক্‌চ। সূত্রকার, সূত্রপ্রণেতা।

সূত্রকোণ (পুং) সূত্রবদ্ধঃ কোণো যস্য। ডমরু। (হারাবলী)

সূত্রকোণক (পুং) সূত্রকোণ এব স্বার্থে কন্‌। ডমরু। (ত্রিকা°)

সূত্রক্রীড়া (স্ত্রী) চতুঃষষ্ঠী কলার মধ্যে এক প্রকার কলা।

সূত্রখণ্ডমোদক (পুং) খণ্ড লড্ডুকবিশেষ। (বৈদ্যকনি°)

সূত্রগণ্ডিকা (স্ত্রী) সূত্রং গণ্ডয়তীতি গণ্ড-ণ্বুল্‌। তন্তুবায়োপ-করণবিশেষ, পর্য্যায়—এষণী। (শব্দমালা)

সূত্রগ্রন্থ (পুং) মূল সূত্ররূপ গ্রন্থ, সাংখ্যবেদান্তিমূল সূত্রসকল সূত্রগ্রন্থ নামে অভিহিত।

সূত্রগ্রহ (পুং) যিনি সূত্রগ্রহণ বা ধারণ করেন।

সূত্রজাল (ক্লী) সূতার জাল।

সূত্রণ (ক্লী) সূত্রকরণ।

সূত্রতন্তু (পুং) সূত্রমেব তন্তুঃ। সূত্র। (হারা°)

সূত্রতর্কুটী (স্ত্রী) সূত্রস্য তর্কুটী। তর্কুটী, চলিত টেকো, তর্কুটী অর্থাৎ টেকো দ্বারা তূলা হইতে সূতা প্রস্তুত করিতে হয়।

সূত্রদরিদ্র (ত্রি) সূত্রেণ দরিদ্রঃ। সূত্রহীন বস্ত্র, যে কাপড়ে সূতা কম থাকে। "অয়ং পটঃ সূত্রদরিদ্রতাং গতঃ" (মৃচ্ছকটিক)

সূত্রধর (পুং) ধরতীতি ধৃ-অচ্, সূত্রস্য ধরঃ। সূত্রধার।

সূত্রধার (পুং) সূত্রং ধরতি ধারয়তি বা ধৃ-ণিচ্ বা অণ্। ১ শচী-পতি, ইন্দ্র। ২ নাটকে নান্দ্যন্তরসঞ্চারী, নাটকীয় কথাসূত্রের যিনি সূচনা করিয়া দেন, নান্দীপাঠের পর সূত্রধার আসিয়া নাটকীয় প্রস্তাবনার সূচনা করিয়া দেন, তৎপরে নাটকীয় প্রকৃত বিষয় আরব্ধ হয়। "পূর্ব্বরঙ্গং বিধায়ৈব সূত্রধারো নিবর্ত্ততে।
প্রবিশ্য স্থাপকস্তদ্বৎ কাব্যমাস্থাপয়েৎ ততঃ॥" (সাহিত্যদ° ৬।২৮৩)

পূর্ব্বরঙ্গ আরম্ভ করিয়া সূত্রধার নিবর্ত্তিত হন। নাটকীয় কথাসূত্র আরম্ভ করিয়া দেন, বলিয়া উঁহাকে সূত্রধার কহে। [নাটক শব্দ দেখ।]

৩ শিল্পিভেদ, বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ, চলিত ছুতার, সাধারণতঃ কেটো মিস্ত্রী অর্থাৎ কাষ্ঠশিল্প দ্বারা যাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহাদিগকে সূত্রধার কহে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এই জাতির উৎপত্তির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে, শূদ্রার গর্ভে বিশ্বকর্ম্মার ঔরসে এই জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। (ব্রহ্মবৈ°পু° ব্রহ্মখ° ১০অ°)

আধুনিক ব্রহ্মবৈবর্ত্তে সূত্রধার হীনজাতি বলিয়া গণ্য হইলেও অতি পূর্ব্বকালে এই জাতি এরূপ হীন বলিয়া গণ্য ছিল না। পূর্ব্বকালে এই জাতি রথকার বলিয়া গণ্য ছিল। গদাধরকৃত পারস্করগৃহ্যসূত্রভাষ্যে 'এবং রথকারস্য উপনয়নং' এইরূপে রথ-কারের উপনয়নের ব্যবস্থা থাকায় এই জাতিকে হীন বর্ণসঙ্কর বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

সূত্রধৃক্ (পুং) সূত্রধারশব্দার্থ।

সূত্রপত্রকর (ক্লী) টিন।

সূত্রপত্রণী (স্ত্রী) পিত্তল, পিতল।

সূত্রপিটক (পুং) বৌদ্ধদিগের পিটকত্রয়ের মধ্যে পিটকগ্রন্থ-বিশেষ। [ত্রিপিটক শব্দ দেখ।]

সূত্রপুষ্প (পুং) সূত্রার্থং পুষ্পমস্য। কার্পাস, কাপাসগাছ।

সূত্রভিদ্ (পুং) সূত্রং ভিনত্তীতি ভিদ্-ক্বিপ্। সৌচিক। সূচী-কর্ম্মকারী, দরজী। (শব্দচ°)

সূত্রমধ্যভূ (পুং) সূত্রমধ্যবৎ ভূরুৎপত্তি র্যস্য। যক্ষধূপ, কুন্দুরু।

সূত্রময় (ত্রি) সূত্র স্বরূপে ময়ট্। সূত্রস্বরূপ।

সূত্রযন্ত্র (ক্লী) সূত্রস্য যন্ত্রং। সূত্রবেষ্টনকাষ্ঠ, তাঁত।
'আবাপনং সূত্রযন্ত্রং যৎ সূত্রৈরভিবেষ্টনে।' (শব্দমালা)

সূত্রলা (স্ত্রী) সূত্রং লাতীতি লা-ক। তর্কুটী, চলিত টেকো, ইহা দ্বারা সূত্র প্রস্তুত করিতে হয়। তূলার পাইজ প্রস্তুত করিয়া টেকোতে ঘুরাইলে সূতা তৈয়ারি হয়।

সূত্রবাপ (পুং) সূত্রবপন, সূতা বোনা।

সূত্রবিক্রয়িন্ (ত্রি) সূত্রবিক্রয়কারী, যিনি সূত্র বিক্রয় করেন।

সূত্রবীণা (স্ত্রী) সূত্রবদ্ধা বীণা, বীণাভেদ, পর্য্যায়—লাবুকী।

সূত্রবেষ্টন (ক্লী) বেষ্ট্যতেঽনেনেতি বেষ্ট করণে ল্যুট্ সূত্রস্য বেষ্টনং। তন্ত্রবায়োপকরণ, চলিত তাসনী। পর্য্যায়—ত্রসর, তসর।

সূত্রস্থান (ক্লী) সুশ্রুতোক্ত প্রথম স্থান, এই স্থানে আয়ুর্ব্বেদের সূত্র সূচিত হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম সূত্রস্থান হইয়াছে। এই সূত্রস্থানে আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি, নির্ব্বাচন, আয়ুর্বিজ্ঞান, কষায়াদি, চূর্ণ, কাথাদিবিধি, ফাণ্টবিধি, দ্রব্যগুণ, ঔষধের মাত্রা, দোষা-দির বলাবল, বিরেচনবর্গাদি এবং ভক্ষ্য দ্রব্যসমূহের বিষয় বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। সুশ্রুতের সূত্রস্থানে ইহার বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।

সূত্রাঙ্গ (ক্লী) উত্তম কাংস্য। (বৈদ্যকনি°)

সূত্রামন (পুং) সুষ্ঠু ত্রায়তে ইতি সু-ত্রৈ (সর্ব্বধাতুভ্যো মনিন্। উণ্ ৪।১১৭) ইতি মনিন্। পক্ষে উপসর্গস্য দীর্ঘত্বং। ইন্দ্র।

সূত্রালঙ্কার (পুং) ১ বৌদ্ধ গ্রন্থবিশেষ। ২ সূত্র দ্বারা গ্রথিত অলঙ্কার।

সূত্রালী (স্ত্রী) সূত্রস্য আলী শ্রেণির্যত্র। গলসূত্র, পর্য্যায়—গল-মেখলা। (হারাবলী)

সূত্রিন্ (পুং) সূত্রমস্যাস্তীতি সূত্র-ইনি। ১ কাক। (ত্রিকা°) (ত্রি) ২ সূত্রবিশিষ্ট, সূত্রযুক্ত।

সূত্রীয় (ত্রি) সূত্রসম্বন্ধীয়।

সূদ, ১ ক্ষরণ। ২ নিরাস। ভ্বাদি° আত্মনে° অক° সেট্°। লট্ সূদতে। লোট্ সূদতাং। লিট্ সুষূদে। লুট্ সূদিতা। লুঙ্ অসূদিষ্ট। সন্ সুসূদিষতে। যঙ্ সোষূদ্যতে। যঙ্ লুক্ সোষূত্তি। সূদ চুরাদি। ১ ক্ষরণ। ২ হনন। ৩ নিরাস। ৪ সঙ্করণ। ৫ ছেদন। পরস্মৈ সেট্। লট্ সূদয়তি। লিট্ সূদয়াঞ্চকার, অস ভূ ও কৃ ধাতুর অণুপ্রয়োগ হইবে। লুঙ্ অসুষূদৎ।

সূদ (পুং) সূদয়তি রসানিতি সূদ ক্ষরণে ণিচ অচ্। সূপকার, পাচক।
"তং দৃষ্ট্বা নিত্যমুদ্যুক্তমিষ্বস্রং প্রতি ফাল্গুনং।
আহূয় বচনং দ্রোণো রহঃ সূদমভাষত॥" (ভারত ১।১৩৪।২১)

২ ব্যঞ্জন, সূপ। (বিশ্ব) ৩ সারথ্য। ৪ অপরাধ। ৫ লোধ্র। ৬ পাপ। (অজয়পাল)

সূদ (দেশজ) বৃদ্ধি, কুষীদ, টাকা কর্জ্জ দিলে যে মাসে মাসে বৃদ্ধি পাওয়া যায়, তাহাকে সূদ কহে। মন্বাদিশাস্ত্রে কিরূপ হারে বৃদ্ধি গ্রহণ করিতে হয়, তাহারও বিধি-নিষেধ বিশেষরূপে লিখিত হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে তাহা এই স্থানে আর লিখিত হইল না।

সূদকর্ম্মন্ (ক্লী) রন্ধনকার্য্য, রাঁধা।

সূদকষা (দেশজ) গণিতবিশেষ। পাটীগণিতে সূদকষা বা কুষীদ ব্যবহারনাম এ প্রকরণে কি প্রণালীতে সূদ কষিয়া স্থির করিতে হয়, তাহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে।

সূদত্ব (ক্লী) সূদস্য ভাবঃ ত্ব। সূদের কার্য্য, পাক, রন্ধন।

সূদন (ক্লী) সূদ-ল্যুট্। ১ অঙ্গীকরণ। ২ হনন। ৩ নিক্ষেপণ। (ত্রি) ৪ তদ্যুক্ত।

"তত্র দিব্যং ধনুর্দ্দৃষ্ট্বা নরস্য ভগবানপি।
চিন্তয়ামাস তচ্চক্রং বিষ্ণুর্দ্দানবসূদনং ॥" (ভারত ১।১৯।২০)

সূদশালা (স্ত্রী) সূদস্য শালা। পাকশালা।

'সূদশালা রসবতী পাকস্থানং মহানসং।' (হেম)

সূদশাস্ত্র (ক্লী) পাকশাস্ত্র, যে শাস্ত্রে পাকপ্রণালীসকল বিশেষভাবে বর্ণিত আছে।

সূদাধ্যক্ষ (পুং) সূদানাং সূপকারাণাং অধ্যক্ষঃ। পাকশালাধ্যক্ষ, পর্য্যায়—পৌরোগব, পুরোগম। (শব্দরত্না°) পাকশালায় প্রধান যে পাচক থাকে। মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে যে সূদাধ্যক্ষ অতি শুচি, দক্ষ, চিকিৎসাশাস্ত্রপরায়ণ এবং পাককার্য্যে বিশেষ কুশল হইবে।

"অনাহার্য্যঃ শুচির্দক্ষশ্চিকিৎসিতবিদাং বরঃ।
সূদশাস্ত্রবিশেষজ্ঞঃ সূদাধ্যক্ষঃ প্রশস্যতে ॥"
(মৎস্যপু° ১৮৯ অ°)

সূদিতৃ (ত্রি) সূদ-তৃচ্। পাচক, পাককর্ত্তা।

সূদ্গাতৃ (পুং) উত্তম উদ্গাতা। (কৃষ্ণযজু)

সূন (ক্লী) সূ-ক্ত (ওদিতশ্চ। পা ৮।২।৪৫) ইতি নিষ্ঠাতস্য নত্বং। ১ প্রসব। ১ পুষ্প। (ত্রি) ৩ বিকসিত। ৪ জাত।

সূনর (ত্রি) সুখে নেতব্য, যাহা সুখে লওয়া যায়। "যো বাধতে দদাতি সুনরং বসু" (ঋক্ ১।৪০।৪) 'সুনরং সুষ্ঠু নেতব্যং, সুখেন নীয়তে ইতি খল্, নিপাতনাৎ উপসর্গস্য দীর্ঘত্বং' (সায়ণ)

সূনবৎ (ত্রি) সূ-ক্তবতু, তস্য ন। জাত। (মুগ্ধবোধব্যা°)

সূনা (স্ত্রী) সূয়তে স্মেতি সূ-ক্ত, টাপ্। ১ পুত্রী। সূঞ্ন পীড়নে (সুঞো দীর্ঘশ্চ। উণ্ ৩।১৩) ইতি ন, দীর্ঘশ্চ ধাতোঃ। ২ বধস্থান, ৩ গলশুণ্ডিকা। (মেদিনী) ৪ মৃগাদি মাংসবিক্রয়। ৫ মৃগপক্ষিবধস্থান।

"অভ্যর্থিতস্তদা তস্মৈ স্থানানি কলয়ে দদৌ।
দ্যূতং পানং স্ত্রিয়ঃ সূনা যত্রাধর্ম্মশ্চতুর্ব্বিধঃ ॥" (ভাগ° ১।১৭।৩৮)

৫ জাতা। ৬ কন্থা। ৭ মাংসবিক্রয়স্থান। ৭ উনান, শিললোড়া, ঝাঁটা, উদূখল মুষল ও কলসীপিড়ী, গৃহস্থের এই পাঁচটী সূনা, অর্থাৎ প্রাণিবধস্থান, সুতরাং ইহা গৃহস্থের পাপজনক স্থান। গৃহস্থ যতই কেন বিশুদ্ধভাবে অবস্থান করুক না, প্রাণধারণ করিতে হইলেই এই পঞ্চসূনাজনিত পাপ হইবে। উক্ত পাঁচটী দ্রব্য নহিলে গৃহস্থের কিছুতেই চলে না।

"কণ্ডনী পেষণী চুল্লী উদকুম্ভী চ মার্জ্জনী।
পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য তাভিঃ স্বর্গং ন বিন্দতি।
পঞ্চসূনাকৃতং পাপং পঞ্চযজ্ঞৈ ব্যপোহতি ॥" (স্মৃতি)

"পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য চুল্লী পেষণ্যুপস্করঃ।
কণ্ডনী চোদকুম্ভশ্চ বধ্যতে যাস্তু বাহয়ন্ ॥
তাসাং ক্রমেণ সর্ব্বাসাং নিষ্কৃত্যর্থং মহর্ষিভিঃ।
পঞ্চক্লৃপ্তা মহাযজ্ঞাঃ প্রত্যহং গৃহমেধিনাং ॥
অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণং।
হোমোদৈবো বলির্ভৌতোনৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনং ॥"(মনু ৩।৬৮-৭০)

অর্থাৎ গৃহস্থের পাঁচটী সূনা অর্থাৎ প্রাণিবধস্থান, এই পাঁচটী স্থানে প্রতিদিন অসংখ্য প্রাণিবধ হয়, এই জন্য শাস্ত্রে এই পাঁচটী স্থান পঞ্চসূনা বলিয়া কথিত হইয়াছে। চুল্লী, উনান বা আকা, পেষণী, জাতা বা শিললোড়া, উপস্কর মার্জ্জনী বা ঝাঁটা, কণ্ডনী অর্থাৎ উদূখল মুষল, এবং উদকুম্ভী জলের কলসী। এই পাঁচটী সূনা। অন্নাদি পাক করিতে হইলে উনান নহিলে চলে না, এইরূপ গৃহস্থের এই পাঁচটীর প্রত্যেকটিই অতি আবশ্যকীয়। অথচ শাস্ত্রে প্রাণিহিংসা পাপজনক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব কি প্রকারে এই পঞ্চসূনাজনিত পাপের বিনাশ হয়, সেই জন্য শাস্ত্রে পঞ্চ মহাযজ্ঞের বিধান করিয়াছেন। প্রতিদিন যেমন পঞ্চসূনাজনিত পাপ হইবে। তেমনি পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানে ঐ পাপ বিদূরিত হইবে। কিন্তু যে গৃহস্থ পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন না, তাঁহার এই পাপফলে নরক অবশ্যম্ভাবী। অধ্যয়ন বা অধ্যাপনের নাম ব্রহ্মযজ্ঞ, অন্নাদি বা উদক দ্বারা পিতৃলোকের তর্পণ করার নাম পিতৃযজ্ঞ, হোমের নাম দেবযজ্ঞ, পশু পক্ষী প্রভৃতিকে অন্নপ্রদান করার নাম ভূতযজ্ঞ এবং অতিথিসেবার নাম মনুষ্যযজ্ঞ। গৃহস্থ যথাবিধানে এই পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে পঞ্চসূনাজনিত পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন।

মহাগুরু নিপাতে যে কয়দিন অশৌচ থাকে, সেই কয়দিন পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে নাই, অর্থাৎ শাস্ত্রে এই অশৌচাবস্থায় উক্ত যজ্ঞের নিষেধ হইয়াছে। এই জন্য অশৌচাপগমে অর্থাৎ অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিনে প্রথমেই এই পঞ্চসূনাজনিত

পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলে কার্য্যে অধিকার জন্মে। নচেৎ কোন ধর্ম্মকর্ম্ম করিবার অধিকার থাকে না। ইহার প্রায়শ্চিত্ত ব্রাহ্মণকে কাঞ্চনদান। মাস, তিথি, পক্ষাদির যথাবিধানে উল্লেখ করিয়া পঞ্চসূনাজনিত পাপের ক্ষয়কামনায় কাঞ্চন উৎসর্গ করিয়া ব্রাহ্মণকে দান করিবে। উক্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যখন বিশুদ্ধ হইবে, তখন সন্ধ্যা, পূজা, শ্রাদ্ধ ও তর্পণাদিতে অধিকার হইবে।

সূনাবৎ (ত্রি) সূনা-মতুপ্ মস্য ব। মাংসবিক্রয়ী, ব্যাধ।

সূনিন্ (পুং) সূনা অস্ত্যস্যেতি ইনি। ১ ব্যাধ, মাংসবিক্রয়ী, শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, ইহার নিকট প্রতিগ্রহ করিতে নাই, করিলে পাতিত্য জন্মে।

"প্রতিগ্রহে সূনিচক্রিধ্বজিবেশ্যানরাধিপাঃ।
দুষ্টা দশগুণং পূর্ব্বাৎ পূর্ব্বাদেতে যথাক্রমং॥" (যাজ্ঞব° ১।১৫১)

সূনু (পুং) সূয়তে ইতি সূ (সুবঃ কিৎ। ৩।৩৫) ইতি নু, সচ কিৎ। ১ পুত্র। (রঘু ১।৮৫) ২ অনুজ। ৩ সূর্য্য। (মেদিনী) ৪ অর্কবৃক্ষ। (স্ত্রী) ৫ কন্যা।

সূনু (স্ত্রী) সূ-নু বাহুলকাৎ উঙ্। কন্যা, তনয়া। (হেম)

সূনৃত (ক্লী) সু নৃত্যত্যনেনেতি সু-নৃত ঘঞর্থে ক, উপসর্গস্য দীর্ঘঃ। ১ সত্য অথচ প্রিয় বাক্য।

"ভাষতে সূনৃতং স্নিগ্ধমন্দুরক্তা নিতম্বিনী।" (সাহিত্যদ° ৩।১৫৫)
২ মঙ্গল। (ত্রি) ৩ তদ্‌যুক্ত, সূনৃতবিশিষ্ট। (ভাগ° ১।১৯।৩১)

সূনৃতাবৎ (ত্রি) সূনৃতা-মতুপ্ মস্য ব। সত্য অথচ প্রিয় বাক্যযুক্ত। "যদানঃ সূনৃতাবতঃ" (ঋক্ ১।৮২।১) 'সূনৃতাবতঃ প্রিয়সত্যাত্মিকা বাক্ সূনৃতয়া স্তুতিরূপয়া বাচা যুক্তাঃ' (সায়ণ)

সূন্মদ (ত্রি) সুষ্ঠু উন্মদঃ। উন্মত্ত, উন্মদিষ্ণু, উন্মাদগ্রস্ত, পাগল।

সূন্মাদ (ত্রি) সুষ্ঠু উন্মাদঃ। উন্মাদরোগাবিশিষ্ট, পাগল।

সূপ (পুং) সৌতি রসানি সূ (যুশূভ্যাংনিচ্চ। উণ্ ৩।২৬) ইতি প, চকারাৎ কিৎ দীর্ঘশ্চ। ব্যঞ্জনবিশেষ, দাল। ভাবপ্রকাশে সূপ শব্দে ব্যঞ্জনাকারে দাল বলা হইয়াছে।

"দলিতস্তু শমীধান্যং দালির্দালী স্ত্রিয়ামুভে।
দালী তু সলিলে সিদ্ধা লবণাদ্রকহিঙ্গুভিঃ॥
সংযুক্তা সূপনাম্নী স্যাৎ কথ্যন্তে তদ্‌গুণা অথ।
সূপো বিষ্টম্ভকো রুক্ষঃ শীতস্তু স বিশেষতঃ॥
নিস্তুষো ভৃষ্টসিদ্ধঃ স লাঘবং সুতরাং ব্রজেৎ॥" (ভাবপ্র°)

শমীধান্য অর্থাৎ মুগ মসুর প্রভৃতিকে ভাঙ্গিয়া তুষ নিষ্কাশিত করিলে তাহার নাম দালি। দালি ও দালী এই দুইটী শব্দই স্ত্রীলিঙ্গ। এই দালি জল দ্বারা সিদ্ধ করিয়া তাহাতে লবণ, আদা ও হিঙ্গু মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে, এইরূপে দালি পাক হইলে তাহাকে সূপ কহে। এই সূপ বিষ্টম্ভ, রুক্ষ ও শীতবীর্য্য। তুষরহিত শমীধান্য ভাজিয়া সিদ্ধ করিলে তাহা লঘু হইয়া থাকে।

ব্যঞ্জন মাত্রকেই সূপ কহে। সূদ। (মেদিনী) ২ ভাণ্ড। ৩ শায়ক। (শব্দরত্না°)

সূপকর্ত্তৃ (পুং) সূপস্য কর্ত্তা। সূপকার।

সূপকার (পুং) সূপং করোতীতি কৃ-অণ্। পাককর্ত্তা, পাচক, যিনি অন্নাদি পাক করেন। পর্য্যায়—বল্লব, আরালিক, আন্ধসিক, সূদ, ঔদনিক, পাচক, পাকুক, ভক্ষকার। (হেম)

"ইঙ্গিতাকারতত্ত্বজ্ঞো বলবান্ মিষ্টপাচকঃ।
শূরশ্চ কঠিনশ্চৈব সূপকারঃ স উচ্যতে॥" (চাণক্য)

যিনি ইঙ্গিতাকারতত্ত্বজ্ঞ, অর্থাৎ আকার ও ইঙ্গিতে সকল বুঝিতে পারেন, বলবান্, শূর ও কঠিন এবং উত্তমরূপে পাক করিতে পারেন, তাঁহাকে সূপকার কহে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে যে, যে ব্রাহ্মণগণ শূদ্রের পাক করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, তাঁহারা নীচ সূপকার। এই সূপকার পতিত ও মহাপাতকী, ইঁহার অন্ন ভোজন করিতে নাই।

"দেবোপজীবাজীবী যঃ দেবলশ্চ প্রকীর্ত্তিতঃ।
শূদ্রপাকোপজীবী যঃ সূপকারঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
সন্ধ্যাপূজাবিহীনশ্চ প্রমত্তঃ পতিতঃ স্মৃতঃ।
উক্তপূর্ব্বপ্রকারেণ লক্ষণং বৃষলীপতেঃ॥
এতে মহাপাতকিনঃ কুম্ভীপাকং প্রযান্তি তে॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ° ২৭ অ°)

যে ব্রাহ্মণ শূদ্রের পাকক্রিয়া করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহাদের ঘোর কুম্ভীপাক নরক হয়।

সূপকৃৎ (পুং) সূপং করোতীতি কৃ-কিপ্ তুক্ চ। পাচক, সূপকার।

সূপগন্ধি (ত্রি) সূপস্য অল্পঃ গন্ধো যত্র (অল্পাখ্যায়াং। পা ৫।৪।১৩৬) ইতি সমাসান্ত ই। অল্প সূপগন্ধযুক্ত, অল্প এই অর্থ বুঝাইলে বহুব্রীহিসমাসে গন্ধশব্দের উত্তর সমাসান্ত ই প্রত্যয় হইবে। যেস্থানে অল্প এই অর্থ বুঝাইবে না, তথায় ই প্রত্যয় হয় না।

সূপচর (ত্রি) উত্তম উপচারযুক্ত।

সূপচরণ (ত্রি) ১ উত্তমরূপে উপচরণ। ২ উত্তম উপচরণবিশিষ্ট।

সূপচার (ত্রি) সু উত্তম উপচারযুক্ত।

সূপতীর্থ (ত্রি) উত্তম সোপানবিশিষ্ট।

সূপধূপন (ক্লী) সূপস্য ধূপনমস্মাদিতি। হিঙ্গু। (ত্রিকা°)

সূপপর্ণী (স্ত্রী) সূপকরং সূপস্য স্বাদুতাকরং পর্ণমস্যাঃ ঙীষ্। মুদ্গপর্ণী, চলিত মুগানী। (রত্নমালা)

সূপবঞ্চন (ত্রি) শোভন প্রলম্ভ, সুপ্রতিষ্ঠ, উত্তম প্রতিষ্ঠাবিশিষ্ট।

"সূপায়নাস্মৈ ভব সূপবঞ্চনা" (ঋক্ ১০।১৮।১১) 'সূপবঞ্চনা উপবঞ্চনং প্রলম্ভনং শোভনা প্রলম্ভা সুপ্রতিষ্ঠা' (সায়ণ)

সূপবিষ্ট (ত্রি) সু সুখেন উপবিষ্টঃ। সুখোপবিষ্ট, যাঁহারা সুখে উপেবশন করিয়াছেন। (ভাগবত ৮।২২।৩)

সূপশ্রেষ্ঠ (পুং) সূপেষু তৎসাধনেষু শ্রেষ্ঠঃ। মুদ্গ, মুগ। (রাজনি°)

সূপসংস্কৃত (ত্রি) উত্তমরূপে সংস্কারবিশিষ্ট।

সূপসদন (ত্রি) উত্তম স্থানযুক্ত।

সূপস্কর (ত্রি) উত্তম উপস্করবিশিষ্ট।

সূপস্থ (ত্রি) উত্তমরূপ সেবা। "সূপস্থা অগু দেবো বনস্পতির-ভবৎ" (শুক্ল যজু° ২১।৬০) 'সূপস্থা সুষ্ঠু উপতিষ্ঠতে সেবতে সূপস্থাঃ ছাগেন অশ্বিনোঃ সেবাং' (মহীধর)

সূপস্থান (ত্রি) সুন্দররূপে উপস্থানযুক্ত। (ক্লী) ২ পাকশালা।

সূপাঙ্গ (ক্লী) সূপস্য অঙ্গং তৎসাধনত্বাৎ। সূপধূপন, হিঙ্গু।

সূপায় (ত্রি) সদুপায়, সুন্দর উপায়যুক্ত।

সূপায়ন (ত্রি) শোভন প্রাপ্তিযুক্ত, উত্তম প্রাপ্তিবিশিষ্ট। "সনঃ পিতেব সূনবেঽগ্নে সূপায়নো ভব" (ঋক্ ১।১।৯) 'সূপায়নঃ শোভনপ্রাপ্তিযুক্তঃ শোভনমুপায়নং যস্য সঃ' (সায়ণ) ২ উত্তম উপায়নবিশিষ্ট।

সূপাবসান (ত্রি) উত্তম বিশ্রামস্থানবিশিষ্ট।

সূপিক (ত্রি) সূপ। সূপকার, পাচক।

সূপীয় (ত্রি) সূপ্য, সূপসম্বন্ধীয়।

সূপ্য (ত্রি) সূপ (বিভাষা হবিরপুপাদিভ্যঃ। পা ৫।১।৪) ইতি যৎ। সূপসম্বন্ধীয়।

সূভর্ব্ব (ত্রি) শোভন ভক্ষ, শোভন ভক্ষণযুক্ত। "সূভর্ব্বা বৃষভাঃ প্রেমরাবিষুঃ" (ঋক্ ১০।৯৪।৩) 'সুভর্বাঃ শোভনভক্ষাঃ' (সায়ণ)

সূম (ক্লী) সূ-(ইষিযুধীতি। উণ্ ১।১৪০) ইতি মক্। ১ ক্ষীর। ২ আকাশ। (মেদিনী) ৩ জল। (শব্দরত্না°)

সূময় (ত্রি) সুমুখ। (ঋক্ ৮।৬৬।১১)

সূয় (ক্লী) সোমাভিষব।

সূর (পুং) সূতে জগদিতি সূ (সুসূ ধাঞ্ গৃধিভ্যঃ ক্রন্। উণ্ ২।২৪) ইতি ক্রন্। ১ সূর্য্য। (ঋক্ ১।৬৩।২) ২ অর্কবৃক্ষ। (অমর) ৩ বৃত্রাহ´ত্তের পিতা। ('হেম) ৪ পণ্ডিত। ৫ মসূর।

সূরকন্দ (পুং) কন্দবিশেষ, শূরণ, চলিত ওল।

সূরকৃৎ (পুং) বিশ্বামিত্রের পুত্রবিশেষ। (ভারত)

সূরচক্ষস্ (ত্রি) সূর্য্যসদৃশ প্রকাশযুক্ত, সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশমান। "সোমপীতয়ে ইন্দ্র ত্বা সূরচক্ষসঃ" (ঋক্ ১।১৬।১) 'সূরচক্ষসঃ সূর্য্যসদৃশপ্রকাশযুক্তাঃ, চক্ষিঙ্ সর্ব্বধাতুভ্যঃ অসুন্, সূরবৎ খ্যানং প্রকাশো যেষাং' (সায়ণ)

সূরণ (পুং) শূরণ, ওল। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, কার্ত্তিক মাসে ওল ভক্ষণ করিতে নাই, মোহবশতঃ ভোজন করিলে সদ্যঃ গোমাংসভোজনসদৃশ পাতক হয়।

"মকরে মূলকঞ্চৈব সিংহে চালাবুকং তথা।
কার্ত্তিকে সূরণঞ্চৈব সদ্যো গোমাংসভক্ষণং॥" (কর্ম্মলোচন)

সূরত (ত্রি) সুষ্ঠু রমতে ইতি সু-রম (সৌরমতেঃ ক্তো দমে পূর্ব্ব-পদস্য চ দীর্ঘঃ। উণ্ ৫।১৪) ইতি ক্ত, সুশব্দস্য চ দীর্ঘঃ। ১ কৃপালু দয়ালু। (উজ্জ্বল) ২ সুরত।

সূরদাস, [সুরদাস দেখ।]

সূরমস (পুং) জনপদভেদ। (পাণিনি)

সূরবর্ম্মন্ (পুং) একজন প্রাচীন সংস্কৃতকবি।

সূরসূত (পুং) সূরস্য সূর্য্যস্য সূতঃ সারথিঃ। সূর্য্যসারথি, অরুণ (অমর) ২ সূর্য্যপুত্র।

সূরসেন (পুং) শূরসেন।

সূরি (পুং) সূতে সদ্বাক্যানীতি সূ (সূঙঃ ক্রিঃ। উণ্ ৪.৬৪) ইতি ক্রিঃ) পণ্ডিত, বিদ্বান্।

"তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যং সূরয়ঃ।"(ভাগ° ১।১।১)
২ যাদব। ৩ সূর্য্য। (উজ্জ্বল)

সূরিন্ (পুং) সূরঃ সূর্য্য উপাস্যতয়া অস্ত্যস্যেতি সূর-ইনি। পণ্ডিত।

সূরী (স্ত্রী) সূ ক্রি, ঙীষ্। ১ রাজসর্ষপ। (রত্নমালা) ২ বিদুষী। (উজ্জ্বল) ৩ সূর্য্যের পত্নী। (পুংযোগাদাখ্যায়াং। পা ৪।১।৪৮) ইতি ঙীষ্, সূর্য্যতিষ্যাগস্ত্যেতি যলোপঃ। ৪ কুন্তী।

সূক্ষ´ অনাদর। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ সূক্ষ´তি। লিট্ সুষূক্ষ´। লুট্ সূক্ষিতা। লুঙ্ অসূক্ষীৎ।

সূক্ষ´ণ (ক্লী) সূক্ষ´-ল্যুট্। অনাদর। (শব্দরত্না°)

সূক্ষ´্য (পুং) সূক্ষ´্যতে অনাদ্রিয়তে ইতি সূক্ষ´-ঘঞ্। মাষ।

সূর্প (পুং ক্লী) শূর্প, চলিত কুলা। (শব্দরত্না°) ২ পরিমাণ-বিশেষ, কুম্ভপরিমাণ, দুই দ্রোণ পরিমাণ। (বৈদ্যকপরিভাষা)

সূর্পাক্ষ (পুং) সূর্পবৎ অক্ষিণী যস্য। রাক্ষসবিশেষ। (রামা°৪।১২।১১)

সূর্পারক, পশ্চিমভারতে সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী একটী অতি প্রাচীন বন্দর। ভরোচ হইতে ৬ মাইল দূরে অবস্থিত, তিন হাজার বর্ষ পূর্ব্ব হইতে এই স্থান বাণিজ্যকেন্দ্র বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। তলেমি Soupara নামে এই স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার বর্ত্তমান নাম সুপার। [সুপার দেখ।]

সূর্ম্মী (স্ত্রী) শূর্ম্মী। লৌহময়ী অগ্নিবর্ণা স্ত্রী-প্রতিকৃতি।

"গুরুতল্পাভিভাষ্যৈনস্তপ্তে স্বপ্যাদয়োময়ে।
সূর্ম্মীং জ্বলন্তীং স্বাশ্লিষ্য মৃত্যুনা স বিশুধ্যতি॥" (মনু ১১।১০৪)
'সূর্ম্মীং লৌহময়ীং স্ত্রী-প্রকৃতিং' (কুল্লূক)

যিনি গুরুপত্নী গমন করেন, তিনি ঐ পাপনাশের জন্য লৌহময় শয্যায় শয়ন করিয়া লৌহময়ী স্ত্রীর আকৃতিকে প্রাণ-বিয়োগ পর্য্যন্ত আলিঙ্গন করিয়া থাকেন। এইরূপে মৃত্যু হইলে তাঁহার পাপ বিশুদ্ধ হয়

সূর্য্য (পুং) সরতি আকাশে, সুবতি কর্ম্মণি লোকং প্রেরয়তি বা, সৃ গতৌ সূ প্রেরণে বা (রাজসূয়সূর্য্যমৃষোদ্যেতি। পা ৩।১।১১৪) ইতি কাপ্ প্রত্যয়েন সাধুঃ। ১ অর্কবৃক্ষ, আকন্দগাছ। অর্কপর্ণ। (মেদিনী) ২ তাম্র, তামা। ৩ সুবর্ণ। ৪ সূর্য্যাবর্ত্তবৃক্ষ, চলিত হুড়হুড়িয়াগাছ। (বৈদ্যকনি°)

৫ বলির পুত্রভেদ। (হরিবংশ ৩।৭৪) ৬ দানববিশেষ। (অগ্নিপু° কাশ্যপীয়বংশ) ৭ গ্রহবিশেষ, সূর্য্যদেব, রবিগ্রহ। পর্য্যায়—সূর, অর্য্যমা, আদিত্য, দ্বাদশাত্মা, দিবাকর, ভাস্কর, অহস্কর, ব্রধ্ন, প্রভাকর, বিভাকর, ভাস্বান্, বিবস্বান্, সপ্তাশ্ব, হরিদশ্ব, উষ্ণরশ্মি, বিকর্ত্তন, অর্ক, মার্ত্তণ্ড, মিহির, অরুণ, পূষা, দ্যুমণি, তরণি, মিত্র, চিত্রভানু, বিরোচন, বিভাবসু, গ্রহপতি, ত্বিষাম্পতি, অহঃপতি, ভানু, হংস, সহস্রাংশু, তপন, সবিতা, রবি। (অমর) শূর, ভগ, বৃধ্ন, পদ্মিনীবল্লভ, হরি, দিনমণি, চণ্ডাংশু, সপ্তসপ্তি, গভস্তিমান্, অংশুমালী, কাশ্যপেয়, খগ, ভানুমান্, লোকলোচন, পদ্মবন্ধু, জ্যোতিষ্মান্, অব্যথ, তাপন, চিত্ররথ, খমণি, দিবামণি, গভস্তিহস্ত, হেলি, পতঙ্গ, অর্চ্চিঃ; দিনপ্রণী, বেদোদয়, কালকৃত, গ্রহরাজ, তমোনুদ, রসাধার, প্রতিদিবা, জ্যোতিঃপোথ, ইন, (শব্দরত্না°) কর্ম্মসাক্ষী, জগচ্চক্ষুঃ, ত্রয়ীতপঃ, প্রদ্যোতন, খদ্যোত, লোকবান্ধব, পদ্মিনীকান্ত, অংশুহস্ত, পদ্মপাণি, হিরণ্যরেতাঃ, পীত, অদ্রি, অগ, হরিবাহন, অম্বরীষ, ধামনিধি, হিমারাতি, গোপতি, কুঞ্জার, প্লবগ, সূনু, তমোপহ, গভস্তি। (জটাধর)

সূর্য্যের বর্ণ রক্তশ্যামমিশ্রিত, ইনি পূর্ব্বদিক্‌পুরুষ, ক্ষত্রিয়জাতি, সত্ত্বগুণবিশিষ্ট, এবং সিংহরাশির অধিপতি। ধান্যাদি ও সুবর্ণদ্রব্য এবং চতুষ্পাদ, গো ও ভূমিস্বামী, চতুষ্কোণাকৃতি, মধ্যাহ্নকালে প্রবল, বৃদ্ধ, রণচারী, ও তিক্তরসপ্রিয়।

(বৃহজ্জাতকাদি)

গ্রহযাগতত্ত্বে লিখিত আছে যে, ইনি বর্ত্তুলাকার, মণ্ডলমধ্যস্থিত। ইঁহার জন্মভূমি কলিঙ্গদেশ, গোত্র—কাশ্যপ, বর্ণ—রক্তবর্ণ, জাতি—ব্রাহ্মণ, পূর্ব্বমুখ, বলি—গুড়ৌদন, ধূপ—গুগ্‌গুলু, গন্ধ—রক্তচন্দন, সমিধ্—অর্ক, অর্থাৎ সূর্য্যের উদ্দেশে হোম করিতে হইলে অর্কের সমিধ্ দ্বারা করিতে হয়। ধ্যান—

"ক্ষাত্রয়ং কাশ্যপং রক্তং কালিঙ্গং দ্বাদশাঙ্গুলং।

পদ্মহস্তদ্বয়ং পূর্ব্বাননং সপ্তাশ্ববাহনং।

শিবাধিদৈবতং ধ্যায়েদ্বহ্নিপ্রত্যধিদৈবতং॥"

ইঁহার মন্ত্র—"আকৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যঞ্চ হিরণ্ময়েন সবিতারথেন দেবোযাতি ভুবনানি পশ্যন্।" (গ্রহযাগসংস্কারতত্ত্ব) গ্রহযাগকালে সূর্য্যের উদ্দেশে যাগ করিতে হইলে উক্ত মন্ত্রে যাগ করিতে হয়।

ভগবান্ সূর্য্য সকলেরই একমাত্র উপাস্য দেবতা, প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতিগণ সন্ধ্যোপাসনায় যে গায়ত্রী জপ করিয়া থাকেন, তাহা ভগবান্ সূর্য্যেরই উপাসনা। গায়ত্রীর উপাসনাকালে ব্রাহ্মণাদিবর্ণত্রয় প্রার্থনা করিয়া থাকেন যে, ভগবান্ সূর্য্য হইতেই ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই ত্রিলোক প্রসূত হইয়াছে। অতএব তাঁহাকে আমরা ধ্যান করি, সেই ভগবান্ সূর্য্য আমাদিগের বুদ্ধিকে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষে নিযোজিত করুন। সন্ধ্যোপাসনায় ভগবান্ সূর্য্যেরই এই প্রকার উপাসনা করা হইয়া থাকে। ভগবান্ সূর্য্যই প্রত্যক্ষ দেবতা।

ভগবান্ সূর্য্য জ্যোতিশ্চক্রে উক্তরূপে অবস্থিত হইয়া লোকসমূহের রক্ষা বিধান করিতেছেন। মার্কণ্ডেয়পুরাণে ভগবান্ সূর্য্যের উৎপত্তিবিবরণ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

পূর্ব্বে প্রজাপতি ব্রহ্মা বিবিধ প্রজাসৃষ্টি কামনায় স্বীয় দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষের এবং বাম অঙ্গুষ্ঠ হইতে তদীয় পত্নীর সৃষ্টি করেন।

অদিতি দক্ষের কন্যারূপে সমুৎপন্না হন। কশ্যপ হইতে অদিতির গর্ভে ভগবান্ সূর্য্য জন্ম গ্রহণ করেন। এই সূর্য্য ব্রহ্মস্বরূপ, সমস্ত জগতের বরদাতা, আদি, মধ্য ও অন্তঃস্বরূপ এবং সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কর্ত্তা। ভগবান্ সূর্য্য হইতেই এই জগতের আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহাতেই ইহা প্রতিষ্ঠিত আছে, তিনিই সনাতন বিষ্ণু, অদিতি পূর্ব্বে তাঁহাকে আরাধনা করিয়াছিলেন, তাই তিনি অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

বিস্পষ্টা, পরমা, বিদ্যা, জ্যোতির্ভা, শাশ্বতী, স্ফুটা, কৈবল্য, জ্ঞান, আবির্ভূ, প্রকাম্য, সম্বিৎ, বোধ, অবগতি ইত্যাদি সূর্য্যের রূপ। এই জগৎ যখন প্রভাহীন আলোকহীন ও সর্ব্বতোভাবে অন্ধকারে বিলীন হইয়াছিল তখন এক অণ্ড সমুদ্ভূত হয়। ঐ অণ্ডই সকলের আদি কারণ। ভগবান্ পিতামহ ব্রহ্মা স্বয়ং সেই অণ্ডের অন্তরে থাকিয়া তাহা বিদারিত করিলেন। এই ব্রহ্মাই জগতের স্রষ্টা ও প্রভু। প্রথমে তাঁহার মুখ হইতে 'ওঁ' এই মহান শব্দ আবির্ভূত হইল। তাহা হইতে প্রথমে 'ভূঃ', পরে 'ভুবঃ', এবং 'স্ব' শব্দ সমুদ্ভূত হয়। এই তিন ব্যাহৃতিই সূর্য্যের স্বরূপ। সেই 'ওঁ' হইতেই সূর্য্যের সূক্ষ্মরূপ আবির্ভূত হইয়াছে। অনন্তর তাহা হইতে মহঃ, জন, তপঃ, সত্য ইত্যাদিভেদে যথাক্রমে স্থূল ও স্থূলতর সপ্ত মূর্ত্তির আবির্ভাব হইয়াছে। এই সকল রূপের আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়া থাকে। "ওঁ"ই তাঁহার সূক্ষ্মরূপ, ইহাই সকলের আদি ও অন্ত, ঐ পরম রূপের কোন প্রকার আকার নাই, উহাই সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম।

সেই অণ্ড বিভিন্ন হইলে অব্যক্তযোনি ব্রহ্মার বদন হইতে ঋক্‌সকল আবির্ভূত হইল। তাহারা জবাকুসুমসন্নিভ, এবং তেজ ও রূপ দ্বারা অলঙ্কৃত। তাহারা সকলেই রজোরূপধারী,

এবং কাহারও সহিত কেহ সম্বন্ধ নহে। অনন্তর ব্রহ্মার দক্ষিণ মুখ হইতে যজুঃসকল প্রবলবেগে প্রাদুর্ভূত হইল। ইহাদের বর্ণ কাঞ্চনসদৃশ। ইহারাও পরস্পর অসংহত। অনন্তর ব্রহ্মার পশ্চিম বদন হইতে সাম ও তত্তদ্‌ছন্দঃসকল আবির্ভূত হইল। তৎপরে ব্রহ্মার উত্তর বদন হইতে ভৃঙ্গ ও অঞ্জনপুঞ্জসন্নিভ সমুদয় অথর্ব্বগণ প্রকটীভূত হইল। ঐ অথর্ব্বগণ শান্তিক ও আভিচারিকভেদে দ্বিবিধ, ইহারা সুখ, সত্ত্ব ও তমঃপ্রধান, সৌম্য ও অসৌম্য এই দ্বিবিধরূপযুক্ত। ঋক্‌সকল রজোগুণান্বিত, সামসকল তমোগুণবিশিষ্ট, অথর্ব্বগণ সত্ত্ব ও তমোগুণসম্পন্ন। ইহারা অপ্রতিমতেজে জাজ্বল্যমান হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় পৃথক্ পৃথক্ অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সেই আদি তেজ যাহার নাম ওঁ তাহার স্বভাব হইতে যে তেজ সমুদ্ভূত হইল তাহা উল্লিখিত আদ্য তেজকে সম্যক্‌রূপে আবরণ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। তৎপরে যজুর্ম্ময় তেজ ও সামময় তেজ পরস্পর মিলিত হইয়া সেই পরম তেজে অধিষ্ঠিত হইল। তৎপরে শান্তিক,পৌষ্টিক ও আভিচারিক এই ত্রিতয় এবং ঋক্ প্রভৃতি ত্রিতয়ে লয় প্রাপ্ত হইল। তাহাতেই তৎক্ষণাৎ সেই গভীর অন্ধকার বিনষ্ট হইলে সমুদয় জগৎ সুনির্ম্মল হইয়া উঠিল এবং তন্নিবন্ধন তাহার অধঃ, ঊর্দ্ধ ও তির্য্যক্ সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইতে লাগিল। অনন্তর সেই ছন্দোময় তেজ মণ্ডলীভূত হইয়া পরম তেজের সহিত এক হইয়া গেল। এইরূপে আদিতে উদ্ভূত হইল বলিয়া সূর্য্যের নাম আদিত্য হইল। ঐ অব্যায়াত্মক তেজই এই বিশ্বের কারণ। এই ঋক্, যজুঃ ও সামাখ্য ত্রয়ীই প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ণ এই তিন কালে তাপ দিয়া থাকেন। পূর্ব্বাহ্নে ঋক্‌সকলে শান্তিক, মধ্যাহ্নে যজুঃসকলে পৌষ্টিক এবং সায়াহ্নে সামসকলে আভিচারিক বিন্যস্ত হইয়াছে। মধ্যন্দিন ও অপরাহ্ণ এই দ্বিবিধ সময়ে আভিচারিক এবং অপরাহ্ণে সামদ্বারা পিতৃগণের কার্য্য করিবে। ব্রহ্মা সৃষ্টিকালে ঋক্‌ময়, বিষ্ণু স্থিতিকালে যজুর্ম্ময়, ও রুদ্র অন্তকালে সামময় হইয়া থাকেন।

এই কারণে তিনি বেদাত্মা, বেদসংস্থিত ও বেদবিদ্যাময় পরমপুরুষ বলিয়া উল্লিখিত হন। এই জন্যই তিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের হেতু এবং রজঃ সত্ত্বাদি গুণ আশ্রয় করিয়া ব্রহ্ম ও বিষ্ণু প্রভৃতি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। তিনি বেদ ও অখিলমর্ত্ত্যমূর্ত্তি, আবার তিনি অমূর্ত্তি, তিনি আদ্য ও বিশ্বের আশ্রয় এবং জ্যোতিস্বরূপ, বেদান্তগম্য, পরাৎপর। দেবগণ সর্ব্বদাই তাঁহার স্তব করেন।

সেই সূর্য্যের তেজে অধঃ ও ঊর্দ্ধ সন্তপ্ত হইয়া উঠিলে পিতামহ ব্রহ্মা সৃষ্টিকামনায় চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি এই চরাচর জগৎ সৃষ্টি করিলে আদিত্যের এই তেজে তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইবে, প্রাণিগণ প্রাণহীন হইবে, সমুদয় সলিল শুষ্ক হইবে, এদিকে জল ব্যতীত বিশ্বের পুষ্টি হইবে না। এই প্রকার চিন্তা করিয়া ব্রহ্মা সূর্য্যের স্তব করিতে লাগিলেন। সূর্য্য ব্রহ্মার স্তবে পরম তেজের সংহরণ করিয়া স্বল্পমাত্র তেজ ধারণ করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা যথাবিধানে সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

ব্রহ্মা এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া যথাবিধানে বন, আশ্রম, সমুদ্র, পর্ব্বত ও দ্বীপসকলের বিভাগ এবং দেব, দৈত্য, উরগাদি সকলের রূপ ও স্থান কল্পনা করিলেন। প্রথমে ব্রহ্মার মরীচিনামে এক পুত্র হয়, তাহার পুত্র কশ্যপ। দক্ষের ত্রয়োদশ কন্যা কশ্যপের পত্নী।

অদিতি দেবগণকে, দিতি দৈত্যগণকে, দনু দানবদিগকে প্রসব করিলেন। অদিতি ও দিতির তনয়গণে সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল, অদিতির পুত্র দেবগণই প্রধান। দিতি ও দনুর পুত্রগণ মিলিত হইয়া দেবগণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। এই যুদ্ধে দেবগণ পরাজিত হইলেন। তখন অদিতি সন্তানের মঙ্গল কামনায় ভগবান্ সূর্য্যের আরাধনা করিতে লাগিলেন। সূর্য্য এই স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া অদিতির সমীপে উপনীত হইলেন। অদিতি দেখিলেন, রাশীকৃত তেজ যুগপৎ আকাশ ও পৃথিবী আশ্রয় করিয়া বিরাজ করিতেছে, তিনি এইরূপ দর্শন করিয়া কিছুতেই উহার নিকটস্থ হইতে পারিলেন না, পরন্তু তাহার অতিশয় ভয়সঞ্চার হইল। তখন তিনি সূর্য্যকে ঐ রূপ সম্বরণ করিবার জন্য স্তব করিতে লাগিলেন। ঐ স্তবে সূর্য্য আপনার সেই তেজোমণ্ডল-মধ্য হইতে আবির্ভূত হইয়া প্রতপ্ত তাম্রসদৃশকলেবরে অদিতির সমক্ষে উপনীত হইলেন। তখন তিনি তাঁহাকে দর্শন করিয়া প্রণামপূর্ব্বক কহিলেন, "দৈত্য ও দানবগণ দেবগণকে পরাজয় করিয়া যজ্ঞভাগ ও স্বর্গরাজ্য অধিকার করিয়াছে। আমার পুত্রগণ পূর্ব্বের ন্যায় যাহাতে যজ্ঞভাগভাগী এবং ত্রিভুবনের ঈশ্বর হইতে পারে তাহাদের প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়া তাদৃশ বিধান করুন, ইহাই আমার প্রার্থনা।

তখন ভগবান্ সূর্য্য প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, আমি আপনার গর্ভে সহস্রাংশে সমুদ্ভূত হইয়া শত্রুদিগকে আশু নিঃশেষে নাশ করিব। এই কথা বলিয়া ভগবান্ সূর্য্য অন্তর্হিত হইলেন। অতঃপর অদিতি তপস্যা হইতে নিবৃত্তা হইলে সূর্য্যের সোধুম্ননামক কর তদীয় উদরে প্রবেশ করিল। দেবজননী অদিতিও সমাহিতা হইয়া শৌচ অবলম্বনপূর্ব্বক কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি অনুষ্ঠান করিয়া সেই গর্ভ বহন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে কশ্যপ কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া অদিতিকে কহিলেন, তুমি নিত্য উপবাসাদি করিয়া এই গর্ভাণ্ডকে মারিবে না কি? ইহাতে অদিতি ক্রুদ্ধা হইয়া কশ্যপকে কহিলেন, তুমি যে এই গর্ভাণ্ড দেখিতেছ, ইহাকে আমি

মারিব না, এই গর্ভাণ্ডই বিপক্ষগণের মৃত্যুর কারণ হইবে।

অদিতি এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ গর্ভাণ্ড ত্যাগ করিলেন। ঐ গর্ভাণ্ড তখন তেজোভরে জ্বলিতে লাগিল। কশ্যপ উদীয়মান ভাস্করের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট সেই গর্ভকে দর্শন করিয়া প্রণাম করিলেন। আদ্য ঋকাদি দ্বারা বহুবিধ স্তব করিতে লাগিলেন। তখন সূর্য্য পদ্মপলাশপ্রতিভকলেবরে সেই গর্ভাণ্ড হইতে প্রকট হইয়া স্বকীয় তেজে দিঙ্মুখ পরিব্যাপ্ত করিলেন। এই সময়ে আকাশ হইতে দৈববাণী হইল যে, "হে মুনে? তুমি এই অণ্ডকে মারিত অর্থাৎ মারিয়া ফেলিবে, বলিয়াছ, এই জন্য ইহার নাম মার্ত্তণ্ড হইবে। এই পুত্র জগতে সূর্য্যের কার্য্য এবং যজ্ঞভাগহারী অসুরগণকে বিনাশ করিবেন।"

দেবগণ এই বাক্য শুনিয়া অতীব হৃষ্ট হইলেন। তখন ইন্দ্র দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া অসুরদিগের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। দেবাসুরে তুমুল সংগ্রাম বাধিল। সেই যুদ্ধে মহাসুরসকল মার্ত্তণ্ডকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইবামাত্র তদীয় তেজে দহ্যমান হইয়া ভস্মীভূত হইল। তখন দেবগণ পূর্ব্বের ন্যায় স্ব স্ব অধিকার লাভ করিলেন। তখন মার্ত্তণ্ড কদম্বকুসুমসদৃশ প্রতিভা বিকাশ সহকারে অধঃ ও উর্দ্ধে রশ্মি বিকীরণ করিতে লাগিলেন। তিনি প্রজ্বলিত অগ্নিপিণ্ডের ন্যায় এবং অনতি প্রস্ফুরিত কলেবর ধারণ করিলেন।

অনন্তর প্রজাপতি বিশ্বকর্ম্মা সূর্য্যের নিকট উপস্থিত হইয়া স্বকীয় সংজ্ঞানাম্নী কন্যা তাহাকে সম্প্রদান করিলেন। তাঁহার গর্ভে সূর্য্যের ঔরসে বৈবস্বত মনু আবির্ভূত হইলেন। এই সংজ্ঞার তিনটী সন্তান হয়। দুইটী পুত্র ও একটী কন্যা, কন্যার নাম যমুনা, পুত্রদ্বয় বৈবস্বত মনু ও যম। ক্রমে সূর্য্যের তেজ অতিমাত্র সম্বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতে লাগিল। সংজ্ঞা কিছুতেই এই তেজ সহ্য করিতে পারিলেন না। তখন তিনি অনন্যোপায় হইয়া স্বীয় ছায়াকে দেখিয়া তাহাকে কহিলেন, ভগিনি! এই সূর্য্যের গোলাকার তেজ আমি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেছি না, অতএব তুমি আমার সদৃশী হইয়া এই স্থানে অবস্থান কর, আমি পিতৃগৃহে গমন করিলাম। আমার পুত্র ২টী এবং কন্যাটীকে যত্নে পালন করিও। ছায়া ইহাতে স্বীকৃত হইয়া কহিলেন, সূর্য্য যে পর্য্যন্ত না শাপ প্রদান করেন, তাবৎ আমি তোমার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিব না।

তখন সংজ্ঞা পিতৃভবনে গমন করিলেন। এদিকে সংজ্ঞা পিতৃভবনে গমন করিলে ছায়া তাহার রূপ ধারণ করিয়া সূর্য্যের পরিচর্য্যায় প্রবৃত্তা হইলেন। সূর্য্যও সংজ্ঞাজ্ঞানে তাহার গর্ভে দুই পুত্র ও এক কন্যা উৎপাদন করিলেন। এই পুত্রদ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ সাবর্ণিনামে মনু, ইনি সর্ব্বপ্রকারে বৈবস্বত মনুর তুল্য, দ্বিতীয় পুত্র শনি, কন্যার নাম তপতী।

এদিকে ছায়া যেরূপ আপন সন্তানদিগকে লালনপালন করিতেন, সংজ্ঞার পুত্রগণের প্রতি তাদৃশ ব্যবহার করিতেন না। এই জন্য যম ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে পাদ-প্রহার করিতে উদ্যত হন। তখন ছায়াও কুপিতা হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, আমি তোমার পিতার পত্নী, এই জন্য তোমাদের পরম গুরু; কিন্তু তুমি তাহা না ভাবিয়া আমায় চরণ প্রহারে উদ্যত হইয়াছ, এই জন্য তোমার চরণ পতিত হইবে, তোমাকে এই অভিশাপ প্রদান করিলাম। যম এই অভিশাপে দুঃখিত হইয়া পিতার নিকট যাইয়া এই বৃত্তান্ত বলিলেন।

সূর্য্য ইহা শুনিয়া ছায়াকে কহিলেন, পুত্রগণ সকলই সমান, তবে কিজন্য তুমি এক জনকে অধিক স্নেহ করিয়া থাক, বিশেষতঃ পুত্রেরা বিগুণ হইলেও জননী কখন তাহাদিগকে শাপ দিতে পারেন না। ইহাতে বোধ হইতেছে, তুমি ইহাদের জননী নহ। কিন্তু ছায়া একথায় কোন প্রত্যুত্তর দিলেন না। তখন সূর্য্য সমাহিত হইয়া সকল বৃত্তান্ত অবগত হইলেন এবং ছায়াকে শাপ দিতে উদ্যত হইলে ছায়া সকল বৃত্তান্ত তাঁহার নিকট প্রকাশ করিলেন।

সূর্য্য তখন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বিশ্বকর্ম্মার নিকট গমন করিলে তিনি তাঁহাকে যথাবিধি অর্চ্চনা ও সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, আপনার তেজ অতি দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে, সংজ্ঞা তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া বনে অতি কঠোর তপশ্চরণ করিতেছে। আপনি সেই স্থানে গমন করিলেই তাহাকে দেখিতে পাইবেন। ব্রহ্মার কথানুসারে যদি আপনার অভিমত হয়, তাহা হইলে আপনার এইরূপ আমি কমনীয় করিয়া দিব।

ভগবান্ সূর্য্যের রূপ পূর্ব্বে মণ্ডলাকার ছিল, সেই জন্য তিনি বিশ্বকর্ম্মাকে কহিলেন, আচ্ছা তাহাই হইবে। তখন বিশ্বকর্ম্মা আজ্ঞা পাইয়া শাকদ্বীপে সূর্য্যদেবকে ভ্রমিতে আরোপিত করিয়া তদীয় তেজঃ ক্ষয় করিতে উদ্যত হইলেন। যখন সমুদয় জগতের নাভিস্বরূপ ভগবান্ সূর্য্য ভ্রমিতে আরোহণ করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, তখন, সাগর, পর্ব্বত ও কানন সহ সমগ্র মেদিনী আকাশে উত্থান করিলেন। গ্রহগণ ও তারার সহিত সমস্তগগন অধোগত হইল। সাগরসকলের সলিলরাশি বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল, মহাশৈলসকল বিদারিত এবং তাহাদের সানুসকল বিশীর্ণ হইয়া গেল। তখন তদীয় ভ্রমণ-বেগে আকাশ, পাতাল ও পৃথিবী সমুদায়ই বিভ্রান্ত হওয়াতে এই নিখিল জগৎ অতিশয় আকুল হইয়া উঠিল। তখন সমস্ত জগৎ ধ্বংস হয় দেখিয়া ব্রহ্মার সহিত দেবগণ ভগবান্ সূর্য্যের স্তব করিতে লাগিলেন।

বিশ্বকর্ম্মাও সূর্য্যের নানা প্রকার স্তব করিয়া তাহার ষোড়শ ভাগ মণ্ডলস্থ করিলেন। ১৫ ভাগ তেজ শাণিত হওয়াতে সূর্য্যের শরীর অতীব কান্তিবিশিষ্ট হইল। বিশ্বকর্ম্মা তখন তাঁহার সেই ১৫ ভাগ তেজদ্বারা বিষ্ণুর চক্র, মহাদেবের শূল, ধনদের শিবিকা, যমের দণ্ড এবং কার্ত্তিকের শক্তি নির্ম্মাণ করিলেন। অনন্তর তিনি অন্যান্য দেব-গণেরও শত্রুসাদনার্থ পরম প্রভাবিশিষ্ট অস্ত্রসকল নির্ম্মাণ করিলেন।

এইরূপে ভগবান্ সূর্য্যের তেজঃ শাতিত হওয়ায় তিনি পরম শোভমান হইলেন। সংজ্ঞা সূর্য্যের এই কমনীয় মূর্ত্তি দেখিয়া পরম আহ্লাদিত হইলেন। (মার্কণ্ডেয়পু° ১০২—১০৯ অ°)

ইহা ভিন্ন ভবিষ্যপুরাণে ব্রাহ্মপর্ব্বে, বরাহপুরাণে আদিত্যোৎপত্তি নামাধ্যায়ে, বিষ্ণুপুরাণ ২য় অংশ ১০ অধ্যায়ে, কূর্ম্মপুরাণ ৪০ অধ্যায়ে, মৎস্যপুরাণ ১০১ অধ্যায়ে ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে ৫৯অধ্যায়ে সূর্য্যের উৎপত্তি ও মাহাত্ম্যাদির বিশেষ বিবরণ বিশেষভাবে লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে সে সমস্ত এই স্থানে লিখিত হইল না। বিভিন্ন পুরাণসমূহে সূর্য্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু কিছু পার্থক্য আছে, তাহা তত্তদ্পুরাণে দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে যে, ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থলে ভগবান্ সূর্য্যদেব অবস্থিত আছেন। স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের যে অন্তর তাহাই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্য স্থান। সূর্য্য ও অণ্ডগোলক এই দুইয়ের মধ্য স্থানের পরিমাণ সর্ব্বতোভাবে পঞ্চবিংশতি কোটি যোজন। ভগবান্ সূর্য্যের এক নাম মার্ত্তণ্ড, মৃত অর্থাৎ অচেতন অণ্ডে তিনি বৈরাজরূপে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন এই জন্য তিনি মার্ত্তণ্ডনামে খ্যাত, আরও তিনি হিরণ্ময় অণ্ড হইতে সমুদ্ভূত হন, এই জন্য তাঁহার আর এক নাম হিরণ্যগর্ভ। এই এক সূর্য্য দ্বারাই দিক্, আকাশ, পৃথিবী এবং অন্যান্য বিভাগ বিভক্ত হয় এবং ভোগস্থান, মোক্ষস্থান, নরক ও অতলাদি সকল প্রকার লোকই সূর্য্য হইতে বিভক্ত হইয়াছে। ভগবান্ সূর্য্য দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, লতা এবং বীজসমূহের আত্মা, নেতা এবং অধিষ্ঠাতা। অতএব সকলেরই সূর্য্যের উপাসনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

কালচক্রে ভ্রমণশীল সূর্য্যের গতিক্রমে রাশি সঞ্চার ও তদ্দ্বারা লোকযাত্রা নিরূপিত হইয়া থাকে। ভূমণ্ডলের সংস্থান পঞ্চাশৎ-কোটিযোজন এবং উচ্চতায় পঞ্চবিংশতি কোটি যোজন, চণকাদি দ্বিদলের মধ্যে এক দলের যেরূপ পরিমাণ, অন্য দলেরও সেইরূপ পরিমাণ হয়, ভূমণ্ডলের পরিমাণানুসারে স্বর্গমণ্ডলেরও পরিমাণ সেই রূপ। এই দুইয়ের মধ্যে যে আকাশ আছে তাহা তদুভয় দ্বারা উভয় পার্শ্বে সংলগ্ন। সূর্য্যদেব সেই আকাশের মধ্যস্থলে থাকিয়া ত্রিলোককে তাপ দিয়া থাকেন, এবং আপনার কিরণ দ্বারা ত্রিভুবন উদ্দীপিত করেন। সূর্য্যই একমাত্র উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন, ও বিষুবসংজ্ঞক মন্দ, শীঘ্র ও সমান গতি দ্বারা যথাকালে আরোহণ, অবরোহণ ও সমান স্থানে আরোহণাদি প্রাপ্ত হইয়া মকরাদি রাশিতে অহোরাত্র সকলকে দীর্ঘ, হ্রস্ব ও সমান করিয়া থাকেন। সূর্য্য যখন মেষ ও তুলারাশিতে গমন করেন, তখন অহোরাত্রসকল অত্যন্ত বৈষম্যাভাবপ্রযুক্ত প্রায় সমান হয়। সূর্য্য যখন বৃষাদি পঞ্চ রাশিতে পরিভ্রমণ করেন, তখন দিন সকল বর্দ্ধিত হয়, এবং মাসে এক এক ঘটিকা করিয়া রাত্রি হ্রস্ব হইতে থাকে। যখন সূর্য্য বৃশ্চিকাদি পঞ্চ রাশিতে অবস্থান করেন, তখন অহোরাত্র সকলের বিপর্য্যয় হয়, অর্থাৎ যতদিন দক্ষিণায়ন থাকে ততদিন দিন দীর্ঘ এবং উত্তরায়ণ পর্য্যন্ত রাত্রি দীর্ঘ হয়।

এই প্রকারে সূর্য্যের মন্দ, শীঘ্র ও সমান গতি দ্বারা মানসোত্তর পর্ব্বতের পরিমাণ নয়কোটি একপঞ্চাশৎ যোজন, উক্ত মানসোত্তরে সুমেরুর পূর্ব্বদিকে ইন্দ্রসম্বন্ধিনী পুরী, তাহার নাম দেবধানী, দক্ষিণ দিকে যমসম্বন্ধিনী পুরী, নাম সংযমনী, পশ্চিম দিকে নিম্লোচতী নামক বরুণের পুরী, উত্তর দিকে বিভাবরীনামে চন্দ্রের পুরী। ঐ সকল পুরীতে সুমেরুর চতুর্দ্দিকে বিশেষ বিশেষ সময়ে উদয়, মধ্যাহ্ন, অস্ত ও অহোরাত্র হইয়া থাকে। ঐ সকল উদয়াদিই প্রাণিগণের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির কারণ। অর্থাৎ সূর্য্যের উদয়াদি উপলক্ষ করিয়াই প্রাণিসমূহের চেষ্টাদি হইয়া থাকে।

যে সকল প্রাণী সুমেরুতে অবস্থিতি করে, সূর্য্য দিবা-মধ্যগত হইয়া তাহাদিগকে তাপ প্রদান করিয়া থাকেন। যদিও তিনি বামদিকে চলেন, অর্থাৎ নক্ষত্রাভিমুখ হইয়া গমন করাতে যদি সুমেরুকে বামে রাখিয়া গমন করিয়া থাকেন, তথাচ প্রবাহনামক বায়ু জ্যোতিশ্চক্রকে ভ্রাম্যমাণ করাতে প্রত্যহ এক এক বার দক্ষিণ দিকে যাইয়া থাকেন। অতএব চক্রগতির কারণে অতি দূর হইতে সূর্য্যকে ভূমিসংলগ্নের ন্যায় যে দেখায়, তাহাই তাঁহার উদয়। তাঁহার আকাশারূঢ়ের ন্যায় দর্শনই মধ্যাহ্ন, ভূমিপ্রবিষ্টের ন্যায় দর্শনই তাঁহার অস্ত। তথা হইতে অধিক দূর গমনই অর্দ্ধরাত্র। বেদেও সমুদ্রতীরস্থ দৃষ্টিক্রমে কথিত আছে যে, হে সূর্য্যদেব তুমি প্রাতঃকালে জলমধ্য হইতে উদিত এবং সায়ংকালে জলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাক। শ্রুতির এই উক্তি লৌকিক ব্যবহারাসক্ত, যথার্থ নহে। সূর্য্য যেস্থলে উদিত হন, তাহার সমসূত্র-পতিত স্থানেই অস্তমিত হন। মধ্যাহ্নকালে যেখানকার প্রাণিগণকে স্বেদোদ্গম সহকারে উত্তাপ দেন, তাহার সমসূত্রপাত স্থানে অর্দ্ধরাত্র হওয়াতে সেখানকার ব্যক্তিদিগকে ঐ সময়ে নিদ্রিত করিয়া রাখেন।

যখন সূর্য্য ঐন্দ্রী পুরী হইতে প্রচলিত হন, তখন পঞ্চদশ ঘটিকায়, যমসম্বন্ধীয়া পুরীতে সওয়া দুই কোটি ও পঞ্চবিংশতি সহস্রা-

ধিক সার্দ্ধ দ্বাদশলক্ষ যোজন ভ্রমণ করিয়া যান। ঐ প্রকারে তথা হইতে বরুণসম্বন্ধিনী পুরী গমন করিয়া পুনরায় ঐন্দ্রী পুরীতে গমন করেন। এইরূপে সোমাদি গ্রহগণ সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া নক্ষত্রগণের সহিত জ্যোতিশ্চক্রে উদিত হন এবং তাহাদের সহিত অস্তমিত হইয়া থাকেন।

এই প্রকারে সূর্য্যের বেদময়রথ এক মুহূর্ত্তে পূর্ব্বোক্ত ঐন্দ্রাদি পুরীচতুষ্টয়ের চতুষ্পার্শ্বে ৩৪ লক্ষ অষ্টশত যোজন ভ্রমণ করিয়া বেড়ান। ঐ রথের একমাত্র চক্র, তাহার নাম সম্বৎসর, দ্বাদশ মাস, তাহার দ্বাদশ আর অর্থাৎ অন্তভাগ। ছয় ঋতু তাঁহার ৬ নেমি, তিন চাতুর্ম্মাস্য তাঁহার নাভি। তাঁহার অক্ষের এক ভাগ সুমেরুর মস্তকে এবং অন্যভাগ মানসোত্তর পর্ব্বতে স্থাপিত আছে, সেই মানসোত্তর পর্ব্বতে সূর্য্যরথ স্থাপিত হওয়ায় তৈলযন্ত্রের চক্রের ন্যায় অহরহঃ পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। সূর্য্যরথের দুই অক্ষ, তন্মধ্যে প্রথম অক্ষটী সুমেরু ও মানসোত্তর পর্য্যন্ত বিস্তৃত, তাহার পরিমাণ এককোটি সার্দ্ধসপ্তপঞ্চাশৎ লক্ষ যোজন। দ্বিতীয় অক্ষের পরিমাণ তাহার চতুর্থাংশ, অর্থাৎ চত্বারিংশৎ লক্ষ সার্দ্ধসপ্তত্রিংশৎ সহস্র যোজন। প্রথম অক্ষে দ্বিতীয় অক্ষের পূর্ব্ব ভাগ নিবদ্ধ আছে এবং তৈলযন্ত্রের ন্যায় ধ্রুবলোকে বায়ুপাশ দ্বারা তাহার উপর ভাগ সংলগ্ন রহিয়াছে। ঐ রথের নীড় অর্থাৎ রথীর উপবেশন স্থান ৩৬ লক্ষ যোজন আয়ত, তাহার চতুর্থ ভাগ উচ্চ, ঐ রথের যুগের পরিমাণ তাবৎসংখ্যক যোজন। ঐ রথে গায়ত্রী প্রভৃতি সপ্ত ছন্দ ৭টী অশ্ব, এই অশ্বসকল অরুণ কর্ত্তৃক যোজিত হইয়া সূর্য্যদেবকে বহন করিয়া ভ্রমণ করিতেছে। অরুণ সূর্য্যের সারথ্যকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া অগ্রে স্থাপিত হইয়াছেন, তথাচ প্রত্যঙ্মুখে অবস্থিত আছেন। বালখিল্যনামক ঋষিগণ, যাহাদের দেহের পরিমাণ অঙ্গুষ্ঠমাত্র এবং সংখ্যায় ষষ্টিসহস্র, তাঁহারা সূর্য্যদেবের অগ্রে থাকিয়া তাঁহাকে নানা প্রকারে স্তব করিতেছেন। এইরূপে অন্যান্য ঋষি, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, উরগ, রাক্ষস, দৈত্য ও দেব প্রভৃতি প্রতিমাসে পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্ম দ্বারা পরমাত্মরূপী ভগবান্ সূর্য্যের উপাসনা করিতেছেন।

রাজা পরীক্ষিৎ ভগবান্ শুকদেবের মুখে সূর্য্যের বিষয় এইরূপ শ্রবণ করিয়া শুকদেবকে বলিয়াছিলেন যে,হে ব্রহ্মন্! আপনি যে বর্ণন করিলেন সূর্য্য সুমেরু ও ধ্রুবকে প্রদক্ষিণ করিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে রাশিসকলের অভিমুখে অথচ অপ্রদক্ষিণে গমন করেন। ইহা আমার বিবেচনায় পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীত হইতেছে। যোগিবর শুকদেব রাজার সংশয় অপনোদনের জন্য বলিলেন, রাজন্, যেমন কুলালচক্র একদিকে মুখ করিয়া ভ্রমণ করিতে থাকিলেও সেই চক্রাশ্রিত পিপীলিকাসকল যাহারা অন্যদিকে মুখ করিয়া ভ্রমণ করে, তাহাদের অন্য প্রদেশে অন্য প্রকার গতি উপলব্ধি হয় তাহার ন্যায় যে কালচক্র ধ্রুব ও সুমেরু প্রদক্ষিণ করিয়া ভ্রমণ করিতেছে তাহা নক্ষত্র ও রাশিচক্রে উপলক্ষিত হইলেও ঐ সকল চক্রে পৃথক্ পৃথক্ ভ্রমণকারী সূর্য্যাদি গ্রহগণের অন্য প্রকার গতি হইবে ইহা অসম্ভব কি ?

সেই প্রসিদ্ধ কালরূপী সাক্ষাৎ ভগবান্ আদিপুরুষই লোক-মঙ্গলার্থ ও কর্ম্মশুদ্ধির জন্য আপনার বেদময় বপুকে দ্বাদশ প্রকারে বিভক্ত করিয়া সূর্য্যরূপী হইয়াছেন এবং ছয় ঋতুতে কর্ম্ম সকলের ভোগানুসারে তত্তদ্ ঋতুর গুণ অর্থাৎ শীতোষ্ণাদি বিধান করিতেছেন। সূর্য্য সকল লোকেরই আত্মা, স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে যে আকাশমণ্ডল আছে, তন্মধ্যস্থিত কালচক্রে অবস্থিত হইয়া দ্বাদশ রাশি ভোগ করেন, মেষাদি রাশির নামানুসারেই ঐ দ্বাদশ মাসের নাম হইয়াছে। ঐ মাস সকলই সম্বৎসরের অবয়ব।

মাসসকলও আবার ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে হইয়া থাকে, চান্দ্র মানে দুই পক্ষে এক মাস,সৌর মানে ঐ সূর্য্যের সওয়া দুই নক্ষত্র, ভোগকাল এক মাস। ঐ এক মাস পিত্র্যমাণের অহোরাত্র, অর্থাৎ পিতৃলোকের পরিমাণে কৃষ্ণপক্ষ দিন ও শুক্লপক্ষ রাত্রি। সূর্য্য যতকালে সম্বৎসরে ষষ্ঠ ভাগ অর্থাৎ দুই রাশি ভোগ করেন সেই কালকে ঋতু, অতএব ঐ ঋতুও সম্বৎসরের অবয়ব। এই প্রকারে সূর্য্য যতকাল আকাশমণ্ডলের অর্দ্ধভাগে ভ্রমণ অর্থাৎ ছয় মাস ভোগ করেন, সেই কাল অয়ননামে খ্যাত। সূর্য্য যাবৎকাল স্বর্গমণ্ডল ও পৃথিবীমণ্ডল এই দুই মণ্ডল নভোমণ্ডলের সহিত সম্পূর্ণরূপে ভ্রমণ করিয়া ভোগ করেন, সেই কাল সম্বৎসর, ঐ সম্বৎসর সূর্য্যের মন্দ, শীঘ্র ও সমানগতি দ্বারা সম্বৎসর, পরিবৎসর, ইদাবৎসর, অনুবৎসর ও বৎসর এই পাঁচ নামে বিভক্ত হয়।

সূর্য্যমণ্ডলের লক্ষ যোজন হইতে দ্বিলক্ষ যোজনের উপরি ভাগে চন্দ্র অবস্থিতি করেন। তিনি দুই পক্ষে সূর্য্যের সম্বৎসর এবং সওয়া দুই দিনে সূর্য্যের এক মাস ও এক এক দিনে সূর্য্যের এক এক পক্ষ ভোগ করেন। যখন চন্দ্রমণ্ডলের কলা-সকল বৃদ্ধিশীল হয়, তখন দেবগণের দিন এবং ক্ষয়শীল অবস্থায় পিতৃদিগের দিন হয়। চন্দ্র এই প্রকারে শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষ দ্বারা দেব ও পিতৃসম্বন্ধীয় অহোরাত্র বিধান করিয়া থাকেন। চন্দ্র অন্ন ও অমৃতময়, এই জন্য তিনি জীবের প্রাণ। ষোড়শকল চন্দ্র মনোময়, অন্নময় ও অমৃতময়। অধিকন্তু, তিনি দেব, পিতৃ, মনুষ্য, ভূত, পশু, পক্ষী, লতা, গুল্ম এ সকলের প্রাণকে আপ্যায়িত অর্থাৎ পুষ্ট করিয়া থাকেন।

সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া সকল গ্রহই অবস্থিত থাকে। উল্লিখিত চন্দ্রমণ্ডলের দুই লক্ষ যোজন উপরে নক্ষত্রসকল সুমেরুর, দক্ষিণদিকে কালচক্রে ঈশ্বর কর্ত্তৃক যোজিত হইয়া ভ্রমণ করি-

তেছে। ঐ সকল নক্ষত্রের সংখ্যা অভিজিৎ নক্ষত্র ধরিয়া অষ্টাবিংশতি।

নক্ষত্রমণ্ডলের দুই লক্ষ যোজন উপরে শুক্রগ্রহ অবস্থিত, সম্মুখে সূর্য্য কোন নক্ষত্র ভোগ করিতে থাকিলে ঐ গ্রহ তাঁহার পশ্চাদ্দিকে ভোগ করেন। এক সঙ্গে ভোগ করিবার সময় হইলে অত্যাচারী হইয়া অর্থাৎ ক্রমস্থ নক্ষত্রদিগকে অতিক্রম করিয়া ভোগ করেন। তাঁহার সঞ্চারে প্রায় বৃষ্টি হয়।

শুক্রগ্রহের যেরূপ সংস্থান ও গতি, বুধগ্রহেরও তদ্রূপ গতি হয়। অর্থাৎ বুধগ্রহ কখন সূর্য্যের অগ্রে ও পশ্চাৎ কখনও বা এক সঙ্গে বিচরণ করিয়া থাকেন। এই বুধ শুক্রগ্রহের দুই লক্ষ যোজন উপরি ভাগে অবস্থিত। বুধ যখন সূর্য্য হইতে অতিচারী হইয়া যান, তখন প্রবল বায়ু নির্জ্জল মেঘাড়ম্বর এবং অনাবৃষ্টি হইয়া থাকে।

বুধের উপরিভাগে মঙ্গল, মঙ্গলের উপরি ভাগে বৃহস্পতি, বৃহস্পতির উপরিভাগে শনিগ্রহ ইঁহারা প্রত্যেকেই দুই দুই লক্ষ যোজন উপরিভাগে অবস্থিত। শনিগ্রহের উত্তরে একাদশ লক্ষ যোজন দূরে ঋষিগণ অবস্থিত আছেন, তাঁহারা লোকসকলের শান্তি বিধান করিয়া ভগবান্ বিষ্ণুর পরমপদ আরাধনা করিতেছেন। সূর্য্যের অধোদিকে অযুতযোজন অন্তরে রাহুগ্রহ নক্ষত্রের ন্যায় ভ্রমণ করিতেছেন। সূর্য্যমণ্ডল এই রাহুগ্রহের অধোভাগকে উপরে রাখিয়া তাপিত করেন। এই সূর্য্যমণ্ডল দশসহস্র যোজন বিস্তীর্ণ এবং চন্দ্রমণ্ডল বিস্তারে দ্বাদশ সহস্র যোজন, রাহুমণ্ডল তদপেক্ষাও অধিক বিস্তীর্ণ। ঐ রাহু অমৃতপানসময়ে চন্দ্রসূর্য্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ব্যবধান করিয়াছিল, বিষ্ণু ইহা জানিতে পারিয়া চন্দ্র ও সূর্য্যকে রক্ষা করিবার জন্য সুদর্শনচক্র প্রয়োগ করেন। ঐ চক্রের তেজ অতি দুঃসহ, তাহা সর্ব্বদা ঘূর্ণ্যমান হইতেছে। রাহু তথায় চন্দ্রসূর্য্যকে গ্রহণ করিবার জন্য মুহূর্ত্ত মাত্র অবস্থিত হন, তৎপরেই ভীত হইয়া দূর হইতে নিবৃত্ত হইয়া আইসেন। এই প্রকারে চন্দ্র ও সূর্য্যের অন্তরালে রাহুগ্রহের যে অবস্থিতি তাহাকেই লোকে গ্রহণ বলে। রাহুর ঋজু ও বক্র অবস্থিতিতেই সর্ব্বগ্রাস ও অর্দ্ধগ্রাস হয়। প্রকৃতপক্ষে ইহা গ্রাস নহে, লোকপ্রতীতিমাত্র। কারণ ঐ চন্দ্র সূর্য্য হইতে রাহুর অবস্থান অতিশয় দূরে। এইরূপে সূর্য্যমণ্ডল অবস্থিত আছে। শিশুমারের আকারে জ্যোতিশ্চক্র অবস্থিত হইয়াছে। এই জ্যোতিশ্চক্রের কেন্দ্র ধ্রুব, এই ধ্রুবকে কেন্দ্র করিয়া অন্যান্য সকলে বিদ্যমান আছেন। এই ধ্রুবের পর সূর্য্যই প্রধান, সূর্য্যকে উক্ত রূপে কেন্দ্র করিয়া অন্যান্য গ্রহগণ অবস্থিত আছেন। এই এক সূর্য্য হইতেই দিন, রাত্রি, মাস, পক্ষ, ঋতু, অয়ন, বৎসর, সুখ, দুঃখ, বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি হইতেছে, এই সকলের বিধানকর্ত্তা সূর্য্য। সূর্য্য গ্রহগণের সহিত গত্যনুসারে উক্ত প্রকার ফল বিধান করিয়া থাকেন। অতএব একমাত্র ভগবান্ সূর্য্যই প্রত্যক্ষ দেবতা, সকলেরই তাঁহার উপাসনা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

(ভাগবত ৫।২০-৩০ অ°)

পাশ্চাত্য মত।

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের মতে ইহা একটি পদার্থময় মণ্ডল। ইহা এতই উত্তপ্ত যে ইহার অভ্যন্তরভাগস্থ পদার্থসমূহ সর্ব্বদাই এমন বাষ্পীয় অবস্থায় পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিতি করিতেছে যে ইহাদিগের মধ্যে কোনও প্রকারের রাসায়নিক সংযোগ কখনই সংঘটিত হইতে পারে না। তথাপি ইহার গুরুত্ব ও ঘনত্ব বড় বেশী। যে সকল বাষ্প দ্বারা ইহার অবয়ব গঠিত, সেইগুলি পরস্পরের অংশসমূহের আকর্ষণে এরূপ দৃঢ়ভাবে সংশ্লিষ্ট ও সংপিষ্ট যে ইহার ফলে সূর্য্যের যে ঘনত্ব লাভ হইয়াছে, তাহা, যেখানে মাঝামাঝি রকমের, সেখানেও জলের ঘনত্বের সমান এবং কেন্দ্রস্থলে ইহা বোধ হয় ধাতব পদার্থ অপেক্ষা কম ঘন নহে।

আলোকমণ্ডল (Photosphere) পরিবেষ্টিত যে সূর্য্যটিকে আমরা সাধারণতঃ দেখিয়া থাকি তাহা প্রকৃত সূর্য্যের সামান্য একটু অংশমাত্র। গ্রহণকালীন পর্য্যবেক্ষণের ফলে জানা গিয়াছে যে, আলোকমণ্ডলের বাহিরেও দুইটি বিভিন্ন আবরণ আছে। প্রথমটির নাম বর্ণমণ্ডল (Chromosphere)। ইহা প্রধানতঃ জলযান দ্বারা গঠিত। দ্বিতীয়টির নাম আভামণ্ডল (Corona)। এই দুইটি আবরণের বহির্দ্দেশে, বিশেষতঃ সূর্য্যমণ্ডলস্থ বিষুবরেখার সমক্ষেত্রে, বেশ একটি পদার্থময় বিস্তার আছে বলিয়াও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় আবরণটি যে পদার্থে গঠিত, ইহা সেই পদার্থে কি অন্য কোন বিভিন্ন পদার্থে গঠিত তাহা জানা যায় নাই।

Spectroscope দ্বারা সূর্য্যমণ্ডলের এই যে গঠনপ্রণালী জানা গিয়াছে, ইহার ফলে দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন মতের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রথম মতানুসারে সূর্য্যের প্রকৃত বায়ুমণ্ডল (Atmosphere) বর্ণমণ্ডল দ্বারাই সীমাবদ্ধ এবং ভূপৃষ্ঠে যে সকল রাসায়নিক উপাদান দেখিতে পাওয়া যায়, প্রধানতঃ সেই সকল উপাদানজ বাষ্পেই এই বায়ুমণ্ডল সংগঠিত। সময় সময় আভামণ্ডল ও বিষুবরেখা-সংক্রান্ত যে বিস্তার দেখিতে পাওয়া যায়, এই মতানুসারে তাহা সৌর উপাঙ্গ ব্যতীত আর কিছুই নহে। দ্বিতীয় মতানুসারে এই বায়ুমণ্ডল আভামণ্ডলেরও প্রান্ত সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উত্তাপ নীচের দিকে ক্রমশঃই বেশী অনুভূত হইয়া থাকে। আলোকমণ্ডলের নিকটে ইহা এতই বেশী বলিয়া বিশ্বাস করা হয় যে, এখানে রাসায়নিক উপাদানগুলি

পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও আভ্যন্তর সংহতিবিচ্যুত হইয়া সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশে পরিণত হইয়া পড়ে। কাজেই নিম্নপ্রবাহী বাষ্পস্রোত-গুলি ক্রমেই অধিকতর অবিমিশ্র এবং উর্দ্ধপ্রবাহীগুলি ক্রমশঃ অধিকতর বিমিশ্র হইয়া থাকে। এই জন্যই এই সৌর বায়ু-মণ্ডলের যে প্রদেশ অধিকতর শীতল সেই প্রদেশে আমাদিগের পার্থিব উপাদানের (Terrestrial Elemerts) অনুরূপ বাষ্প দেখিতে পাওয়া যায় এবং আভামণ্ডলের সীমান্ত দেশে এই বাষ্পগুলি একেবারে কঠিন অবস্থায় পরিণত হয়।

ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, এই দুই মতানুসারে সূর্য্যের মাধ্যমিক ঘনত্ব (Mean density) কখনই এক হইতে পারে না। সৌর বায়ুমণ্ডল যদি প্রকৃতপক্ষেই আলোকমণ্ডল দ্বারা সীমাবদ্ধ হইয়া থাকে, তবে তাহার ঘনত্ব ১·৪৪৪ বলিয়া ধরিতে হয়। কিন্তু আভামণ্ডলকেও যদি আমরা এই বায়ুমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লই, এবং আলোকমণ্ডল হইতে ইহার উচ্চতা যদি অর্দ্ধকোটি মাইল ধরিয়া লই, তাহা হইলে সূর্য্যের আয়তন পূর্ব্বোক্ত মতানুরূপ আয়তনের দশগুণ বেশী হইয়া পড়ে; কাজেই এই অবস্থায় সূর্য্যের ঘনত্ব ১·৪৪৪/১০ মাত্র হইবে।

সৌরমণ্ডলে কি কি পদার্থ আছে, তৎসম্বন্ধে পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা প্রধানতঃ দুই রকম মতের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রথম মতে ইহাতে লৌহ, তাম্র, দস্তা, নিকেল, বারিয়াম্, সোডিয়াম্, কাল-সিয়াম্ ও মাগ্‌নেসিয়াম্ এবং দ্বিতীয় মতে, জলযান, মাঙ্গো-নিজ, টাইটোনিয়াম্, কোবাল্ট, ক্রোমিয়াম্, নিকেল, মাগ্‌নেসিয়াম্, কালসিয়াম্ লৌহ ও সোডিয়াম্ আছে। সম্প্রতি যে সকল পর্য্যবেক্ষণ করা হইয়াছে, তাহার ফলে আরও অনেক নূতন নূতন পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। অম্লজানও আছে কি না, সে বিষয়ে এখনও কোন স্থির মীমাংসা হয় নাই।

সূর্য্যমণ্ডলের অভ্যন্তর প্রদেশ একেবারেই অদৃশ্য, সাধারণতঃ আমরা ইহার উপরিভাগটা মাত্র যাহাকে আলোকমণ্ডল বলা হয়, তাহা দেখিয়া থাকি। বর্ণমণ্ডল এবং আভা-মণ্ডল নামে যে দুইটি আবরণীর কথা বলিয়াছি, তাহা সাধারণতঃ আমাদিগের দৃষ্টিগ্রাহ্য নহে। প্রথমটিকে কেবল Spectroscope নামক যন্ত্রের সাহায্যে এবং দ্বিতীয়টিকে কেবল পূর্ণ গ্রহণের সময় দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ণমণ্ডলটি রক্তাভ; ইহা কতকগুলি স্বতঃজ্যোতিষ্মান্ বাষ্প দ্বারা গঠিত। আর আভামণ্ডলটি কতকগুলি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পদার্থের শৃঙ্খলারহিত সমষ্টিমাত্র।

আলোকমণ্ডলটি যে নিরবচ্ছিন্ন কোন কঠিন পদার্থ কিম্বা গলিত ধাতুর ন্যায় কোন সাধারণ তরল পদার্থ নহে, তাহা এক প্রকার নিশ্চিতরূপেই জানা গিয়াছে। কারণ এই দুই রকমের কোন পদার্থ হইলে, যে প্রচণ্ডভাবে ইহা তাপ বিকীরণ করিয়া থাকে, তাহার ফলে দেখিতে না দেখিতেই ইহা একেবারে শীতল হইয়া পড়িত। ইহা জলের মত কোন স্বচ্ছ ও তরল পদার্থে গঠিত হইলেও, ইহা হইতে যে তাপ বিকীর্ণ হইয়া থাকে, তাহা ইহার পৃষ্ঠদেশের কয়েক গজ উপর হইতে মাত্র উদ্ভূত হইত এবং কয়েকটি মাত্র মিনিট বা ঘণ্টার মধ্যেই এই পৃষ্ঠদেশ একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া পড়িত। বাস্তবিক আমরা যে ভাবেই আলোকমণ্ডলটিকে গঠিত বলিয়া মনে করি না কেন, ইহা যদি বরাবর একই অবস্থায় থাকিত, তবে প্রত্যহই ইহা কয়েক হাজার ডিগ্রি করিয়া উত্তাপ হারাইয়া ক্রমশঃ শীতলতা প্রাপ্ত হইত। কাজেই যে পদার্থ হইতে তাপ বিকীরণ হয়, সেই পদার্থের পরিপূরণের জন্য প্রতিনিয়তই যে ইহাতে একটি স্রোত Convection current প্রবাহিত হই-তেছে, ইহা নিশ্চয়রূপে বুঝিতে পারা যায়।

সূর্য্যান্তর্গত প্রদেশগুলি অক্ষরেখার চতুর্দ্দিকে প্রতিনিয়ত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; কিন্তু সকলগুলি প্রদেশ ঠিক একই বেগে ঘুরিয়া বেড়ায় না। একবার অক্ষরেখাটিকে বেষ্টন করিয়া আসিতে মেরুসমীপবর্ত্তী প্রদেশগুলিরযত সময়ের আবশ্যক হয়, বিষুবরেখার সমীপবর্ত্তী প্রদেশগুলির তাহা অপেক্ষা অনেক কম সময় লাগে। ইহার কারণ সম্বন্ধে ১৯০১ খৃঃ অব্দে এম্‌ডেন্ বলি-য়াছেন যে আলোকমণ্ডলের মেরুসমীপবর্ত্তী প্রদেশগুলি বিষুবরেখা-সংলগ্ন প্রদেশ হইতে অধিকতর উত্তপ্ত বলিয়াই এইরূপ গতি-বিভিন্নতা লক্ষিত হইয়া থাকে। আরও অনেকে অনেক প্রকারের কারণ দর্শাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু এখনও কোন মতই একেবারে ঠিক বলিয়া গৃহীত হয় নাই।

আলোকমণ্ডলে কতকগুলি দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা প্রকার মত প্রচলিত আছে। অনেক দিন পর্য্যন্ত এইরূপ বিশ্বাসই বলবৎ ছিল যে, ইহারা আলোকমণ্ডলের গাত্রে শীতল পদার্থের পতন দ্বারা উৎপন্ন দাগ. বা গহ্বরবিশেষ। সৌরবায়ুমণ্ডলের নিম্ন প্রদেশ হইতে যে উত্তপ্ত বাষ্প উর্দ্ধদিকে উত্থিত হইয়া থাকে, তাহা ইহার উপরস্থ শীতল প্রদেশে আসিয়া জমিয়া শক্ত হইয়া যায় এবং ইহাদিগের পতন দ্বারা অবশেষে দাগগুলির সৃষ্টি হইয়া থাকে। আলোকমণ্ডলের প্রায় সর্ব্বত্রই এইরূপে দাগ জন্মিয়া থাকে, কিন্তু সকল স্থানের দাগ আয়তনে সমান নহে। প্রথম অবস্থায় বড় বড় দাগগুলিকে ছোট ছোট ফোটার মত দেখা যায়। কখন কখন এইরূপ অনেকগুলি ফোটা এক সঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গুলিই পরে পরস্পরের সঙ্গে জড়িত হইয়া বৃহৎ একটা দাগে পরিণত হয়। যে সকল

শীতল পদার্থের পতন দ্বারা সূর্য্যমণ্ডলের এই সকল বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে, সেই গুলি সূর্য্যসংক্রান্ত বায়ুমণ্ডলের অপেক্ষাকৃত শীতল, ঊর্দ্ধতর স্তরে জন্মিয়া থাকে। ইহারা নিজেরাই যে স্বধু বিপর্য্যয় সংঘটন করে, তাহা নহে। পতনের সময় ইহাদের সঙ্গে বায়ুমণ্ডলের যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তাহাতেও একটা উত্তাপের সৃষ্টি হইয়া থাকে এবং সেই উত্তাপে উত্তপ্ত হইয়া কতকগুলি বাষ্প ঊর্দ্ধদিকে উঠিতে থাকে, এবং অবশেষে আবার শীতল হইয়া ও জমিয়া আলোকমণ্ডলের উপর পড়িয়া নূতন গোলযোগের সৃষ্টি করিয়া থাকে। এই দাগগুলির জন্য সূর্য্যমণ্ডলের প্রান্ত দেশটা একটু অন্ধকারাচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হয়। তাহা ছাড়া মেরু-প্রদেশের সমীপবর্ত্তী প্রদেশগুলিও চিত্র বিচিত্র দাগে সমাকীর্ণ বলিয়া বোধ হয়। আলোকমণ্ডলের অন্যান্য অংশের সঙ্গে তুলনায় এই দাগগুলি অল্প পরিমাণে আলোক ও তাপ বিকীরণ করিয়া থাকে। দাগের সঙ্গে সঙ্গে আবার সূর্য্যমণ্ডলে কতকগুলি Faculae (গুম্বুজাকৃতি) এবং অন্যান্য রকমের স্ফীতিও দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকের বিশ্বাস, শীতল পদার্থের পতনের সময় বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে তাহার যে সংঘর্ষ হয়, তাহাতে উত্তপ্ত হইয়া কতকগুলি বাষ্প ঊর্দ্ধদিকে উঠিতে থাকে এবং বাষ্পের এই ঊর্দ্ধ প্রবাহ দ্বারাই এই সকল স্ফীতির সৃষ্টি হইয়া থাকে। Faculæগুলি প্রধানতঃ সৌর বিষুবরেখার ৩০ ডিগ্রির মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যান্য স্ফীতিগুলি সূর্য্যচক্রের প্রায় সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হইয়া থাকে। দাগগুলির সঙ্গে ইহাদের একটা বিশেষ সম্বন্ধ আছে বলিয়া বোধ হয়। দাগগুলিও ৩০০ ডিগ্রির মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায় এবং বিষুবরেখার নিকটে উভয়ই অল্প পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ইহা ছাড়া আলোকমণ্ডলে আবার কতকগুলি ছিদ্র এবং প্রচ্ছন্ন দাগ (Veiled spots)ও দেখা যায়। এই গুলি সূর্য্যমণ্ডলের সর্ব্বত্রই সংঘটিত হইতে পারে।

হেলের (Hale) প্রবর্ত্তিত প্রণালীতে Monochromatic আলোক দ্বারা সূর্য্যমণ্ডলের ফটোগ্রাফ তোলা হইতেছে। ইহাতে ইহার সম্বন্ধে অনেক বিষয় বেশ পরিষ্কাররূপে জানা যাইতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায়।

বর্ণমণ্ডলে প্রধানতঃ জলযান, হেলিয়াম্ (Helium) এবং কালসিয়াম্ (Calcium) এই তিন ধাতুর অস্তিত্ব জানিতে পারা গিয়াছে। Helium একটা খনিজ পদার্থ; ইহা নরওয়ে দেশে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত অল্প বিস্তর পরিমাণে লৌহ, মাগ্‌নেসিয়াম্ এবং সোডিয়াম্ প্রভৃতি আরও কয়েকটি পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়।

সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে যে একটা অদ্ভুত উজ্জ্বলতা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা আসল আভামণ্ডল নহে, তাহার প্রক্ষেপণ (Projection) মাত্র। কোন এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে আমরা যাহা দেখিয়া থাকি, তাহা আসল আভামণ্ডলের ঠিক রূপ নহে। ইহা আমাদিগের চক্ষু হইতে আভামণ্ডল পর্য্যন্ত বিস্তৃত দৃষ্টি রেখার উভয় পার্শ্বস্থ পদার্থসমূহের সম্মিলিত ক্রিয়াফলমাত্র।

আভামণ্ডলে অনেকগুলি কিরণের জটিল সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক সময় আবার এই রশ্মিসমূহের মধ্যে মধ্যে অন্ধকারে ফাটলের মত কৃষ্ণবর্ণ রেখা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

আভামণ্ডলের Spectrumটি কতকটা নিষ্প্রভ ও অবিচ্ছিন্ন বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ইহার উপরে অল্প কয়েকটি উজ্জ্বল রেখাও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে কোন কৃষ্ণবর্ণ রেখাও আছে কিনা, সে সম্বন্ধে এখনও কোন স্থিরসিদ্ধান্ত হয় নাই।

করোণার উজ্জ্বলতা সম্বন্ধে অনেকেই মনে করেন যে, ইহা স্বতন্ত্র উজ্জ্বল; কিন্তু ইহার উপর সূর্য্যরশ্মি প্রতিফলিত হইয়া ইহার উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

করোণাস্থ পদার্থগুলিও সূর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে অক্ষরেখার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়ায় কি না এসম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণ তিনটি বিভিন্ন অবস্থা সম্ভবপর বলিয়া মনে করেন। ১ম, ঘুরিতে পারে; ২য় নাও ঘুরিতে পারে, এবং ৩য়, উল্কাখণ্ডের মত নির্দ্দিষ্ট কক্ষে মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকেও ঘুরিয়া বেড়াইতে পারে।

ভারতীয় জ্যোতিষিক মত।

জ্যোতিষশাস্ত্রে সূর্য্যের বিষয় বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। গ্রহদিগের মধ্যে সূর্য্যই একমাত্র প্রবল ও তেজস্বী। সূর্য্যের তেজে অন্যান্য সকল গ্রহ নিষ্প্রভ বা অস্তমিত হন। সূর্য্য সৌরজগতের প্রধান গ্রহ এবং জগতের মধ্যভাগে অবস্থিত। পৃথিবী এই সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে, কিন্তু আমরা ঐ গতি অনুভব করিতে পারি না। গতির স্বাভাবিক নিয়মানুসারে অর্থাৎ কোন চলিত বস্তুতে আরোহণ করিয়া যেমন অচল বস্তুকে চালিত হইতে দেখা যায়, সেইরূপ সচল পৃথিবীতে আরূঢ় হইয়া সূর্য্য ভ্রমণ করিতেছে, ইহাই দেখিয়া থাকি, পৃথিবীর ভ্রমণ আমরা বুঝিতে পারি না, এই নিয়মে প্রাতঃকালে সূর্য্যকে পূর্ব্বদিকে উদিত হইতে ও সায়ংকালে পশ্চিমদিকে অস্ত যাইতে দেখা যায়। যে যে পথ দিয়া সূর্য্যকে আকাশমণ্ডলে গমনাগমন করিতে দেখা যায়, সেটি বাস্তবিক ভূকক্ষ অথবা অয়নমণ্ডল। উহা চক্রাকার কিন্তু সম্পূর্ণ গোল নহে, স্থানে স্থানে ঈষৎ বক্র। উহার উত্তরদক্ষিণে কিয়দ্দূর ব্যাপিয়া যে আর একটী কল্পিত চক্র উহাকে পরিবেষ্টন করে, তাহাকে রাশিচক্র কহে।

রাশিচক্র ও অয়নমণ্ডল উভয়ে দ্বাদশ ভাগে ও তিনশত ৬০ অংশে বিভক্ত, প্রত্যেক ভাগকে রাশি কহে, এবং প্রত্যেক রাশির পরিমাণ ৩০ অংশ, উক্ত দ্বাদশ রাশির নাম,—মেষ বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা তুলা, বিচ্ছা, ধনুঃ, মকর, কুম্ভ ও মীন। সূর্য্য এক বৎসরে এই দ্বাদশ রাশি পরিভ্রমণ করেন এবং প্রতিদিন এক এক অংশ গমন করিয়া থাকেন, এইরূপে ৩৬০ দিনে সূর্য্যের একবার রাশিচক্র পরিভ্রমণ করা হয়।

এই রাশিচক্র আর কিছুই নহে, তদাকারবিশিষ্ট কতকগুলি নক্ষত্রপুঞ্জ. ৬৬ নক্ষত্রসংযুক্ত যে একটী মেষাকার নক্ষত্রপুঞ্জ নভোমণ্ডলে দৃষ্ট হয়, এই রাশিচক্রের যে ভাগে নক্ষত্রপুঞ্জ অবস্থিতি করে, তাহার নাম মেষরাশি। এইরূপ অন্যান্য রাশিবিষয়েও জানিতে হইবে। [রাশি শব্দ দেখ।]

উক্ত মেষাদি দ্বাদশ নক্ষত্রপুঞ্জ অচল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, কিন্তু উহাদের প্রায় তিন বিকলা করিয়া একটী বাৎসরিক গতি আছে। আকাশমণ্ডলের মধ্যখণ্ডে রাশিচক্র অবস্থিতি করে। ঐ চক্রের উত্তরদক্ষিণে আরও অসংখ্য তারকা আছে। এতদ্ব্যতীত প্রাচীন হিন্দুজ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ অসামান্য বুদ্ধিকৌশল সহকারে ২৭টী নক্ষত্র বা নক্ষত্রপুঞ্জ দ্বারা রাশিচক্র আরও সূক্ষ্মরূপে বিভাগ করিয়াছেন। এই সকল প্রত্যেক নক্ষত্রের পরিমাণ ১৩ অংশ ২০ কলা। সুতরাং সওয়া দুই নক্ষত্রে এক একটী রাশি হয়। সূর্য্য এক এক মাসে এই সওয়া দুই নক্ষত্র ভোগ করিয়া থাকেন এবং ১৩ দিন কএক দণ্ড এক এক নক্ষত্র ভোগ করেন।

উক্ত সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের মধ্যে বিশাখা, জ্যেষ্ঠা, পূর্ব্বাষাঢ়া, শ্রবণা, পূর্ব্বভাদ্রপদ, অশ্বিনী, কৃত্তিকা, মৃগশিরা, পুষ্যা, উত্তরফল্গুনী ও চিত্রা এই দ্বাদশ নক্ষত্র হইতে বৈশাখাদি দ্বাদশ মাসের নাম হইয়াছে অর্থাৎ বিশাখা হইতে বৈশাখ, জ্যেষ্ঠা হইতে জ্যৈষ্ঠ, এবং পূর্ব্বাষাঢ়া হইতে আষাঢ় ইত্যাদি। সূর্য্যের সায়ন ও নিরয়ণ গতিচক্রের আদি অন্ত নাই, তবে কোন বিশেষ নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে উহার আদ্যন্ত নিরূপণ করা হইয়া থাকে। অস্মদ্দেশে অশ্বিনী নক্ষত্রের প্রথম অংশ হইতে রাশিচক্রের আরম্ভ নিরূপিত হয়। পৃথিবীর নিরক্ষবৃত্তের ন্যায় ঐ চক্রের মধ্যভাগে পূর্ব্বপশ্চিমে ব্যাপ্ত একটী সরলরেখা কল্পিত হয়, উহার নাম বিষুবরেখা। প্রতিবৎসর অয়নমণ্ডলের যে দুই স্থানে বিষুবরেখা মিলিত হয়, তাহাকে ক্রান্তিপাত কহে এবং ক্রান্তিপাতস্থলে সূর্য্যের আগমনে দিবা রাত্রি সমান হইয়া থাকে। অধুনা ৯ই কিংবা ১০ই চৈত্র একবার ও ৯ই কিংবা ১০ই আশ্বিন আর একবার ক্রান্তিপাত হয়। সুতরাং ঐ দুই দিনে দিবারাত্রি সমান হইয়া থাকে। চৈত্রমাসের ক্রান্তিপাতকে বাসন্তিক এবং আশ্বিনমাসের ক্রান্তিপাতকে শারদীয় ক্রান্তিপাত কহে।

১৩৮১ বৎসর পূর্ব্বে চৈত্র ও আশ্বিন মাসের ৩০ বা ৩১ দিনে অশ্বিনীনক্ষত্রের প্রথমাংশে ও চিত্রানক্ষত্রের ষষ্ঠাংশে ৪০ কলায় ঐ দুই ক্রান্তিপাত হইত, অর্থাৎ ঐ দুই নক্ষত্রের উল্লিখিত অংশের মধ্যে বিষুবরেখা অবস্থিতি করিত, এবং ঐ দুই স্থলে উহার সহিত অয়নমণ্ডলের সংযোগ হইত।

ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ অশ্বিনীনক্ষত্রের প্রথমাংশে যে ক্রান্তিপাত হয়, সূর্য্য তথায় আগমন করিলে মহাবিষুব সংক্রান্তি ও চিত্রানক্ষত্রের উক্তাংশাদিতে যে ক্রান্তিপাত হয়, সূর্য্য তথায় উপস্থিত হইলে জলবিষুব সংক্রান্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এখনও ঐ নিয়ম এই দেশে চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু এক্ষণে ঐ দুই স্থলে বিষুবরেখার সহিত অয়নমণ্ডলের সম্মিলন হয় না। উহাদের সংলগ্ন য়ুরোপীয়দিগের মতে প্রতিবৎসর ৫০ বিকলা, ১৫ অনুকলা, হিন্দুজ্যোতির্ব্বিদ্‌দিগের মতে অয়নমণ্ডলের পশ্চিমাংশে সরিয়া যায়। অর্থাৎ ঐ পরিমাণে প্রতিবৎসর বিষুবরেখার সঞ্চালন কল্পনা করা যায়,এবং উহার সঞ্চালনকে অয়নাংশ কহে।

অয়নাংশ-গণনায় উক্তরূপ বিভিন্নতা হইবার কারণ এই, অশ্বিনী যদিও অচল নক্ষত্র, তথাপি উহার ৩ বিকলার কিঞ্চিদধিক পরিমাণে একটী স্বাভাবিকী গতি আছে। ঐ গতি ক্রান্তিপাতের বাৎসরিক সঞ্চালনের সহিত যোগ দিয়া হিন্দুজ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ ঐ সঞ্চালনের পরিমাণ ৫৪ বিকলা স্থির করিয়াছেন।

এক্ষণে ৯ই বা ১০ই চৈত্র অশ্বিনীনক্ষত্রের প্রথম অংশ হইতে প্রায় ২১ অংশ অন্তরে যে স্থান এদেশে মীনরাশির ৯ অংশ ভুক্ত বলিয়া পরিগণিত হয়, সেই স্থানে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত হইতেছে, এবং সূর্য্য ঐ দিবসে উক্ত ক্রান্তিপাতে উপস্থিত হইলে দিনও রাত্রি সমান হইয়া থাকে। এই জন্য ইংলণ্ড বা অন্যান্য দেশে ঐ দিন হইতে রবির মেষসংক্রমণ এবং ঐ স্থান হইতে মেষরাশির আরম্ভ স্বীকৃত হয়। সূর্য্যের এইরূপ গতি স্থির করাকে সায়নমত কহে।

এদেশে চৈত্র মাসের ৩০ বা ৩১ দিনে সূর্য্য অশ্বিনী নক্ষত্রের প্রথমাংশে উপস্থিত হইলে ঐ অংশ হইতে মেষরাশির আরম্ভ গণনা করা হয়, ইহাই নিরয়ণনামে খ্যাত। হিন্দুদিগের মধ্যে শেষোক্ত মত প্রচলিত থাকিবার কারণ এই যে, সায়নমতে কোন একটী অপরিবর্ত্তনীয় স্থান হইতে মেষরাশির আরম্ভ হয় না, প্রতিবৎসর তাহার আরম্ভ স্থানান্তরে হয়। তৎসম্বন্ধে নিরয়ণপ্রণালীই উৎকৃষ্ট, যেহেতু অচল অশ্বিনীনক্ষত্র হইতে মেষসংক্রান্তি গণনা করায় একই স্থান হইতে মেষারম্ভ গণ্য হয়। ফলে উক্ত দুই মতে প্রভেদ এই যে, সায়নমতে এক্ষণে যে দিন

মেষসংক্রান্তি হয়, তাহার প্রায় ২১ দিন পরে নিরয়ণমতে ঐ সংক্রান্তি হইয়া থাকে। সায়নমতে এক্ষণে যে স্থানে মেষারম্ভ, নিরয়ণমতে তথা হইতে প্রায় ২১ অংশ পরে মেষারম্ভ হয়। সায়নমতে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত অয়নমণ্ডলের যতদূর পশ্চিমে সরিয়া যাউক না কেন, তথা হইতে মেষরাশির প্রারম্ভ নির্দ্দিষ্ট হইবে। সুতরাং ঐ মতে কালক্রমে দ্বাদশ রাশির সীমা পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এমন কি এক্ষণে যে স্থানকে সায়নমতাবলম্বীরা মেষরাশি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, ১৩০০০ হাজার বৎসর পরে তাঁহাদের গণনায় সেই স্থান তুলারাশির অন্তর্গত হইবে।

নিরয়ণমতে দ্বাদশ রাশির কোন পরিবর্ত্তন নাই। পুরাকালে মেষাদি দ্বাদশ নক্ষত্রপুঞ্জের অধীনস্থ যে মেষ প্রভৃতি দ্বাদশ রাশি নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, এখনও সেই সকল রাশি সেই সকল স্থান ভুক্ত হইয়া আছে।

অতএব পক্ষপাতশূন্য হইয়া বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে সায়ন ও নিরয়ণ এই উভয় মতের মধ্যে রাশির স্থিরতা সম্বন্ধে নিরয়ণ মতই উৎকৃষ্ট।

সায়নচক্রটী পরিবর্ত্তনশীল, প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ ঋতু অনুসারে রাশিচক্র বিভাগ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বসন্ত ঋতুর আবির্ভাব হইতে মেষরাশির আরম্ভ নির্দ্ধারণ করিতেন এবং ঐ নিয়মানুসারেই সায়নমতে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত হইতে রাশিচক্রের আরম্ভ হইয়া থাকে। এদেশেও এককালে ঐ মত প্রচলিত ছিল। পুরাকালে যখন কৃত্তিকানক্ষত্রে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত হইত তখন ঐ নক্ষত্র হইতে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ রাশিচক্র বা মেষারম্ভ গণনা করিতেন। পরে যখন উক্ত ক্রান্তিপাত অশ্বিনীনক্ষত্রে সরিয়া যাইতে লাগিল, তখন আবার রাশিচক্রের নূতন সংস্কার হইয়াছিল। সেই সময় হইতেই অশ্বিনীনক্ষত্র হইতে মেষারম্ভ গণ্য হইয়া আসিতেছে। কিন্তু এক্ষণে ঐ ক্রান্তিপাত উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্রের ৬ অংশে সরিয়া যাইতেছে, সুতরাং উক্ত রাশিচক্রের কিছু পরিবর্ত্তন হওয়া আবশ্যক।

নিরয়ণগণনায় আর একটী সুবিধা এই যে, বৈশাখাদি দ্বাদশ মাসে সূর্য্যের দ্বাদশ রাশিতে পর্য্যায়ক্রমে অবস্থিতির কোন পরিবর্ত্তন হয় না। বৈশাখমাসে রবি মেষরাশিতে অবস্থান এবং অশ্বিনী ভরণী ও কৃত্তিকানক্ষত্রের এক পাদ ভোগ করিয়া থাকেন, এইরূপে দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ রাশিতে অবস্থান এবং ২৭টী নক্ষত্র ভোগ করেন। ইহাই সূর্য্যের বার্ষিকী গতি। উক্তরূপ বার্ষিকী গতি দ্বারা সূর্য্য একবার রাশিচক্র পরিভ্রমণ করেন।

ইহা দ্বারা সৌরমাস স্থিরীকৃত হওয়াতে বৈশাখাদি দ্বাদশ মাসের মধ্যে কোনও একটী নাম উল্লিখিত হইলে সেই মাসে সূর্য্য যে রাশি ভোগ করে, তাহাই বুঝাইবে, এবং কোন রাশির উল্লেখ করিলে তৎসম্বন্ধীয় সৌরমাসও সঙ্কেতে উল্লিখিত হয়। যেমন বৈশাখমাস বলিলে মেষ রাশি বুঝায়, সেইরূপ মেষরাশি বলিলেও উহার অধীনস্থ বৈশাখমাস বুঝাইবে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, পৃথিবীর নিরক্ষবৃত্তের ন্যায় রাশিচক্রেরও একটী নিরক্ষবৃত্ত কল্পিত হয়। ঐ কল্পিত বৃত্তের নাম বিষুবরেখা। ঐ রেখার উত্তরদক্ষিণে ২৩ অংশ ২৮ কলা অন্তরে দুইটী বিন্দু কল্পনা করা যায়। উহাদের একটী বিন্দু উত্তরায়ণান্ত বিন্দু, অর্থাৎ সূর্য্যের উত্তরদিকে যাইবার শেষ সীমা, তাহার অধিক সূর্য্য আর উত্তর দিকে গমন করিতে পারেন না। আর একটী দক্ষিণায়নান্ত বিন্দু, সূর্য্যের দক্ষিণ দিকে যাইবার শেষ সীমা। ঐ বিন্দুদ্বয়ের মধ্যে যে একটী কল্পিত রেখা অবস্থিতি করে, তাহার নাম অয়নান্ত বৃত্ত। সূর্য্য যে পথ দিয়া উত্তর দিকে গমন করেন, তাহাকে উত্তরায়ণ, এবং যে পথ দিয়া দক্ষিণ দিকে যান, তাহাকে দক্ষিণায়ন কহে। সূর্য্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন এই দুই প্রকার গতি। উত্তরায়ণ আরম্ভ হইলে পৃথিবীর নিরক্ষবৃত্তের উত্তরস্থিত ভারতবর্ষের ন্যায় অপরাপর দেশসমূহে দিনের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং রাত্রির পরিমাণ স্বল্পতা প্রাপ্ত হয়। এবং তৎকালে দক্ষিণস্থ দেশসমূহে দিবারাত্রির হ্রাস বৃদ্ধিবিষয়ে উহার ঠিক বিপর্য্যয় ঘটে। অর্থাৎ রাত্রির পরিমাণ বৃদ্ধি ও দিবামান স্বল্প হয়।

১৩৮১ বৎসর পূর্ব্বে মাঘ ও শ্রাবণমাসের প্রথম দিনে অয়নপরিবর্ত্তন হইত, অর্থাৎ ১লা মাঘ সূর্য্যের মকররাশিতে প্রবেশ অবধি আষাঢ়ের শেষে সূর্য্য মিথুনরাশির শেষাংশে গত হওয়া পর্য্যন্ত কাল উত্তরায়ণ এবং ১লা শ্রাবণে সূর্য্যের কর্কট রাশিতে প্রবেশ হওয়া অবধি পৌষের শেষে সূর্য্য ধনুরাশির শেষাংশে গত হওয়া পর্য্যন্ত কাল দক্ষিণায়ন বলিয়া গণ্য হইত, এবং এখনও হইয়া থাকে।

কিন্তু অধুনা উক্ত নির্দ্দিষ্ট সময়ের প্রায় ২১ দিন পূর্ব্বে অয়নপরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। সুতরাং ধনুরাশির প্রায় ৯ অংশে আরম্ভ হইয়া মিথুন রাশির প্রায় ৯ অংশে উত্তরায়ণ শেষ হইয়া থাকে। আর মিথুনরাশির উক্ত অংশে আরম্ভ হইয়া ধনুরাশির প্রায় ৯ অংশে দক্ষিণায়ন শেষ হয়। অতএব এদেশের পঞ্জিকায় উত্তর ও দক্ষিণায়নের আরম্ভ ও শেষ যে সময়ে প্রদর্শিত হয়, তাহা প্রামাণিক নহে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রাশিচক্র ৩৬০ অংশে বিভক্ত। সূর্য্য ৩৬৫ দিন ১৫ দণ্ড, ৩১ পল ৩১ বিপল ২৪ অনুপলে ঐ রাশিচক্র অতিক্রম করেন। ইহাই রবির বার্ষিকী গতি। আর ৫৯ কলা, ৮ বিকলা রাশিচক্রের বাক্রমা হেতু সূর্য্যের গতি কখন

শীঘ্র ও কখন মান্দ্য হইয়া থাকে, এজন্ত উক্ত গতিকে মধ্যাগতি কহে। সূর্য্যের দৈনিক শীঘ্র গতি ১ অংশ ১ কলা ৫ বিকলা এবং উহা একমাস করিয়া প্রত্যেক রাশি ভোগ করিয়া থাকে। সূর্য্যের ন্তায় সকল গ্রহই এই রাশিচক্র পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহারাও একটী নির্দ্দিষ্ট গতি অনুসারে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে।

সূর্য্য যে দিনে যে বারে যে অংশ হইতে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করেন, তিনি ২৮ বৎসর পরে সেই দিনে, সেই বারে সেই পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে সমুপস্থিত হন। তদবধি মাসসংখ্যা ও সংক্রান্তি প্রভৃতি পুনর্ব্বার সেই সেই প্রকারে হইয়া থাকে। চন্দ্রও এই প্রকারে ১৯ বৎসর পরে সেই স্থানে প্রত্যাগত হন। সেই সময় হইতে পূর্ণিমা অমাবস্তাদি তিথি ও নক্ষত্রসকল পূর্ব্বরূপ হইয়া থাকে।

এই রাশিচক্রে মঙ্গলাদিগ্রহসকলের বক্র ও শীঘ্র প্রভৃতি গতি কথিত হইয়াছে, তাহা সূর্য্যের স্থিতি অনুসারে স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। সূর্য্য উহাদের দ্বিতীয় রাশিস্থ অর্থাৎ ৬০ অংশ মধ্যে অবস্থিতি করিলে উহাদের শীঘ্র গতি, তৃতীয় রাশিস্থ, ৬0 হইতে ৯0 অংশ মধ্যে থাকিলে সরল গতি, চতুর্থ রাশিস্থ ৯০ হইতে ১২০ অংশ মধ্যে থাকিলে মন্দগতি, পঞ্চম ও ষষ্ঠ রাশিস্থ ১২0 হইতে ১৮০ অংশ মধ্যে থাকিলে বক্রগতি, সপ্তম ও অষ্টম রাশিস্থ ১৮০ হইতে ২৪০ অংশ মধ্যে থাকিলে অতিবক্রগতি, নবম ও দশম রাশিস্থ ২৪০ হইতে ৩০০ শত অংশ মধ্যে থাকিলে পুনঃ সরলগতি এবং একাদশ ও দ্বাদশ রাশিস্থ ৩0০ অংশ হইতে ৩৬০ অংশ মধ্যে থাকিলে সূর্য্যকর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া উহারা পুনরায় শীঘ্র-গতি প্রাপ্ত হয়।

সূর্য্য যে রাশির যত অংশে অবস্থিতি করেন তদপেক্ষা পশ্চাল্লিখিত অধিকাংশে মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি এবং বক্রগামী বুধ ও শুক্র অবস্থিতি করিলে উহাদিগের পশ্চিম দিকে অস্ত এবং অল্পাংশে থাকিলে পূর্ব্বদিকে উদয় হয়।

ইহার বৈপরীত্যে শীঘ্রগামী বুধ ও শুক্র এবং চন্দ্র এই তিন গ্রহের সূর্য্যরাশ্যংশ অপেক্ষা নিম্নলিখিত অল্পাংশে স্থিতি হইলে তাহাদিগের পূর্ব্বদিকে অস্ত এবং অধিকাংশে থাকিলে পশ্চিম দিকে উদয় হইয়া থাকে। সূর্য্যরাশ্যংশ অপেক্ষা যে যে গ্রহের যত অংশ ন্যূনাতিরেক হইলে তাহাদিগের যে যে দিকে উদয় ও অস্ত হয়, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

গ্রহ	অল্পাংশ	উদয়	অধিকাংশ	অস্ত
মঙ্গল	১৭	পূর্ব্ব	১৭	পশ্চিম
বৃহস্পতি	১১	ঐ	১১	ঐ
শনি	১৫	ঐ	১৫	ঐ
বুধবক্রী	১২	ঐ	১২	ঐ
শুক্রবক্রী	৮	ঐ	৮	ঐ
চন্দ্র	১২	পশ্চিম	১২	পূর্ব্ব
বুধশীঘ্র	১৪	ঐ	১৪	ঐ
শুক্রশীঘ্র	১০	ঐ	১০	ঐ

পশ্চিম দিকে অস্ত হইবার ১৫ দিন পূর্ব্বে বৃহস্পতি বৃদ্ধ, ১৭ দিনে অস্তমিত, তৎপরে বাল্যপ্রাপ্ত অর্থাৎ পূর্ব্বদিকে উদিত এবং ১৫ দিন পরে উহার বাল্যত্যাগ হয়। শীঘ্র-গতিবিশিষ্ট শুক্র অস্ত হইলে পাদাস্ত হয়। মহাস্ত হইবার ১৫ দিন পূর্ব্বে বৃদ্ধ, এবং তৎপরে পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়া ৫ দিনের মধ্যে তাহার বাল্যত্যাগ হয়। সূর্য্যের দীপ্তাংশের মধ্যে যে কোন গ্রহ থাকিলে সূর্য্য নিজ যোগ বা আকর্ষণ-শক্তিপ্রভাবে তাহার সমগ্র বল অপহরণ করিয়া থাকেন ঐ গ্রহ তখন সূর্য্যের প্রবল তেজে দগ্ধ বা অস্তমিত হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এক সূর্য্যের দ্বারাই কাল, শীতগ্রীষ্মাদি ঋতু প্রভৃতি সকলই হইয়া থাকে। সূর্য্যের এক উদয়াবধি অপর উদয় পর্য্যন্ত যে ৬০ দণ্ডকাল তাহাকে সাবন দিন কহে। ৩০ সাবন দিনে এক মাস, ১২ সাবন মাসে এক বৎসর হয়। সূর্য্য রাশিচক্রে মেষরাশির প্রথম অশ্বিনীনক্ষত্রে প্রবেশ করিয়া যে ৩৬৫ দিন, ১৫ দণ্ড, ৩১ পল, ৩১ বিপল, ২৪ অনুপলে সমস্ত রাশিচক্র পরিভ্রমণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার অশ্বিনী নক্ষত্রে প্রত্যাগমন করেন, তাহার নাম সৌরবৎসর। রাশিচক্রের বক্রিমা হেতু সূর্য্যের প্রত্যেক রাশিভোগকাল সমান নহে। এজন্ত সৌর মাসের বিভিন্নতা হইয়া থাকে। সৌরবৎসরে ৩৬৫ দিনের অধিক যে ১৫ দণ্ড ৩১ পল ৩১ বিপল, ২৪ অনুপল, তাহা সাধারণ গণনায় পরিত্যক্ত হয়। এই নিমিত্ত প্রত্যেক চতুর্থ বৎসরে এক দিন অধিক গৃহীত হইয়া ৩৬৬ দিনে ঐ বৎসর হয়। যে বারে বৎসর আরম্ভ হয়, সেই বারেই বৎসরের শেষ হয়। সুতরাং তৎপর বৎসর সেই বারের পর বারে শেষ হয়। সূর্য্যের গতি অনুসারে এইরূপে দিন, মাস ও বৎসর হইয়া থাকে।

সূর্য্য রাশিচক্রের যে অংশে অবস্থিতি করেন, চন্দ্র তাহার ১২ অংশের মধ্যে উপস্থিত হইলে অমাবস্যা হয়। উক্ত দুই গ্রহ সমসূত্রে একরাশিতে অবস্থিত হইলে অমাবস্যা হয়। তর্থাৎ উক্ত দুই গ্রহ এক রাশিস্থ হইয়া একই অংশগত হইলে উহাকে প্রকৃত অমাবস্যা কহে। সেইরূপ সূর্য্যের ১৬৮ অংশ হইতে ১৮০ অংশ পর্য্যন্ত এই ১২ অংশের মধ্যে চন্দ্র উপস্থিত হইলে পূর্ণিমা হয় এবং সূর্য্য হইতে ঠিক ১৮০ অংশগত হইলে উহাকে প্রকৃত পূর্ণিমা কহে।

চন্দ্র ও সূর্য্য এই উভয়েরই গতি আছে; পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ৫৯ কলা, ৮ বিকলা, ১০ অনুকলা করিয়া সূর্য্যের এবং

১৩ অংশ, ১০ কলা, ১৪ বিকলা করিয়া চন্দ্রের দৈনিক গতি। সুতরাং সূর্য্য হইতে নিঃসৃত হইয়া অর্থাৎ প্রকৃত অমাবস্যার পর চন্দ্র ১২ অংশ, ১১ কলা, ৬ বিকলা, ১০ অনুকলা করিয়া সূর্য্যের এবং ১৩ অংশ, ১০ কলা, ১৪ বিকলা করিয়া চন্দ্রের দৈনিকগতি। সুতরাং সূর্য্য হইতে নিঃসৃত হইয়া অর্থাৎ প্রকৃত অমাবস্যার পর চন্দ্র ১২ অংশ, ১১ কলা, ৬ বিকলা করিয়া সূর্য্য অপেক্ষা প্রতি-দিন দ্রুত গমন করে, ইহাকে তিথি কহে। চন্দ্র ও সূর্য্যের যে মধ্যাগতির উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা উহাদের গতি কখনও মন্দ, কখনও বা দ্রুত হয়, এই জন্য সকল তিথি সমান নহে। কখন ৬০ দণ্ডের অধিক এবং কখন উহার ন্যূন হইয়া থাকে।

সূর্য্যের গতি অনুসারে রাশিদিগের উদয়-কাল নির্ণীত হইয়া থাকে। সূর্য্য যে রাশিতে অবস্থিতি করে, সূর্য্যোদয়ে সেই রাশির এবং সূর্য্যাস্তে তাহার সপ্তম রাশির উদয় হয়। কিন্তু পৃথিবী স্বীয় মেরুদণ্ডে এক নক্ষত্র অহোরাত্রমধ্যে একবার ঘুরিয়া থাকে, সুতরাং সর্ব্বত্র ঐ উদয় রাশি হইতে ক্রমান্বয়ে দ্বাদশ রাশির উদয় হয়।

নিরয়ণমতে সূর্য্য বৈশাখাদি দ্বাদশ মাসে যে মেষাদি দ্বাদশ রাশিতে অবস্থিতি করে, অর্থাৎ সূর্য্য সমস্ত বৈশাখমাসে মেষরাশিতে, পরে জ্যৈষ্ঠমাসে বৃষরাশিতে, তৎপরে আষাঢ়মাসে মিথুনরাশিতে, এইরূপে পর পর মাসে পর পর রাশিতে ক্রমান্বয়ে বাস করিয়া থাকে। প্রত্যেক রাশির যে লগ্নমান নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা মাসের দিনসংখ্যানুসারে ভাগ করিলে ভাগলব্ধ যে পলাদি হইবে, তাহা-কেই রবির দৈনিক ভুক্তি কহে।

পৃথিবীর নিরক্ষবৃত্তের নিকটস্থ দেশসমূহে গ্রহনক্ষত্রাদির উদয় যেরূপ সরলভাবে দৃষ্ট হয়, কিন্তু অক্ষাংশের দূরতাপ্রযুক্ত অন্যান্য দেশে উহাদিগের উদয় সেরূপ সরলভাবে দৃষ্ট হয় না। অর্থাৎ নিরক্ষবৃত্তে গ্রহগণের যথার্থ স্থিতি দেখা যায়, অক্ষাংশভেদে সেরূপ দেখা যায় না, উহাদিগকে কখন রাশিচক্রের অধিকাংশে কখন বা ন্যূনাংশে দেখা যায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, পৃথিবীস্থ নিরক্ষবৃত্তের ন্যায় আকাশমণ্ডলে একটী নিরক্ষবৃত্ত কল্পিত হয়; যখন লঙ্কায় ৪দণ্ড, ৩৯ পল, ২ বিপলে মেষরাশির ৩০ অংশ উদয় হয়, তখন নভঃস্থ নিরক্ষবৃত্তের কেবল ২৭ অংশ ৫৪ কলা উদয় হইয়া থাকে। ইহাকে সূর্য্যের মাধ্যাহ্নিক রেখার সরল উত্থান কহে। রাশিচক্র ঐ নিরক্ষবৃত্তের ন্যায় সম্পূর্ণ সরল নহে। এই জন্য স্থানবিশেষে প্রত্যেক লগ্ন-মানের কিছু কিছু পার্থক্য আছে।

লঙ্কা পৃথিবীর নিরক্ষবৃত্তের নিকটস্থ বলিয়া ভারতীয়গণ লঙ্কার লগ্নমান অবলম্বন করিয়া এদেশের লগ্নমান স্থির করিয়াছেন, এই জন্য উক্ত খণ্ডার নাম লঙ্কোদয়খণ্ডা। অক্ষাংশভেদে ভিন্ন ভিন্ন দেশে রাশিদিগের লগ্নমান ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু সর্ব্বত্রই যেরূপ খণ্ডা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই খণ্ডা অবলম্বন করিয়া লগ্ন নিরূপণ করিতে হইবে। ফলে সকল দেশেই নির্দ্দিষ্ট খণ্ডা অবলম্বন করিয়া তবে দ্বাদশ রাশির লগ্নমান স্থির করিতে হয়। উক্ত দ্বাদশ রাশির যে লগ্নমান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই সেই পরিমাণ কাল সূর্য্য অবস্থান করেন, যে রাশিতে সূর্য্য উদিত হন, তাহার সপ্তম রাশিকে অস্ত এবং তাহার সপ্তম রাশিতে উদিত হন।

সূর্য্য সৌর জগতের মধ্যে প্রধান গ্রহ, এই জন্য উহার নাম আদিত্য। উহা আত্মা, দীপ্তি, আরোগ্য, ক্ষমতা, সম্মান, মিত্র ও পদবৃদ্ধিকারক, এবং ঐ সূর্য্য দ্বারা জাতকের পিতার শুভাশুভ, রাজা বা ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণের অনুকূলতা বা প্রতিকূলতা বিচার করা যায়।

বৃহজ্জাতকাদি ফলিতগ্রন্থে সূর্য্যগ্রহের স্থানবিশেষে অবস্থিতি দ্বারা জাতকের উক্তরূপ ফল নির্ণীত হইয়া থাকে।

আধিপত্য—সূর্য্য ভারতবর্ষের মধ্যে কলিঙ্গদেশ অর্থাৎ উড়িষ্যার দক্ষিণ ও মান্দ্রাজের উত্তর সমুদ্রতীরস্থপ্রদেশের অধি-পতি, পূর্ব্ব দিক্ বলী।

অবয়ব—মানবের দেহে সূর্য্যের ভাগ অধিক থাকিলে সুগঠন। স্থূল-অস্থি, দৃঢ়-শরীর, বিশালনেত্র, গোল মুখমণ্ডল, সুস্বর এবং অল্প কুঞ্চিতকেশ হয়।

স্বভাব—জন্মকালে সূর্য্যগ্রহ অনুকূল থাকিলে জাতক বিশ্বাসী, সাবধানী, বিচক্ষণ, ক্ষমতাপ্রিয়, প্রচুরব্যয়ী, গম্ভীরপ্রকৃতি মিত-ভাষী, পরাক্রমশালী, মহদন্তঃকরণ, উচ্চমতি এবং দয়ালু হয়। কোন প্রকার নীচ ভাব তাহার মনোমধ্যে উদিত হয় না।

জন্মকালে সূর্য্যগ্রহ বিগুণ হইলে জাতক অহঙ্কারী, চঞ্চল, অবজ্ঞাকারী, কাণ্ডজ্ঞানশূন্য, অপব্যয়ী, প্রগল্‌ভ, কর্ত্তৃত্বাভিমানী, নিষ্ঠুর, ক্রূরকর্ম্মা, এবং পৈতৃক সম্পত্তিবিনাশকারী হয়।

ব্যাধি—মস্তিষ্ক, হৃদয়, চক্ষু, ও মুখরোগ, শরীর ও হৃৎকম্প, ছর্দ্দিগরমি, মরক, বিসূচিকা এবং যে সকল জ্বরে দেহ পচিয়া যায়।

কার্য্য—সূর্য্য অনুকূল থাকিলে মানব রাজা বা রাজ্য, নগর, গ্রাম বা সমাজের প্রধান, দণ্ডপ্রণেতা কিংবা কোন ক্ষমতাশালী ব্যক্তির বিশ্বাসভাজন বা প্রতিনিধি হয়। সূর্য্য প্রতিকূল থাকিলে সামান্য নগরপাল, স্বর্ণকার, কাংস্যবণিক্ প্রভৃতি হয়।

সিংহ, ব্যাঘ্র, অশ্ব, ধেনু, শ্যেনপক্ষী প্রভৃতি সূর্য্যের প্রিয়। আকন্দ, সূর্য্যমুখী, পদ্ম, গোধূম, গাঁদা, আদ্রক, লজ্জাবতী লতা, কুষ্ঠ, চিরতা, নালিতা, নিম্ব প্রভৃতি উদ্ভিদ সূর্য্যের প্রিয়। রত্ন ও ধাতুর মধ্যে সূর্য্যের প্রীত্যর্থে মাণিক্য এবং শান্তির জন্য বৈদূর্য্য-মণি প্রশস্ত। তাম্রধাতুও ইহার প্রিয়।

জাতকের তন্বাদি দ্বাদশ স্থানে সূর্য্য অবস্থান করিলে নিম্নোক্ত-রূপ ফল হইয়া থাকে। যদি জাতকের মেষ, সিংহ বা ধনু লগ্ন হয়, আর তথায় রবি থাকে, তাহা হইলে জাতক গৃহস্থ, ধর্ম্মপালক, বন্ধুবর্গের হিতকারী, উদ্ধত, বলবান্, কর্ত্তৃত্বাভিমানী, ক্ষমাশীল, মানী, উদারচিত্ত, দাম্ভিক ও উচ্চাভিলাষী হয়। কিন্তু কর্কট কিংবা তুলা লগ্ন হইলে আর ঐ লগ্নের ৮ অংশের মধ্যে সূর্য্যগ্রহ অবস্থান করিলে বক্রচক্ষু, নেত্ররোগ ও শিরঃপীড়াযুক্ত হয় এবং জাত ব্যক্তি প্রায়ই আত্মশ্লাঘী, ঘৃণারহিত ও পুত্রহীন হইয়া থাকে। ঐ সূর্য্যের উভয় পার্শ্বে কিংবা উহার পার্শ্বে বা উহার সপ্তমে মঙ্গল থাকিলে জাতক অল্পায়ু ও তাহার পিতৃরিষ্ট হয়। দ্বিতীয় অর্থাৎ ধনস্থানে সূর্য্য থাকিয়া যদি শুভগ্রহ দ্বারা দৃষ্ট হয়, এবং শনিকর্ত্তৃক অবলোকিত না হয়, তাহা হইলে জাতক নিশ্চয়ই ধনী হয়, ইহার বিপরীতে লোক রোগী, ধন ও বাহনবিহীন, ক্লেশযুক্ত এবং সর্ব্বদা অসুখী হয়।

তৃতীয় অর্থাৎ সহোদরস্থানে সূর্য্য থাকিলে মিষ্টভাষী, দারা, অপত্য, ধন ও বাহনযুক্ত কার্য্যদক্ষ ভৃত্যবর্গপরিবৃত এবং বলবান্ হয়। কিন্তু তাহার প্রায় ভ্রাতৃনাশ হইয়া থাকে, কদাচিৎ তাহার কোন সহোদর জীবিত থাকিলেও তাহার সহিত প্রীতি থাকে না, সর্ব্বদা কলহ হয়।

চতুর্থ বা বন্ধুস্থানে রবি অবস্থিতি করিলে জাতক অনুচর, ধন ও বাহনযুক্ত, নৃত্যগীতানুরক্ত ও পরাক্রমশালী হয়। কিন্তু ঐ রবি নীচস্থ বা পাপদৃষ্ট হইলে মানব, বন্ধু, মান ও ধনবিহীন, পিতৃবিত্তাপহারক ও স্থানভ্রষ্ট হয়।

পঞ্চম বা পুত্রস্থানে সূর্য্য থাকিলে জাতক আত্মম্ভরী, সাহসী ও বিত্তহীন হয়, এবং প্রায়ই তাহার প্রথম সন্তান নষ্ট কিংবা বিকলাঙ্গ হয়। কিন্তু সূর্য্য তুঙ্গী হইলে সে ব্যক্তি বুদ্ধিমান্, উৎসাহান্বিত, সমৃদ্ধিশালী ও অল্প পুত্রবান্ হয়।

ষষ্ঠ বা শত্রুস্থানে সূর্য্য থাকিলে সুখী, শত্রুহন্তা, বিখ্যাত, নির্ভীক, মানী, বলবান্ ও আত্মীয়গণের হিতকারী হয়। কিন্তু সূর্য্য নীচস্থ বা শত্রুগৃহস্থ হইলে উক্ত ফলের হ্রাস হইয়া থাকে এবং রবি স্বক্ষেত্রগত হইলে মনুষ্য চক্ষু ও মস্তকের পীড়াযুক্ত হয়।

সপ্তম বা জায়াস্থানে সূর্য্য থাকিলে জাতকের পত্নীনাশ বা পত্নী দুর্ভাগা হয়। সে ব্যক্তি প্রায় চঞ্চল, চিন্তাযুক্ত, দাম্পত্য-সুখ হইতে বঞ্চিত ও পরাক্রমশালী ব্যক্তির কোপে পতিত হয়, এবং দুঃখে ভূমণ্ডল পরিভ্রমণ করে।

অষ্টম বা নিধনস্থানে সূর্য্য থাকিলে জাতক কৃশকায়, অতি-শয় ক্রোধী ও অল্পধনী হয় এবং তাহার ক্ষীণদৃষ্টি, শত্রুবৃদ্ধি ও কষ্টে মৃত্যু হইয়া থাকে। কিন্তু অষ্টমস্থ রবি মেষ কিংবা সিংহ-রাশিগত হইলে উক্ত অশুভ ফলের হ্রাস হয়। এবং জাতক সুখে প্রাণত্যাগ করে। যদি ঐ রবি শুভ গৃহাধিপতি হইয়া শুভ গ্রহের যোগ বা দৃষ্টি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে জাত ব্যক্তি কোন সম্ভ্রান্ত আত্মীয় জনের উত্তরকালীন ধনসম্পত্তি লাভ করে।

নবম বা ধর্ম্মস্থানে সূর্য্য থাকিলে জাতক বাল্যাবস্থায় রোগ বা ক্লেশযুক্ত, কিন্তু পরে ভাগ্যবান্, ক্ষমতাশালী, রাজসম্মানিত, ধর্ম্মানুরত ও উচ্চাভিলাষী হয়। যদি ঐ সূর্য্য নীচস্থ কিংবা পাপ-গৃহগত হয়, তাহা হইলে মানব ভাগ্যহীন ও অধার্ম্মিক হয়।

দশম বা কর্ম্মস্থানে সূর্য্য থাকিলে মানব নৃত্যগীতাদি অনুরক্ত, বুদ্ধিমান্, বাহন ও ধনসম্পন্ন, জনপোষক, কুলশ্রেষ্ঠ, সৌম্যমূর্ত্তি, তেজস্বী এবং রাজা বা রাজসদৃশ হয়।

একাদশ বা আয়স্থানে রবি থাকিলে মানব বহুধন ও মিত্রযুক্ত রাজা বা রাজানুগৃহীত, বিধানজ্ঞ, কাব্য ও সঙ্গীতাদিপ্রিয় এবং আত্মীয় স্বজনের প্রীতিভাজন হয়। যদি দিবায় জন্ম এবং রবি-কর্ত্তৃক শুভদৃষ্ট হয়, তাহা হইলে জাতক দীর্ঘায়ু হইয়া উক্ত ফল অধিক পরিমাণে লাভ করে।

দ্বাদশ বা ব্যয়স্থানে সূর্য্য থাকিলে জাতকের চক্ষুহীন বা চক্ষুর পীড়া, ঋণ, সম্মানহানি ভ্রমণ ও গুপ্ত শত্রু হয়, এবং তাহার পিতৃরিষ্ট কিংবা তাহার পিতার অমঙ্গল হইয়া থাকে। তন্বাদি দ্বাদশ গৃহে সূর্য্য অবস্থান করিলে উক্ত রূপ ফল হয়। ইহা সূর্য্য-দত্ত সাধারণ ফল, সূর্য্যের সহিত অন্যান্য গ্রহগণ যুক্ত হইলে নিম্নোক্ত রূপ ফল হইয়া থাকে।

সূর্য্য ও চন্দ্র জন্মকালে এক রাশিতে বাস করিলে মানব চক্ষু-রোগী, অব্যবস্থিতচিত্ত, অল্প বাক্যযুক্ত, কৃপণ, কামাসক্ত, ক্ষুদ্র-বুদ্ধিবিশিষ্ট, অনুন্নতবুদ্ধিবৃত্তি ও প্রায় অল্প বয়সে মাতৃহীন হয়। কিন্তু উহাদের ঐ সংযোগকালে বৃহস্পতি লগ্নে বা দশমে থাকিলে জাত ব্যক্তি বহু গুণসম্পন্ন, লোকরক্ষক, ধর্ম্মপরায়ণ ও রাজা বা রাজতুল্য হইয়া থাকে।

রবি ও মঙ্গল মেষ, কর্কট, সিংহ, বৃশ্চিক, ধনু কিংবা মীন রাশিতে একত্র থাকিলে জাতক নেত্ররোগী, অতি সাহসী, দুর্দ্ধর্ষ, ক্ষমতাপ্রিয়, উদ্যোগী ও উচ্চাভিলাষী হয়, এবং রাজা কিংবা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের স্নেহভাজন হইয়া ধন, মান ও উন্নতি লাভ করে। কিন্তু ইহা ভিন্ন অন্য রাশিতে উহাদের সংযোগ হইলে লোক নেত্ররোগী, প্রগল্ভ, সতত দুরন্ত কর্ম্মে প্রবৃত্ত ও স্খলিত-বাক্য হয়। এবং মহৎলোকের অশ্রয়ে উন্নতি লাভ করিয়া আবার সেই সকল ব্যক্তির ক্রোধভাজন হইয়া পদে পদে অবনতি প্রাপ্ত হয়। পরন্তু ঐ দুই গ্রহের সংযোগে জাতক ও তাহার পিতা, অগ্নিদাহ, দুষ্টব্রণ, রক্তস্রাব, সংন্যাস, বহুমূত্র, বিকার কিংবা শস্ত্রপ্রয়োগে প্রাণত্যাগ করে। ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশে রবি ও মঙ্গলের যোগ হইলে জাতক ক্রূরচেষ্টান্বিত, পাপকার্য্যে

রত, ও সর্ব্বদা বিপদাপন্ন হয় এবং পরিশেষে বিদেশে, কারাগারে কিংবা কোন দুর্ঘটনায় অতি কষ্টে প্রাণত্যাগ করে।

সূর্য্য ও বুধের যোগ মেষ, মিথুন, সিংহ, কন্যা কিংবা ধনু: রাশিতে হইলে জাতক মেধাবী, পরিষ্কার, বুদ্ধিসম্পন্ন, যশস্বী, রাজা ও সাধুগণের প্রিয়, সরল, মানী ও পরোপকারী হয়। ইহা ভি অন্য রাশিতে হইলে তাদৃশ ফল হয় না। আর সূর্য্য হইতে অষ্টমাংশের মধ্যে বুধ থাকিলে মানব অস্ফুটবাক, অল্পশক্তিবিশিষ্ট এবং শিরোরোগাক্রান্ত হয়।

সূর্য্য ও বৃহস্পতি একত্র থাকিলে জাতকের পিতা ব্যবস্থাপক, বিচারপতি কিংবা রাজপুরোহিত ও পরম ধার্ম্মিক হয় এবং সে নিজে রাজা কিংবা মহৎলোকের আশ্রয়ে ধন ও সম্মান লাভ করে। যদি ঐ বৃহস্পতি অস্তমিত হয়, তবে মোকদ্দমা কিংবা ধর্ম্ম সম্বন্ধে অর্থক্ষয়, এবং সেই জাতক ভণ্ড, পুত্রবিহীন বা অল্প সন্ততিযুক্ত হইয়া থাকে।

সূর্য্য ও শুক্র এক রাশিতে থাকিলে মনুষ্য স্ত্রীস্বভাববিশিষ্ট, প্রিয়বাদী, অভিনয়কুশল, অমিতব্যয়ী ও আমোদপ্রিয় হয় এবং ললনাসাহায্যে বহুমিত্র লাভ করে। ঐ শুক্র অস্তমিত হইলে জাতক তেজোহীন, ও নারীজনিত ক্লেশে সন্তপ্ত হয়। পরন্তু জন্মকালে এই দুই গ্রহের যোগ থাকিলে মনুষ্যের পিতা একাধিক স্ত্রীর ভর্ত্তা অথবা বেশ্যাসক্ত হয় এবং কোন শত্রুদোষ-জনিত রোষেই প্রায় তাহার মৃত্যু ঘটে।

সূর্য্য ও শনি একত্র থাকিলে জাতকের পিতৃরিষ্ট হয়, তাহার পিতার নানা প্রকার দুর্ঘটনা ঘটে এবং সে ব্যক্তি নেত্ররোগ, বাতরোগাক্রান্ত বা বিকলাঙ্গ হইয়া পরিশেষে বহু দুঃখভাজন, শত্রুপীড়িত, বিপদাপন্ন ও কলত্রাদিবিহীন হয়।

সূর্য্যের সহিত চন্দ্র প্রভৃতি করিয়া দুই দুই গ্রহ একত্র সংযুক্ত হইলে উক্তরূপ ফল হইয়া থাকে। সূর্য্যের সহিত অপর তিনগ্রহ বা চারিগ্রহ মিলিত হইলে শত্রু, মিত্র প্রভৃতি অনুসারে ফলের শুভাশুভ হয়। ঐ সকল গ্রহদিগের সাধরণ ফলানুসারে নিরূপণ করা আবশ্যক। বাহুল্যভয়ে তৎসমস্ত এই স্থলে উক্ত হইল না। তবে সূর্য্যের সহিত যিনিই কেন মিলিত হউন না, সূর্য্যের সহিত যুক্ত বা তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলেই তাঁহারা নিষ্প্রভ হন, সূর্য্য তাঁহাদের বল হরণ করেন। সূর্য্যের ফলই অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। (বৃহজ্জাতক প্রভৃতি)

[সূর্য্যের গোচর ফল ও তাহার স্ফুটসাধন প্রণালী প্রভৃতির বিষয় রবি শব্দে দ্রষ্টব্য।]

সূর্য্যপূজা।

সূর্য্যই একমাত্র সৌর জগতের মধ্যে প্রধান। এই জন্য শাস্ত্রে কথিত আছে যে, দেবপূজাদি যে কোন কার্য্য করা হউক না কেন প্রথমে সূর্য্যার্ঘ্য দিয়া তবে অন্য দেবতার পূজা করিতে হয়। সূর্য্যের পূজা না করিয়া অন্য দেবতার পূজা করিলে তাহা নিষ্ফল হইয়া থাকে। দেবপূজাস্থলে প্রথমে সূর্য্য তৎপরে গণেশ প্রভৃতির পূজা করিতে হয়।

"আদিত্যং গণনাথঞ্চ দেবীং রুদ্রং যথাক্রমং।
নারায়ণং বিশুদ্ধাখ্যমন্তে চ কুলদেবতাঃ॥
সূর্য্যং, গণেশং, দুর্গাং, শিবং, বিষ্ণুং সম্পূজ্য ব্রাহ্মণমন্যাংশ্চ পূজয়েৎ।" (আহ্নিকতত্ত্ব)

সুতরাং শাস্ত্রের এই বচনানুসারে সূর্য্যকে অর্ঘ্য না দিয়া কোন পূজাদি করিবে না। ব্রাহ্মণ প্রতিদিন নিত্যকর্ম্ম সন্ধ্যোপাসনা প্রভৃতি করিয়াই প্রথমে সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান করতঃ সূর্য্যকে প্রণাম করিবেন। সূর্য্যকে অর্ঘ্য দিতে হইলে নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া দিতে হয়।

ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে।
জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে॥
ওঁ এহি সূর্য্য! সহস্রাংশো তেজোরাশে জগৎপতে।
অনুকম্পয় মাং ভক্তং গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকর॥
ইদমর্ঘ্যং ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সূর্য্যদেবকে অর্ঘ্য দিয়া তৎপরে নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক প্রণাম করিবে।

ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরং।
ওঁ নমঃ সবিত্রে জগদেকচক্ষুষে
জগৎপ্রসূতিস্থিতিনাশহেতবে।
ত্রয়ীময়ায় ত্রিগুণাত্মধারিণে
বিরিঞ্চিনারায়ণশঙ্করাত্মনে॥

এইরূপে সূর্য্যের প্রণাম করিয়া তৎপরে সূর্য্যের স্তব প্রতিদিন পাঠ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বাহুল্য ভয়ে সূর্য্যের স্তব আর এই স্থলে প্রদত্ত হইল না। পূজাপদ্ধতি প্রভৃতিতে এই স্তবের বিষয় জ্ঞাতব্য।

যিনি প্রতিদিন ভক্তিপূর্ব্বক সূর্য্যের পূজা করেন, তাহার পরমাগতি লাভ হয়।

"যঃ সূর্য্যং পূজয়েন্নিত্যং তন্মনা নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।
ভক্তিভাবসমাযুক্তঃ স গচ্ছেৎ পরমাং গতিং॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে, মানব ভগবান্ সূর্য্যের নিকট আরোগ্য কামনা করিবে। ব্যাধিপ্রপীড়িত মানব সূর্য্যের উপাসনা করিলে অচিরাৎ রোগ হইতে মুক্ত হয়। অতএব রোগ দুরারোগ্য হইলে সূর্য্যপূজা, সূর্য্যস্তব শ্রবণ সূর্য্যকবচধারণ প্রভৃতি করিলে তাহার রোগ আশু প্রশমিত হয়।

"আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছেদ্ধনমিচ্ছেদ্ধুতাশনাৎ।
জ্ঞানঞ্চ শঙ্করাদিচ্ছেৎ মুক্তিমিচ্ছেজ্জনার্দ্দনাৎ।
এষু ফলেষু এষাং শীঘ্রদাতৃত্বং ন তু ফলান্তরদাতৃত্বব্যাবৃত্তিঃ।"
(আহ্নিকতত্ত্ব)

সূর্য্যের নিকট আরোগ্য, অগ্নির নিকট ধন, শঙ্করের নিকট জ্ঞান এবং বিষ্ণুর নিকট মুক্তি কামনা করিবে। এই বচনানুসারে সূর্য্য প্রভৃতি দেবগণ উক্ত ফল অবিলম্বে প্রদান করেন। উক্ত ফল প্রদান করেন বলিয়া যে আর অন্য ফলদানের কর্তৃত্ব তাঁহাদের নাই, তাহা নহে। বিল্বপত্র দ্বারা সূর্য্যের পূজা করিতে নাই।

"নাক্ষতৈরর্চ্চয়েদ্বিষ্ণুং ন তুলস্যা বিনায়কং।
ন দূর্ব্বয়া যজেদ্দুর্গাং নোম্নত্তকৈর্দ্দিবাকরং॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

অক্ষত দ্বারা বিষ্ণু, তুলসী পত্র দ্বারা গণেশ, দূর্ব্বা দ্বারা দুর্গা এবং বিল্বপত্র দ্বারা সূর্য্য পূজা করিবে না। বিল্বপত্র দ্বারা সূর্য্য পূজা নিষিদ্ধ হইলেও অর্ঘ্যাদি স্থলে বিল্বপত্র দিলে দোষাবহ হইবে না। শাস্ত্রে পত্র, পুষ্প, ফল এবং জল দ্বারা দেবপূজা অভিহিত হইয়াছে, কিন্তু যে স্থলে পত্র দ্বারা দেবপূজা হইবে, সেই স্থলে বিল্বপত্র দ্বারা সূর্য্য পূজা করিবে না। এবং পূজায় পুষ্পদানের পর বিল্বপত্র দিবে না। কিন্তু অর্ঘ্যদান স্থলে দূর্ব্বা, বিল্বপত্র, রক্ত পুষ্প, অক্ষত, রক্তচন্দন দিবে। ব্যবহারও এইরূপ আছে। নারায়ণ, শিব প্রভৃতি যে কোন দেবতার পূজা করিতে হইলে প্রথমে উক্ত বিধানানুসারে সূর্য্য পূজা করিয়া তবে অন্য পূজা করিতে হইবে।

অশৌচাপগম প্রভৃতি স্থলেও প্রথমে সূর্য্যার্ঘ্য দিয়া তবে অন্য কর্ম্ম করিবার অধিকার হইবে। স্ত্রী, শূদ্রাদি সকলেরই সূর্য্যার্ঘ্য দানে অধিকার আছে। যিনি সূর্য্যপূজা করিবেন, তিনি সামান্য পূজাপদ্ধতির নিয়মানুসারে পূজা করিয়া সূর্য্যপূজার পদ্ধতি অনুসারে পূজা করিবেন।

তন্ত্রশাস্ত্রমতে সৌর অর্থাৎ যাহারা সূর্য্যোপাসক তাহাদের মতে সূর্য্যই সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার কর্ত্তা। একমাত্র তাঁহার উপাসনা দ্বারাই সকল কামনা সিদ্ধি ও মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। সূর্য্যদেবের কতকগুলি মন্ত্র অভিহিত হইয়াছে, গুরুর নিকট যথাবিধানে সূর্য্যমন্ত্র গ্রহণ করিয়া তদনুসারে উপাসনা করিলে মন্ত্রসিদ্ধি ও অভিলাষ সিদ্ধি হয়। তন্ত্রসারে সূর্য্যের মন্ত্র ও পূজাদির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে।

"ওঁ ঘৃণি সূর্য্য আদিত্যঃ" "সূর্য্যের এই অষ্টাক্ষরমন্ত্র "হ্রীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ সঃ" সূর্য্যের ত্র্যক্ষর মন্ত্র, 'হংসঃ' এই অজপা মন্ত্র ইত্যাদি প্রকার সূর্য্যের মন্ত্র বহুপ্রকার লিখিত হইয়াছে। গুরু মন্ত্রদানের প্রণালী অনুসারে রাশি নক্ষত্র প্রভৃতি বিচার করিয়া মন্ত্রসমূহের মধ্যে যে মন্ত্র শিষ্যের উপযুক্ত, সেই মন্ত্র তাহাকে প্রদান করিবেন। ঐ সকল প্রত্যেক মন্ত্রেরই পূজাপদ্ধতিতে কিছু কিছু বিভিন্নতা আছে। "ওঁ ঘৃণি সূর্য্য আদিত্যঃ" এই মন্ত্রের পূজাপদ্ধতি এই রূপ লিখিত আছে।

সূর্য্যপূজাপদ্ধতি—প্রথমে প্রাতঃকৃত্যাদি প্রাণায়ামান্ত কর্ম্ম করিয়া পীঠন্যাস করিবে। যথা হৃদয়ের পূর্ব্বাদি দিকে ওঁ প্রভূতায় নমঃ, ওঁ বিমলায় নমঃ, ওঁ সারায় নমঃ, ওঁ সমারাধ্যায় নমঃ, ওঁ পরমসুখায় নমঃ এই সকল ন্যাস করিয়া সামান্যপূজাপদ্ধতি-লিখিত নিয়মে ওঁ আধার শক্তয়ে নমঃ, ইত্যাদি অংসূর্য্য মণ্ডলায় দ্বাদশ কলাত্মনে নমঃ, এই পর্য্যন্ত ন্যাস করিয়া রাং দীপ্তায়ৈ নমঃ, রীং সূর্য্যায়ৈ নমঃ, রূং জয়ায়ৈ নমঃ, রেং ভদ্রায়ৈ নমঃ, রৈং বিভূত্যৈ নমঃ, রোং বিমলায়ৈ নমঃ, রৌং অমোঘায়ৈ নমঃ, রং বিদ্যুতায়ৈ নমঃ, রঃ মুখ্যৈ নমঃ এই রূপে পীঠন্যাস করিয়া ওঁ ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাত্মকায় সৌরায় যোগপীঠায় নমঃ। তৎপরে শিরসি দেবভাগ-ঋষয়ে নমঃ, মুখে গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদয়ে ওঁ আদিত্যায় দেবতায়ৈ নমঃ, এই প্রণালীতে ঋষ্যাদিন্যাস করিয়া করাঙ্গন্যাস, মূর্ত্তিন্যাস ও মন্ত্রন্যাস করিতে হইবে। সত্যায় তেজো জ্বালামণে হুং ফট্ স্বাহা অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ব্রহ্মণে তেজো জ্বালামণে হুং ফট্ স্বাহা তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, মধ্যমাভ্যাং বষট্, রুদ্রায় তেজো জ্বালামণে হুং ফট্ স্বাহা অনামিকাভ্যাং হুং, অগ্নয়ে তেজো জ্বালামণে হুং ফট্ স্বাহা কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, সর্ব্বায় তেজো জ্বালামণে হুং ফট্ স্বাহা করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

এইরূপ প্রণালীতে হৃদয়াদিতেও উক্ত ন্যাস করিবে। মূর্ত্তিন্যাস—শিরসি ওঁ আদিত্যায় নমঃ, মুখে এং রবয়ে নমঃ, হৃদয়ে উং ভানবে নমঃ, গুহ্যে ইং ভাস্করায় নমঃ, চরণয়োঃ অং সূর্য্যায় নমঃ।

মন্ত্রন্যাস—শিরসি ওঁ ওঁ নমঃ, মুখে ওঁ ঘৃ নমঃ, কণ্ঠে ওঁ নি নমঃ হৃদয়ে ওঁ সূ নমঃ, কুক্ষৌ ওঁ র্য্য নমঃ, নাভৌ ওঁ আ নমঃ লিঙ্গে ওঁ দি নমঃ, পাদয়োঃ ওঁ ত্য নমঃ।

এইরূপে ন্যাসাদি করিয়া সূর্য্যের ধ্যান করিবে। ধ্যান যথা—

"ওঁ রক্তাব্জযুক্তাভয়দানহস্তং কেয়ূরহারাঙ্গদকুণ্ডলাঢ্যং।
মাণিক্যমৌলিং দিননাথমীড়ে বন্ধুককান্তিং বিলসংত্রিনেত্রং॥

এই ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা করিবে। যথাবিধানে মানস পূজা করিয়া শঙ্খ স্থাপনের বিধানানুসারে শঙ্খ স্থাপন করিবে। তৎপরে কুম্ভে গুরুপঙক্তি ও পীঠপূজা করিতে হয়। যথা—ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরাপরগুরুভ্যো নমঃ ওঁ পরমেষ্টিগুরুভ্যো নমঃ, এই রূপে গুরুপঙক্তি পূজা করিয়া সামান্যপূজাপদ্ধতির বিধানানুসারে পীঠপূজা করিবে। তৎপরে ওঁ সত্যায় তেজো জ্বালামণে হুঁ ফট্ স্বাহা হৃদয়ায় নমঃ এই প্রকারে ব্রহ্মণে শিরসে স্বাহা, বিষ্ণবে শিখায়ৈ বষট্, রুদ্রায় কবচায় হুং, অগ্নয়ে নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ইহাদের প্রত্যেকের

পূর্ব্বেই "তেজো জ্বালামণে হুং ফট্ স্বাহা" বলিতে হইবে। তৎপরে ওঁ আদিত্যায় নমঃ. ওঁং রবয়ে নমঃ, উং ভানবে নমঃ, ঈং ভাস্করায় নমঃ, উং উষায়ৈ নমঃ, প্রং প্রভায়ৈ নমঃ, সং সন্ধ্যায়ৈ নমঃ। এই রূপে পীঠদেবতার পূজা করিয়া ওঁ খং খসোল্কায় নমঃ এই মন্ত্রে মূর্ত্তি পরিকল্পনা করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যান করিবে। ধ্যানের পর আবাহন ও যথাশক্তি উপাচার দ্বারা পূজা করিবে। ওঁ চন্দ্রায় নমঃ, ইত্যাদি রূপে রবি ভিন্ন অষ্টগ্রহের পূজা, ইন্দ্রাদি লোকপাল ও বজ্রাদিঅস্ত্রের পূজা করিয়া হোম, স্তবও কবচ পাঠ করিয়া পূজা সমাপন করিবে।

এই মন্ত্রের ৮ লক্ষ জপ পুরশ্চরণ, পুরশ্চরণের পর দুগ্ধসংযুক্ত যজ্ঞোডুম্বর, বট অথবা অশ্বত্থবৃক্ষের সমিধ্ দ্বারা ৮ হাজার হোম করিতে হয়, পুরশ্চরণের বিধানানুসারে তর্পণ, ব্রাহ্মণভোজন প্রভৃতি করাইতে হয়। (তন্ত্রসার)

সূর্য্যের পূজা ও পূজাপদ্ধতি তন্ত্রসারে বিশেষভাবে লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা আর এই স্থানে লিখিত হইল না। তবে কিরূপে পূজা করিতে হয়, তাহাই দিঙ্মাত্র প্রদর্শিত হইল। যে গুরু সৌর, অর্থাৎ সূর্য্যের উপাসনা দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাদৃশ সিদ্ধ গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ, তাহার প্রদর্শিত প্রণালী অনুসারে সূর্য্যের উপাসনা করিলে আশু সিদ্ধি লাভ হয়।

ইহা ভিন্ন প্রতি রবিবারে সূর্য্যের উদ্দেশে পূজা করিয়া অর্ঘ্য দান করিবার বিধি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে সূর্য্যার্ঘ্যদান প্রয়োগ কহে, ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে, প্রতিরবিবারে সূর্য্যদেবের পূজা করিয়া অর্ঘ্য প্রদান করিতে হয়, প্রত্যূষে মণ্ডল করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রণালী অনুসারে পীঠদেবতার পূজা করিবে। পরে এক প্রস্থ জল ধরে, এইরূপ তাম্রপাত্র স্থাপন করিয়া সূর্য্যমন্ত্রপাঠপূর্ব্বক ঐ পাত্র বিশুদ্ধ জলে পূর্ণ করিবে। তৎপরে সূর্য্যদেহের সহিত নিজদেহের ঐক্য চিন্তা করিয়া সেই তাম্রপাত্রে কুঙ্কুম, গোরোচনা, রাজী, রক্ত চন্দন, করবীর, জবাকুসুম, ধান্য, কুশ ও শ্যামাক তণ্ডুল নিক্ষেপ করিবে। তৎপরে সেই পাত্রে গন্ধ, পুষ্প, নৈবেদ্য প্রভৃতি দ্বারা যথাবিধানে সূর্য্যের ও তাঁহার অঙ্গদেবতার পূজা করিয়া সেই পাত্র আচ্ছাদন পূর্ব্বক সূর্য্যমন্ত্র জপ করিবে। অনন্তর গন্ধাদি দ্বারা পুনর্ব্বার সূর্য্যের পূজা করিয়া ভূমিতে জানুদ্বয় স্থাপনপূর্ব্বক মস্তক পর্য্যন্ত সমস্ত অঙ্গ উর্দ্ধে রাখিয়া সূর্য্যমণ্ডলে দৃষ্টি স্থাপন এবং আপনার সহিত সূর্য্যের ঐক্য ভাবনা করিয়া মনে মনে সূর্য্যমণ্ডলের পূজা করিবে। তৎপরে মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক সূর্য্যকে অর্ঘ্য প্রদান করিবে। ইহার পর অষ্টোত্তর শত সূর্য্যমন্ত্র জপ করিতে হয়। এইরূপ প্রণালীতে পুনর্ব্বার সূর্য্যার্ঘ্য দিবে। ভগবান্ সূর্য্য নিজকর দ্বারা এই অর্ঘ্যামৃত গ্রহণ করিয়া সাধকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। ভক্তিপূর্ব্বক যিনি এই রূপে সূর্য্যকে অর্ঘ্য প্রদান করেন, তাঁহার সকল প্রকার ব্যাধি আরোগ্য হয় এবং তিনি ধন, ধান্য, পশু, ক্ষেত্র, পুত্র, মিত্র, কলত্র ও বহুবিধ ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ইহা দ্বারা তেজোবীর্য্য, কান্তি, বিদ্যা ও নানা প্রকার বিভব লাভ হইয়া থাকে। (তন্ত্রসার)

সূর্য্যের পূজা ও অর্ঘ্যদানাদির বিষয় তন্ত্রসার ও অন্যান্য পদ্ধতিতে বিশেষভাবে লিখিত আছে, এইস্থানে তাহা অতি সঙ্ক্ষেপে লিখিত হইল। সূর্য্যের অর্ঘ্য দানই প্রশস্ত। এক সূর্য্যের উপাসনা দ্বারাই সাধকের সকল অভিলাষ সিদ্ধ হয়।

কবিকল্পলতায় লিখিত আছে যে, সূর্য্যের বর্ণনা করিতে হইলে নিম্নোক্ত বিষয় সকলের বর্ণন করিতে হয়। যথা—,অরুণতা, রবিমণিপ্রকাশ, চক্রবাকপ্রীতি, পদ্মপ্রকাশ, পথিকপ্রীতি, লোচনপ্রীতি, তারার্ত্তি, চন্দ্র ও দীপের অপ্রকাশ, ওষধির অপ্রকাশ, পেচকার্ত্তি, তমোহভাব, চৌরার্ত্তি, কুমুদার্ত্তি ও কুলটার্ত্তি।

৩ সূর্য্যের দীপ্তি।

সূর্য্যকর (পুং) সূর্য্যের কিরণ।

সূর্য্যকান্ত (পুং) সূর্য্যঃকান্তো যস্য, সূর্য্যস্য কান্তঃ প্রিয়ো বা। ১ স্ফটিক। (হলায়ুধ) ২ মণিবিশেষ, সূর্য্যকান্তমণি, পর্য্যায়—সূর্য্যমণি, সূর্য্যাশ্মন্, দহনোপম, তপনমণি, তাপন, রবিকান্ত, দীপ্তোপল, অগ্নিগর্ভ, জ্বলনাশ্মন্, অর্কোপল। গুণ—উষ্ণ, নির্ম্মল, রসায়ন, বাতশ্লেষ্মহর, মেধ্য, সূর্য্যের প্রিয়। (রাজনি°) ৩ পুষ্পবৃক্ষবিশেষ। পর্য্যায়—সূর্য্যমণি, পুষ্পরক্ত, পেচৎপুট। (শব্দচ°)

সূর্য্যকান্তি (স্ত্রী) সূর্য্যস্যেব কান্তির্যস্যাঃ। পুষ্পবিশেষ। (শব্দচ°) ২ সূর্য্যের দীপ্তি।

সূর্য্যকাল (পুং) সূর্য্যোপলক্ষিতঃ কালঃ। দিবস, দিনঃ।

সূর্য্যকালানলচক্র (ক্লী) মনুষ্যদিগের শুভাশুভ জ্ঞানার্থ নক্ষত্রঘটিত চক্রবিশেষ। স্বরোদয়ে এই চক্রের বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। একটী পুরুষ অঙ্কিত করিয়া তাহার স্থানবিশেষে নক্ষত্র সকল বিন্যাস করিয়া স্বীয় ২ জন্ম নক্ষত্র দ্বারা ফল নিরূপণ করিতে হয়। বিশেষ বিবরণ স্বরোদয়গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

সূর্য্যকেতু (ত্রি) ১ সূর্য্যচিহ্নিত ধ্বজযুক্ত। ২ (পুং) রাজভেদ। (শৃঙ্গভের্য্যবদান)

সূর্য্যক্রান্ত (পুং) জনপদভেদ। (রথক্রান্ত দেখ)

সূর্য্যক্ষয় (পুং) সূর্য্যমণ্ডল।

সূর্য্যগঙ্গাতীর্থ (ক্লী) পুণ্যতীর্থবিশেষ।

সূর্য্যগড়—মুঙ্গেরের পশ্চিমে একটি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থান। ইহা একটি গণ্ডগ্রাম এবং অক্ষা° ২৫° ১৫´ ২৫´´ উত্তরে এবং দ্রাঘি° ৮৬° ১৬´ ১"পূর্ব্বে অবস্থিত। তারিখ-ই-দাউদী অনুসারে ইহা মুঙ্গের হইতে এক ক্রোশের কিছু বেশী কি কম হইবে। হজরৎ

৯৬৪ হিজরা বঙ্গাধিপতি ২য় বাহাদুর শাহের সঙ্গে ইহার ৪ মাইল পশ্চিমে (সম্ভবতঃ ফতেপুর নামক স্থানে) আদ্‌লীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে স্থলেমান্ কররাণী বাহাদুর শাহকে সাহায্য করেন এবং আদ্‌লী পরাজিত ও নিহত হন। এই যুদ্ধের তারিখ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। তারিখ ই-দাউদী অনুসারে ৮ বৎসর রাজত্ব করিবার পরে ৯৬৮ হিজরায় আদ্‌লী নিহত হইয়া ছিলেন এবং বদাওনী বলেন যে ৯৬২ হিজরায় আদ্‌লীর মৃত্যু হয়।

সূর্য্যগড়—মধ্য প্রদেশের চান্দা জেলার অন্তর্ভুক্ত আহীরী রাজ্যের উত্তরে যে অভ্রভেদী মনোরম গিরি বিরাজিত, তাহার নাম সূর্য্য-গড়। ১৭০০খৃঃ অব্দের সমকালে সাধু বরিয়া এবং মূল বরিয়া নামক দুইজন সর্দ্দার তদানীন্তন রাজা রাম-সার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠে এবং এখানে সুরক্ষিত হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ লুণ্ঠন করিতে থাকে। অবশেষে রাম-সা তাঁহার আত্মীয় কোক সাকে আহীরীরাজ্যের সর্দ্দার নিযুক্ত করিয়া তাঁহার সহায়তায় সূর্য্যগড় বিধ্বস্ত ও বিদ্রোহীদিগকে বিনাশ করেন।

সূর্য্যগর্ভ (পুং) বৌদ্ধভেদ।

সূর্য্যগ্রহ (পুং) সূর্য্যরূপো গ্রহঃ। ১ নবগ্রহের মধ্যে প্রথম গ্রহ সূর্য্য। সূর্য্যস্য গ্রহঃ গ্রহণং। ২ সূর্য্যোপরাগ, সূর্য্যগ্রহণ। যদি রবিবারে সূর্য্যগ্রহণ এবং সোমবারে চন্দ্রগ্রহণ হয়, তাহা হইলে চূড়ামণিযোগ হয়। এই যোগে স্নানদানাদিতে অনন্ত গুণ ফল লাভ হয়।

"সূর্য্যগ্রহঃ সূর্য্যবারে সোমে সোমগ্রহো ভবেৎ।
চূড়ামণিরয়ং যোগস্তত্রানন্তফলং স্মৃতং ॥" (তিথিতত্ত্ব)

সূর্য্যগ্রহণ (ক্লী) সূর্য্যস্য গ্রহণং। সূর্য্যোপরাগ।

[এই গ্রহণের বিশেষ বিবরণ গ্রহণ শব্দে দ্রষ্টব্য]

সূর্য্যচক্ষুস্ (পুং) রাক্ষসবিশেষ। (রামা° ৬।৭৯।১৩)

সূর্য্যজ (পুং) সূর্য্যাজ্জায়তে ইতি জন-ড। ১ মনু। ২ যম। ৩ রেবন্ত। ৪ সুগ্রীব বানর। ৫ শনিগ্রহ। ৬ কর্ণ।

সূর্য্যজা (স্ত্রী) সূর্য্য-জন-ড, টাপ্। যমুনা। (হেম)

সূর্য্যজা—শিবাজীর সেনানায়ক তানাজী মালুশ্রীর কনিষ্ঠ সহোদর। শিবাজী যখন সিংহগড় দুর্গের দিকে লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতে ছিলেন, উদিবান্ তখন ইহার অধ্যক্ষ। দেশের অন্যান্য দুর্গসকলের অপেক্ষা ইহা বিশেষরূপে সুরক্ষিত ছিল। কাজেই ইহা যে বড় সহজে অধিকার করা যাইবে না, শিবাজী তাহা বিশেষরূপেই জানিতেন এবং জানিয়া, যখন এক প্রকার কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়া ছিলেন, তখন মহাবীর তানাজী আসিয়া প্রস্তাব করিলেন, তাঁহার কনিষ্ঠ সূর্য্য-জীকে এক সহস্র বাছা-বাছা মাবলী সৈন্য সঙ্গে দিলে তিনি সুকৌশলে দুর্গ জয় করিতে পারিবেন। শিবাজী এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তদনুসারে ১৬৭০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ১ সহস্র মাবলী সৈন্য লইয়া দুই সহোদর রায়গড় হইতে বিভিন্ন পথে সিংহগড়ের দিকে যাত্রা করিলেন। দুর্গের অনতিদূরে উভয় ভ্রাতার মিলন হইল, তানাজী আপন সৈন্যদলকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এক ভাগ সূর্য্যজীর অধীনে সেই স্থানেই রাখিয়া গেলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, আবশ্যক না হইলে ইহা দিগকে এখানেই অপেক্ষা করিতে হইবে। আপনার দলবল লইয়া সিংহগড় শৈলের পাদদেশে লুক্কায়িত হইয়া রহিলেন এবং সংকল্প করিলেন, শৈলশিখরে আরোহণের যেটি সর্ব্বাপেক্ষা খাড়া পথ, সেইটি ধরিয়াই উপরে উঠিবার চেষ্টা করিবেন; কারণ দুরারোহ বলিয়া এদিকে প্রহরীদিগের তেমন দৃষ্টি না থাকিবারই সম্ভাবনা। অবশেষে যখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতে লাগিল, তখন বহুক্লেশে একজন মাবলীসৈন্য সেই পথে শৈলশিখরে আরোহণ করিয়া একটি রজ্জুর মই সেখানে সুদৃঢ়রূপে বাঁধিয়া ফেলিল। তখন এক এক জন করিয়া, অতি সন্তর্পণে, অবশিষ্ট সৈন্যদল সহ তানাজীও যাইয়া উপরে উঠিলেন। তাঁহাদের সবিশেষ সতর্কতা অবলম্বন সত্বেও দুর্গবাসিগণ সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল, এবং জনৈক শাস্ত্রী ভাল করিয়া দেখিবার জন্য সেই দিকে অগ্রসর হইল। মাবলীগণের নীরব শরাঘাতে তাহাকে সেই স্থানেই পড়িয়া থাকিতে হইলেও দুর্গবাসী রাজপুতগণ অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া মসাল প্রজ্বলিত করিল। তখন যাইয়া একে-বারে আক্রমণ করাই সমীচীন বিবেচনা করিয়া তানাজী "হরহর মহাদেব" রবে শত্রুর সম্মুখীন হইলেন। উভয় পক্ষে জীবন-পণ করিয়া সংগ্রাম চলিতে লাগিল; কিন্তু অবশেষে তানাজী শত্রুর শরে আহত হইয়া ভূপতিত হইলেন। তখন হতোৎসাহ মাবলীসৈন্যগণ মইএর দিকে পলায়নপর হইয়া পড়িল। ঠিক এমনই সময়ে বাকী সৈন্যদল লইয়া সূর্য্যজী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার উৎসাহে উদ্দীপিত এবং তাঁহার বলে নূতন বলীয়ান্ হইয়া আবার মাবলীসৈন্যগণ যাইয়া বেগে শত্রুর উপর পতিত হইল। তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল; ইহাতে তিন শত মাবলী এবং পাঁচশত রাজপুত হতাহত হইবার পরে, সূর্য্য-জীর বাহুবলে সিংহগড়দুর্গ শিবাজীর পদানত হইল। মহারাষ্ট্র-পতি সৈন্য ও সেনানায়কদিগকে সবিশেষ পুরস্কৃত করিলেন; তানাজীর জন্য তিনি বহু আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "সিংহগড় আমি দখল করিলাম সত্য; কিন্তু সিংহকেও হারাইলাম!" পরে তিনি সূর্য্যজীকে সিংহগড়ের অধিনায়কত্বে বরণ করিয়া সম্মানিত করিলেন। সূর্য্যজীও বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া পুরন্দর দুর্গশিরে শিবাজীর বিজয় নিশান উত্তোলিত করিলেন।

সূর্য্যতনয় (পুং) সূর্য্যস্য তনয়ঃ। ১ শনিগ্রহ। ২ সাবর্ণিমনু। ৩ রেবন্ত। ৪ সুগ্রীব। ৫ কর্ণ।

সূর্য্যতনয়া (স্ত্রী) সূর্য্যস্য তনয়া। যমুনা।

সূর্য্যতপস্ (পুং) মুনিবিশেষ। (কথাসরিৎসা° ২৫।১৪)

সূর্য্যতীর্থ (ক্লী) তীর্থবিশেষ। মহাভারতের বনপর্ব্বে এই তীর্থের উল্লেখ আছে। এই তীর্থ অতিশয় পুণ্যতীর্থ।

সূর্য্যতেজস্ (ত্রি) সূর্য্যের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন, মহাতেজস্বী।

সূর্য্যত্বচ্ (ত্রি) ১ সূর্য্যসংবৃত বা সূর্য্যরশ্মি সদৃশ। "নাসত্যা গতং রথেন সূর্য্যত্বচা" (ঋক্ ১।৪৭।৯) 'সূর্য্যত্বচা সূর্য্যসংবৃতেন সূর্য্যরশ্মিসদৃশেন বা' (সায়ণ)

সূর্য্যত্বচস (ত্রি) সূর্য্যের ন্যায় তাপযুক্ত। "সূর্য্যত্বচস স্থঃ" (শুক্লযজু° ১০।৪) 'সূর্য্যস্যেব ত্বচস্ত্বক্ যাসাং তাঃ, সূর্য্যত্বচসঃ সদাতাপে বর্ত্তমানত্বাৎ ত্বচঃশব্দঃ সান্তস্ত্বগবাচী' (সায়ণ)

সূর্য্যদাস, পদ্যাবলিধৃত একজন প্রাচীন সংস্কৃত কবি।

সূর্য্যদাস পণ্ডিত, একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্, জ্ঞানরাজ পণ্ডিতের পুত্র ও পার্থপুরবাসী নাগনাথের পৌত্র। ইনি বালকবোধিকা নামে কবিকল্পলতাটীকা, গণিতমালতী, (১৫৪২ খৃষ্টাব্দে) গণিতামৃতকূপিকানামে লীলাবতীটীকা, গ্রহবিনোদ, তাজিকালঙ্কার, নৃসিংহচম্পূ, পরমার্থপ্রপানামে ভগবদ্গীতাটীকা, ভক্তিশত, রামকৃষ্ণবিলোমকাব্য, বেদান্তশতশ্লোকটীকা, শৃঙ্গার-তরঙ্গিণী নামে অমরুশতকটীকা, সিদ্ধান্তশিরোমণিটীকা, সিদ্ধান্ত-সারসমুচ্চয়, সূর্য্যপ্রকাশ নামে ভাস্করের বীজগণিতটীকা ও সূর্য্য-ভট্টীয় নামে জ্যোতিগ্রন্থরচয়িতা।

সূর্য্যদেব (পুং) ভগবান্ শ্রীসূর্য্য।

সূর্য্যদেবত্য (ত্রি) সূর্য্যো দেবতা যস্য, যৎ। সূর্য্যদেবতা-সম্বন্ধীয়।

সূর্য্যধ্বজ (পুং) সূর্য্যকেতু, সূর্য্যচিহ্নিত ধ্বজযুক্ত। মহাভারতোক্ত প্রসিদ্ধ রাজবিশেষ।

সূর্য্যধ্বজপতাকিন্ (পুং) সূর্য্যধ্বজচিহ্নিত পতাকাযুক্ত। শিব।

সূর্য্যনক্ষত্র (ক্লী) সূর্য্যের সহিত নক্ষত্রের যোগ।

সূর্য্যনগর—কাশ্মীর রাজ্যের রাজধানী, শ্রীনগরের অপর নাম। [শ্রীনগর দেখ।]

সূর্য্যনন্দন (পুং) সূর্য্যস্য নন্দনঃ। সূর্য্যপুত্র।

সূর্য্যনাভ (পুং) দানববিশেষ। (হরিবংশ)

সূর্য্যনারায়ণ (পুং) সূর্য্যরূপী নারায়ণ।

সূর্য্যনারায়ণ, ১ একদিনপ্রবন্ধ ও প্রাসভারত-কাব্যরচয়িতা। ২ বেদতৈজস নামক ব্যাসশিক্ষা-ভাষ্যপ্রণেতা।

সূর্য্যনেত্র (পুং) গরুড়ের পুত্রভেদ।

সূর্য্যপণ্ডিত, রামকৃষ্ণকাব্যরচয়িতা। [সূর্য্যদাস দেখ।]

সূর্য্যপতি (পুং) সূর্য্যঃ পতির্যস্য। সূর্য্যদেবতা, সূর্য্যপতি যার।

সূর্য্যপত্র (পুং) অর্কপত্রবৃক্ষ, চলিত ঈশের মূল। (রাজনি°) ২ সূর্য্যাবর্ত্তক্ষুপ। (বৈদ্যকনি°)

সূর্য্যপত্নী (স্ত্রী) ১ সূর্য্যদেবতাবিশিষ্ট। ২ সংজ্ঞা, ছায়া।

সূর্য্যপর্ণী (স্ত্রী) অর্কপত্রা, চলিত মাষাণী।

সূর্য্যপর্ব্বন্ (ক্লী) সূর্য্য-উদ্দেশ্যক অনুষ্ঠেয় পর্ব্ববিশেষ।

সূর্য্যপাদ (পুং) সূর্য্যের কিরণ।

সূর্য্যপুত্র (পুং) সূর্য্যস্য পুত্রঃ। ১ বরুণ। ২ শনি। ৩ যম। ৪ অশ্বিনীকুমারদ্বয়।

"পিবেতামশ্বিনৌ সোমং ভবন্তিঃ সহিতাবুভৌ।
উভাবেতাবপি সুরৌ সূর্য্যপুত্রৌ সুরেশ্বর॥"
(ভারত ১৩।১৫৭।১৯) [সূর্য্যতনয় শব্দ দেখ]

সূর্য্যপুত্রী (স্ত্রী) সূর্য্যস্য পুত্রী। ১ যমুনা। ২ বিদ্যুৎ।

সূর্য্যপুর (ক্লী) কাশ্মীরের একটি প্রাচীন নগর।

সূর্য্যপুর—চব্বিশ পরগণা জেলার একটি খাল। ইহার তীরবর্ত্তী একটি গ্রামেরও এই নাম। এখানে প্রচুরপরিমাণে ধান্যের কারবার আছে।

সূর্য্যপুরাণ (ক্লী) সূর্য্যমাহাত্ম্যজ্ঞাপক পুরাণভেদ, আদিত্যপুরাণ।

সূর্য্যপূজা (স্ত্রী) সূর্য্যস্য পূজা। সূর্য্যের অর্চ্চনা, সূর্য্যোপাসনা। [ইহার পূজার বিধান সূর্য্য শব্দে দেখ]

সূর্য্যপ্রদীপ (পুং) ধ্যানভেদ।

সূর্য্যপ্রভ (পুং) ১ কৃষ্ণপত্নী লক্ষ্মণার প্রাসাদ। ২ কথা-সরিৎসাগরোক্ত রাজভেদ। ৩ বোধিসত্ত্বভেদ। (ত্রি) সূর্য্যের ন্যায় আভাযুক্ত।

সূর্য্যবলিরাম, রহস্যত্রয়বাক্যার্থরচয়িতা।

সূর্য্যবিম্ব (পুং) সূর্য্যস্য বিম্বঃ। সূর্য্যের মণ্ডল।

"যস্মিন্ যস্মিন্ দেশে দর্শনমায়াতি সূর্য্যবিম্বস্থাঃ॥"
(বৃহৎস° ৩।১২)

সূর্য্যফণিচক্র (ক্লী) সকল কার্য্যের শুভাশুভজ্ঞাপক চক্র-বিশেষ। শুভ বা অশুভ কোন কার্য্যানুষ্ঠান করিতে হইলে এই চক্র দ্বারা সেই কার্য্যের ভাল মন্দ জানিতে পারা যায়। বিশেষতঃ যুদ্ধে যাত্রা করিবার কালে এই চক্রে শুভাশুভ দেখিয়া যুদ্ধযাত্রা করা হইত। যুদ্ধযাত্রাকালে পরীক্ষা করিয়া এই চক্রে যদি অশুভ প্রতীতি হয়, তাহা হইলে যুদ্ধে নিশ্চয়ই পরাজয় ঘটে। স্বরোদয়ে এই চক্রের বিশেষ বিবরণ আছে—

"সপ্তবিংশতিভান্যত্র পঙ্‌ক্তিযুক্তা ক্রমেণ তু।
ত্র্যন্তারাত্র্যান্তরে বেধঃ ফণিচক্রং ত্রিনাড়িকং॥
যত্র ঋক্ষে স্থিতো ভানুর্ভেদাদৌ গণয়েদ্ বুধঃ।
নাম ঋক্ষং স্থিতং যত্র জ্ঞেয়ং তত্র শুভাশুভং॥

কুর্য্যান্মৃত্যুশ্চ রোগশ্চ নাড়ীবেধগতং নৃণাং।
বর্জ্জয়েৎ সর্ব্বকার্য্যেষু যুদ্ধকালে বিশেষতঃ॥
নির্ব্বেধ-ঋক্ষমধ্যস্থং যস্ত নাম প্রজায়তে।*
সিধ্যন্তি সর্ব্বকার্য্যাণি সংগ্রামে চ জয়ো ভবেৎ॥" (স্বরোদয়)

২৭টী নক্ষত্রপঙ্ক্তি ক্রমে রাখিতে হইবে। ৩টী ৩টী করিয়া নক্ষত্র এক এক পঙ্ক্তিতে থাকিবে, যে নক্ষত্রে সূর্য্য থাকেন, সেই নক্ষত্র হইতে মেষাদি ক্রমে গণনা করিতে হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সূর্য্যস্থিতি নক্ষত্র ক্রমে পর পর তিন নক্ষত্র বিন্যাস করিয়া যে নক্ষত্রের নিম্নে যে নক্ষত্র পড়িবে, সেই সেই নক্ষত্রের সহিত বেধ হইবে। যে নক্ষত্রে বেধ হইবে, সেই নক্ষত্র অশুভ। নাম নক্ষত্র অর্থাৎ রাশি নক্ষত্র যে স্থলে থাকিবে, সেই নক্ষত্র যদি বেধযুক্ত হয়, তাহা হইলে কোন শুভ কর্ম্ম করিবে না। নক্ষত্র নাড়ীবেধ গত হইলে তাহাতে কোন কার্য্য করিলে রোগ, শোক ও মৃত্যু হইয়া থাকে, অতএব ইহাতে কোন কার্য্য বিশেষতঃ যুদ্ধযাত্রা অতীব নিষিদ্ধ।

সূর্য্যভক্ত (পুং) সূর্য্যস্য ভক্তঃ প্রিয়ঃ। বন্ধুকপুষ্পবৃক্ষ, চলিত বান্ধুলিগাছ। (মেদিনী) (ত্রি) ২ সূর্য্যের ভক্ত, সূর্য্যপূজক, সূর্য্যোপাসক।

সূর্য্যভক্তক (পুং) সূর্য্য ভক্ত এব স্বার্থে কন্। সূর্য্যভক্তশব্দার্থ।

সূর্য্যভাগা (স্ত্রী) নদীভেদ।*

সূর্য্যভানু (পুং) যক্ষভেদ। (রামায়ণ ৭।১৪।২৫)

সূর্য্যভ্রাজ্ (ত্রি) সূর্য্যের রশ্মিবিশিষ্ট।

সূর্য্যমণি (পুং) সূর্য্যপ্রিয়ো মণিঃ। সূর্য্যকান্ত মণি। (হেম) ২ পুষ্পবৃক্ষবিশেষ, স্বনামখ্যাত পুষ্প।

'সূর্য্যকান্তঃ সূর্য্যমণিঃ পুষ্পরক্তঃ পচৎপটঃ।' (শব্দচ°)

সূর্য্যমণ্ডল (ক্লী) সূর্য্যস্য মণ্ডলং। সূর্য্যসন্নিধিবেষ্টন, পর্য্যায়—পরিবেশ, পরিধি, উপসূর্য্য, কমণ্ডলু। (অমর) সূর্য্যের চারিদিকে যে মণ্ডলাকার বেষ্টন তাহাই সূর্য্যমণ্ডল নামে অভিহিত। এই সূর্য্যমণ্ডলের বর্ণাদি দ্বারা শুভাশুভ ফল জানিতে পারা যায়। বৃহৎসংহিতাদি গ্রন্থে ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। সংক্ষিপ্ত ভাবে তাহার বিষয় আলোচিত হইল। সূর্য্যমণ্ডল শিশির কালে তাম্র কিংবা কপিল বর্ণ, বসন্তকালে হরিৎকুঙ্কুম সদৃশবর্ণ, গ্রীষ্মকালে ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ অথচ স্বর্ণসদৃশ, বর্ষাকালে শুক্লবর্ণ, শরৎকালে পদ্মগর্ভ ছবি এবং হেমন্তকালে রক্তবর্ণ হইলে শুভকারক হয়। কিন্তু বর্ষাকালে ইহা স্নিগ্ধ হইলে অশুভ হইয়া থাকে। রুক্ষ বা শ্বেতবর্ণ হইলে ব্রাহ্মণদিগের বিনাশ, রক্তের আভাবিশিষ্ট হইলে ক্ষত্রিয়গণের, পীতবর্ণে বৈশ্যের এবং কৃষ্ণবর্ণ হইলে শূদ্রের নাশ হয়। গ্রীষ্মকালে সূর্য্যমণ্ডল রক্তবর্ণ হইলে প্রাণীদিগের ভয়, বর্ষাকালে কৃষ্ণবর্ণ হইলে অনাবৃষ্টি এবং হেমন্তকালে পীতবর্ণ হইলে রোগভয় হয়। যদি বর্ষাকালে সূর্য্যমণ্ডল ইন্দ্রচাপ দ্বারা খণ্ডিতদেহরূপে অবলোকিত হয়, তাহা হইলে রাজগণের বিরোধ হইয়া থাকে। কিন্তু উহা নির্ম্মল কিরণবিশিষ্ট হইলে শীঘ্রই বৃষ্টি হয়। যদি বর্ষাকালে সূর্য্যমণ্ডল শিরীষপুষ্পের আভাবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে সদ্যোবৃষ্টি এবং ময়ূরপুচ্ছের ন্যায় আভাযুক্ত হইলে দ্বাদশ বর্ষ অনাবৃষ্টি হইয়া থাকে। সূর্য্যমণ্ডল শ্যামবর্ণ হইলে দেশে কীটভয় ও ভস্মতুল্য বর্ণবিশিষ্ট হইলে পররাষ্ট্র হইতে ভয় হয়। শুক্ল, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণ এই বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে যে কোন প্রকার বর্ণের একটী চিহ্ন যদি সূর্য্যমণ্ডলে দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে দুর্ভিক্ষ, দুইটী হইলে রাজার বিনাশ, তদধিক দৃষ্ট হইলে ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের বিনাশ এবং নানা প্রকার অমঙ্গল ঘটে। সূর্য্যমণ্ডল নানাবর্ণে রঞ্জিত বা ধূম্রবর্ণ হইলে যদি শীঘ্র বৃষ্টি না হয়, তাহা হইলে যুদ্ধবিগ্রহাদি দ্বারা সমস্ত পৃথিবী বিত্রস্তা হয়। যদি ছত্র, ধ্বজ ও চামর প্রভৃতি চিহ্ন দ্বারা সূর্য্যমণ্ডল বিদ্ধ হয়, তাহা হইলে রাজপরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে এবং উহা স্ফুলিঙ্গ বা ধূমাদি দ্বারা আচ্ছন্ন হইলে লোকসকলের মৃত্যু হয়। সূর্য্যমণ্ডল ঘটাকার দৃষ্ট হইলে প্রাণিগণ ক্ষুধার জ্বালায় প্রাণত্যাগ করে, খণ্ডাকার হইলে রাজার বিনাশ, কিরণহীন হইলে ভয়, তোরণরূপ হইলে নগরবিনাশ, এবং ছত্রাকার হইলে দেশ বিনাশ হয়। সূর্য্যমণ্ডলে যদি কৃষ্ণবর্ণ রেখা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে প্রথমে রাজার বিনাশ এবং পরিশেষে মন্ত্রীর বিনাশ হইয়া থাকে। ইত্যাদি রূপ সূর্য্যমণ্ডলের লক্ষণ দ্বারা দেশ, রাজা, ও পৃথিবীস্থ প্রাণিসমূহের শুভাশুভ নিরূপণ করিতে হয়। (বৃহৎস° ৩অ°) ব্রাহ্মণাদি সকলেই প্রাতর্ম্মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালে সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থিতা গায়ত্রীর ধ্যান করিয়া তাঁহার জপ করিয়া থাকেন। তান্ত্রিক সন্ধ্যাতে সূর্য্যমণ্ডলে অভীষ্ট দেবীর চিন্তা করিয়া গায়ত্রী জপ করিতে হয়।

সূর্য্যমন্দির, সূর্য্যদেবের মন্দির। ভারতবর্ষের নানাস্থানে সূর্য্যমন্দির আছে, তন্মধ্যে মূলতান, কোণার্ক ও ভিন্মালের সূর্য্যমন্দির প্রধান ও প্রসিদ্ধ। মূলতান ও কোণার্ক শব্দে তথাকার সূর্য্যমন্দিরের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। এখানে ভিন্মালের সূর্য্যমন্দিরের পরিচয় দেওয়া গেল;—খৃষ্টীয় ষষ্ঠ হইতে নবম শতাব্দী পর্য্যন্ত যে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ শ্রীমালে গুজরাটের গুর্জ্জরদিগের রাজধানী ছিল, তাহার অপর নাম ভীল্লমাল। ইহা আবুশৈলশ্রেণীর প্রায় পঞ্চাশ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এস্থানে প্রাচীন ভারতের বহু গৌরব-স্মৃতি এখনও বিদ্যমান। এখানকার বিধ্বস্ত সূর্য্য-মন্দিরটি এখনও দর্শকের হৃদয়ে অদ্ভুতপূর্ব্ব বিস্ময়ের সঞ্চার করিয়া থাকে।

সহরের দক্ষিণাংশে, বিধ্বস্ত গুজরাট্ সিংহদ্বারের প্রায় অশীতি গজ পূর্ব্বদিকে, একটি ইষ্টক-বিনির্ম্মিত স্তূপের উপর ইহার ধ্বংসা-

বশেষ বিদ্যমান। ইষ্টক-স্তূপটির উপরে কতকগুলি শ্বেত মর্ম্মর-প্রস্তরের স্তম্ভ এবং মন্দিরের ভগ্ন প্রাচীরাদির বিপুল ভগ্নাবশেষ দেখিয়া এখনও ইহার অতীত গৌরব বেশ বুঝিতে পারা যায়। স্তূপের ইষ্টকগুলির অধিকাংশই ১′ ১৬″×১′×৩″ ইহা হইতে অনুমান হয় মন্দির অপেক্ষাও মন্দিরের আসনটি প্রাচীনতর। মুলতানের ন্যায় সম্ভবতঃ এখানেও কোন বৌদ্ধমন্দির ভাঙ্গিয়া বা স্তূপের উপর সূর্য্যোপাসক শ্বেত হূণগণ আপনাদিগের প্রতিপত্তির দিনে জগৎ স্বামীর (সূর্য্যের) মন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু এসম্বন্ধে অন্য কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। বর্ত্তমানে এই স্তূপটি প্রায় ৪২′ প্রশস্ত ৬০′ দীর্ঘ এবং ২০′ উচ্চ। মন্দিরটির উত্তর প্রান্ত এবং উত্তরপশ্চিম কোণ এক প্রকার ঠিকই আছে বলিয়া মনে হয়। প্রধান কক্ষটির পূর্ব্বদ্বার, ইহার দক্ষিণ দিকস্থ স্তম্ভগুলি, ইহার গুম্বুজ এবং মন্দিরের দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকে বহিঃপ্রাচীরটি একেবারেই তিরোহিত হইয়াছে। মন্দির-কক্ষের এবং প্রধান কক্ষ হইতে ইহাতে প্রবেশ করিবার যে পথ আছে, তাহার ছাদের উপর কতকগুলি বিশৃঙ্খল ইষ্টক স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাই মন্দিরচূড়ার এবং দ্বিতলের শেষ নিদর্শন। ত্রিবিধ পদার্থে এই মন্দিরটি নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রধান কক্ষের স্তম্ভগুলি শ্বেত মর্ম্মরপ্রস্তরে বিনির্ম্মিত দেব-কক্ষের এবং ইহার উত্তর দিক ঘুরিয়া যে একটি রাস্তা গিয়াছে, তাহার প্রাচীরগুলি এক প্রকার ঈষৎ লাল প্রস্তরে এবং চূড়ার অভ্যন্তর ভাগ এবং দ্বিতলস্থ আরও কতকগুলি প্রকোষ্ঠ ইষ্টক-নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। প্রাচীন পূর্ব্বদ্বার হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় মন্দিরের পাদদেশ পর্য্যন্ত স্তূপটিকে কাটিয়া ফেলা হইয়াছে। ইহাতে অনেক গুলি স্তম্ভই পড়িয়া গিয়াছে এবং প্রবেশপথটির চিহ্নও এক প্রকার বিলুপ্তই হইয়াছে। পূর্ব্বদ্বার দিয়া প্রবেশ করিলে প্রথমেই পূর্ব্বদিকে দুইটি স্তম্ভ এবং ইহাদিগের উত্তরে আর একটি স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রধান কক্ষের গুম্বুজটি ইহাদিগের উপর অবস্থিত ছিল। পূর্ব্বদিকে গুম্বুজটির নিম্নতম অংশের সামান্য একটু চিহ্নমাত্র আছে। এতদ্ব্যতীত ইহার কি ইহার ছাদের আর কোন নিদর্শনই এখন দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রধান কক্ষটির মধ্যদেশ হইতে এখন একেবারেই আকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বদিকের অপেক্ষা দক্ষিণ দিকের অবস্থা আরও শোচনীয়। বহিঃপ্রাচীরের একখানা ইষ্টক পর্য্যন্তও আজ দেখিতে পাওয়া যায় না। দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণটি, গুম্বুজের দক্ষিণদিকস্থ স্তম্ভ দুইটি এবং দক্ষিণপশ্চিম কোণের স্তম্ভগুলি একেবারেই বিলুপ্ত হইয়াছে। উত্তর দিকের অবস্থাই অপেক্ষাকৃত ভাল। যে কোণ দুটি হইতে গুম্বুজটি উঠিয়াছিল, সেই কোণ দুইটি এখনও দণ্ডায়মান আছে এবং এখনও এখানে প্রাচীর-গাত্রে খোদিত সারিবাঁধা কতকগুলি উত্তর-মুখী সুন্দর স্ত্রী-মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তর দিক্‌কার মধ্যস্তম্ভ দুইটি এবং দুই কোণের স্তম্ভ দুইটিও দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ইহাদের বহির্ভাগে চারিফিট্ প্রশস্ত এবং ১১ ফিট্ উচ্চ একটি রাস্তা আছে, এই রাস্তার বহির্দ্দেশে মন্দিরের উত্তর প্রান্তস্থ প্রাচীরটি এখনও দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ইহার গাত্রে একটি গবাক্ষসংলগ্ন বারেন্দা আছে। এই বারেন্দায় শ্বেতমর্ম্মর পাথরের বসিবার আসন এবং শ্বেত স্তম্ভগুলি এখনও কালের সংহারিণী শক্তি উপেক্ষা করিয়া বিদ্যমান রহিয়াছে। উত্তরবর্ত্তী পথটির পশ্চিম প্রান্তে বেশ একটি সুন্দর ও সুসজ্জিত গোকল (নিভৃত কক্ষের মত) আছে। ইহা ৩½ ফিট্ প্রশস্ত এবং ইহার পার্শ্ব স্তম্ভগুলি ৩⅛ ফিট্ উচ্চ। গুম্বুজটির পশ্চিম দিক্‌কার মধ্য স্তম্ভ দুইটিও বর্ত্তমান আছে। ইহাদিগের প্রায় তিন ফিট্ পশ্চিমে পাশাপাশিভাবে নির্ম্মিত আরও দুইটি স্তম্ভ আছে। মন্দিরের প্রবেশপথের গুম্বুজটি ইহাদের উপর অবস্থিত ছিল। কারুকার্য্য-শোভিত পার্শ্বস্তম্ভগুলি একটি দেবমূর্ত্তি এবং মন্দিরদ্বারের চৌকাঠের উপরিস্থ কাষ্ঠখণ্ড এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু মন্দিরটির ছাদ একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে এবং ইহার দক্ষিণ দিকে চূড়ার যে ভিত্তি ছিল, তাহার 'প্রদক্ষিণ' পথটি এবং মন্দিরের বহিঃপ্রাচীরটি একেবারেই অন্তর্হিত হইয়াছে। উত্তর দিক্‌কার অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল। যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পীত ও লোহিত প্রস্তরখণ্ডে চূড়াভিত্তিটি গ্রথিত হইয়াছিল, এখনও তাহা বিদ্যমান আছে। উত্তর প্রাচীরের মধ্যদেশে যে নিভৃত কক্ষটি নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার স্তম্ভগুলি এবং 'প্রদক্ষিণ' পথটি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, এই পথটি এবং মন্দিরের বহিঃপ্রাচীরটি উত্তরপশ্চিম কোণে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। পশ্চিম প্রাচীরের কোন চিহ্নই আজ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান নাই। মন্দিরের স্তম্ভগুলি যেমন বিরাট্ তেমনই সুন্দর। ইহাদিগের গঠন-প্রণালীতে সৌন্দর্য্য ও শিল্পজ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

এই মন্দিরের নির্ম্মাণ ও প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে নানারূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে। স্থানীয় লোকেরা নিম্নলিখিত গল্পটি বলিয়া থাকে। চন্দ্রবংশীয় নহুষ রাজার পুত্র, সুবিখ্যাত যযাতি এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। শর্ম্মিষ্ঠা ও দেবযানী নাম্নী মহিষীদ্বয়কে লইয়া তিনি শ্রীমালে আগমন করেন এবং সূর্য্যদেবের প্রিয় কোন একস্থানে বসিয়া কঠোর তপস্যা করিতে আরম্ভ করেন। ক্রমে তাঁহার ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া দেবতা সশরীরে আসিয়া তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হন এবং বর গ্রহণ করিতে আদেশ করেন। তখন যযাতি দেবতার স্বরূপ দেখিবার জন্য দিব্য দৃষ্টি প্রার্থনা করিলেন। এই বর প্রদান করিয়া সূর্য্য দ্বিতীয় বর

প্রার্থনা করিতে বলিলেন। যযাতি কহিলেন স্বর্গে আর আমার স্পৃহা নাই; সংসার-সুখভোগের আর আমার বাসনা নাই। অতএব আমার নিজের আর চাহিবার কিছুই নাই, কিন্তু একটি ইচ্ছা আছে, প্রভো! শ্রীমালপুরের কল্যাণের জন্য আপনি স্বরূপে এখানে অবস্থান করুন, দ্বিতীয় বরে আমি এই প্রার্থনা করিতেছি। দেবতা সম্মত হইলেন। তখন দেবতার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজার জন্য একজন সৌর ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত করা হইল। সূর্য্য বলিয়াছেন, আমি জগতের একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া আমায় জগৎস্বামী বলিয়া ডাকিও। তদনুসারে এই মন্দিরের নাম 'জগৎস্বামি-মন্দির' হইয়াছে। স্থানীয় ব্রাহ্মণদিগের মুখে শুনিতে পাওয়া যায় যে, মূর্ত্তিটি প্রথমে কাষ্ঠে নির্ম্মিত হইয়াছিল, এবং সেই দারুমূর্ত্তি এখনও উত্তর গুজরাটে পাটনের লক্ষ্মীমন্দিরে বিদ্যমান আছে। দ্বিতীয় এক প্রবাদ অনুসারে মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতার নাম শ্রীপুঞ্জ বা যগসোম। ইহার সম্বন্ধেও দুই প্রকারের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। প্রথম মতে ইহার প্রকৃত নাম কণক এবং ইনি কাশ্মীর হইতে আগমন করেন। দ্বিতীয় মতানুসারে ইনি যশাবলবংশীয় ও কাশ্মীরের রাজা ছিলেন। কুমারপালের সময়ের (১১৮৬ খৃঃ অব্দ) প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে ইনি আসিয়া ভীন্‌মালে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার মন্দিরপ্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে ঐ স্থানে এইরূপ গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। ইহার উদরে একটি জীবন্ত সর্প প্রবেশ করিয়া ইহাকে অস্থির করিয়া তোলে। তীর্থভ্রমণোপলক্ষে কাশ্মীর হইতে দ্বারকার পথে তিনি ভীন্‌মালের দক্ষিণ দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হন। এই স্থানে যখন তিনি নিদ্রিত ছিলেন, তখন সর্পটি তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসে। ঠিক এমনই সময়ে দ্বারের সম্মুখস্থ একটি গহ্বর হইতে দ্বিতীয় একটি সর্প বাহির হইয়া আসিয়া এই উদরাগত সর্পটিকে বলিল, রাজাকে আর যন্ত্রণা না দিয়া তোমার চলিয়া যাওয়া উচিত। উত্তর হইল "তোমার গর্ত্তের ভিতর সুন্দর একটি মণি আছে। তুমি কি ইহা ছাড়িয়া যাইতে পার? তা যখন পার না, আমায় তবে কেন আমার বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে বলিতেছ?" তখন ক্রুদ্ধ হইয়া গহ্বরাগত সর্প বলিয়া উঠিল, "রাজার কোন লোক যদি নিকটে থাকে, তবে সে শুনিয়া রাখুক। কীর গাছের নীচে যে একটি লতা জন্মে, সেই লতার ফুল এবং এই গাছের কয়েকটি পাতা একত্র সিদ্ধ করিয়া যদি কেহ রাজাকে খাইতে দেয়, তবেই তাঁহার উদরস্থ সর্প বিনষ্ট হইবে।" উদরবাসী সর্পও উত্তর করিল "আর কোন লোক যদি নিকটে থাকে, তবে সে ইহাও শুনিয়া রাখুক যে, ইহার গহ্বরে গরম তৈল নিক্ষেপ করিলেই ইহার মৃত্যু হইবে এবং প্রভূত ধন তাহার হস্তগত হইবে।" নিকটেই রাজার একটি চতুর কায়স্থ কর্ম্মচারী ছিল। সে সকলই শুনিতে পাইল। তৎক্ষণাৎ সে 'কীর' গাছটি খুঁজিয়া লইয়া ও তাহার নিম্নস্থ লতার ফুল আনিয়া যথাবিহিত ঔষধ প্রস্তুত করিয়া রাজাকে সেবন করিতে দিল। তখন উদরস্থ সর্পের মৃত্যুযন্ত্রণায় রাজাকেও আকুল করিয়া তুলিল। বেদনায় অস্থির হইয়া তিনি কায়স্থের প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সেই আদেশ কার্য্যে পরিণত হইল। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই রাজার মুখ দিয়া মৃতসর্প বাহির হইয়া পড়িল এবং কায়স্থের সাধু উদ্দেশ্য ও ঔষধের গুণ জানিয়া প্রদত্ত শাস্তির জন্য রাজা বড়ই অনুতপ্ত হইলেন। শেষে বলিলেন, যে লোক এমন গুণী ছিল, তাহার কাগজ পত্র খুঁজিয়া দেখিলে আরও কত মূল্যবান্ জিনিষ পাওয়া যাইতে পারে। তদনুসারে কার্য্যারম্ভ হইল। সর্পদ্বয়ের মুখে যাহা যাহা শুনিয়াছিল, তখনই কায়স্থ তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। কাজেই অনুসন্ধানের ফলে গহ্বরস্থ সর্পের মরণরহস্য এবং ধনলাভের কথা জানিতে পারা গেল। তদনুসারে গরম তৈল ঢালিয়া উপকারী সর্পটিকে বিনাশ ও তাহার রক্ষিত ধন হস্তগত করা হইল। তৎপরে কায়স্থদিগের নিহত সর্পদ্বয়ের আত্মার সন্তুষ্টি-সাধনের জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করান হইল এবং অবশিষ্ট অর্থ দ্বারা একটি সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া সূর্য্যমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করা হইল। ইহার পরে দ্বিতলের নয়টি কক্ষ বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। স্থানীয় প্রবাদ অনুসারে এই সূর্য্যমন্দির সম্বৎ ২২২ অব্দে (১৬৬ খৃঃ অব্দে) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

সূর্য্যমল্ল—অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আলিগড় জেলার কোয়েল নামক স্থানে সাবিদ্ খাঁ যে মুসলমানরাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁহার মৃত্যুর পরে মহারাষ্ট্রগণ এবং জাট্‌গণ সেই বংশের ধ্বংস-সাধন করে, ফরক্কাবাদের আফ্‌গানদিগের সঙ্গে যুদ্ধে তাঁহার সহায়তা করিবার জন্য সফ্‌দার জঙ্গ জাটদিগকে আহ্বান করেন। এই ভাবে দোয়াবপ্রদেশে ইহাদিগের প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়; এবং সেই সুযোগে ক্রমশই তাহারা আপনাদিগের আধিপত্য বিস্তার করিতে থাকে। ১৭৫৭ খৃঃ অব্দে ইহাদিগের দলপতি সূর্য্যমল্ল সাবিদ্ খাঁর নামানুসারে সাবিদ্‌গড় নামধেয় প্রাচীন লোদিদুর্গটি অধিকার করিয়া বসেন, এবং ইহার 'রামগড়' এই নামকরণ করেন। এখনও ইহার নিকটবর্ত্তী একটি গ্রাম এই নামেই পরিচিত হইতেছে। ক্রমে ক্রমে চতুর্দ্দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত জাট্‌দিগের প্রাধান্য বিস্তৃত হইয়া পড়িল। কোয়েল সহরের প্রায় দুই মাইল উত্তরে এই দুর্গটি অবস্থিত। মথুরা এবং আগ্রা হইতে দিল্লী ও রোহিলখণ্ডের দিকে যে সকল রাজবর্ত্ম বিস্তৃত হইয়াছে, সে সকলই আসিয়া এখানে মিলিত হইয়াছে। ১৭৫৭ খৃঃ অব্দে মুরসান্‌রাজ রূপসিংহকে বিতাড়িত করিয়া সূর্য্যমল্ল এই রাজ্য

অধিকার করেন কিন্তু ১৭৬১ খৃঃ অব্দে সুপাসিংহ আবার স্বীয় রাজ্য হস্তগত করেন।

রামগড় অধিকারের পর দুই বৎসর অতীত হইতে না হইতেই ১৭৫৯ খৃঃ অব্দে আহম্মদ শা আব্দালী আসিয়া কোয়েল হইতে সূর্য্যমল্লকে বিতাড়িত করিলেন। কিন্তু আবার যখন দুরানি কান্দাহারে ফিরিয়া গেলেন, অমনই আপনার জাট্‌সৈন্য লইয়া সূর্য্যমল্ল যমুনা পার হইয়া আসিলেন এবং আগ্রা অধিকার করিয়া দোয়াবের দিকে অগ্রসর হইলেন। রোহিলাসর্দ্দার নজীব-উদ্দৌলা যমুনা তীরবর্ত্তী ভগ্পল এবং জেবনামক স্থানের মধ্যস্থলে আসিয়া তাঁহার গতিরোধ করিলেন। কিন্তু তাঁহার সৈন্যসংখ্যা কম ছিল বলিয়া কিছুদিন পরে তিনি উত্তরদিকে সরিয়া যাওয়াই যুক্তিসঙ্গত মনে করিলেন। সূর্য্যমল্লও অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া মীরাট্‌ জেলার, হিন্দাল নদীর তীরবর্ত্তী সহোদর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন। আর বাকী সৈন্যদল লইয়া তাঁহার পুত্র জবাহীর যাইয়া সিকন্দ্রা অধিকার করিলেন। একদিন সহোদরে মৃগয়া করিবার সময় অকস্মাৎ মোগলসৈন্য আসিয়া সূর্য্যমল্লকে বেষ্টন করিল। অল্পকাল যুদ্ধের পরেই সসৈন্যে জাঠাধিপতি বিনষ্ট হইলেন। ধ্বজাগ্রে তাঁহার মস্তক প্রদর্শন করিয়া মোগল-সৈন্য অগ্রসর হইতে লাগিল। ভীত হইয়া জাঠসৈন্য দোয়াব বিজয়ের আশা ত্যাগ করিয়া দেশে পলাইয়া গেল। সূর্য্য-মল্লের মৃত্যুর পরে তদীয় পুত্র জবাহীর জাঠদিগের দলপতি হইয়াছিলেন। (১৭৬৪-৬৫ খৃঃ অব্দে)

সূর্য্যমল্ল—গুজরাট্‌ জেলার লুণাবাদ গদির দাবী করিয়া সূর্য্যমল্ল-নামক কোন একজন লোক কতকগুলি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া লুণাবাদরাজকে আক্রমণ করে। কিন্তু পরাজিত হইয়া পালি-নামক গ্রামে যাইয়া আশ্রয় লয়। ১৮৫৭ খৃঃ অব্দের সিপাহি-বিদ্রোহের সময় লেফ্‌টেনাণ্ট আলবান্‌ যখন ঐ খানে উপস্থিত হন, তখন এই লোকটা তাঁহাকে বাধা প্রদান করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। ফলে গ্রামটি ভস্মীভূত করা হয়।

সূর্য্যমাল (পুং) শিব। (ভারত শিবসহস্র°)

সূর্য্যমাস (পুং) সৌরমাস। *

সূর্য্যরথ (পুং) সূর্য্যের রথ। (ভাগ° ৫।২০।৩০)

সূর্য্যরশ্মি (পুং) সূর্য্যের কিরণ। সূর্য্যরশ্মি স্পর্শে শরীর পবিত্র হয়।

"মক্ষিকাবিপ্রুষশ্ছায়া গৌরশ্বঃ সূর্য্যরশ্ময়ঃ।
রজোভূর্ব্বায়ুরগ্নিশ্চ স্পর্শে মেধ্যানি নির্দ্দিশেৎ॥"
(মনু ৫।১৩৩)

(ত্রি) ২ সূর্য্যের রশ্মির ন্যায় রশ্মিবিশিষ্ট। "সূর্য্যরশ্মির্হরিকেশঃ পুরস্তাৎসবিতা" (ঋক্‌ ১০।১৩৯।১) 'সূর্য্যরশ্মিঃ সূর্য্যস্য সর্ব্বস্য প্রেরকস্য আদিত্যস্য রশ্মিরিব রশ্মির্যস্য স তথোক্তঃ হরিকেশঃ' (সায়ণ)

সূর্য্যরাম, কর্ম্মবিপাকসার-প্রণেতা।

সূর্য্যর্ক্ষ (ক্লী) সূর্য্যভোগ্যং ঋক্ষং। সূর্য্যনক্ষত্র, সূর্য্যভোগ্য নক্ষত্র, সূর্য্য যে নক্ষত্রে অবস্থান করেন। সূর্য্য এক একটী রাশিতে অব-স্থান কালে সওয়া দুই নক্ষত্র ভোগ করিয়া থাকেন।

সূর্য্যর্চ্চ (স্ত্রী) সূর্য্যপ্রকাশিকা ঋক্। সূর্য্যপ্রকাশক ঋক্‌মন্ত্র। "সূর্য্যর্চ্চা ভগবন্তং হিরণ্ময়ং পুরুষমুজ্জিহানে" (ভাগ ৫।৭।১৩) 'সূর্য্যর্চ্চা সূর্য্যমণ্ডলস্থভগবৎপ্রকাশিকয়া ঋচা' (বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী)

সূর্য্যলতা (স্ত্রী) সূর্য্যপ্রিয়া লতা। আদিত্যভক্তা লতা। (রাজনি°)

সূর্য্যলোক (পুং) সূর্য্যস্য লোকঃ। সৌরভুবন। কাশীখণ্ডে এই লোকের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, সূর্য্যলোক চতুর্দ্দিকে কদম্ব পুষ্পের কেশরের ন্যায়, এই স্থান সর্ব্বদা সূর্য্যের কিরণসমূহ দ্বারা দেদীপ্যমান রহিয়াছে। এই লোকে সূর্য্য দুইটী লীলাপদ্ম ধারণ করিয়া আছেন। তাঁহার রথ ৯ সহস্র যোজন বিস্তৃত ও একচক্রবিশিষ্ট। এই রথে ৭টী অশ্ব সদা যোজিত এবং অরুণ তাহার রশ্মি ধারণ করিয়া রথোপরি উপবিষ্ট আছেন। অপ্সরা, মুনি, গন্ধর্ব্ব, সর্প, যক্ষ ও রাক্ষসগণ এই রথে অবস্থান করিতেছেন। যিনি যথাবিধানে সূর্য্যের উপাসনা করেন, তাঁহার সূর্য্যলোক প্রাপ্তি হয়। (কাশীখ° ৯ অ°)

সূর্য্যবংশ (পুং) সূর্য্যস্য বংশঃ। সূর্য্যের সন্ততি, সূর্য্য হইতে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। পুরাণে এইরূপ বিবরণ লিখিত আছে—পরমেশ্বর হইতে ব্রহ্মা, ব্রহ্মার পুত্র মরীচি, মরীচির পুত্র কশ্যপ, কশ্যপের পুত্র সূর্য্য। সূর্য্যের পুত্র বৈবস্বত মনু, ইনি সত্যযুগে রাজা ছিলেন। ত্রেতাযুগে ইঁহার পুত্র ইক্ষ্বাকু, ইনি অযোধ্যায় রাজা ছিলেন। ত্রেতা ও দ্বাপরের সন্ধিকালে শ্রীরামচন্দ্র দশরথ-পুত্ররূপে অবতীর্ণ হন। দ্বাপর যুগের প্রথমে ইঁহার পুত্র কুশ, এই কুশের বংশ সুমিত্র পর্য্যন্ত কলিযুগের হাজার বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহা হইতেই এই বংশের নিবৃত্তি হইয়াছে। যথা—

জগৎ প্রলয়ের পর একমাত্র পুরুষ পরম ব্রহ্মই বিদ্যমান ছিলেন। কল্পান্তে তদ্ব্যতীত কিছুই ছিল না। পুনরায়

সৃষ্টির প্রয়াসে সেই পরম পুরুষের নাভি হইতে একটী হিরণ্ময় পদ্মকোষ উদ্গত হয়। তাহাতে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা উৎপন্ন হন। ঐ ব্রহ্মার মন হইতে মরীচির জন্ম হয়। তাঁহার পুত্র কশ্যপ, ঐ কশ্যপের পত্নী দক্ষ-কন্যা অদিতি। তাঁহার গর্ভে কশ্যপের ঔরসে সূর্য্যের জন্ম। সেই সূর্য্য হইতে সংজ্ঞার গর্ভে মনু জন্ম গ্রহণ করেন। মনু অনপত্য ছিলেন। বশিষ্ঠ ইঁহার পুত্র কামনায় মিত্রাবরুণের উদ্দেশে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। মনুর ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি ১০টী পুত্র হয়।

ইক্ষ্বাকুবংশ—ইক্ষ্বাকুর বংশ অতি বিস্তীর্ণ। ইক্ষ্বাকুর এক শত পুত্র হয়, এই পুত্রগণের মধ্যে বিকুক্ষি, নিমি প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ। এই শত পুত্রের মধ্যে পঞ্চবিংশতি বিন্ধ্য ও হিমালয় পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী আর্য্যাবর্ত্তসম্মুখে সমুদ্র পর্য্যন্ত এক এক মণ্ডলে রাজত্ব করেন। সেইরূপ পশ্চাতেও ২৫ জন, কিন্তু মধ্যস্থলে জ্যেষ্ঠ তিন জন এবং অন্যান্য ভাগে অন্যান্য পুত্রেরা রাজত্ব করিয়াছিলেন।

ইক্ষ্বাকু
বিকুক্ষি — নিমি — দণ্ডক
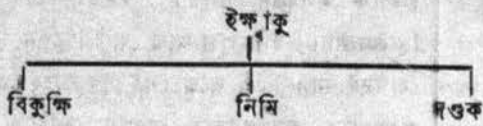
বিকুক্ষি পিতার আদেশে শ্রাদ্ধের জন্য মাংস আনিতে বনে যান, তথায় প্রথমে স্বয়ং মাংসভোজন করিয়া সেই মাংস আনিয়া দেন। তাঁহার পিতা বশিষ্ঠের নিকট এই সংবাদ অবগত হইয়া তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করেন। পিতার মৃত্যুর পর ইনি স্বদেশে আগমন করিয়া 'শশাদ' নামে বিখ্যাত হইয়া পিতৃরাজ্য শাসন করেন।

শশাদ (বিকুক্ষির নামান্তর)
|
পুরঞ্জয় (এই পুরঞ্জয় ইন্দ্রবাহ বা কুকুৎস্থ নামে অভিহিত হইবেন।)
|
অনেনাঃ
|
পৃথু
|
বিশ্বগন্ধি
|
চন্দ্র
|
যুবনাশ্ব
|
শ্রাবস্ত (ইনি শ্রাবস্তী পুরী প্রতিষ্ঠা করেন)
|
বৃহদশ্ব
|
(ধুন্ধুমার) কুবলয়াশ্ব (এই রাজা ঋষিশ্রেষ্ঠ উতঙ্কের প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিয়া এক বিংশতি সহস্র পুত্রে পরিবৃত হইয়া ধুন্ধুনামক অসুরকে সংহার করেন। এই জন্য ইঁহার নাম ধুন্ধুমার হয়। পরে ইঁহার পুত্রগণ ইঁহার মুখাগ্নিতে ভস্মীভূত হন, কেবল মাত্র তিন জন অবশিষ্ট ছিলেন।)
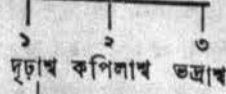
কুবলয়াশ্ব
১ দৃঢ়াশ্ব — ২ কপিলাশ্ব — ৩ ভদ্রাশ্ব
|
হর্য্যশ্ব
|
নিকুম্ভ
|
বহুলাশ্ব
|
কৃশাশ্ব
|
সেনজিৎ
|
যুবনাশ্ব — এই যুবনাশ্ব অনপত্য ছিলেন, এই জন্য বনে গমন করেন। তাঁহার একশত পত্নী ছিল, তিনি পুত্রাভাবে সর্ব্বদা বিষণ্ণ থাকিতেন। ঋষিগণ তাঁহার পুত্রোৎপত্তির জন্য ইন্দ্রদৈবত যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। একদা রাত্রিতে রাজা অত্যন্ত পিপাসাতুর হইয়া যজ্ঞীয় শান্তিকলসের জল পান করেন। পরদিন প্রাতে ঋত্বিক্‌গণ ইহা জানিয়া তাঁহাকে কহিলেন, আপনার দেহ হইতেই পুত্র হইবে। পরে কালপূর্ণ হইলে যুবনাশ্বের দক্ষিণ কুক্ষি ভেদ করিয়া এক পুত্র হয়। এই পুত্র জন্ম গ্রহণ করিবামাত্রই রোদন করেন। তখন দেবরাজ তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! রোদন করিও না, "মাং ধাতা" অর্থাৎ 'আমাকে ধারণ করিবে' বলিয়া তর্জ্জনী তাঁহাকে প্রদান করেন। এই যুবনাশ্ব দেবতা ও ব্রাহ্মণের প্রসাদে মৃত্যুমুখে পতিত না হইয়া তপস্যা দ্বারা সেই স্থানেই সিদ্ধিলাভ করেন।
|
মান্ধাতা — (ত্রসদস্যু) [বিশেষ বিবরণ মান্ধাতা শব্দে দেখ] ইঁহার পত্নী ইন্দুমতী। যতদূর সূর্য্য বিচরণ করেন, ততদূর পর্য্যন্ত ইঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। ইঁহার তিন পুত্র এবং ৫০টী কন্যা হয়।
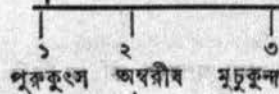
১ পুরুকুৎস — ২ অম্বরীষ — ৩ মুচুকুন্দ
অম্বরীষ
|
যুবনাশ্ব • এই তিন জন মান্ধাতৃবংশের প্রধান, ইঁহাদিগের নাম করিলে সর্পভয় থাকে না।
|
হারীত
|
পুরুকুৎস
|
ত্রসদস্যু
|
অনরণ্য

অনরণ্য
|
হর্য্যশ্ব
|
প্রারুণ
|
ত্রিবন্ধন
|
সত্যব্রত — ইঁহার নামান্তর ত্রিশঙ্কু। পিতার অসন্তোষোৎপাদন, গুরুর দুগ্ধবতী ধেনুবধকরণ, এবং প্রোক্ষিত মাংস সেবন, এই তিনটী দোষ থাকাতে ইনি ত্রিশঙ্কু নামে খ্যাত হন। পরে ইঁহার পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ দেন, এই জন্ত তিনি চাণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হন। পরে তিনি বিশ্বামিত্রের অনুগ্রহে স্বশরীরে স্বর্গে গমন করেন, এবং অদ্যাবধি আকাশস্থ হইয়া আছেন। দেবতারা তাঁহাকে স্বর্গ হইতে ফেলিয়া দিবার উপক্রম করিলে বিশ্বামিত্র স্বীয় তপোবলে তাঁহাকে স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছেন।

হরিশ্চন্দ্র — বিশ্বামিত্র হরিশ্চন্দ্রকে রাজসূয় যজ্ঞ করাইয়া তাহার দক্ষিণাচ্ছলে সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া তাঁহাকে নানাপ্রকার যন্ত্রণা দেন। তৎশ্রবণে বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে শাপ দেন যে, "অন্তায়াচরণ হেতু তুমি আড়ী পক্ষী হও" বিশ্বামিত্রও "তুমি বক হও" বলিয়া প্রতিশাপ দেন। পরে সেই আড়ী ও বকে বহুদিন ধরিয়া যুদ্ধ হয়। হরিশ্চন্দ্র অনপত্য ছিলেন। বরুণের যজ্ঞ করিয়া তিনি পুত্র লাভ করেন। [হরিশ্চন্দ্র শব্দ দেখ]

রোহিত — (হরিশ্চন্দ্র শব্দ দেখ।)
|
হরিত
|
চম্প — (ইনি চম্পানামক পুরী প্রতিষ্ঠা করেন।)
|
সুদেব
|
বিজয়
|
ভরুক
|
বৃক
|
বাহুক — শত্রুগণ বাহুকের রাজ্য অপহরণ করিলে তিনি ভার্য্যার সহিত বনগমন করেন। বনে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার পত্নী অনুমৃতা হইবার জন্ম উদ্যোগী হয়েন। ঔর্ব্ব তাঁহাকে সগর্ভা জানিয়া ইহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিলে, সপত্নীগণ হিংসাবশে ঐ গর্ভ নষ্ট করিবার জন্ম বিষ প্রদান করে। মহিষী বিষ পান করিয়া বিষের সহিত পুত্র প্রসব করেন। গর অর্থাৎ বিষের সহিত প্রসূত হইয়াছিল বলিয়া ঐ পুত্রের নাম সগর হয়। এই পুত্র মহাযশস্বী এবং সম্রাট্ হন। ইঁহার বংশ সাগরবংশ নামে খ্যাত।

সগর — রাজা সগর তালজঙ্ঘ, যবন, শক, বর্ব্বর প্রভৃতি জাতীয়দিগের প্রাণবধ করেন নাই, বিকৃতবেশ করিয়া ইহাদিগকে দেশ হইতে নির্ব্বাসন করেন। সগরের দুই স্ত্রী সুমতি ও কেশিনী। সগরের ৬০হাজার পুত্র। রাজা সগর অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে ইন্দ্র সেই অশ্ব অপহরণ করেন। সগরপুত্রগণ সেই অশ্ব অন্বেষণ করিতে গিয়া পাতালে কপিলের শাপে ভস্মীভূত হন। [সগর দেখ।]

অসমঞ্জস্—ইনি কেশিনীর তনয়, সগরের শরীর হইতেই উৎপন্ন হইয়া ছিলেন। কেবল অজ্ঞ লোকেরাই ইঁহাকে অসমঞ্জস্ বলিত। বস্তুতঃ তিনি সমঞ্জস ছিলেন না। ইনি পূর্ব্ব জন্মে যোগী ছিলেন, সঙ্গহেতু যোগভ্রষ্ট হন। এই জন্মে সেই সঙ্গ পরিহারের জন্ত আপনাকে অসমঞ্জসরূপে প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ছিলেন। তিনি লোকের উদ্বেগ জন্মাইয়া নানা প্রকারে জ্ঞাতিদিগকে পীড়িত ও তাঁহাদের পুত্রগণকে মারিয়া ফেলেন। রাজা ইহা জানিতে পারিয়া ইঁহাকে পরিত্যাগ করিবার সংকল্প করেন। তখন তিনি ঐ মৃতপুত্রদিগকে পুনর্জীবিত করিয়া রাজার নিকট প্রত্যর্পণ করেন।

অংশুমান্ — সগরের সুমতিগর্ভজাত সন্তানসমূহ বিনষ্ট হইলে এই অংশুমান্ পিতৃব্যদিগের গমনপথ দিয়া পাতালে গমনপূর্ব্বক কপিলদেবকে নানাবিধ স্তবে সন্তুষ্ট করিয়া সগরের যজ্ঞীয় অশ্ব আনয়ন করেন, এবং কপিলদেব তাঁহাকে বলেন, গঙ্গোদকের স্পর্শে তোমার এই পিতৃব্যগণ উদ্ধার পাইবেন। অংশুমান্ গঙ্গা আনয়নের চেষ্টা করেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই।

দিলীপ — দিলীপও পিতার ন্তায় গঙ্গাকে আনিবার চেষ্টা করেন, তিনিও আনিতে পারেন নাই।

ভগীরথ — ভগীরথ গঙ্গা আনয়ন করিয়া পিতৃব্যদিগকে উদ্ধার করেন। [ভগীরথ দেখ]
|
শ্রুত
|
নাভ — ইহা হইতে সিন্ধুদ্বীপ উৎপন্ন হয়।
|
অযুতায়ুঃ

ঋতুপর্ণ — ইনি নলের সখা ছিলেন। রাজা নল ইঁহাকে দ্যূতবিদ্যারহস্য দিয়া অশ্ববিদ্যা গ্রহণ করেন। প্রাতঃকালে ইঁহার নাম স্মরণীয়।

সর্ব্বকাম

সুদাস

সৌদাস — ইঁহার পত্নী দময়ন্তী। ইঁহার নামান্তর মিত্রসহ বা কল্মাষপাদ। ইঁহার পুত্র হয় নাই এবং ইনি বশিষ্ঠের শাপে রাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হন। রাজা সৌদাস ব্রাহ্মণীর শাপে স্ত্রীসম্ভোগ হইতে বঞ্চিত ছিলেন। বশিষ্ঠ তাঁহার অনুমতিক্রমে তৎপত্নীতে গর্ভাধান করেন। দময়ন্তী শতবর্ষ গর্ভ ধারণ করিয়া কিছুতেই সেই গর্ভ প্রসব করিতে না পারায় বশিষ্ঠ প্রস্তর দ্বারা সেই গর্ভ তাড়িত করেন। তাহাতে গর্ভ প্রসূত হয়। প্রস্তর দ্বারা তাড়িত হইয়াছিল বলিয়া পুত্রের নাম অশ্মক হয়।

অশ্মক

বণিক — স্ত্রীলোকেরা বেষ্টন করিয়া পরশুরামের কোপ হইতে রক্ষা করিয়া ছিলেন, এই কারণে ইঁহার এক নাম নারীকবচ হয়। পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া হইলে ইনিই ক্ষত্রিয়বংশের মূল হইয়াছিলেন, এই জন্য ইঁহার আর এক নাম মূলক।

দশরথ

ঐড়বিড়ি

বিশ্বসহ

খট্টাঙ্গ

দীর্ঘবাহু

রঘু

অজ

দশরথ

রাম | লক্ষ্মণ | ভরত | শত্রুঘ্ন

ভগবান্ বিষ্ণু দশরথের গৃহে রামাদিরূপে অবতীর্ণ হন। [রাম শব্দ দেখ]

কুশ

অতিথি

নিষধ

নিষধ

নভ

পুণ্ডরীক

ক্ষেমধন্বা

দেবানীক

হীন

পরিযাত্র

বলস্থল

বজ্রনাভ — ইনি সূর্য্যের অংশে জন্মগ্রহণ করেন।

সুগণ

বিধৃতি

হিরণ্যনাভ — ইনি জৈমিনির শিষ্য এবং যোগাচার্য্য ছিলেন। ইঁহার নিকট ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য যোগ শিক্ষা করেন।

পুষ্প

ধ্রুবসন্ধি

সুদর্শন

অগ্নিবর্ণ

শীঘ্র

মরু — ইনি যোগসিদ্ধ হইয়া কলাপগ্রামে অবস্থিতি করিতেছেন। কলিযুগের অবসানে সূর্য্যবংশ বিনষ্ট দেখিয়া পুত্রোৎপাদন দ্বারা এই বংশ পুনরায় প্রবর্ত্তিত করিবেন।

প্রসুশ্রুত

সন্ধি

অমর্ষণ

মহস্বান্

বিশ্ববাহু

প্রসেনজিৎ

তক্ষক

বৃহদ্বল — (অভিমন্যু ইঁহাকে ভারতযুদ্ধে নিহত করেন।)

বৃহদ্রণ

বৎসবৃদ্ধ — ইনি অতিশয় সৎকর্ম্মশালী।

বৎসবৃদ্ধ
|
প্রতিব্যোম
|
ভানু
|
দিবাকর
|
সহদেব
|
বৃহদশ্ব
|
ভানুমান্
|
প্রতীকাশ্ব
|
সুপ্রতীক
|
মরুদেব
|
সুনক্ষত্র
|
পুষ্কর
|
অন্তরীক্ষ
|
সুতপা
|
অমিত্রজিৎ
|
বৃহদ্রাজ
|
বর্হি
|
কৃতঞ্জয়
|
রণঞ্জয়
|
সঞ্জয়
|
শাক্য
|
শুদ্ধোদ
|
লাঙ্গল
|
প্রসেনজিৎ
|
ক্ষুদ্রক
|
সুমিত্র ইক্ষ্বাকুর বংশ সুমিত্র পর্য্যন্ত রাজত্ব করিবে।
তৎপরে এই সূর্য্যবংশ ধ্বংস হইবে।

অগ্নিপুরাণে এইরূপ সূর্য্যবংশ বর্ণিত হইয়াছে—ব্রহ্মার পুত্র মরীচি, মরীচির পুত্র কশ্যপ, এই কশ্যপ হইতে সূর্য্যের চারি স্ত্রী। রাজ্ঞী, প্রভা, সংজ্ঞা ও সুবর্ণা। রাজ্ঞী রৈবতের কন্যা, ইহার গর্ভে রেবন্ত নামে পুত্র উৎপন্ন হয় এবং প্রভা প্রভাতনামে পুত্র প্রসব করেন। বিশ্বকর্ম্মার তনয়া সংজ্ঞা, এই সংজ্ঞার গর্ভে বৈবস্বত মনু, এবং যম ও যমুনা নামে দুইটী যমজ সন্তান, ইহার মধ্যে যমুনা তনয়া, তদ্ভিন্ন শনি, তপতী বিষ্টি ও অশ্বিনী-কুমার জন্মগ্রহণ করেন। ছায়ার গর্ভে সাবর্ণি মনুর জন্ম হয়। বৈবস্বত মনুর ইক্ষ্বাকু, নাভাগ, ধৃষ্ট, শর্য্যাতি, নরিষ্যন্ত ও প্রাংশুনামে পুত্র হয়। নাভাগ হইতে ইষ্টতম, সত্তম, করূষ ও পৃষধ্র নামে মহাবলপরাক্রান্ত পুত্র জন্মে। এই সকল পুত্রগণ অযোধ্যায় রাজত্ব করেন।

মনুর ইলানামে এক কন্যা হয়। বুধের ঔরসে ইলার গর্ভে পুরূরবার জন্ম। ইলা পুরূরবাকে প্রসব করিয়া সুদ্যুম্ন রাজার সহিত সঙ্গতা হন, সুদ্যুম্নের ঔরসে উৎকল, গয় ও বিনতাশ্ব নামে তিন পুত্র হয়। এই তিন পুত্রের মধ্যে উৎকল উৎকলে, বিনতাশ্ব সমস্ত পশ্চিম দিকে এবং গয় গয়াপুরীতে রাজত্ব করেন। সুদ্যুম্ন বশিষ্ঠের আদেশে প্রতিষ্ঠান নামক পুরী প্রাপ্ত হন। এই পুরী তিনি পুরূরবাকে প্রদান করেন।

নরিষ্যন্তের পুত্র শকগণ। নাভাগের পুত্র বৈষ্ণব, ধৃষ্ট হইতে অম্বরীষ। অম্বরীষ অতিশয় প্রজারঞ্জক রাজা ছিলেন। ধৃষ্ট হইতেই ধার্ষ্টককুল উৎপন্ন হইয়াছে। শর্য্যাতির পুত্র সুকন্ন ও আনর্ত্ত। আনর্ত্তের পুত্র রৈরোহী, ইনি আনর্ত্ত দেশে রাজত্ব করেন। কুশস্থলী ইহার রাজধানী, ইঁহার কন্যার নাম রেবতী! রেবতী দ্বারাবতীতে আসিয়া বলরাম কর্ত্তৃক পত্নীরূপে গৃহীতা হন।

মনুর পুত্রগণের মধ্যে ইক্ষ্বাকুর পুত্র বিকুক্ষি ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হন। বিকুক্ষির পুত্র ককুৎস্থ, তৎপুত্র সুযোধন, তাঁহার পুত্র পৃথু, পৃথুর পুত্র বিশ্বগশ্ব, ইঁহার পুত্র আয়ু, আয়ুর পুত্র যুবনাশ্ব, তাঁহার পুত্র শ্রাবস্ত, তিনি নিজের নামানুসারে শ্রাবস্তিকা নগরী প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেই স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। শ্রাবস্তের পুত্র বৃহদশ্ব, তৎপুত্র কুবলয়াশ্ব, তিনি পুরাকালে ধুন্ধুমারত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ধুন্ধুমার নৃপতি তিন জন,—দৃঢ়াশ্ব, দণ্ড, কপিল। দৃঢ়াশ্ব হইতে হর্য্যশ্ব ও প্রমোদক, হর্য্যশ্ব হইতে নিকুম্ভ, তাঁহার পুত্র সংহতাশ্ব, তাঁহার দুই পুত্র অকৃশাশ্ব ও রণাশ্ব, রণাশ্বের পুত্র যুবনাশ্ব, তাঁহার দুই পুত্র মান্ধাতা ও মুকুন্দ। ইহার অসস্থ্য ও সম্ভূত, সম্ভূতের পুত্র সুধন্বা, তৎপুত্র ত্রিধন্বা, ত্রিধন্বার পুত্র তরুণ, তরুণের পুত্র সত্যব্রত, তৎপুত্র সত্যরথ, সত্যরথের পুত্র হরিশ্চন্দ্র, হরিশ্চন্দ্র হইতে রোহিতাশ্ব, তাঁহার পুত্র বৃক, তৎপুত্র বাহু, বাহুর পুত্র সগর। সগরের পত্নীর নাম প্রভা, ইনি ৬০ হাজার পুত্র প্রসব করেন। ঔর্ব্ব মুনি সন্তুষ্ট হইয়া বর প্রদান করিলে সগরের ঔরসে অসমঞ্জনামে পুত্র হয়। সগরের ৬০ হাজার পুত্র পৃথিবী খনন করিতে করিতে কপিল মুনির শাপে ভস্ম হন। অসমঞ্জের পুত্র অংশুমান্, তৎপুত্র দিলীপ, দিলীপের পুত্র ভগীরথ, এই ভগীরথই মহী-

তলে গঙ্গা আনয়ন করিয়া ছিলেন। ভগীরথের পুত্র নাভাগ, তাহা হইতে অম্বরীষ, অম্বরীষের পুত্র সিন্ধুদ্বীপ, তৎপুত্র শ্রুতায়ু, শ্রুতায়ুর পুত্র ঋতুপর্ণ, তাঁহার পুত্র কল্মাসপাদ, তৎপুত্র সর্ব্বকর্ম্মা, তাঁহার পুত্র অনরণ্য, তৎপুত্র নিঘ্ন, নিঘ্ন হইতে অনমিত্র, তাঁহার পুত্র রঘু, তৎপুত্র দিলীপ, দিলীপের পুত্র অজ, অজ হইতে দীর্ঘবাহু, তৎপুত্র অজপাল, তাঁহার পুত্র দশরথ, এই দশরথের গৃহে ভগবান্ বিষ্ণু রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন এই চারি মূর্ত্তিতে জন্ম গ্রহণ করেন। বাল্মীকি নারদের আদেশে ইঁহারই চরিত্র অবলম্বন করিয়া রামায়ণ রচনা করেন। সীতার গর্ভে রামচন্দ্রের কুশ-লব নামে যমজ দুই পুত্র হয়। এই কুশের পুত্র অতিথি। ইঁহার পুত্র নিষধ, নিষধের পুত্র নল, নল হইতে নভ, নভের পুত্র পুণ্ডরীক, ইঁহার পুত্র সুধন্বা, তৎপুত্র দেবানীক, তৎপুত্র অহীনাশ্ব, তাঁহার পুত্র সহস্রাশ্ব, তৎপুত্র চন্দ্রলোক, তৎপুত্র তারাপীড়, তারাপীড়ের পুত্র চন্দ্রপর্ব্বত, তৎপুত্র ভানুরথ, তৎপুত্র শ্রুতায়ুঃ।

এই সকল রাজগণ ইক্ষ্বাকুর বংশধর এবং ইঁহারাই সূর্য্যবংশ বলিয়া জগতে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। (অগ্নিপু° ২৮৩ অ°)

সূর্য্যবংশের বিবরণ মৎস্যপুরাণের ১১ অধ্যায়ে ও গরুড়পুরাণের ১২১ অধ্যায়ে বিস্তৃত ভাবে লিখিত আছে।

সূর্য্যবংশী, বর্ত্তমান রাজপুতদিগের একটি শাখা। অযোধ্যার সুবিখ্যাত সূর্য্যবংশ হইতে উদ্ভূত বলিয়া ইঁহারা আত্মপরিচয় প্রদান করেন। নেপালের মল্লরাজবংশও এইরূপ দাবী করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, হিউয়েন সিআং সূর্য্যবংশের লিচ্ছবি নামক শাখাসম্ভূত যে অংশুবর্ম্মাকে বৈশালীতে রাজত্ব করিতে দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা সেই অংশুবর্ম্মার বংশধর। যে প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া কর্ণেল টড্ সূর্য্যবংশীয়দিগের ইতিহাস লিখিয়াছেন, সেই প্রবাদ অনুসারে ২২৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত সূর্য্যবংশীয়গণ অযোধ্যায় রাজত্ব করিতেছিলেন এবং এই বর্ষে তদানীন্তন রাজা কনকসেন বহুসংখ্যক অনুচর লইয়া পশ্চিমাভিমুখে অযোধ্যা হইতে গুজরাটে গমন করেন। তৎপরে সূর্য্যবংশীয়গণ ক্রমে ক্রমে চিতোরে যাইয়া উপস্থিত হন। কিন্তু ইঁহাদিগের অযোধ্যাত্যাগের সময় লইয়া কিছু গোলযোগ আছে। কারণ, সুবিখ্যাত উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্যের অযোধ্যাদর্শন সম্বন্ধে যে, জনশ্রুতি বহুলোকের মুখে মুখে প্রচারিত হইয়া আসিতেছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, অযোধ্যায় যাইয়া তিনি দেখিতে পান যে ইহা একেবারে বিজন অরণ্যে পরিণত হইয়াছে এবং বহুকষ্টে পূর্ব্বতন দেবমন্দির ও রাজপ্রাসাদের স্থান নির্ণয় করিয়া সেই স্থানে তিনি নূতন অযোধ্যার প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা খৃঃ পূঃ ৫০ অব্দের পরে হইতে পারে না। যাহা হউক, সূর্য্যবংশের অযোধ্যাত্যাগ সম্বন্ধে এই একটি মাত্র জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিতে হয়।

বর্ত্তমান সময়ে চিতোর ব্যতীত উত্তর পশ্চিম প্রদেশের বহু স্থানে সূর্য্যবংশীয় লোক দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহাদের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কেহ সূর্য্যবংশীয় কি না তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। অধ্যাপক ভাণ্ডারকর নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিয়াছেন যে, মেবারের রাণাগণ পর্য্যন্ত রামচন্দ্রের বংশধর নহেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা মূলত-ব্রাহ্মণ। ইঁহাদিগেরই যখন এই অবস্থা তখন অপরের সম্বন্ধে ত সবিশেষ সন্দেহ হইবারই কথা। দৃষ্টান্তস্বরূপ খেরি জেলায় খয়েরাগড় পরগণায় পাহাড়ী ছত্রীরাজগণের কথা ধরা যাইতে পারে। ইঁহারা নিম্নলিখিতরূপ আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন—

ইঁহাদের বংশ রাজা সুথুরতের সময় পর্য্যন্ত সরস্বতী নামক স্থানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র মর্দ্দনদেব লোকজন লইয়া অযোধ্যায় গমন করেন। এখানে তিনি ১৮ পুরুষ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিতে থাকেন। তাঁহার পরে মিত্রসেন ভারতখণ্ডের রাজা হইয়া বসেন এবং ১৮ পুরুষ রাজত্ব করিবার পরে তাঁহারা কুমায়ুনের কফার নামক স্থানে যাইয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। এইস্থানেও ক্রমে ক্রমে এই বংশীয় ৪৮ জন রাজা রাজদণ্ড পরিচালনা করেন। তৎপরে সারঙ্গদেব কাথৌর নামক স্থানে যাইয়া রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। ইঁহার বিশ পুরুষ পরে রাজা অর্জ্জুনপালের সময়ে সম্রাট্ অকবর ভারতের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

সূর্য্যবংশ বলিয়া গৌরব প্রকাশ করিলেও অনেকেই ইহাদিগকে ছত্রী বলিয়া স্বীকার করেন না। এমন কি অহ্বান, জনবার এবং রায়েকবারদিগের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিতে গেলে ইহাদিগকে বহু মুদ্রা পণস্বরূপ প্রদান করিতে হয়।

মধ্যপ্রদেশের রামটেক নামক স্থানেও কোন সময়ে বোধ হয় সূর্য্যবংশীয়দিগের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। এখানে একটি সুপ্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান আছে। অম্বালার দিক্ হইতে এই দুর্গে আরোহণ করিতে হইলে একটী বৃক্ষরাজিসমাকীর্ণ পাহাড়ের নীচ দিয়া যাইতে হয়। এই পাহাড়ের শীর্ষদেশে একটী সুরক্ষিত গ্রীষ্মাবাস দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবাদ এইরূপ যে, কোন সূর্য্যবংশীয় রাজা ইহা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। রামটেকের কতকগুলি অতি প্রাচীন অট্টালিকাও সূর্য্যবংশীয়দিগের নির্ম্মিত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

সূর্য্যবংশী লাড়, দক্ষিণ গুজরাট বা লাটবাসী জাতিবিশেষ। ইহারাও সূর্য্যবংশ হইতে উদ্ভূত বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। ইহাদিগের অন্য নাম খাটিক (কসাই)। প্রায় সমস্ত

গুজরাট্ জেলাতেই ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। পুরুষের মধ্যে সাধারণতঃ বমল্ল, ভীমাপ্প, হীরাজী, মল্কাপ্প, এবং স্ত্রী-লোকের মধ্যে অকব্ব, অম্বব্ব, গোদব্ব, গোদম্ম প্রভৃতি নাম প্রচলিত। ইহাদিগের মধ্যে নানা পদবীর লোক দেখিতে পাওয়া যায় তন্মধ্যে বিল্গিকর, বুজুরুকর, চেন্দুকাল, ধরম্কামুল্লা গোবিন্দ-কর প্রভৃতি পদবীর লোকই বেশী। এক পদবীর লোকের মধ্যে বৈবাহিক আদান প্রদানের প্রচলন নাই। কিন্তু সকল খাটিকেরাই আবার সূর্য্যবংশী লাড় নহে, সুলতানী খাটিক নামে একটি ভিন্ন শ্রেণী আছে। এই দুই শ্রেণীর লোক এক সঙ্গে বসিয়া আহারাদি পর্য্যন্ত করে না। আকৃতিতে ইহারা এই জেলার অন্যান্য মধ্য শ্রেণীর লোকেরই অনুরূপ। ইহারা প্রমাণে উচ্চ, কিন্তু দেহ বেশ সুগঠিত ও বলিষ্ঠ। অধিকাংশই কৃষ্ণবর্ণ। ইহাদিগের ভাষা মরাঠী কিন্তু ইহারা কাণাড়ী এবং হিন্দুস্থানীও জানে। ইহারা কাদা ও পাথরের বেড়া দেওয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘরে বাস করিয়া থাকে। কিন্তু ইহারা বেশ পরিষ্কার পরি-চ্ছন্ন; বাড়ীঘর এবং জিনিষপত্র যৎসামান্য যাহা আছে, তাহাও বেশ ফিট্ফাট্ রাখে। ইহাদিগের মধ্যে যাহারা চাষবাস করিয়া থাকে, কেবল তাহাদেরই গোমহিষাদি দেখিতে পাওয়া যায়। রুটিই ইহাদের প্রাধান খাদ্য, ইহার সঙ্গে কোন দিন বা ডাইল কোন দিন বা তরকারী খাইয়া থাকে। নিতান্ত সখ হইলে ইহারা ভাত খাইয়া থাকে। ভাত ইহাদিগের "পোষাকী" খাদ্যের মধ্যে গণ্য। উৎসব বা পর্ব্বোপলক্ষে ইহারা ভাত, পোলি, আম বা তেতুলের "সার" এবং ময়দার পায়স খাইয়া থাকে। নব বর্ষের প্রথম দিনে ইহাদিগের মধ্যে ময়দার পায়স ভক্ষণপ্রথা বিশেষরূপেই প্রচলিত। আশ্বিন মাসে "মার্" নবমী তিথিতে ইহারা 'ভবানী" দেবীর নামে পাঁটা উৎসর্গ করিয়া তাহার মাংস খায়। পাঁটা ছাড়া ইহারা হরিণ, শশক, ঘুঘু, পারাবত, হংস প্রভৃতি গৃহপালিত পক্ষী এবং মৎস্য ভোজন করে। যখন তখন বিশেষতঃ উৎসবের সময়ে মদ্যপান করিয়া থাকে। কিন্তু কখনও মাত্রা অতিক্রম করে না। ইহাদের মধ্যে ভাঙ্গ, গাঁজা এবং আফিমের প্রচলন আছে। পুরুষেরা মস্তক মুণ্ডন করিয়া থাকে, কেবল একটি মাত্র শিখা রাখে। তাহাদিগের মুখমণ্ডলও শ্মশ্রুবিবর্জ্জিত। তাহাদের পরিধেয় সাধারণতঃ শ্বেতবর্ণ এবং সাদাসিদা। ইহার জন্য বৎসরে পরিধেয় বস্ত্রের খরচ ৪॥০ টাকার উপরে পড়ে না। ইহারা কুণ্ডল, বলয়, অঙ্গুরীয়ক প্রভৃতি অলঙ্কার পরিধান করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে কেহ কেহ কবরীবন্ধন করিয়া থাকে। ইহারা কোমর হইতে স্কন্ধপর্য্যন্ত একটি জামা ও পাদদেশ পর্য্যন্ত একটি ঘাঘরা পরিধান করিয়া থাকে। ইহা-দিগের পরিধেয় বস্ত্র সাধারণতঃ লাল ও কালো। এই পোষাকের জন্য একটি স্ত্রীলোকের বৎসরে সাধারণতঃ ৫॥০ টাকার বেশী খরচ হয় না। ১ টাকামূল্যের "মঙ্গল" সূত্র ব্যতীত ধনী স্ত্রীলোকগণ কুণ্ডল, নোলক, তাগা, বলয় ও হার পরিধান করিয়া থাকে। ইহার মোট মূল্য ৫০ টাকার উপরে যায় না। সাধারণতঃ এই খাটিকেরা বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সংযমী, অতিথিপরায়ণ এবং মিতাচারী। ইহাদিগের অধিকাংশই পাঁটা এবং ভেড়ার মাংস বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। অল্প কয়েকজন লোকমাত্র আবগারীবিভাগে চাকুরী করিয়া থাকে। যে কয়েকজন লোকের জমিজমা আছে, তাহারা চাকর রাখিয়া কৃষিকার্য্যাদি সম্পাদন করে। ধাঙ্গরদিগের নিকট হইতে ভেড়া কিনিয়া ইহারা তাহার মাংস ১½ আনা হইতে ২ আনায় সের বিক্রয় করে এবং এই ভাবে দৈনিক চারি আনা হইতে আট আনা উপার্জ্জন করিয়া থাকে। ইহারা প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাজ করে, কিন্তু শিবরাত্রি এবং একাদশী তিথিতে কোনও কাজ করে না। স্ত্রীলোকেরা গৃহস্থালীর ভার বহন করে, কিন্তু কখনও দোকানে বা মাঠে কাজ করে না। আপনাদিগকে ইহারা সূর্য্যবংশী বলিলেও সাধারণতঃ ইহারা খাটিক বলিয়াই পরিচিত। জাতীয় সম্মানে ইহারা কুরুবরদিগের নীচে এবং ভদর ও লমান দিগের উপরে। ইহারা দুর্গব্ব, খ্যামব্ব, মারুতি, শিদ্রায়, এবং যল্লব্ব এই কয় দেব-তার পূজা করিয়া থাকে। তুলসীগিরীর মারুতিতীর্থ; পরেশ-গড়ের যল্লব্বতীর্থ এবং বিজাপুরের শিদ্রায় তীর্থ ইহাদিগের মধ্যে পরম সমাদৃত। ইহাদিগের দেবপূজার উপকরণ—জল, চন্দন, পুষ্প, নারিকেল, সুপারি, চিনি, গুড়, খর্জ্জুর, কর্পূর, ধূপ,। পর্ব্বোপলক্ষে পক্ক দ্রব্যও প্রদান করা হয়। ইহাদিগের দেব-মূর্ত্তি মনুষ্য, বানর বা লিঙ্গরূপী। এই সকল দেবতা ব্যতীত তাঁহাদিগের উপরে সূর্য্যেরও স্থান আছে। ভবানীপূজাও ইহারা করিয়া থাকে। আশ্বিন মাসে "নবরাত্র" (দশহরার পূর্ব্ববর্ত্তী নয়রাত্রি) উপলক্ষে ভবানীর উৎসব হইয়া থাকে। উপাস্য দেবতার মধ্যে গণেশও প্রধান। আশ্বিন মাসে 'গণেশ-চতুর্থী' সময় মূর্ত্তি কিনিয়া আনিয়া গণপতির পূজা করা হয়। ব্রাহ্মণদিগের প্রতি ইহাদিগের বিশেষ শ্রদ্ধা আছে। ব্রাহ্মণের পৌরোহিত্য ব্যতীত বিবাহাদি কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। জ্যোতিষে ইহাদিগের অচল বিশ্বাস। কোন নূতন কার্য্য করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে জ্যোতিষীর মত গ্রহণ করা হয়। ভূত এবং ভূতে পাওয়া সম্বন্ধে ইহাদিগের যথেষ্ট বিশ্বাস আছে। প্রসবের পরে ইহাদিগের স্ত্রীলোকদিগকে দুই সপ্তাহ হইতে ছয় সপ্তাহ পর্য্যন্ত "আতুড় ঘরে" থাকিতে হয়। পঞ্চম দিবসে বাড়ীর কোন

প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক 'ষট্বাই' (ষষ্ঠী) দেবতার পূজা করিয়া থাকে। গৃহকর্ত্তার অবস্থা ভাল হইলে এই উপলক্ষে আত্মীয়স্বজনদিগকে নিমন্ত্রণ এবং ছাগহত্যা করা হয়। সুবিধা হইলে নিতান্ত বালিকা অবস্থায়ও তাহারা কন্যার বিবাহ দিয়া থাকে। কিন্তু বয়স্থা হইবার পূর্ব্বেই যে কন্যাকে পাত্রস্থ করিতে হইবে ইহাদিগের এমন কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। ১ মাস বয়স হইতে ১৯ বৎসর পর্য্যন্ত কন্যার বিবাহ হইয়া থাকে। মেয়ের বিবাহে ২৫৲ হইতে ১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় করিতে হয়। কিন্তু ছেলের বিবাহে এতদপেক্ষা অনেক বেশী খরচ হইয়া থাকে। নববধূকেই ৫০৲ হইতে ১২৫৲ টাকার গহনা দিতে হয়। যে সকল খাটিক মহারাষ্ট্রদিগের সংস্রবে বাস করে, তাহারা মৃতদেহ ভস্মীভূত করিয়া থাকে, কিন্তু যাহারা বিজাপুরের লিঙ্গায়ৎদিগের প্রভাবে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহারা মৃতদেহ কবরস্থ করিয়া থাকে। একাদশ দিবসে নদীকূলে মৃতের একটি রৌপ্যমূর্ত্তি আনিয়া তাহার অর্চ্চনা করা হয়। মৃতব্যক্তি স্ত্রী হইলে মূর্ত্তিকে স্ত্রীর এবং পুরুষ হইলে মূর্ত্তিকে পুরুষের পোষাক পরাণ হয়। এই উপলক্ষে স্বজাতীয়দিগকে ভোজ দেওয়া হইয়া থাকে। সমাজ-শাসন ইহাদিগের মধ্যে বিশেষরূপ বলবান্। কেহ কোন অপরাধ করিলে মাতব্বরগণ মিলিত হইয়া যে মীমাংসা করে, তাহাকে তাহাতেই স্বীকৃত হইতে হয়, নতুবা একঘরে হইয়া থাকিতে হয়। শিক্ষার দিকে ইহাদিগের একপ্রকার দৃষ্টি নাই বলিলেই হয়।

সূর্য্যবংশ্য (ত্রি) সূর্য্যবংশে ভব-যৎ। সূর্য্যবংশোদ্ভব। যাঁহারা সূর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। (রঘু ৭।৬৮)

সূর্য্যবক্ত্র (পুং) ১ সূর্য্যমুখ। ২ বৈদ্যকোক্তমিশ্ররসৌষধভেদ।

সূর্য্যবন (ক্লী) সূর্য্যের উদ্দেশ্যে উৎসৃষ্ট বনভেদ। (শক্রমা°)

সূর্য্যবৎ (ত্রি) সূর্য্য অস্ত্যর্থে মতুপ্‌, মস্য ব। সূর্য্যযুক্ত, সূর্য্য-বিশিষ্ট।

সূর্য্যবর্চ্চস্ (ত্রি) ১ সূর্য্যের দীপ্তি। (পুং) ২ দেবগন্ধর্ব্বভেদ। (ভারত) ৩ সামভেদ।

সূর্য্যবর্ণ (ত্রি) সূর্য্যের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট।

সূর্য্যবর্ম্মন্ (পুং) ১ ত্রিগর্ত্তের রাজভেদ। (ভারত) ২ ডামর-পতিভেদ। (রাজতর°)

সূর্য্যবল্লভা (স্ত্রী) সূর্য্যস্য বল্লভা। ১ আদিত্যভক্তা, চলিত হুড়হুড়িয়া। (রাজনি°) ২ পদ্মিনী। (বৈদ্যকনি°)

সূর্য্যবল্লী (স্ত্রী) সূর্য্যপ্রিয়া বল্লী। অর্কপুষ্পিকাবৃক্ষ। ক্ষীর-কাকোলী। (রত্নমালা)

সূর্য্যবার (পুং) সূর্য্যস্য বারঃ। সূর্য্যের বার, রবিবার।

সূর্য্যবিকাসিন্ (ত্রি) প্রস্ফুটিত। সূর্য্যালোকে বিকশিত। (হেম°)

সূর্য্যবিম্ব (পুং) বিষ্ণু।

সূর্য্যবৃক্ষ (পুং) সূর্য্যপ্রিয়ো বৃক্ষঃ। ১ অর্কবৃক্ষ। চলিত আকন্দগাছ। (বৈদ্যকনি°) ২ অর্কপুষ্পী।

সূর্য্যব্রত (ক্লী) ব্রতবিশেষ। ভগবান্ সূর্য্যের উদ্দেশ্যে যে ব্রত করা হয়। রবিবারের দিন এই ব্রতানুষ্ঠান করিতে হয়। হেমাদ্রির ব্রতখণ্ডে ও ব্রতমালায় এই ব্রতের বিধান লিখিত আছে।

সূর্য্যশোভা (স্ত্রী) পুষ্পভেদ।

সূর্য্যশ্রী (পুং) বিশ্বেদেবভেদ। (ভারত)

সূর্য্যশ্বিৎ (ত্রি) সূর্য্যের ন্যায় শ্বেতবর্ণ। "শুক্র রেতো দধিরে সূর্য্যশ্বিতঃ" (ঋক্ ১০।৯৪।৫) 'সূর্য্যশ্বিতঃ সূর্য্যবচ্ছেতবর্ণাঃ (সায়ণ)

সূর্য্যসংক্রম (পুং) সূর্য্যস্য সংক্রমঃ। সূর্য্যের সংক্রমণ। সূর্য্যের একরাশি হইতে অন্য রাশিতে গমন। সূর্য্যের সংক্রম হইলে সেই দিন সংক্রান্তি হয়। এই জন্য সংক্রান্তির নাম সূর্য্যসংক্রান্তি। যে কালে সূর্য্যের সংক্রমণ হয়, সেই কাল অতিশয় পবিত্র। সূর্য্যের সংক্রমণকাল অতিশয় সূক্ষ্ম, সুতরাং সেই কালে স্নানদানাদি অসম্ভব হইয়া উঠে। এজন্য শাস্ত্রে সূর্য্যসংক্রমণ জন্য কালবিশেষ পুণ্যকালরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সেই পুণ্য কালে স্নানদানাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। [সংক্রান্তি দেখ।]

সূর্য্যসংক্রান্তি (স্ত্রী) সূর্য্যস্য সংক্রান্তিঃ। সূর্য্যের সংক্রমণ-সংক্রান্তি। [সংক্রান্তি দেখ।]

সূর্য্যসংজ্ঞ (ক্লী) সূর্য্যস্য সংজ্ঞা ইব সংজ্ঞা যস্য। ১ কুঙ্কুম। (ত্রিকা) (পুং) ২ সূর্য্য। ৩ অর্কবৃক্ষ। (অমর) ৪ তাম্র।

সূর্য্যসদৃশ (ত্রি) সূর্য্যতুল্য। সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী। সূর্য্যসম।

সূর্য্যসায়ন (ক্লী) সামভেদ।

সূর্য্যসারথি (পুং) সূর্য্যস্য সারথিঃ। অরুণ।

"অরুণো দৃশ্যতে ব্রহ্মন্ প্রভাতসময়ে সদা।
আদিত্যরথমধ্যাস্তে সারথ্যং সমকল্পয়ৎ॥" (ভারত ১।১৬।২৩)

সূর্য্যসাবর্ণি (পুং) মনুবিশেষ। সূর্য্যের ঔরসে সংজ্ঞার গর্ভে এই মনুর জন্ম হয়। এই মনু সকল প্রকারে বৈবস্বত মনুর তুল্য। ইনি অষ্টম মনু। মার্কণ্ডেয়পুরাণে এই মনুর বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। [সাবর্ণি দেখ।]

সূর্য্যসাবিত্র (পুং) বিশ্বেদেবভেদ।

সূর্য্যসিংহ, যোধপুরের একজন বিদ্যোৎসাহী রাজা। ইনি কবি শ্রীবল্লভের প্রতিপালক ছিলেন। [যোধপুর দেখ।]

সূর্য্যসিদ্ধান্ত (পুং) জ্যোতিষোক্ত সিদ্ধান্তগ্রন্থবিশেষ। এই গ্রন্থ বিশেষ সমাদৃত ও মান্য। এই সিদ্ধান্তগ্রন্থে সম্যক্ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারিলে সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহদিগের গতি ও স্ফুট অনায়াসে সাধন করিতে পারা যায়।

সূর্য্যসুত (পুং) সূর্য্যস্য সুতঃ। সূর্য্যপুত্র। [সূর্য্য দেখ।]

সূর্য্যসূরি (পুং) [সূর্য্যদাস দেখ।]

সূর্য্যসেন, একচক্রের অধিপতি। ইহারই আশ্রয়ে অল্লাড়নাথ নির্ণয়ামৃত রচনা করেন।

সূর্য্যস্তুৎ (পুং) একাহভেদ। (শতপথব্রা°)

সূর্য্যস্তুতি (পুং) সূর্য্যস্য স্তুতিঃ। সূর্য্যের স্তব। যিনি প্রতিদিন ভক্তিপূর্ব্বক সূর্য্যের স্তব পাঠ করেন, তাহার ব্যাধিভয় থাকে না এবং দুঃসাধ্য ব্যাধি হইলেও অচিরেই তাহা আরোগ্য হয়।

সূর্য্যস্তোত্র (ক্লী) সূর্য্যস্য স্তোত্রং। সূর্য্যস্তব।

সূর্য্যহৃদয় (ক্লী) সূর্য্যস্য হৃদয়মিব। সূর্য্যের স্তববিশেষ। আদিত্যহৃদয়স্তব। সূর্য্যের স্তবের মধ্যে এই স্তবই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ভবিষ্যোত্তরপুরাণে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে এই স্তব লিখিত আছে। যিনি প্রতিদিন ভক্তিপূর্ব্বক এই স্তব পাঠ করেন, তাঁহার জন্মান্তরসহস্রেও দারিদ্র্যদুঃখ ভোগ হয় না, তিনি ইহলোকে ব্যাধিরহিত ও নানা প্রকার সুখৈশ্বর্য্য ভোগ করিয়া অন্তে সূর্য্যলোকে গমন করেন।

সূর্য্যা (স্ত্রী) সূর্য্যস্য ভার্য্যা টাপ্। সূর্য্যের পত্নী, সংজ্ঞা। (শব্দরত্না°) ২ ইন্দ্রবারুণী। (রাজনি°) ৩ নবোঢ়া, নবপরিণীতা পত্নী।

"তস্যাং তু কর্হিচিচ্ছৌরির্ব্বসুদেবঃ কৃতোদ্বহঃ।
দেবক্যা সূর্য্যয়া সার্দ্ধং প্রয়াণে রথমারুহৎ॥" (ভাগ° ১০।১।২৯)

৪ বাক্, বাক্য। (নিঘণ্টু ১।১১) ইহার ব্যুৎপত্তি নিঘণ্টু-টীকায় দেবরাজ যজ্বা এইরূপ লিখিয়াছেন, "সর্ত্তের্গত্যর্থস্যাৎ সুবতের্ব্বা প্রেরণার্থাৎ রাজসূয়সূর্য্যেত্যাদিনা নিপাতনাৎ ক্যপি সর্ত্তেরুত্বং সুবতের্ব্বা রুড়াগমঃ। সরতি গচ্ছতি শ্রোতৄন্ প্রতি কর্ণশষ্কুলিং বা সুবতি প্রেরয়তি বোদনাদিরূপ পুরুষাদীনিতি কুর্ব্বিতি। যদ্বা সুপূর্ব্বাদীরতে কৃত্যল্যুটো বহুলং ইতি কর্ম্মণি ক্যপি নিপাতনাদ্রূপসিদ্ধিঃ। সুষ্ঠু ঈর্য্যতে উচ্চার্য্যতে ইতি সূর্য্যা।" (নিঘণ্টু ১।১১ দেবরাজযজ্বা)

সূর্য্যাকর (পুং) জনপদভেদ। (রামায়ণ)

সূর্য্যাক্ষ (পুং) ১ সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল নেত্রবিশিষ্ট। ২ বিষ্ণু। (হরিবংশ) ৩ রাজভেদ। (ভারত)

সূর্য্যাগম, সৌরদিগের আগমভেদ। সৌরাগম নামেও প্রসিদ্ধ। রঘুনন্দন ও কমলাকর উভয়েই উদ্ধৃত করিয়াছেন।

সূর্য্যাগ্নি (পুং) সূর্য্যশ্চ অগ্নিশ্চ। সূর্য্য ও অগ্নি। এই শব্দ দ্বিবচনান্ত। সংস্কৃতে এই শব্দের প্রয়োগ করিতে হইলে দ্বিবচনান্ত করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়।

সূর্য্যার্ঘ্য (ক্লী) সূর্য্যায় দেয়মর্ঘ্যং। সূর্য্যসম্প্রদানার্থ অর্ঘ্য। সূর্য্যের উদ্দেশ্যে যে অর্ঘ্য প্রদান করা হয়। প্রতিদিন ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতির সন্ধ্যোপাসনার পর সূর্য্যার্ঘ্য দিতে হয়। দেবপূজায় প্রথমে সূর্য্যার্ঘ্য দিয়া তবে অন্য পূজা করিতে হয়। ইহা ভিন্ন রোগাদি শান্তির জন্য সূর্য্যের উদ্দেশে ৭০টী অর্ঘ্য দিবার বিধান আছে। অর্ঘ্যের বিধানানুসারে অর্ঘ্য সাজাইয়া হংস, ভানু, সহস্রাংশু, তপন, তাপন, রবি, বিকর্ত্তন, ও বিবস্বান্ ইত্যাদি ৭০টী নামে ৭০টী মন্ত্র পাঠ করিয়া সূর্য্যের উদ্দেশে অর্ঘ্য দিবে। এই অর্ঘ্যদানপ্রণালী সূর্য্যার্ঘ্যদানপদ্ধতিতে বিশেষরূপে লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে সেই সকল মন্ত্রাদি এই স্থানে লিখিত হইল না। উক্তরূপ বিধিবিধানে যিনি সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান করেন, তিনি দরিদ্র বা দুঃখভাগী হন না। তিনি জন্মজন্মার্জ্জিত ঘোর ব্যাধি হইতে বিনা চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ এবং যথাকালে নিধন প্রাপ্ত হইয়া সূর্য্যলোকে গমন করেন।

"এবং কুর্ব্বন্ নরো জাতু ন দরিদ্রো ন দুঃখভাক্।
ব্যাধিভির্মুচ্যতে ঘোরৈরপি জন্মান্তরার্জ্জিতৈঃ॥
বিনৌষধৈর্বিনা বৈদ্যৈর্ব্বিনা পথ্যপরিগ্রহৈঃ।
কালেন নিধনং প্রাপ্য সূর্য্যলোকে মহীয়তে॥" (কাশীখ° ৯অ°)

সূর্য্যাচন্দ্রমস্ (পুং) সূর্য্যশ্চ চন্দ্রমাশ্চ দৈবতে দ্বন্দ্বে সূর্য্যস্যাকার-বৃদ্ধিঃ। সূর্য্য ও চন্দ্র। (ঋক্ ১।১০২।২)

সূর্য্যাতপ (পুং) সূর্য্যস্য আতপঃ। সূর্য্যের আতপ। সূর্য্যা-লোক, রৌদ্র।

সূর্য্যাত্মজ (পুং) সূর্য্যস্য আত্মজঃ। সূর্য্যতনয়। [সূর্য্যতনয় শব্দ দেখ।]

সূর্য্যাদ্রি (পুং) পর্ব্বতবিশেষ। (মার্ক° পু°)

সূর্য্যাপীড় (পুং) পরীক্ষিতের পুত্র। (হরিবংশ)

সূর্য্যামাসা (পুং) সূর্য্য।

"সূর্য্যামাসা চন্দ্রমাসা যমং দিবি" (ঋক্ ১০।৬৪।৩)
'সূর্য্যামাসা চন্দ্রমাসা সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ' (সায়ণ)

সূর্য্যালোক (পুং) সূর্য্যস্য আলোকঃ। সূর্য্যের আলোক। আলোক, আতপ, রৌদ্র।

সূর্য্যাবর্ত্ত (পুং) সূর্য্য ইব আবর্ত্ততে ইতি আ-বৃত-অচ্। ক্ষুপ-বিশেষ, চলিত হুড়হুড়িয়া। গুণ—বিবন্ধঘ্ন। (রাজব°) ২ শাক-বিশেষ, চলিত সুলচিয়াশাক। ৩ গজপিপ্পলী। (পর্য্যায়মুক্তাব°) ৪ তন্নামক শিরোরোগবিশেষ। লক্ষণ—

"সূর্য্যোদয়ং বা প্রতিমন্দমন্দমক্ষিভ্রুবৌ রুক্সমুপৈতি গাঢ়ং।
বিবর্দ্ধতে চাংশুমতা সহৈব সূর্য্যোপবৃত্তৌ বিনিবর্ত্ততে চ॥
শীতে ন শান্তিং লভতে কদাচিদুষ্ণে ন জন্তুঃ সুখমাপ্নুয়াদ্বা।
সর্ব্বাত্মকং কষ্টতমং বিকারং সূর্য্যাপবর্ত্তন্তমুদাহরন্তি॥" (মাধবনি°)

যে শিরোরোগে সূর্য্যোদয় হইতে চক্ষু ও ভ্রূদ্বয়ে অল্প অল্প বেদনা আরম্ভ হইয়া সূর্য্যোত্তাপের বৃদ্ধির সহিত ক্রমান্বয়ে বেদনা বৃদ্ধি হয়, শীতক্রিয়া বা উষ্ণক্রিয়া কিছুতেই উপশম বোধ হয়

না, সেই প্রকার ত্রিদোষজাত শিরোরোগকে সূর্য্যাবর্ত্ত কহে। এই রোগ অতিশয় কষ্ট-সাধ্য। এই রোগ হইলে বিশেষ যত্নের সহিত শিরোরোগচিকিৎসার বিধানানুসারে চিকিৎসা করা আবশ্যক।

সূর্য্যাবর্ত্তরস (পুং) শ্বাসরোগাধিকারের রসৌষধবিশেষ। প্রস্তত-প্রণালী—পারদ ও গন্ধক এই উভয় দ্রব্যের সমভাগ একত্র ঘৃত-কুমারীর রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া উভয়ের সমপরিমাণ এক খণ্ড তাম্রপত্রে লেপন করিবে, পরে সেই তাম্রপত্র এক দিন বালুকাযন্ত্রে পাক করিয়া চূর্ণ করিয়া লইবে। ঐ চূর্ণ ২ রতি করিয়া সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবনের পর রাখাল-শশার মূল, দেবদারু, ও ত্রিকটু ইহাদের চূর্ণ বা কাথ চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবনে আশু শ্বাসকাস প্রশমিত হয়। (সারকৌ° শ্বাসরোগা°)

সূর্য্যাবর্ত্তা (স্ত্রী) সূর্য্য-আ-বৃত-অচ্-টাপ্। আদিত্যভক্তা। (রাজনি°)

সূর্য্যাবস্থ (ত্রি) সূর্য্যার সহিত রথে বাসকারী।

"অশ্বভ্যাং সূর্য্যাবস্থুরীয়ানঃ" (ঋক্ ৭।৬৮।৩)

'সূর্য্যাবস্থ সূর্য্যায়াঃ সহ রথে বসন্তৌ' (সায়ণ)

সূর্য্যাশ্মন্ (পুং) সূর্য্যপ্রিয়োঽশ্মা, প্রস্তরঃ। সূর্য্যকান্তমণি। (হেম)

সূর্য্যাশ্ব (পুং) সূর্য্যস্য অশ্বঃ। সূর্য্যের অশ্ব, সূর্য্যের রথে যোজিত ঘোটক, পর্য্যায় বাতট, হরিত। (ত্রিকা°)

সূর্য্যাসূক্ত (ক্লী) সূর্য্যের স্তোত্ররূপ বৈদিকমন্ত্র।

সূর্য্যাস্ত (ক্লী) সূর্য্যস্য অস্তং। সূর্য্যের অস্তাচলগমন, সূর্য্যের অস্ত।

সূর্য্যাস্তময় (ক্লী) সূর্য্যাস্ত স্বরূপে ময়ট্। সূর্য্যাস্ত, সূর্য্যাস্ত কাল।

নিশীথাদথ ইত্যনেন অর্দ্ধরাত্রপূর্ব্বকত্বেন সূর্য্যাস্তমকালস্যাপি লাভাৎ।" (তিথিতত্ত্ব)

সূর্য্যাহ্ব (ক্লী) সূর্য্যস্য আহ্বা যস্য। ১ তাম্র। (ত্রিকা°) (পুং) ২ অর্কবৃক্ষ, আকন্দগাছ। (রাজনি°) (ত্রি) ৩ সূর্য্যনামক। স্ত্রিয়াং টাপ্। সূর্য্যাহ্বা, মহেন্দ্রবারুণী লতা, চলিত মাকালগাছ। (বৈদ্যকনি°)

সূর্য্যেন্দুসঙ্গম (পুং) সূর্য্যেণ সহ ইন্দোঃ সঙ্গমঃ, একরাশ্যবস্থান-রূপমেলনং যত্র। ১ অমাবস্যা। অমাবস্যার দিন সূর্য্য ও চন্দ্র একই রাশিতে অবস্থান করেন। ২ চন্দ্র ও সূর্য্যের মেলন।

সূর্য্যোঢ় (পুং) সূর্য্য উঢ়োঽস্তগতো যত্র। সূর্য্যাস্তকালপ্রাপ্ত অতিথি। যে অতিথি সূর্য্যের অস্তকালে আগমন করে।

'সূর্য্যোঢ়স্ত স সম্প্রাপ্তো যঃ সূর্য্যোঽস্তং গতেঽতিথিঃ।' (হেম)

শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, অতিথিকে বিমুখ করিতে নাই। দিবাভাগে যে অতিথি আগমন করেন, তাঁহাকে ফিরাইয়া দিলে যে পাতক হয়, সূর্য্যের অস্তকালে যে অতিথি আসেন, তাঁহাকে ফিরাইলে তাহার ৮ গুণ অধিক পাতক হয়। অতএব সন্ধ্যা-কালে সমাগত অতিথিকে কখনই প্রত্যাখ্যান করিবে না।

"দিবাতিথৌ তু বিমুখে গতে যৎ পাতকং ভবেৎ।
তদেবাষ্টগুণং বিদ্যাৎ সূর্য্যোঢ়ে বিমুখে গতে॥" (আহ্নিকাচার°)

সূর্য্যোদয় (পুং) সূর্য্যস্য উদয়ঃ। সূর্য্যের উদয়, সূর্য্যের প্রকাশ। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, সূর্য্যোদয়ে শয়ন করিতে নাই, সূর্য্যো-দয়ের পূর্ব্বেই শয্যা ত্যাগ করিতে হয়। যিনি সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত কালে শয়ন করিয়া থাকেন, তিনি বিষ্ণুতুল্য হইলেও তাঁহার লক্ষ্মী:বিনষ্ট হয়।

"সূর্য্যোদয়ে চাস্তমিতে চ শায়িনং
বিমুঞ্চতি শ্রীরপি চক্রপাণিনং॥" (লক্ষ্মীচরিত্র)

সূর্য্যোদয় না হইলে স্নানদানাদি ক্রিয়ার অধিকার হয় না।

"সূর্য্যোদয়ং বিনা নৈব স্নানদানাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

প্রাতঃস্নান কিন্তু সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই করিতে হইবে। সূর্য্যো-দয়ের পর স্নান করিলে তাহা প্রাতঃস্নান বলিয়া গণ্য হইবে না।

সূর্য্যোদয়ন (ক্লী) সূর্য্যস্য উদয়নং। সূর্য্যের উদয়, সূর্য্যের প্রকাশ।

সূর্য্যোদ্যান (ক্লী) সূর্য্যবন।

সূর্য্যোপনিষদ্ (স্ত্রী) উপনিষদ্‌ভেদ। এই উপনিষদের শঙ্করা-চার্য্যকৃত ভাষ্য দেখিতে পাওয়া যায় না।

সূর্য্যোপস্থান (ক্লী) সূর্য্যস্য উপস্থানং। বৈদিকসন্ধ্যোক্ত সূর্য্যের উদ্দেশে উপাসনাবিশেষ। প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালে সন্ধ্যা করিবার সময় সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া সূর্য্যোপস্থান করিতে হয়। প্রাতঃকালে পূর্ব্বমুখে, মধ্যাহ্ন কালে উর্দ্ধদেশে এবং সায়ংকালে পশ্চিম দিকে সূর্য্যাভিমুখে একপাদে দণ্ডায়মান হইয়া সূর্য্যোপস্থান করিবে। প্রাতঃ ও সায়ংকালে কৃতাঞ্জলি ও মধ্যাহ্ন-কালে উর্দ্ধবাহু হইয়া ইহার অনুষ্ঠান করিতে হয়। এই উপাসনা যত আয়াসসাধ্য হইবে, ততই ফলের বাহুল্য হইবে। এই সূর্য্যোপস্থান এক পাদে বা কেবল পাদের অঙ্গুলিসমূহের উপর ভর করিয়া দাঁড়াইয়া করিতে পারিলে আরও ভাল হয়।

"তদসংযুক্তপার্ষ্ণির্বা একপাদর্দ্ধপাদপি।
কুর্য্যাৎ কৃতাঞ্জলির্বাপি উর্দ্ধবাহুরথাপি বা॥

'সূর্য্যোপস্থানং ভূম্যবলগ্নগুল্‌ফভাগো ভূমিষ্ঠৈকচরণো ভূমি-লগ্নার্দ্ধচরণো বা কুর্য্যাত্তত্র কৃতাঞ্জলিঃ। উর্দ্ধবাহুর্ব্বা ভবেৎ, পাদ-গতবিকল্পে প্রয়াসবাহুল্যাৎ ফলবাহুল্যং।

সায়ং প্রাতরুপস্থানং কুর্য্যাৎ প্রাঞ্জলিরানতঃ।
উর্দ্ধবাহুস্তু মধ্যাহ্নে তথা সূর্য্যস্য দর্শনাৎ।

তেন প্রাতঃ সায়ং কৃতাঞ্জলিঃ, মধ্যাহ্ন উর্দ্ধবাহুরিত্যর্থঃ।"

(আহ্নিকতত্ত্ব) [সন্ধ্যা দেখ]

সূর্ব্য (ত্রি) শোভনকল্যানলভব, শোভনকল্যাণিভব। "নমঃ উর্ব্ব্যায় চ সূর্ব্যায় চ" (শুক্লযজু° ১৬।৪৫) 'শোভন উর্ব্বঃ কল্যানল-স্তত্র ভবঃ সূর্য্যস্তস্মৈ' (মহীধর)

সূষ, প্রসব। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ সূষতি। লোট্, সূষতু। লিট্ সুষূষ। লুঙ্ অসূষীৎ। ণিচ্ সূষয়তি। লুঙ্, অসুসূষৎ।

সূষণি (স্ত্রী) সুখপ্রসবকারিণী দেবতা। "সূষণে স্তমব ত্বং বিষ্কলে সৃজ" (অথ° ২।১১।৩) 'সূষণে সুবং সনোতি প্রযচ্ছতীতি সূষণিঃ সুখপ্রসবকারিণী দেবতা, ছন্দসি বনসনরক্ষিমথাং ইতি সনোতেঃ ইন্ প্রত্যয়ঃ' (সায়ণ)

সূষা (স্ত্রী) সবিত্রী, প্রজনয়িত্রী দেবতা। শোভনা উষা। "সূষা ব্যর্ণোতু বি যোনিং" (অথর্ব্ব ২।১১।৩) 'সূষা সবিত্রী প্রজনয়িত্রী দেবতা, ষূঙ্ প্রাণিগর্ভবিমোচনে অস্মাৎ ঔণাদিকঃ কৃস প্রত্যয়ঃ, যদ্বা সূঃ সবনং উৎপত্তিঃ সম্পদাদি লক্ষণো ভাবে ক্বিপ্, সুবং সনোতি প্রযচ্ছতীতি সূষা, যদ্বা শোভনা উষা সূষা' (সায়ণ)

সৃ, গতি। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° অনিট্। লট্ সরতি। লিট্ সসার সস্রতুঃ সসর্থ। সস্থব। লুট্ সর্ত্তা। লৃট্ সরিষ্যতি। লিঙ্ স্রিয়াৎ। লুঙ্ অসার্ষীৎ, অসরৎ। অসাষ্টাং, অসরতাং। সন্ সিসীর্ষতি। যঙ্ সেস্রীয়তে। যঙ্ লুক্ সসর্ত্তি। ণিচ্ সারয়তি। লুঙ্ অসীসরৎ। সৃ চুরাদি° পরস্মৈ°। আস্তরণ। লট্ সারয়তি। অতি+সৃ=অতীসার। অনু+সৃ—অনুসরণ। অপ+সৃ—অপসরণ। দূরীকরণ। অভি+সৃ—অভিসরণ। সঙ্কেত স্থানে গমন। উপ+সৃ সমীপে গমন। নিঃ+সৃ নিঃসরণ। প্র+সৃ প্রসরণ, ব্যাপ্তি।

সৃক (পুং) সরতীতি সৃ-গতৌ (সৃ দৃ ভৃ শুষি সৃষিভ্যঃ কক্। উণ্ ২।৪১) ইতি কক্। ১ কৈরব। ২ বাণ। ৩ পদ্ম। ৪ বায়ু। ৫ বজ্র। (নিঘণ্টু ২।২০) (ত্রি) ৬ সরণশীল।

"সৃকং সংশায় পবিমিন্দ্র তিগ্মং" (ঋক্ ১০।১৮০।২)

'সৃকং সরণশীলং' (সায়ণ)

সৃকণ্ডু (পুং) কণ্ডুরোগ, চলিত চুলকনা। (শব্দরত্না°)

সৃকায়িন্ (ত্রি) বজ্রের সহিত গমনশীল॥

"নমো নমঃ সৃকায়িভ্যঃ" (শুক্ল যজুঃ ১৬।২১)

'সৃকায়িভ্যঃ সৃক ইতি বজ্রনাম সৃকেণ বজ্রেণ সহ যন্তি গচ্ছন্তীতোবং শীলাঃ সৃকায়িণঃ' (মহীধর)

সৃকাল (পুং) শৃগাল। (শব্দচ°)

সৃকাহস্ত (ত্রি) আয়ুধহস্ত, যাহার হস্তে আয়ুধ আছে।

"যে তীর্থাণি প্রচরন্তি সৃকাহস্তা নিষঙ্গিণঃ" (শুক্লযজু° ১৬।২১)

'সৃকাহস্তাঃ সৃকেত্যায়ুধনাম সৃকা আয়ুধানি হস্তে যেষাং তে' (মহীধ°)

সৃক্ক (ক্লী) সৃক্কণী। (ভরত)

সৃক্কণী (স্ত্রী) ওষ্ঠদ্বয়ের প্রান্তভাগ।

"ভূমৌ যঃ প্রসরতি সর্পবৎ কদাচিৎ

সৃক্কণ্যৌ বিলিহতি জিহ্বয়া প্রসক্তং।" (সুশ্রুত ২।১৬)

সৃক্কন্ (ক্লী) সৃজতি লালাদীনিতি সৃজ বাহুলকাৎ কনিন্। সৃক্কণী। (ভরত)

সৃক্কি (ক্লী) সৃক্কণী। (অরুণ)

সৃক্ক (ক্লী) ওষ্ঠপ্রান্তভাগ, সৃকণী। (ভরত)

সৃক্কণ (ক্লী) সৃজতি লালাদীনিতি সৃজ-বণিপ্। ওষ্ঠপ্রান্তভাগ। (অমর)

সৃক্কন্ (স্ত্রী) ওষ্ঠপ্রান্তভাগ। (ভরত)

সৃক্কি (ক্লী) সৃকণী। (ভরত)

সৃক্কিণী (স্ত্রী) ওষ্ঠদ্বয়ের অন্তর। (রাজনি°)

সৃগ (পুং) সরতীতি সৃ বাহুলকাৎ গক্। ভিন্দিপাল। (অমর)

সৃগাল (পুং) সৃজতি মায়ামিতি সৃজ বাহুলকাৎ কালন্, ন্যঙ্কাদিত্বাৎ কুত্বং। ১ জম্বুক, শিয়াল। (শব্দরত্না) ২ দৈত্যবিশেষ।

সৃগালকণ্টক (পুং) সৃগালরোধকঃ কণ্টকো যস্য। ক্ষুপবিশেষ, চলিত শিয়ালকাটা। (শব্দচ°)

সৃগালকোলি (পুং) শৃগালপ্রিয়ঃ কোলির্যস্য। ক্ষুদ্রকোলিবৃক্ষ, সেয়াকুল। (রত্নমালা)

সৃগালঘণ্টী (স্ত্রী) কোকিলাক্ষ ক্ষুপ। (রাজনি°)

সৃগালজম্বু (স্ত্রী) শৃগালস্য জম্বুরিব। গোড়ম্বা, চলিত গোমুখ। ২ ঘোণ্টকল। চলিত শেয়াকুল। (মেদিনী)

সৃগালবদন (পুং) অসুরবিশেষ। (হরিবংশ)

সৃগালবিন্না }
সৃগালবৃন্তা } (স্ত্রী) শৃগালৈর্বিন্না। পৃশ্নিপর্ণী। চলিত চাকুলিয়া।

সৃগালিকা (স্ত্রী) ১ শৃগালপত্নী। ২ ভূমিকুষ্মাণ্ড। ৩ ক্ষুদ্র শৃগাল, চলিত খেক্‌সিয়াল। ৪ পৃশ্নিপর্ণী।

সৃগালী (স্ত্রী) ১ কোকিলাক্ষ, চলিত কুলিয়াখাড়া। ২ শৃগালপত্নী। ৩ বিদারী। (রাজনি°)

সৃঙ্কা (স্ত্রী) শব্দযুক্তা রত্নময়ী মালা।

"তবৈব নাম্না ভবিতায়মগ্নিঃ সৃঙ্কাং চেমামনেকরূপাং গৃহাণ॥"

(কঠোপনি° ১ব°)

'সৃঙ্কাং শব্দবতীং রত্নময়ীং মালাং' (শাঙ্করভাষ্য)

সৃজ, ১ বিসর্গ, ত্যাগ। ২ নির্ম্মাণ। তুদাদি° পরস্মৈ° পক্ষে দিবাদি° আত্মনে° সক° অনিট্। লট্ সৃজতি। দিবাদি পক্ষে সৃজ্যতে। লিট্ সসর্জ, সসৃজতুঃ, সসর্জ্জিথ, সস্রষ্ঠ, দিবাদি পক্ষে সসৃজে। লুট্ স্রষ্টা। লট্ স্রক্ষ্যতি-তে। লুঙ্ অস্রাক্ষীৎ, অস্রাষ্টাং অস্রাক্ষুঃ। দিবাদিপক্ষে অসৃষ্ট, অসৃক্ষাতাং অসৃক্ষত। সন্ সিসৃক্ষতি-তে। যঙ্ সরীসৃজ্যতে, সসর্ষ্ট। ণিচ সর্জ্জয়তি। লুঙ্ অসীসৃজৎ, অস-সর্জ্জৎ। অবসৃজ নিঃক্ষেপ, অর্পণ। উদ্-সৃজ উৎসর্গ, ত্যাগ। উপযোগ। আক্রমণ। পরি-সৃজ, পরিত্যাগ। বি-সৃজ, বিসর্জ্জন। ত্যাগ। সং-সৃজ, সংসর্গ, যোগ।

সৃজ্ (পুং) সৃজতীতি সৃজ-কিপ্। সৃষ্টিকর্ত্তা, এই শব্দের রূপান্তর সৃগ্, সৃট্ বা সৃঙ্। (সিদ্ধান্তকৌ°)

সৃজকাক্ষার (পুং) সর্জিকাক্ষার। (অমরটীকায় রমানাথ)

সৃজয় (পুং) পক্ষিভেদ।

সৃজবান্ (পুং) দ্যুতিমানের এক পুত্র। (বিষ্ণুপু°)

সৃজিকাক্ষার (পুং) সর্জিকাক্ষার, চলিত সাজিমাটী। (রাজনি°)

সৃজ্য (ত্রি) সৃজ-যৎ। সৃষ্টির যোগ্য।

"তস্থাপি দ্রষ্টুরীশস্থ কূটস্থস্তাখিলাত্মনঃ।
সৃজ্যং সৃজামি সৃষ্টোঽহমীক্ষয়ৈবাভিচোদিতঃ॥"(ভাগব° ২।৫।১৭)

সৃঞ্জয় (পুং) ১ মনুপুত্রভেদ। (ভাগ° ৮।২।২৩) ২ যযাতিবংশীয় কালনরের পুত্র। (ভাগ° ৯।২৩।১) ৩ বেদপুরাণপ্রসিদ্ধ বংশভেদ। এই বংশেই ধৃষ্টদ্যুম্নের জন্ম। কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে সৃঞ্জয়েরা পাণ্ডবপক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

"সৃঞ্জয়বংশজো ধৃষ্টদ্যুম্নঃ পাণ্ডবানাং সেনাপতিরিতি সৃঞ্জয়ানামিত্যুক্তং" (শ্রীধর ভাগবতটীকা ১।৭।১৩)

সৃণি (পুং) সরতীতি সৃ (সৃবিবিভ্যাং কিৎ। উণ্ ৪।৪৯) ইতি নি সচ কিৎ, গত্বঞ্চ। ১ শত্রু। (শব্দমালা) (স্ত্রী) ২ অঙ্কুশ।

"আরক্ষমগ্নমবমত্য সৃণিং সিতাগ্র-
মেকঃ পলায়ত জবেন কৃতার্ত্তনাদঃ।" (মাঘ ৫।৫)

সৃণিক (পুং) সৃণি স্বার্থে কন্। সৃণিশব্দার্থ।

সৃণী (স্ত্রী) সৃণি কৃদিকারাদিতি ঙীষ্। অঙ্কুশ। (অমর)

সৃণী(ণি)কা (স্ত্রী) লালা। (অমরটীকায় রামাশ্রম)

সৃণ্য (ত্রি) আয়ুধকুশল। "ন পকঃ সৃণ্যো ন জেতা" (ঋক্ ৪।২০।৩) 'সৃণ্যঃ আয়ুধকুশলঃ' (সায়ণ)

সৃৎ (ত্রি) সরতীতি সৃ-কিপ্-তুক্চ। গমনকারী, গন্তা।

সৃত (ত্রি) সৃ-ক্ত। গত।

"নিবর্ত্তধ্বমধর্ম্মজ্ঞা যুধ্যধ্বং কিং সৃতেন বা॥"
(ভারত ৯।২৩।২৯)

সৃতঞ্জয় (পুং) শান্তনুবংশীয় রাজভেদ। রাজা কর্ম্মজিতের পুত্র। (ভাগবত ৯।২২।৪৭)

সৃতি (স্ত্রী) সৃ-ক্তিন্। ১ গমন। ২ মার্গ।

"নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জ্জুন॥" (গীতা ৮।২৭)

৩ জন্ম। ৪ নির্ম্মাণ।

"অর্ব্বাক্সৃতৌ কৌশলমিত্যমন্তত" (ভাগবত ৩।২।১৩)
'অর্ব্বাক্সৃতৌ অর্ব্বাচীনসংসারনির্ম্মাণে মনুষ্যনির্ম্মাণে বা' (স্বামী)

সৃত্য (ক্লী) ১ স্রোত। ২ সরণ।

সৃত্বন্ (পুং) সৃ গতৌ (শীঙ্ক্রুশীরুহীতি। উণ্ ৪।১১৩) ইতি কনিপ্। ১ বিসর্প। ২ বুদ্ধি। ৩ প্রজাপতি।

সৃত্বর (ত্রি) সরতি তচ্ছীলঃ, সৃ গতৌ (ইন্নশ্জিসর্ত্তিভ্যঃ করপ্। পা ৩।২।১৬৩) ইতি করপ্। ১ গমনকর্ত্তা।

সৃত্বরী (স্ত্রী) সৃ-করপ্, সৃ-কনিপ্ বা ঙীষ্। ১ মাতা। (সংক্ষিপ্তসার উণাদি°) ২ গমনকর্ত্রী।

সৃদর (পুং) দৃ বিদারণে (কৃদরাদয়শ্চ। উণ্ ৫।৪১) ইতি অং প্রত্যয়েন নিপাতনাৎ সাধুঃ। সর্প। (সংক্ষিপ্তসার উণাদি)

সৃদাকু (পুং) সরতীতি সৃ (সর্ত্তেদু´কচ। উণ্ ৩.৭৮) ইতি কাকুদ্´গাগমশ্চ। ১ বায়ু। ২ বজ্র। ৩ অগ্নি। ৪ প্রতিসূর্য্যক। সূর্য্যের উদয়কালে যে রক্তবর্ণ সূর্য্যসদৃশ পদার্থ দৃষ্ট হয়, তাহাকেই প্রতিসূর্য্যক কহে। (মেদিনী) ৫ মৃগ। (সংক্ষিপ্তসার উণা°) (স্ত্রী) ৬ নদী। (উজ্জ্বল)

সৃপ্, গতি, গমন। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° অনিট্। লট্ সর্পতি। লিট্ সসর্প, সসৃপতুঃ। লুট্ স্রপ্তা। সর্প্তা। লৃট্ স্রপ্স্যতি, সর্প্স্যতি। লুঙ্ অসৃপৎ। সন্ সিসৃপ্সতি। যঙ্ সরীসৃপ্যতে। যঙ্লুক্ সরীসর্প্তি। ণিচ্ সর্পয়তি। লুঙ্ অসীসৃপৎ। অসসর্পৎ। অনু-সৃপ অনুগমন। অপ-সৃপ অপসরণ। উদ্-সৃপ বিস্তার। উপ-সৃপ অভিগমন। প্র-বি-সৃপ অভিগমন। বৃদ্ধি।

সৃপ (পুং) অসুরবিশেষ। (হরিবংশ)

সৃপাট (পুং) সৃপাটী, পরিমাণবিশেষ। ২ রক্তধারা।

সৃপাটিকা (স্ত্রী) ১ পক্ষিচঞ্চু, চঞ্চু। (হেম)

সৃপাটী (স্ত্রী) সৃপাট গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ পরিমাণভেদ। ২ রক্তধারা।

সৃপ্র (পুং) সৃপ গতৌ (স্ফায়িতঞ্চিবঞ্চীতি। উণ্ ২।১৬) ইতি রক্। চন্দ্র। (উজ্জ্বল)

সৃপ্রকরস্ন (ত্রি) প্রসৃত বাহু। "হবামহে সৃপ্রকরস্নমূতয়ে" (ঋক্ ৮।৩২।১০) 'সৃপ্রকরস্নং প্রসৃতবাহুং' (সায়ণ)

সৃপ্রদানু (ত্রি) সর্পণশীল, দানযুক্ত, অনিয়ত ধনদানকারী। "পুত্রং ভরন্তং সৃপ্রদানুং" (ঋক্ ১।৯৬।৩) 'সৃপ্রদানুং সর্পণশীলদানযুক্তং, অবিচ্ছেদেন ধনানি প্রযচ্ছন্তং' (সায়ণ)

সৃপ্রভোজস (ত্রি) প্রসৃপ্ত ধন, পর্য্যাপ্ত ধনবিশিষ্ট। প্রচুর ধনী। "অর্য্যমণং ন মন্দ্রং সৃপ্রভোজসং" (ঋক্ ৬।৪৮।১৪) 'সৃপ্রভোজসং প্রসৃপ্তধনং' (সায়ণ)

সৃপ্রবন্ধুর (ত্রি) বিস্তীর্ণ পুরোভাগ। যাহার পুরোভাগ অতিশয় বিস্তীর্ণ। "সৃপ্রবন্ধুরঃ সুবিতায় গম্যাঃ" (ঋক্ ১।১৮১।৩)
'সৃপ্রবন্ধুরঃ বিস্তীর্ণপুরোভাগঃ' (সায়ণ)

সৃবিন্দ (পুং) সৃবিন্দনামক শত্রু। "যঃ সৃবিন্দমনর্শনিং" (ঋক্ ৮।৩২।২) 'সৃবিন্দং সৃবিন্দনামকং শত্রুং' (সায়ণ)

সৃভ, হিংসা। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট। বা বেট। ঋচ্

প্রত্যয়পরে বিকল্পে ইড়াগম হয়। লট্ সর্ভতি। লোট্ সর্ভতু। লিট্ সসর্ভ। লুঙ্ অসর্ভীৎ।

সৃমর (পুং) সরতি তচ্ছীলঃ সৃ-গতৌ (সৃঘস্য দঃ করচ। পা ৩।২।১৬০) ইতি করচ্। ১ পশুবিশেষ। (অমর) ২ বালমৃগ।

"বরাহমৃগসিংহাশ্চ মহিষাঃ সৃমরাস্তথা।
ব্যাঘ্রগোকর্ণগবয়া বিত্রেসুঃ পৃষতৈঃ সহ॥"

(রামায়ণ ৩।১০৩।৪২)

৩ মৎস্যাকার মহাশূকর। (বৈদ্যকনি°) ৪ শরৎকালে শৃঙ্গত্যাগী মৃগবিশেষ। সুশ্রুতমতে ইহার মাংসগুণ কষায়রস, বাতপিত্তঘ্ন, গুরু ও শুক্রবর্দ্ধক।

(সুশ্রুত সূত্রস্থা° ৪৬ অ°)

সৃমল (পুং) অসুরবিশেষ।

সৃষ্ট (ত্রি) সৃজ-ক্ত। ১ নির্ম্মিত। ২ যুক্ত। ৩ নিশ্চিত। ৪ বহুল। (মেদিনী) ৫ ভূষিত। (অজয়) ৬ ত্যক্ত।

"মহাব্রহ্মর্ষিসৃষ্টা বা জলস্থা ভীমদর্শনাঃ।" (রামায়ণ ২।৩৫।১৫)

সৃষ্টি (স্ত্রী) সৃজ-ক্তিন্। ১ নির্ম্মিত, নির্ম্মাণ। ২ স্বভাব। ৩ নিগুর্ণ।

সৃষ্টিকৃৎ (ত্রি) সৃষ্টিং করোতি কৃ-কিপ্-তুক্চ। সৃষ্টিকর্ত্তা, ব্রহ্মা, যিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। ২ পর্পটকক্ষুপ, চলিত ক্ষেতপাপড়া।

সৃষ্টিতত্ত্ব (ক্লী) সৃষ্টির বিষয়। যখন হইতে মানুষ চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন হইতেই তাহার ধীশক্তি, কল্পনা ও বুদ্ধি তাহার নিজের এবং বিশ্বসাম্রাজ্যের সৃষ্টিকর রহস্যোদ্ঘাটনের চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। 'আমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছি? কোথায় আসিয়াছি? কোথায় আমার ও আমার এই লীলাক্ষেত্রের পরিণতি?' স্বভাবতঃই চিন্তাশীল মানুষের মনে এই সকল প্রশ্ন উদিত হইয়া থাকে এবং ইহার উত্তরের উপর তাহার সমগ্র জীবনের সুখ-দুঃখ আশা-ভরসা নির্ভর করিয়া থাকে। সভ্য অসভ্য সকল যুগের সকল জাতিই এই কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া জগতের উৎপত্তি ও পরিণতি সম্বন্ধে এক প্রকার মীমাংসায় উপস্থিত হইয়াছেন। এখানে সংক্ষেপে তাহার ইতিহাস দেওয়া যাইতেছে। ভারতের আর্য্য ঋষিগণ বোধ হয় সৃষ্টিকে ভগবানের প্রাকৃতিক অস্তিত্বের অঙ্গীভূত বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। সৃষ্টির আদিও নাই, অন্তও নাই অর্থাৎ স্বয়ম্ভু ভগবান্ অনবরত সৃষ্টিকার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। কাজেই সৃষ্ট হইয়াও পদার্থ অনাদি ও অনন্ত। "একোঽহং বহু স্যাম্" কথাটিই জগতের মূলীভূত কারণ, কিন্তু এই ইচ্ছা যে ভগবানের মনে কখন হইয়াছিল, তাহা কেহ নির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই এবং একত্ব ও বহুত্বের ধারণাই বা তাঁহার কোথা হইতে আসিল, ইহাও মানববুদ্ধির অতীত। মনু প্রভৃতি সংহিতাকারদিগের মতে সৃষ্টিকার্য্য অনবরত চলিতেছে সত্য, কিন্তু সময়ে সময়ে পরিদৃশ্যমান বিশ্বসংসারটি একেবারে বিলুপ্ত হইয়া আবার আপনার স্রষ্টার ধারণায় যাইয়া বিলীন হইয়া যায়। তখন একটা ঘন ও গাঢ় তমঃ ব্যতীত আর কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না।

"আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণং।
অপ্রতর্কমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥
ততঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবানব্যক্তো ব্যঞ্জয়ন্নিদং।
মহাভূতাদিবৃত্তৌজাঃ প্রাদুরাসীত্তমোনুদঃ॥" (মনু ১।৫-৬)

এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বসংসার এক কালে গাঢ় তমসাচ্ছন্ন ছিল, সেই সময়ের অবস্থা প্রত্যক্ষের অগোচর, কোন লক্ষণ দ্বারা তাহা অনুমান করা যায় না, তখন ইহা তর্ক ও জ্ঞানের অতীত হইয়া সর্ব্বতোভাবে যেন প্রগাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত ছিল। পরে স্বয়ম্ভু অব্যক্ত ভগবান্ মহাভূতাদি চতুর্বিংশতি তত্ত্বে এই বিশ্বসংসারকে ক্রমে ক্রমে প্রকটিত করিয়া সেই তমোভূত অবস্থার বিধ্বংসক হইয়া প্রকাশিত হন।

এই ভাবে মানবমাত্রগ্রাহ্য সূক্ষ্মতম অব্যক্ত সেই সর্ব্বভূতময় অচিন্ত্যপুরুষ শরীরী হইয়া পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যক্ষ কারণ স্বরূপ প্রকটিত হইলেন। তৎপরে প্রকাশ্যভাবে সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ হইল। প্রজাসৃষ্টিমানসে নিজদেহ হইতে স্বয়ং শরীরী ভগবান্ ধ্যানযোগে সর্ব্বপ্রথমে জল সৃষ্টি করিয়া তাহাতে বীজ নিক্ষেপ করেন। তখন সেই বীজ হইতে সুবর্ণোপম সূর্য্যসদৃশ তেজোময় এক অণ্ড উদ্ভূত হইল এবং সেই অণ্ডমধ্যে ভগবান্ নিজে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার রূপে জন্ম গ্রহণ করিলেন।* এই ব্রহ্মাণ্ডে ব্রাহ্ম মানের সংবৎসরকাল বাস করিয়া ভগবান্ ব্রহ্মা আত্মগত ধ্যানবলে উহাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলেন, উর্দ্ধখণ্ডে স্বর্গাদিলোক ও অধোখণ্ডে পৃথিব্যাদি এবং মধ্যদেশে আকাশ, অষ্টদিক্ ও শাশ্বত সমুদ্রসকল সৃষ্টি করেন। ইহার পরে তিনি মহত্তত্ত্বের বিকাশ ও আত্মানুভব মনের উদ্ধার সাধন করেন। তৎপরে বিষয়গ্রহণক্ষম ইন্দ্রিয়াদি, অনন্তকার্য্যক্ষম অহঙ্কার ও দেবমনুষ্যাদি জীবের উৎপত্তি হয়। [বিস্তারিত বিবরণ পৃথিবী শব্দে দেখ] এইরূপে সংখ্যাতীত মন্বন্তর এবং বিশ্বের সৃষ্টি ও লয় হইয়াছে।

---

* "সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ।
অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ।
তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভং।
তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ॥" (মনু ১।৮-৯)

স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বের সৃষ্টি সম্বন্ধে ইহাই হইল ভগবান্ মনুর যোগলব্ধ জ্ঞান। অণ্ডমধ্যস্থ ভগবান্ যখন বাহির হইলেন, তখন তাঁহার সহস্র শির, সহস্র নেত্র ও সহস্র বাহু। ইনিই হইলেন পুরুষ; আর তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই সুগঠিত, সুনিয়ন্ত্রিত ও সুশৃঙ্খলিত এবং অসীম ও অনন্ত বিরাট্ রূপ প্রকটিত হইল। ইহাই আমাদিগের বিশ্ব। ইহার অন্তরে ঐশী শক্তি ও ঐশী বিভূতি বিদ্যমান। এই জন্যই ইহাকেও ভগবানের দ্বিতীয় রূপ বলা হইয়া থাকে। ইহার চক্ষুর্দ্বয় আমাদিগের চন্দ্র ও সূর্য্য।

সংহিতাদিতে সৃষ্টিক্রম এইরূপ বর্ণিত আছে। দর্শনশাস্ত্রসমূহেও সৃষ্টি ও প্রলয় অর্থাৎ সৃষ্টি ও নাশের ক্রম বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। দর্শনশাস্ত্রসকলে সৃষ্টি লইয়া মতভেদ দেখা যায়। বৈশেষিক ও ন্যায়দর্শনে সৃষ্টিক্রম এক প্রকার, সাংখ্য ও পাতঞ্জলে এক প্রকার এবং বেদান্তমতে অন্য প্রকার বর্ণিত আছে। কিন্তু এক পরব্রহ্ম হইতে এই জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, ইহাতে কাহারো মতদ্বৈধ নাই, কিন্তু সাংখ্যমতে ব্রহ্ম স্বীকৃত না হইলেও প্রকৃতি ও পুরুষসংযোগে সৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু পুরুষকে ঈশ্বরস্থানীয় ধরিয়া লইলে আর কোন বিরোধ থাকে না। অতি সংক্ষেপে দার্শনিকদিগের মত লিখিত হইল।

বৈশেষিক ও ন্যায়মতে সৃষ্টিক্রম,—যখন এই জগৎ ধ্বংস হইয়া প্রলয়কাল উপস্থিত হয়, তখন একমাত্র পরমেশ্বরই থাকেন। এই প্রলয়কালের অবসানে ভগবানের সিসৃক্ষা অর্থাৎ সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হয়। তখন প্রলয় হেতু অদৃষ্টের কার্য্য হইয়াছে বলিয়া উহা আর ভোগপ্রযোজক অদৃষ্টের বৃত্তি নিরোধ করিতে পারে না, সুতরাং ভোগপ্রযোজক অদৃষ্টবৃত্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়, অর্থাৎ ফলোন্মুখ হয়। ঐ অদৃষ্টযুক্ত আত্মার সংযোগে প্রথমে বায়বীয় পরমাণুতে কর্ম্মের উৎপত্তি হয়, পবন পরমাণু সকলের পরস্পর সংযোগে দ্ব্যণুকাদি ক্রমে মহান্ বায়ু উৎপন্ন এবং অনবরত কম্পমান হইয়া আকাশে অবস্থিত হয়। তির্য্যগ্‌গমন বায়ুর স্বভাব। তৎকালে অপর আর কোন দ্রব্যেরই উৎপত্তি হয় নাই, যাহা দ্বারা বায়ুর বেগ প্রতিহত হইতে পারে। সুতরাং বায়ু অনবরতঃ কম্পমান হইয়াই অবস্থিত থাকে। বায়ু সৃষ্টির পরে ঐরূপে আপ্য বা জলীয় পরমাণুতে কর্ম্মের উৎপত্তি হইয়া দ্ব্যণুকাদি ক্রমে মহান্ সলিলরাশি উৎপন্ন এবং বায়ুর বেগে কম্পমান হইয়া বায়ুতে অবস্থিত হয়। তৎপরে উক্ত প্রণালী অনুসারে পার্থিব পরমাণুসংযোগে নিবিড় বায়ব মহা পৃথিবী উৎপন্ন হইয়া জলরাশিতে অবস্থিতি করে। তদনন্তর ঐরূপে দীপ্যমান তেজোরাশি সমুৎপন্ন হইয়া ঐ জলরাশিতেই অবস্থিত হয়। তৎপরে পরমেশ্বরের সঙ্কল্পমাত্রে ব্রহ্মাণ্ড এবং ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়। ব্রহ্মা অতিশয় জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন হইয়াই উৎপন্ন হন। তিনি মহেশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া প্রাণীদিগের কর্ম্মানুসারে ক্রমে সমস্ত জগতের সৃষ্টি করেন। প্রাণীদিগের ভোগের জন্য সৃষ্টি ও স্থিতি।

প্রাণিগণ যেমন সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া রাত্রিতে বিশ্রাম লাভ করে, সেই রূপ জগতের স্থিতিকালে পুনঃ পুনঃ দুঃখাদি ভোগে পরিক্লিষ্ট প্রাণীদিগের কিয়ৎকাল বিশ্রামের জন্য অর্থাৎ দুঃখাদি উপশমের জন্য মহেশ্বরের সঞ্জিহীর্ষা অর্থাৎ সংহার করিবার ইচ্ছা হয়, তজ্জন্য প্রলয় উপস্থিত হয়। এই জন্য পুরাণাদি শাস্ত্রে সৃষ্টি ও প্রলয় দিন ও রাত্রিরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

ব্রহ্মার দেহ বিসর্জ্জনকালে সকল ভুবনের অধিপতি মহেশ্বরের সঞ্জিহীর্ষা অর্থাৎ সংহারেচ্ছা হয়। তৎকালে সমস্ত জীবাত্মার অদৃষ্ট সকলের বৃত্তি নিরোধ অর্থাৎ প্রলয় হেতু অদৃষ্ট দ্বারা সৃষ্টি ও স্থিতি হেতু অদৃষ্টের কার্য্য প্রতিবদ্ধ হয়। ভোগপ্রযোজক বা ভোগ হেতু অদৃষ্ট প্রলয়প্রযোজক বা প্রলয় হেতু অদৃষ্ট দ্বারা প্রতিবদ্ধ হইলে ভোগপ্রযোজক অদৃষ্ট আর ভোগ সম্পাদন করিতে পারে না। তৎকালে প্রলয় হেতু অদৃষ্টযুক্ত আত্মার অর্থাৎ প্রাণিবর্গের সংযোগে শরীর ও ইন্দ্রিয়ের আরম্ভক পরমাণু সকলে কর্ম্মের উৎপত্তি হয়। ঐ কর্ম্ম বশতঃ আরম্ভক সংযোগ নিবৃত্তি হইয়া যায়। তখন দেহ ও ইন্দ্রিয় বিনষ্ট হইয়া তদারম্ভক পরমাণুমাত্র অবশিষ্ট থাকে। এই রূপ পৃথিব্যারম্ভক পরমাণুতে কর্ম্ম হইয়া আরম্ভক সংযোগ নিবৃত্তি ক্রমে মহাপৃথিবী নষ্ট হয়। এই প্রণালীতে পৃথিবীর পর জল, জলের পর তেজ, তেজের পর বায়ু নষ্ট হয়। তখন চতুর্বিধ পরমাণুমাত্র বিভক্ত রূপে অবস্থিতি করে এবং ধর্ম্ম অধর্ম্ম ও ভবনাখ্য সংস্কারযুক্ত আত্মসকল ও নিত্য পদার্থগুলি অবস্থিতি থাকে। ইহাই প্রলয়াবস্থা। এই রূপ প্রলয়াবস্থার পর উক্ত ক্রমে সৃষ্টি হয়। এই প্রকারেই সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় হইয়া থাকে। (বৈশেষিকদ°)

ন্যায়বৈশেষিক পরমাণুকারণবাদী, একমাত্র পরমাণু হইতে জগতের সৃষ্টি হইয়াছে স্বীকার করেন। পরমেশ্বরের ইচ্ছায় পরমাণু দ্বারা জগতের সৃষ্টি এবং লয়। যখন প্রলয় হয় তখনও এই পরমাণুরাশি বিদ্যমান থাকে।

সাংখ্য ও পাতঞ্জলমতে—প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে সৃষ্টি হয়। উভয়ে উভয়ের অপেক্ষা করে বলিয়া প্রকৃতি ও পুরুষের পরস্পর সংযোগ হয়। প্রকৃতি পরিণামশীলা। সর্ব্বদাই প্রকৃতির পরিণাম হইতেছে, ক্ষণকালও প্রকৃতি পরিণতা না হইয়া থাকিতে পারে না, প্রকৃতির এই পরিণাম দুই প্রকার, সরূপ পরিণাম ও বিরূপ পরিণাম। যখন প্রকৃতির বিরূপপরিণাম আরম্ভ হয়, তখনই এই জগতের সৃষ্টি আরম্ভ হয় এবং এই বিরূপ-পরিণাম হইতেই আবার যখন

স্বরূপ পরিণাম আরম্ভ হয়। তখন প্রলয় হইয়া থাকে, এইরূপে একবার সৃষ্টি আবার প্রলয় হইয়া সৃষ্টির পর প্রলয়, প্রলয়ের পর সৃষ্টি ইহা বীজাঙ্কুরন্যায়বৎ অনাদি। প্রকৃতি ও পুরুষ অন্ধ ও পঙ্গুস্থানীয় বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। দৃক্‌শক্তিসম্পন্ন পঙ্গু গতিশক্তিসম্পন্ন অন্ধের স্কন্ধে অধিরূঢ় হইয়া পথ প্রদর্শন করে, অন্ধ তদনুসারে গমন করে। এইরূপে উভয়েরই অভিলাষ সিদ্ধ হয়। প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগও তদ্রূপ। পুরুষ দৃক্‌-শক্তিযুক্ত, ও ক্রিয়াশূন্য বলিয়া পঙ্গুস্থানীয়। প্রকৃতি ক্রিয়া-শক্তিযুক্ত ও দৃষ্টিশক্তিশূন্য বলিয়া অন্ধস্থানীয়। এই সংযোগ বশতঃই প্রকৃতি মহদাদি অচেতন হইয়াও চেতনের ন্যায় এবং পুরুষ স্বভাবতঃ অকর্ত্তা হইয়াও গুণকর্ত্তৃত্বে কর্ত্তার ন্যায় প্রতীয়মান হয়।

এই সৃষ্টি দুই প্রকার, প্রত্যয় ও তন্মাত্র। বুদ্ধিতত্ত্ব সৃষ্টির ন্যায় প্রত্যয় সৃষ্টি, ভূত ও ভৌতিক সর্গের ন্যায় তন্মাত্র সৃষ্টি। প্রকৃতির প্রথম সৃষ্টি মহৎ বা বুদ্ধি, ইহার অসাধারণ ধর্ম্ম অধ্য-বসায় বা নিশ্চয় বুদ্ধির ধর্ম্ম ৮টী, ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য। বুদ্ধি হইতে অহঙ্কার, অভিমান তাহার প্রধান ধর্ম্ম, অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ তন্মাত্র। পঞ্চ তন্মাত্র হইতে পঞ্চ মহাভূত। উক্ত প্রত্যয় সৃষ্টি আবার প্রকারান্তরে চারি ভাগে বিভক্ত। যথা বিপর্য্যয়, অশক্তি, তুষ্টি ও সিদ্ধি। বিপর্য্যয় পাঁচ প্রকার—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অনির্ব্বিবেশ। একাদশ ইন্দ্রিয়ের অশক্তি একাদশ প্রকার, এবং বুদ্ধির নিজের অশক্তি সপ্তদশ প্রকার, সুতরাং মোটের উপর অশক্তি অষ্টাবিংশতি প্রকার।

[এই সকলের বিশেষ বিবরণ সাংখ্যদর্শনশব্দে দ্রষ্টব্য]

প্রকৃতির বিরূপ পরিণামাবস্থায় উক্তরূপে সৃষ্টি হইয়া থাকে। যত দিন পর্য্যন্ত পুরুষের বিবেকসাক্ষাৎকার না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত প্রকৃতি পুরুষকে ত্যাগ করিবে না। পুরুষের বিবেক-সাক্ষাৎকার হইলে আর সৃষ্টি হইবে না। (সাংখ্যদ°) পাতঞ্জল দর্শনেরও এই মত।

বেদান্তমতে—এক ব্রহ্মই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ। এক পরব্রহ্ম হইতেই জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় হইতেছে। "যতো বা ইমানি ভূতানি জাতানি জীবন্তি" (শ্রুতি। সৃষ্টির প্রথমে এক ব্রহ্মই ছিলেন, "একোঽহং বহু স্যাং" (শ্রুতি) ব্রহ্মার ইচ্ছা হইল এক আমি বহু হইব, তাহার এই ইচ্ছাতেই জগতের সৃষ্টি আরব্ধ হইল, প্রথমে ব্রহ্ম হইতে পৃথিবী, এইরূপে ক্রমে ক্রমে চরাচর জগতের সৃষ্টি হইল।

"এতস্মাদাত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ, আকাশাদ্বায়ুঃ বায়োরগ্নিঃ, অগ্নেরাপঃ, অদ্ভ্যঃ পৃথিবী চোৎপদ্যতে" (শ্রুতি)

এক ব্রহ্ম হইতে জগতের সৃষ্টি হইয়া ব্রহ্মেই অবস্থিত আছে এবং পরিশেষে ব্রহ্মেই লীন হইবে। জীব অবিদ্যাবশে ব্রহ্ম-স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে না, মায়ায় মোহিত হইয়া আবদ্ধ থাকে। জ্ঞান হইলেই মুক্তি লাভ করে। [বেদান্ত শব্দে দ্রষ্টব্য]

ইহা ভিন্ন প্রতি পুরাণেই সৃষ্টিক্রম বিশেষভাবে লিখিত আছে। কারণ পুরাণের লক্ষণে লিখিত আছে যে, সৃষ্টি এবং প্রলয় বর্ণন করিতেই হইবে। পুরাণসকলের মধ্যে সৃষ্টিপ্রণালী সম্বন্ধে কিছু কিছু প্রভেদ আছে, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে মতের কিছু কিছু বিভিন্নতা থাকিলেও এক পরমেশ্বর হইতেই যে এই জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে কোনরূপ মতদ্বৈধ নাই। তবে সৃষ্টি-ক্রম সম্বন্ধে কিছু কিছু ভিন্নতা দৃষ্ট হয়। তাহাতে বিশেষ কিছুই আসিয়া যায় না।

সংহিতা, দর্শন ও পুরাণাদি সকল শাস্ত্রেরই মত এই যে "দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব এক আস্তে বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা" (শ্রুতি) এক দেবতা আছেন, তাহা হইতে এই স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতল ও চরাচর জগৎ উৎপত্তি হইয়াছে এবং তিনিই রক্ষা করিতেছেন। [পুরাণ ও সর্গ শব্দ দেখ]

জৈনদর্শনের মতে "দ্ব্যণু, ত্রসরেণু প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া আকাশমার্গে বিস্তৃতি লাভ করে এবং তাহা হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল এবং জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে।"

ব্রহ্মাণ্ডাদি বিভিন্ন পুরাণেও নিখিল বিশ্বের তমোময়ত্ব ও অনাদি অনন্ত পরিব্যাপ্তত্ব কল্পিত হইয়াছে। ঐ সকল পুরাণ-মতে গুণসাম্য (প্রলয়) উপস্থিত হইলেই সৃষ্টিকাল আরম্ভ হয়, এবং সূক্ষ্ম ও মহদ্‌গুণসংযুক্ত অব্যক্ত সমাবৃত মহত্তত্ত্বের উদ্ভব হয়। এই যে মহত্তত্ত্ব ইহাই হইল সত্ত্বগুণপ্রকাশক মন, এবং এই মনকেই কারণ ও সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া থাকে। ক্রমে ক্রমে ইহা হইতে ভূততন্মাত্র ও তাহা হইতে পঞ্চ তন্মাত্রের উৎপত্তি হয় এবং পরে অণ্ডের সৃষ্টি হইলে, ভূতসমূহের আদিকর্ত্তা হিরণ্যগর্ভ আদিপুরুষ জীবাত্মসমূহের সৃষ্টি করেন। [পৃথিবী দেখ।]

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের প্রকৃতিখণ্ডের সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান্ নারায়ণ নারদকে বলিয়াছেন "বিশ্বের সর্ব্বোচ্চভাগে গোলক ও বৈকুণ্ঠধাম অবস্থিত। ইহারই কেবল ধ্বংস নাই; এতদ্ব্যতীত অন্য সকল অংশই কৃত্রিম ও নশ্বর। প্রকৃত প্রলয়ের সময় ব্রহ্মাণ্ড বিলয়প্রাপ্ত হয়। তখন সৃষ্টি-প্রারম্ভে ভগবান্ বিষ্ণু আত্মদ্বারা মহাবিরাট্‌ পুরুষকে সৃষ্টি করেন।"

নৈয়ায়িকদিগের মতে পৃথিবী পরমাণুস্বরূপা ও অবয়বশালিনী এই দুই প্রকার, তন্মধ্যে পরমাণুস্বরূপা পৃথিবী নিত্যা ও অবয়ব-শালিনী পৃথিবী অনিত্যা।

বিষ্ণুপুরাণের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে পৃথুচরিতের যে একটি আখ্যান আছে,তাহা হইতে জানা যায় যে, প্রথম হইতেই পৃথিবী গ্রামশস্যশালিনী ছিল না। রাজা পৃথু প্রজাবর্গের হিতার্থ গো-মূর্ত্তি দেবী বসুন্ধরাকে সম্মত করিয়া এবং স্বায়ম্ভুব মনুকে তাঁহার বৎস কল্পনা করিয়া বসুন্ধরা হইতে শস্যাদি দোহন করিয়াছিলেন।

এই ভাবে সৃষ্টি-প্রক্রিয়া সম্বন্ধে নানারূপ মত দৃষ্ট হইলেও, সকল হিন্দুশাস্ত্রেরই মূলভিত্তি হইতেছে এই একটি কথা, "একোঽহং বহুস্যাম্"। অর্থাৎ স্বয়ং ভগবানের এই যে ইচ্ছা, ইহাই হইল সৃষ্টির মূলীভূত কারণ। এই ইচ্ছা হইতেই প্রকৃতির উদ্ভব হইয়াছে। প্রকৃতিতে যে শক্তি, তাহাও ঐশী শক্তিরই স্ফুরণ মাত্র।

বর্ত্তমান নেপালী বৌদ্ধধর্ম্মেও ভগবানের এই ইচ্ছার উপরই জগৎকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। স্বয়ং পরমপুরুষ মহাশূন্য অনাদি ও অনন্ত। তাঁহার জ্ঞান ও শক্তি উভয়ই পূর্ণ। পূর্ণজ্ঞানরূপে তাঁহার নাম আদিবুদ্ধ এবং পূর্ণশক্তিরূপে তাঁহার নাম আদি ধর্ম্ম বা আদিপ্রজ্ঞা। এই উভয়ই অনাদি ও অনন্ত; এবং পরস্পরের মধ্যে সাহায্য থাকিলেও উভয়ই সম্পূর্ণ বিভিন্ন। মহাশূন্যের ইচ্ছামাত্রে আদিবুদ্ধ ও আদিপ্রজ্ঞার সাহায্যে ঐশী-শক্তি-সম্পন্ন বুদ্ধ (ও দেবগণ) উৎপন্ন হন। আদিবুদ্ধ চিরকালই নিবৃত্তিতে সুষুপ্ত। জগৎসৃষ্টির নিমিত্ত পঞ্চ বুদ্ধকে আত্ম হইতে বিস্ফুরিত করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই বিশ্বের মূলীভূত প্রথম ও প্রধান কারণ হইলেও, স্থূল দৃষ্টিতে এই পঞ্চ বুদ্ধই সৃষ্টির কর্ত্তা বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকেন। ইহারা পরস্পরে ভ্রাতৃভাবে সম্পর্কিত। কিন্তু চতুর্থভ্রাতা অমিতাভ হইতেই বর্ত্তমান বিশ্বের কর্ত্তা বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণির উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া তাঁহাকেই বিশেষরূপে পূজা করা হইয়া থাকে।

আদিবুদ্ধ প্রত্যেক বুদ্ধকেই পুত্ররূপে এক একটি বোধিসত্ত্ব সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা প্রদান করেন। তদনুসারে পঞ্চবুদ্ধ পঞ্চ বোধিসত্ত্ব সৃষ্টি ও তাঁহাদিগকে আপনাদের ঐশী শক্তি ও বিভূতি দান করিয়া আদিবুদ্ধে বিলীন হইয়া যান। তদবধি তাঁহারা সেই অবস্থায়ই বিরাজ করিতেছেন। ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে তাঁহাদিগের আর কোন সংশ্রব নাই। বোধিসত্ত্বগণই জগতের সৃষ্টি, রক্ষা ও পালন করিয়া আসিতেছেন।

ময়ূরভঞ্জে যে মহিমাধর্ম্মিগণ বাস করিতেছেন, তাঁহারাও প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধ। সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহাদিগের এইরূপ ধারণা—

একমাত্র স্বয়ম্ভূ মহাশূন্যই জগতের আদিভূত কারণ। সৃষ্টির পূর্ব্বে তাঁহাতে কোন বিভূতি ছিল না। যখন সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হইল, তখন তিনি বিভূতি প্রকাশ করিবার জন্য মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন এবং তৎপরে ধর্ম্মনামে আত্ম-প্রকাশ করিলেন। এই অবস্থায় তাঁহার ললাটদেশের ঘর্ম্ম হইতে বিশ্বের আদিশক্তি-স্বরূপা একটি রমণী জন্মগ্রহণ করেন এবং সেই রমণী হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর উদ্ভূত হইলেন। তখন জগতের সৃষ্টি ও পালনের ভার তাঁহাদিগের উপর অর্পিত হইল। তদনুসারে ইঁহারা জগৎ সৃষ্টি করেন এবং অদ্যাবধি তাহা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

গ্রীসের প্রাচীন যুগের দার্শনিকগণ সৃষ্টি-তত্ত্বের আলোচনা করিতে বসিয়া দুইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। প্রথম মতে জগতের রূপ ও স্থিতিকাল উভয়ই অনাদি ও অনন্ত। অর্থাৎ যে অবস্থায় আমরা জগৎকে দেখিতেছি, ইহা বরাবর সেই অবস্থায় আছে ও থাকিবে। আরিষ্টট্‌লই এই মতের প্রথম প্রবর্ত্তক। তিনি বলেন, যাহার কারণ অনাদি ও অনন্ত, তাহা নিজেও অনাদি অনন্ত। প্রকৃত পক্ষে ইঁহাকে তিনি স্বয়ম্ভূ হইতে স্ফুরিত বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। প্লেটোর মতে অনন্ত কাল হইতে যে অপরিবর্ত্তনীয় idea পরিবর্ত্তনশীল পদার্থের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া রহিয়াছে জগৎ তাহারই অনাদি ও অনন্ত বহিঃপ্রকাশমাত্র। আলেকসান্দ্রিয়ায় ষষ্ঠ শতাব্দীতে যে নিও-প্লেটোনিষ্ট দার্শনিক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল, তাঁহাদিগের মতে ঈশ্বর ও জগৎ উভয়ই তুল্যরূপে অনাদি অনন্ত। আবার জেনোফেনিস্ প্রভৃতির মতে ভগবান্ ও ব্রহ্মাণ্ড এক ও অভিন্ন। অধুনা জর্ম্মনীতেও এই মতেরই প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় মতানুসারে ভগবানের সঙ্গে সঙ্গে পদার্থটাকেও অনাদি অনন্ত ধরিয়া লওয়া হয়। কিন্তু প্রথম মতের ন্যায় পদার্থের বর্ত্তমান রূপটীকেও সেইরূপ মনে না করিয়া ইহাকে সময়াধীন অর্থাৎ দৃষ্ট বলিয়া গ্রহণ করা হয়। এই মতের সমর্থকগণ বলেন যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রথমতঃ একটা শৃঙ্খলা ও নিয়মরহিত জড়পিণ্ডবৎ (Chaos) ছিল। হেসিঅডের মতে এই জড়পিণ্ড হইতে প্রথমে এরিবাস্ ও রাত্রি এবং পরে বায়ু ও দিবা এই দ্বন্দ্বদ্বয় জন্ম গ্রহণ করে। আমাদিগের শ্রুতি, স্মৃতি ও জৈনমতে যে আণবিক শক্তির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, দার্শনিক এপিকিউরাসের অনুবর্ত্তী পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ সেই অন্ধ শক্তিকেই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। ষ্টোইক্‌সম্প্রদায় ভগবান্ ও পদার্থ এই দুইটিকেই সৃষ্টির মূলীভূত কারণ বলিয়া মনে করেন। ইঁহাদিগের মধ্যে প্রথমটি ক্রিয়াশীল ও দ্বিতীয়টি ক্রিয়াস্থল, এবং দ্বিতীয়টীর উপরে প্রথমটি যে ক্রিয়া করিতেছে, তাহারই ফলে জগৎ উদ্ভূত হইয়াছে। ফিনিসীয় বাবিলোনীয় এবং ইজিপ্‌সীয়গণও হেসিঅডের মত জড়পিণ্ড হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিতেন।

তৃতীয় মতানুসারে আদিতে এক ভগবান্‌ই ছিলেন, তাঁহার

মুখের কথা হইতেই এই পরিদৃশ্যমান জগতের উদ্ভব হইয়াছে। তিনি বলিলেন, "আলো হউক" অমনিই আলোর উৎপত্তি হইল, এইভাবেই তাঁহার কথা হইতে সকল পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে। এই মত হিন্দুশাস্ত্রগণের পরিকল্পিত ভগবদিচ্ছারই রূপান্তর বলিয়া বোধ হয়। এটাসকানেরা, আদি পারসীকেরা এবং ক্রুইদেরাও এই মতেরই সমর্থক ছিলেন। গ্রীকদিগের মতে আনাক্সাগোরাসই সর্ব্ব প্রথমে এই মত প্রচার করেন। ক্রমে রোমীয়দিগের মধ্যেও এই মতেরই প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। খৃষ্টানদিগের ধর্ম্মগ্রন্থেও জগৎসৃষ্টি সম্বন্ধে এই মতই বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। প্রথমে জেনেসিসে দেখিতে পাওয়া যায়, ভগবানের শক্তিময় কথায় 'নাস্তি' হইতে 'অস্তি' হইল। তিনি যাহা বলিলেন, বলিবামাত্র তাহাই সংসাধিত হইল। রূপবিহীন জড়পিণ্ডবৎ যে পদার্থ হইতে ভগবান্ আদেশ করিয়া রাখিয়া ক্রমে ক্রমে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল জিনিষ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাও অনাদি অনন্ত নহে, তাঁহারই আদেশসম্ভূত। প্রথমে এই নিয়মশৃঙ্খলারহিত জড়পিণ্ড হইতে আলোকের সৃষ্টি হয়। কিন্তু বর্ত্তমানে ইহা যেমন একটি মাত্র আধারে (সূর্য্য) কেন্দ্রীভূত, আদিতে ইহা এরূপ ছিল না, সমগ্রবিশ্বময় পরিব্যাপ্ত ছিল। তৎপরে আকাশের সৃষ্টি করিয়া এই জড়পিণ্ডকে তিনি দুইভাগে বিভক্ত করেন; এক ভাগকে এই আকাশের তলদেশে এবং অপর ভাগ ইহার উর্দ্ধদেশে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই ভাবে পৃথিবী ও নক্ষত্রলোকের সৃষ্টি হইল। ইহার পরে তিনি পৃথিবীকে জলে ও স্থলে বিভক্ত করিয়া স্থলভাগের উপর তৃণ, শাক, লতা ও বৃক্ষ প্রভৃতি সর্জ্জন করেন এবং নক্ষত্রলোকের সূর্য্যাস্ত প্রভৃতি গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্রাদির প্রতিষ্ঠা করেন। তখন ব্রহ্মাণ্ডব্যাপ্ত আলোকরশ্মিসমূহ সংগৃহীত করিয়া আনিয়া একমাত্র সূর্য্যে কেন্দ্রীভূত করা হইল। এই ভাবে জগৎ জীবনিবাসের উপযোগী হইলে ভগবানের আদেশে ক্রমে ক্রমে তাহাতে মৎস্যাদি জলজন্তুর এবং উড্ডয়নশীল পক্ষী প্রভৃতির উদ্ভব হইল। তৎপরে চতুষ্পদ ও সরীসৃপ প্রভৃতিকে সৃষ্টি করা হয়। সর্ব্বশেষে সৃষ্টিব্যাপারের চূড়ান্ত স্বরূপ স্ত্রী ও পুরুষ আকারে দুইটি মানুষের উৎপত্তি হইল। ইহাদিগকে ভগবান্, স্থাবর জঙ্গম, সকল সৃষ্টির উপরই প্রাধান্য প্রদান করিলেন। এই আদি পুরুষ আদম এবং ইভ্ হইতেই জগতের সমস্ত জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। ইহা ছাড়া এঞ্জেল নামক মানুষের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিন্তু ভগবানের অনেক নীচে অবস্থিত কতকগুলি দেবদূতেরও উল্লেখ খৃষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহাদের উৎপত্তিবিবরণ কোথাও লিপিবদ্ধ হয় নাই।

এই ভাবে "নাস্তি" হইতে অস্তির উদ্ভবের কথা ধর্ম্মগ্রন্থে লিখিত থাকিলেও, প্রথম যুগের নস্টিক্স নামক খৃষ্টানগণ সহজে ইহা পরিপাক করিতে পারেন নাই। তাই দেখিতে পাওয়া যায় হারমোজিনিস (খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগে এবং তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগে জীবিত ছিলেন) জগতে অশিব ও অপূর্ণতায় কারণ দেখাইতে যাইয়া পদার্থকেও অনাদি ও অনন্ত বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। অরিজেন্ পদার্থের অনাদি অনন্তত্ব স্বীকার না করিলেও সৃষ্টিকার্য্যটাকে সময়বদ্ধ না করিয়া ইহাকেও অনাদি অনন্ত বলিয়া গিয়াছেন।

আধুনিক য়িহুদিদিগের মধ্যে জগতের সৃষ্টিবিচার লইয়া নানা মতের সৃষ্টি হইয়াছে। কাহারও কাহারও মতে সপ্তাহ যেমন সাতদিনে বিভক্ত, ব্রহ্মাণ্ডও তেমন সাত হাজার বৎসর কাল বিদ্যমান থাকে, তাহার পরে পুরাতন জগৎ ধ্বংসপ্রাপ্ত ও নূতন জগতের সৃষ্টি হয়। অপর এক দল জগৎটাকেও অনাদি ও অনন্ত বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তৃতীয়পক্ষ বলেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভগবানের সৃষ্ট নহে, তাঁহার স্ফুরণ মাত্র। দ্বাদশ শতাব্দীতে সৃষ্টিতত্ত্ব লইয়া একটা বিতর্কের অবতারণা হয়। তাহাতে একজন য়িহুদিলেখক বলিয়াছিলেন যে ভগবান্ ও পদার্থ কেহই অন্যান্যের অপেক্ষা করে না। স্পেনদেশীয় রাবি (Rabbi) দিগের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি সৃষ্টিতত্ত্বসম্বন্ধে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বে ভগবান্ নিম্নলিখিত সাতটি জিনিষ সৃষ্টি করিয়াছিলেন,১ম নিজের সিংহাসন,২য় দেবমন্দির (Sanctuary) ৩য় মেসায়ার নাম, ৪র্থ স্বর্গলোক, ৫ম নরক, ৬ষ্ঠ নিয়ম ও শাসন (Law) এবং ৭ম অনুতাপ। আকাশ ও নক্ষত্রলোক সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন যে, ইহারা ভগবানের গাত্রাবরণরূপ আলোক হইতে বিচ্ছুরিত হইয়াছিল। ভগবন্মহিমায় সিংহাসনের নীচে কতকগুলি বরফ পড়িয়াছিল, তাহা লইয়া তিনি পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এই লেখক এইরূপ অভিমতও প্রচার করিয়াছিলেন। ইহার পরেও জেনেসিসে লিখিত দুইটি কথা লইয়া সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে দুই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। একদল স্বর্গ তাঁহার সিংহাসন, এবং পৃথিবী তাঁহার পাদপীঠ এই উক্তির উপর নির্ভর করিয়া পৃথিবীর পূর্ব্বে নক্ষত্রলোক সৃষ্টি হইয়াছিল, এইরূপ মত প্রচার করেন। দ্বিতীয় পক্ষ ছাদনির্ম্মাণের পূর্ব্বে ভিত্তি নির্ম্মাণ আবশ্যক এই উক্তির উপর নির্ভর করিয়া পৃথিবীই প্রথমে সৃষ্ট হইয়াছিল, এই রূপ মত প্রকাশ করেন। ইহার পরে আধুনিক য়িহুদিদিগের গুরুপদবাচ্য মেমোনাইডিস্ এইরূপে সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনা করেন,—প্রথমে সকল বস্তুই একসঙ্গে সৃষ্ট হইয়াছিল, পরে মোজেসের বর্ণনারূপ সেই গুলিকে পৃথক্ ও শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছিল। য়িহুদিদিগের কাবালানামক গ্রন্থে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—সমগ্র বিশ্বটাই ভগবানের

স্ফুরণ মাত্র, অর্থাৎ জগদ্রূপে ভগবান্ আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে যেটি তাঁহার যত নিকটবর্ত্তী সেটি তাঁহাকে তত বেশী প্রকাশ করিয়াছে। পদার্থ ভগবৎশক্তির সর্ব্বশেষে ও সর্ব্বাপেক্ষা দূরবর্ত্তী স্ফুরণ বলিয়া ইহাতে তাঁহার পূর্ণতার সবিশেষ অভাব। আদম্ কাড্‌মন্ নামক কাবালীর দর্শনশাস্ত্রে সৃষ্টি-প্রকরণ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে, যে ভগবান্ হইতে প্রথমে একটি উৎস বা প্রণালী বিস্ফুরিত হয়। এই প্রথম বিস্ফুরণ হইতে সেদিরথ নামক দশটি জ্যোতিঃস্রোত প্রবাহিত হয় এবং এই জ্যোতিঃপ্রণালীপথে ভগবানের প্রথম স্ফুরণ হইতে স্বর্গীয়, আধ্যাত্মিক, দৈব (angelic) এবং পাদার্থিক এই চারিপ্রকারের বস্তু বহির্গত হইয়াছে এবং চারিটি বিভিন্ন লোকের সৃষ্টি করিয়াছে। প্রথম লোকের নাম আজিলুথ (অর্থাৎ স্ফুরিত লোক) আদি আলোক হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। নিম্নতর জগতের অপূর্ণতা এখানে নাই, কিন্তু উৎকর্ষ সম্পূর্ণই আছে। দ্বিতীয় জগতের নাম "ব্রায়া (সৃষ্টিসংক্রান্ত লোক) এখানে প্রথম জগ-তের সৃষ্ট আধ্যাত্মিক প্রাণিসকল বাস করিয়া থাকেন। তৃতীয় লোকের নাম জেটসিয়া—দ্বিতীয় লোকে যে সকল আধ্যাত্মিক প্রাণীর সৃষ্টি হয়, তাহারা আসিয়া এখানে অবস্থিতি করে। ৪র্থ লোকের নাম আশিয়া (পরিদৃশ্যমান পার্থিব লোক) যে সকল পদার্থের উৎপত্তি, গঠন, গতি ও ধ্বংস আছে,সেই সকল পদার্থই এখানে বিদ্যমান অর্থাৎ ভগবচ্ছক্তির নিকৃষ্টতম স্ফুরণ লইয়া এই জগৎ গঠিত।

প্রাচীন ইজিপ্টবাসিগণের মতে প্রথমে একটা গাঢ় ও অনন্ত তমঃমাত্র বিদ্যমান ছিল। আথর (তমোময়ী জননী) বলিয়া তাঁহারা এই দুর্ভেদ্য ও জগতের আদিভূত অন্ধকারের নামকরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐশী শক্তির বলে ইহার অন্তস্তলে জল ও একটা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অলক্ষ্য তেজ প্রবেশ করে। ইহার পরেই একটা পবিত্র জ্যোতিঃ সমুদিত হয়, এবং বাষ্পীভূত জ্যোতিঃ-সমূহ ঘনীভূত হইয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরিণত হয় এবং দেবতারা স্থাবর ও জঙ্গম সৃষ্টি করেন।

ভলাস্পা নামক প্রাচীন স্কন্দনেভিয় কাব্যে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—প্রথমে একটা অপার অতলস্পর্শ গহ্বর বা শূন্যমাত্র বিদ্যমান ছিল। ইহার কুজ্‌ঝটিকাচ্ছন্ন উত্তর প্রান্তের নাম ছিল কুজ্‌ঝটিকা-লোক, এখানে কেবল রাত্রি, বরফ ও কুয়াশাই ছিল। এখানে যে একটী উষ্ণ জলের উৎস ছিল, তাহা হইতে দ্বাদশটি নদী অনবরত প্রবাহিত হইত। কিন্তু আলোকদেশ হইতে রশ্মি বিচ্ছুরিত হইয়া আসিয়া ইহার দক্ষিণ প্রান্তকে উদ্ভাসিত করিত। কালক্রমে এই উষ্ণদেশ হইতে একটা অতি উষ্ণ ঝড় প্রবাহিত হইয়া উত্তর প্রান্তের জমাট জলরাশি বিগলিত করিয়া দেয় এবং সেই জল হইতে মনুষ্যাকৃতিবিশিষ্ট জমীর নামক একটি দৈত্য উৎপন্ন হয়। ঠিক এই সময়ে "আউধুম্লা" নামক একটি গাভীও সৃষ্ট হয়, তাহার প্রকাণ্ড স্তন হইতে চারিধারায় যে অজস্র দুগ্ধ ক্ষরিত হইত, তাহা পান করিয়া জমীর হৃষ্ট, পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইতে থাকে, ইহার পরে লবণ ও ঘননীহারসমাবৃত প্রস্তরখণ্ড চাটিয়া চাটিয়া এই গাভী দিবসত্রয়ে "বুধি" নামক মনুষ্যাকৃতিবিশিষ্ট একটি শ্রেষ্ঠ জীব প্রসব করে। বুধির পুত্র 'বোর্' একটি দৈত্যরমণীর পাণিগ্রহণ করে এবং তাহার ঔরসে ওদিন, ভিলি এবং ভি নামক তিনটি দেবতা জন্মগ্রহণ করেন, ইঁহারা তিনজনে সমবেত চেষ্টা করিয়া জমীর দৈত্যের প্রাণবিনাশপূর্ব্বক তাহার দেহ লইয়া প্রথমকার সেই অতলস্পর্শ গহ্বরে গমন করেন। এই সময় হইতে প্রকৃত পক্ষে সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ হয়। ইহারা জমীরের মাংসে পৃথিবী, রক্তে সমুদ্র ও নদী, বৃহৎ অস্থিতে পর্ব্বত, ক্ষুদ্রাস্থিতে ও দন্তে পাহাড়, চুলে বৃক্ষ, মস্তিষ্কে মেদ এবং তাহার ভ্রূদ্বয়ে মনুষ্যাবাস মিডগার্ড সৃষ্টি করেন। তাহার মস্তকের প্রকাণ্ড খুলিতে নভোমণ্ডল নির্ম্মিত হইয়াছিল। মনুষ্যসৃষ্টি সম্বন্ধে কথিত আছে যে, এই তিন দেবতা একদিন সমুদ্রতীরে ভ্রমণ করিবার সময় দুই খানা কাষ্ঠখণ্ড জলে ভাসিয়া যাইতেছে দেখিতে পাইলেন। প্রথম জন ইহাদিগকে শ্বাস ও জীবন, দ্বিতীয়জন গতি ও আত্মা এবং তৃতীয় জন বাক্, দর্শন, শ্রবণশক্তি ও সৌন্দর্য্য প্রদান করেন। এই ভাবে আদি পুরুষ ও আদি স্ত্রীর উদ্ভব হয়।

জগৎসৃষ্টি সম্বন্ধে বাবিলনীয় এবং ফিনিসীয়গণ যে মত প্রচা-রিত করিয়াছিলেন, তাহার সঙ্গে খৃষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থের প্রচারিত মতের অনেকটা সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। বাবিলনীয় ধারণা অনুসারেও ভগবানের আদেশেই ক্রমে ক্রমে জগতের বিভিন্ন অংশের উৎপত্তি এবং সেই সকল অংশের মধ্যে একটা শৃঙ্খলা ও সাহচর্য্য স্থাপিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় কেয়সের (chaos) ন্যায় ফিনিসীয়গণ একটা গাঢ় তমসাচ্ছন্ন অবস্থা কল্পনা করিয়া লইয়া-ছিলেন, ইহাদিগের মতে পরম স্ত্রী ও পুরুষ এই দুইরূপে বিভক্ত, এবং এই দুই রূপের সম্মিলন হইতেই জগতের উদ্ভব হইয়াছে।

দেখা যায় যে, প্রায় সকল প্রাচীন জাতিই সৃষ্টির মূলে একটা জলময় অবস্থা কল্পনা করিয়া লইয়াছিলেন। ভারতীয় আর্য্যমতে আদিতে জল সৃষ্টি করিয়াই ভগবান্ তাহাতে বীজ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থেও একটা প্রলয়প্লাবনের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। বাবিলনীয়গণও এইরূপ একটা প্লাবনের উল্লেখ করিয়াছেন। আকাডেশীয়গণ জলকেই জগৎ উৎপত্তির মূল কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। প্রাচীন জাপা-নীরাও জলকে আদিকারণ বলিয়া তাহা হইতে ক্রমে

ক্রমে মৃত্তিকার উৎপত্তি এবং মৃত্তিকা কঠিন ও স্থির হইবার পূর্ব্বে অর্থাৎ যখন ইহা জলের উপর তৈলের ন্যায় ভাসিয়া বেড়াইতেছিল, তখন তাহা হইতে একটা 'অসির' উদ্ভব হয় এবং ক্রমে এই অসি হইতে মৃত্তিকাদি পরিদৃশ্যমান জগৎ সৃষ্ট হয়।

উক্ত সকল মতই মানবকল্পনাপ্রসূত। এখন একবার ভূতত্ত্ব ও মানবতত্ত্ব প্রভৃতি আলোচনা করিয়া সৃষ্টি সম্বন্ধে কি কি অভিমতের সৃষ্টি হইয়াছে দেখা যাউক।

এই পরিদৃশ্যমান জগতের ক্রমিক উৎপত্তি ও পূর্ণতা লাভ সম্বন্ধে ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ এক প্রকার স্থির সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন। তাঁহারা বাষ্পকেই জগতের মূলীভূত কারণ ধরিয়া লইয়া ক্রমে ক্রমে তাহা হইতে জীব ও জড়জগতের উৎপত্তি নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। ইঁহাদিগের মতে পৃথিবীর ইতিহাস, জীব ও জড়-জগতের ক্রমিক বিকাশ ও পূর্ণতালাভের হিসাবে, চারি যুগে বিভক্ত। প্রথম যুগে বাষ্প হইতে ক্রমে ক্রমে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিকাশ এবং পৃথিবী জীব-নিবাসোপযোগী হইয়াছিল, এইরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছে। এই যুগের নাম আকিয়ান্ ইরা বা যুগ। ইহার পরবর্ত্তী যুগত্রয়ে পৃথিবীর অবস্থা ক্রমশঃ উন্নত, এবং ক্রমে উন্নত হইতে উন্নততর জীব তাহাতে জাত হইতে থাকে। দ্বিতীয় যুগের নাম পেলিওজইক ইরা, এই সময়ে কশেরুকাস্থিবিহীন জীব, মৎস্য, শম্বুক ও বৃক্ষলতাদির উদ্ভব হয়। তৃতীয় মেসোজইক্ যুগে সরীসৃপেরই প্রাবল্য ছিল বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। এবং ৪র্থ বা শেষ (সেনোজইক্) যুগে স্থলচর্য্যা স্তন্যপায়ী জীবসমূহের ও মানব জাতির উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

জ্যোতিষ আলোচনার ফলেও এক প্রকার স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, প্রদীপ্ত নীহারিকারাশির অবস্থান্তর ঘটাতেই এই জগতের অভিব্যক্তি হইয়াছে। বস্তুতঃ শ্রেষ্ঠ দার্শনিক পণ্ডিত কাণ্টও এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, আদিতে শৃঙ্খলা-রহিত বাষ্পময় পদার্থরাশি মাধ্যাকর্ষণ প্রভৃতি নৈসর্গিক নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমশঃ ঘনত্ব ও কঠিনত্ব প্রাপ্ত হইয়া পৃথিবীতে পরিণত হইয়াছে। ইঁহারা পুরাতন পৃথিবীর বিলোপ এবং নূতন পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধেও বিশেষ আস্থাবান্।

ভূতত্ত্ব আলোচনার পূর্ব্বে পৃথিবীতে জীবজন্তুর সৃষ্টি সম্বন্ধে এই রূপ ধারণাই প্রবল ছিল যে, সকল জাতীয় প্রাণীই এক সময়ে সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু এই আলোচনার ফলে জীবজগতের সৃষ্টি সম্বন্ধে দুইটি বিভিন্ন মতের উদ্ভব হইয়াছে। প্রথম মতকে সৃষ্টি-বাদ এবং দ্বিতীয় মতকে বিবর্ত্তন-বাদ বলা যাইতে পারে। ভূ-তত্ত্বের আলোচনা করিয়া পৃথিবীর জীবনের যে চারিযুগ পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে বিবর্ত্তনবাদ অনুসারে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, পিতা ও পুত্রের মধ্যে যে সম্বন্ধ, বিভিন্ন যুগের প্রাণীদিগের মধ্যেও সেই সম্বন্ধ, অর্থাৎ প্রথম যুগের প্রাণীদিগের দেহের ও শক্তির ক্রমিক পরিবর্ত্তন ও উন্নতির ফলে ক্রমশঃ উন্নত-তর প্রাণীর সৃষ্টি হইতে হইতে অবশেষে মানুষের উৎপত্তি হইয়াছে, এই মতের প্রধান প্রবর্ত্তক ডারউইন্ বলেন যে, বানর হইতেই ক্রমশঃ নরের উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু সৃষ্টিবাদসমর্থকগণ বলেন যে, বিভিন্ন যুগের প্রাণীদিগের মধ্যে এইরূপ কোন রক্ত-মাংসের সম্বন্ধ নাই। মানুষ সৃষ্টি করিবেন বলিয়াই ভগবান্ পৃথিবী সৃষ্টি করেন, ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের নির্ণীত ভাবে ইহাকে রূপান্তরিত ও ইহাতে জীব সৃষ্টি করেন এবং এই ভাবে যখন ইহা সর্ব্বতোভাবে মনুষ্যবাসের উপযোগী হয়, তখন ইহাতে মনুষ্যের অবতারণা করেন।

সৃষ্টিদা (স্ত্রী) ঋদ্ধিনামক ঔষধি। (রাজনি॰)

সৃষ্টিধর (পুং) ১ পুরুষোত্তমরচিত ভাষাবৃত্তির টীকাকার।

সৃষ্টিপত্তন (ক্লী) পঞ্চরাত্রবর্ণিত ইন্দ্রজালভেদ।

সৃষ্টিপ্রদা (স্ত্রী) সৃষ্টিং তদ্ধেতুভূতগর্ভং প্রদদাতীতি সৃষ্টি-প্র-দা-ক। গর্ভদাত্রীক্ষুপ। (রাজনি॰)

সৃষ্টিমৎ (ত্রি) সৃষ্টি অস্ত্যর্থে মতুপ্। সৃষ্টিযুক্ত, সৃষ্টিবিশিষ্ট।

সৄ, হিংসা। ক্র্যাদি॰ পরস্মৈ॰ সক॰ অনিট্। লট্ সৃণাতি। লিঙ্ সৃণীয়াৎ। লিট্ সসার, সসরিতুঃ, সস্রতুঃ। লুঙ্ অসারীৎ। লুট্ সরিতা, সরীতা। ণিচ্ সারয়তি। লুঙ্ অসীসরৎ।

সে, (দেশজ) তিনি, তদ্‌শব্দজ। তদ্ শব্দের প্রথমার একবচনে 'স' হয়, এই স শব্দের অপভ্রংশে সে হইয়াছে।

সেঅবধি (দেশজ) তদবধি, তৎকালপর্য্যন্ত।

সেই (দেশজ) তিনি, সেই, পূর্ব্বে যাঁহার উল্লেখ করা হইয়াছে, তদ্‌ব্যক্তি।

সেঁউতী (দেশজ) সেচনীশব্দজ। নৌকার জল সেচিবার জন্য কাঠের, বাঁশের, বেতের বা লৌহাদিনির্ম্মিত পাত্র। কাষ্ঠের ছিদ্র দিয়া নৌকার মধ্যে যে জল উঠে, সেই জল ফেলিয়া দিবার জন্য কাষ্ঠাদিনির্ম্মিত যে পাত্র ব্যবহৃত হয়, তাহাকে চলিত ভাষায় সেউতী বা কেটকো কহে।

"কাঠের সেঁউতী মোর হইল অষ্টাপদ।" (অন্নদাম॰)

২ পুষ্পবিশেষ, সেঁউতী ফুল।

সেঁওড়া (দেশজ) শাখোটবৃক্ষ। [শাখোট দেখ।]

সেঁওলা (দেশজ) পুষ্করিণী প্রভৃতিতে জাত উদ্ভিদ্ পদার্থবিশেষ। যে সকল পুষ্করিণী পুরাতন বা খারাপ হইয়াছে, তাহাতেই ইহা জন্মে। ক্ষুদে সেঁওলা, টোকা সেঁওলা, কাটা সেঁওলা ইত্যাদি অনেক প্রকার সেঁওলা দেখিতে পাওয়া যায়।

সেঁকটন্ (দেশজ) মুখনাসিকাদির বিকৃত করণ, সেঁট্কান।

সেঁকট্বেকট (দেশজ) মুখনাসিকাদির বিকৃত করণ।

সেঁতান (দেশজ) আদ্র, ভিজা, যে সকল স্থল সর্ব্বদা সিক্তের ন্যায় অর্থাৎ সর্ব্বদা ভিজান থাকে। যে স্থান উত্তমরূপে শুষ্ক হয় না, সে স্থানকে সেঁতান কহে।

সেক, গতি। ভাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ সেকতে। লোট্ সেকতাং। লিট্ সিসেকে। লুট্ সেকিতা। লুঙ্ অসেকিষ্ট।

সেক (পুং) সিচ-ঘঞ্। সেচন, জলপ্রক্ষেপ, ভিজান, জল দিয়া কোন দ্রব্য ভিজাইয়া দিলে তাহাকে সেক কহে।

"সেকান্তে মুনিকন্যাভিস্তৎক্ষণোজ্ঝিতবৃক্ষকং।" (রঘু ১।৫১)

২ বৈদ্যকোক্ত স্নেহাদি দ্বারা নেত্রপরিষেক, নেত্রে তৈলাদি সেচন। বৈদ্যকে সেকবিধি স্থলে ইহার বিশেষবিধি লিখিত আছে—

"সেকস্তু সূক্ষ্মধারাভিঃ সর্ব্বস্মিন্নয়নে হিতঃ।
মীলিতাক্ষস্য মর্ত্ত্যস্য প্রদেয়শ্চতুরঙ্গুলঃ॥
স চাপি স্নেহনো বাতে পিত্তে রক্তে চ রোপণঃ।
লেখনস্তু কফে কার্য্যস্তস্য মাত্রাভিধীয়তে॥
ষড়্ভির্বাচাং শতৈঃ স্নেহে চতুর্ভিশ্চৈব রোপণে।
তৈস্ত্রিভির্লেখনে কার্য্যঃ সেকো নেত্রপ্রসাদনে॥
সেকস্তু দিবসে কার্য্যো রাত্রৌ চাত্যন্তিকে গদে।
এরণ্ডপত্রমূলত্বক্পক্বমাজ্যং পয়োহিতং।
সুখোষ্ণং নেত্রয়োরন্তঃসিক্তং বাতার্ত্তিনাশনং॥" (ভাবপ্র°)

নিমীলিতাক্ষ ব্যক্তির নেত্রোপরি চারি অঙ্গুল ব্যাপিয়া সূক্ষ্ম ধারায় সেক প্রদান করিলে হিতজনক হয়। বাতজন্য নেত্র-রোগে স্নেহনসেক, পিত্ত বা রক্ত জন্য নেত্ররোগে রোপণসেক, কফজ রোগে লেখনসেক প্রদান করিবে। ছয়শত মাত্রা কাল স্নেহনসেক, চারি শত মাত্রা কাল রোপণসেক এবং তিন শত মাত্রা কাল লেখনসেক প্রদান করিতে হয়। নিমেষ বা উন্মেষ করিতে বা অঙ্গুলিছোটিকা অর্থাৎ তুড়ি দিতে অথবা একটি গুরুবর্ণ উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে, তাহাকে এক মাত্রা কাল কহে। এই সেক প্রদান দিবাতেই কর্ত্তব্য। কিন্তু যে স্থলে পীড়া অতি কঠিন ও অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক হয়, সেই স্থলে রাত্রিকালেও সেক প্রদান করা যাইতে পারে। এরণ্ডবৃক্ষের পত্র, মূল ও ছাল পিষিয়া তদ্দ্বারা ছাগদুগ্ধ পাক করিয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে নেত্রে সেক প্রদান করিলে বাতজন্য নেত্ররোগ প্রশমিত হয়। (ভাবপ্র° সেকবিধি)

বৈদ্যকমতে লিখিত আছে যে, স্নেহ পদার্থ শরীরে মর্দ্দন করাকে সেক কহে। যেমন বৃক্ষে জল সেচন করিলে বৃক্ষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ শরীরে স্নেহ দ্রব্য সেক করিলে শরীরস্থ ধাতুর বৃদ্ধি হয়। সেক শ্রমনাশক, বায়ু, হৃদ্ভগ্ন ও সন্ধিপ্রসাধক, ক্ষত, অগ্নিদগ্ধ, অভিহত ও ঘর্ষণজনিত ব্রণের বেদনানাশক।

"সেকঃ শ্রমঘ্নোঽনিলহৃদ্ভগ্নসন্ধিপ্রসাধকঃ।
ক্ষতাগ্নিদগ্ধাভিহতবিঘৃষ্টানাং রুজাপহঃ॥
জলসিক্তস্য বর্দ্ধন্তে যথা মূলেঽঙ্কুরাস্তরোঃ।
তথা ধাতুবিবৃদ্ধির্হি স্নেহসিক্তস্য জায়তে॥" (সুশ্রুত° ৩।২৪অ°)

সেকন্দর (পারসী) আলেকসন্দর শব্দের পারসী রূপ।

[সিকন্দর দেখ।]

সেকপাত্র (ক্লী) সেকায় পাত্রং। জলসেচনাধার, যে পত্র দ্বারা জলসেক করা হয়, চলিত সেঁউতী, পর্য্যায়—সেচন। (অমর)

সেকভাজন (ক্লী) সেকায় ভাজনং। সেকপাত্র। (মেদিনী)

সেকরা (দেশজ) জাতিবিশেষ, স্বর্ণকার, যাহারা সোণারূপার গহনা নির্ম্মাণ করে, তাহাদিগকে সেকরা কহে।

সেকিম (ক্লী) সেকেন নিবৃত্তমিতি সেক (ভাবপ্রত্যয়ান্তা-দিমপ্ বক্তব্যঃ। পা ৪।৪।২০) ইত্যুক্তবার্ত্তিকোক্ত্যা ইমপ্। ১ মূলকমূল। (হেম) (ত্রি) সেকনিবৃত্ত।

সেক্তৃ (পুং) সিঞ্চতি রেতঃ সিচ্-তৃচ্। ১ সেক্তা। (হেম) (ত্রি) ২ সেচনকর্ত্তা, সেককর্ত্তা। (ঋক্ ৩।৩২।১৫)

সেক্তব্য (ত্রি) সিচ্-তব্য। সেচনীয়, সেকের উপযুক্ত।

সেক্ত্র (ক্লী) সিঞ্চত্যনেনেতি সিচ (দাম্নীশসযুযুজেতি। পা ৩।২।১৮২) ইতি করণে ষ্ট্রন্। সেকপাত্র, সেকভাজন। (সি° কৌ°)

সেখ (আরবী) ১ বৃদ্ধ ব্যক্তি। ২ প্রধান ব্যক্তি। ৩ মহম্মদীয় পুরোহিত। ৪ মুসলমানশ্রেণীবিশেষ।

সেখান (দেশজ) সেই স্থান, তথায়, যে স্থান পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, তদুক্ত স্থান।

সেগুড়ী (স্ত্রী) ক্ষুদ্র ক্ষুপবিশেষ। গুণ—কটু, উষ্ণ, পৃষ্ঠশূল, গুল্ম ও বাতশূলনাশক এবং দেহদার্ঢ্যকর। (বৈদ্যকনি°)

সেগুণ (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। গৃহনির্ম্মাণ-কর্ম্মে সাল ও সেগুণ বৃক্ষই উৎকৃষ্ট।

সেঙ্গর (পুং) শৃঙ্গিবর রাজবংশ। ইহারা ঋষ্যশৃঙ্গের বংশ বলিয়া পরিচিত। খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দে রচিত নীলকণ্ঠের 'ভগবন্তভাস্কর বা স্মৃতিভাস্কর' নামক নিবন্ধে এই বংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে। ভরেহনামক স্থানে এই বংশ রাজত্ব করিতেন।

সেচক (পুং) সিঞ্চতীতি সিচ্-ণ্বুল্। ১ মেঘ। (ত্রি) ২ সেককর্ত্তা, যিনি সেচন করেন। (মেদিনী)

সেচন (ক্লী) সিচ করণে ল্যুট্। ১ ক্ষরণ। ২ সেক।

"ভুক্ত্বা চাচামতাং যচ্চ জলং যচ্চাঙ্ঘ্রিসেচনে।
ব্রাহ্মণানাং তথৈবান্যে তেন তৃপ্তিং প্রযান্তি বৈ॥"
(মার্ক° পু° ৩১।১৩)

৩ নৌকার সেকভাজন। (মেদিনী) ৪ অভিষেক।

"তদ্দশাংশেন হবনং তর্পণং তদ্দশাংশতঃ।
সেচনং তদ্দশাংশেন তদ্দশাংশেন সুন্দরি॥" (মহানির্ব্বাণ ২।১১৫)

সেচনক (ক্লী) সেচন স্বার্থে কন্। সেচনশব্দার্থ।

সেচনঘট (পুং) যে ঘট দ্বারা জল সেচন করা হয়।

সেজ (দেশজ) ১ শয্যা। ২ বাতিদান।

সেট (পুং) পরিমাণবিশেষ। (বীজগণিত)

সেটু (পুং) ফলভেদ, চলিত তরমুজ, পর্য্যায়—চেলান, চিত্রফল, সুখাশ, রাজতেমিষ, লম্বাপনস, নাটাম্র। (ত্রিকা°)

সেতখানা (পারসী) পাইখানা, যে গৃহে মলমূত্র ত্যাগ করা হয়।

সেতার (পারসী) বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। পূর্ব্বে সংস্কৃতে ইহা ত্রিতন্ত্রী নামে খ্যাত ছিল, পরে মুসলমানরাজগণের সময়ে এই বাদ্যযন্ত্র বিশেষ আদৃত হওয়ায় আমীর খস্রু সংস্কৃত নামের সহিত ঐক্য রাখিয়া ত্রিতন্ত্রী সেতার এই আখ্যা প্রদান করেন। পারসী ভাষায় 'সে' শব্দের অর্থ তিন তন্ত্র অর্থাৎ তারা। ইহা এক শ্রেষ্ঠ বাদ্যযন্ত্র।

সেতিকর্ত্তব্যতাক (ত্রি) ইতিকর্ত্তব্যতার সহিত বর্ত্তমান।

সেতিকা (স্ত্রী) অযোধ্যা। (ভূতশুদ্ধিতন্ত্র)

সেতু (পুং) সিনোতি বধ্নাতি জলমিতি সিঞ্ বন্ধনে (সিতনি-গমিমসীতি। উণ্ ১।৭০) ইতি তুন্। জলবন্ধ, ক্ষেত্রাদির আলি, পর্য্যায়—আলী, পূরণ, পিণ্ডল, পঙ্কার, জঙ্গাল সঙ্কর, পিণ্ডিল, ধরণ। (ত্রিকা°) চলিত জাঙ্গল, ভেড়ী, পুল, সাঁকো। জলাদির জন্য যে সকল স্থান দুর্গম, তাহাতে গমনাগমনের জন্য কাষ্ঠ, বংশ বা ইষ্টকাদি দ্বারা যে সাঁকো নির্ম্মাণ করা হয়, তাহাকে সেতু কহে। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, যিনি সেতু নির্ম্মাণ করিয়া দেন তাঁহার ইন্দ্রলোকে এবং যিনি ইষ্টকসেতু নির্ম্মাণ করেন, তাঁহার স্বর্গলোকে বাস হয়। সেতু নির্ম্মাণ করিয়া শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে প্রতিষ্ঠা করিতে হয়।

"সেতুপ্রদানাদিন্দ্রস্য লোকমাপ্নোতি মানবঃ।
প্রপাপ্রদানাদ্বরুণলোকমাপ্নোত্যসংশয়ং॥
সংক্রমাণান্তু যঃ কর্ত্তা স স্বর্গং তরতে নরঃ।
স্বর্গলোকে চ নিবসেদিষ্টকাসেতুকৃৎ সদা॥" (মঠাদিপ্রতিষ্ঠাতত্ত্ব)

২ বরুণবৃক্ষ। (রাজনি°) ৩ প্রণব, ওঙ্কার। (তন্ত্রসার)

"মন্ত্রাণাং প্রণবঃ সেতুস্তৎসেতুঃ প্রণবঃ স্মৃতঃ।
স্রবত্যনোঙ্কৃতং পূর্ব্বং পরস্তাচ্চ বিশীর্য্যতে॥"(কালিকাপু° ৫৫অ°)

৪ মর্য্যাদা।

সেতুক (পুং) সেতুরেব স্বার্থে কন্। ১ বরুণবৃক্ষ। ২ সেতুশব্দার্থ।

সেতুকর (পুং) সেতুনির্ম্মাতা, যিনি সেতু নির্ম্মাণ করেন।

সেতুকর্ম্মন্ (ক্লী) সেতুনির্ম্মাণরূপ কর্ম্ম, সেতু প্রস্তুতকরণ।

সেতুখণ্ড (পুং) পদ্মপুরাণের অন্তর্গত একটী প্রকরণবিশেষ, পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ড, সেতুখণ্ড প্রভৃতি কএকটী প্রকরণ আছে।

সেতুপতি, মান্দ্রাজপ্রদেশে মদুরা জেলাস্থ রামনাদের রাজবংশ। ইঁহারা সুপ্রাচীন মড়ববংশ হইতে উদ্ভূত, এবং কুড়ম্বদিগের আগমনের ও তৎকর্ত্তৃক বিতাড়িত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সাগর-সমীপস্থ সমস্ত দক্ষিণাপথের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইহাদিগের ইতিহাস অন্ধতমসাচ্ছন্ন। অতি প্রাচীন কাল হইতেই যে ইহারা প্রবল প্রতাপে রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়া আসিতে ছিলেন, সে সম্বন্ধে প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের মধ্যে বড় মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভের কিছু পূর্ব্বে যে ইহাদিগের অবস্থা বড় হীন হইয়া পড়িয়াছিল, ইহাও একপ্রকার স্থির। এই সময় হইতেই রামনাদের প্রকৃত ইতিহাস পাওয়া যায়, এবং যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সেতুপতিবংশীয় কোন রাজাই বিদ্যমান ছিলেন না। এই সময় রামনাদ ভীষণ জঙ্গলে পরিণত হইয়াছিল; চাসবাস ছিল না। দস্যুদের উপদ্রবে রাস্তাঘাট ও জনমানবশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল, গ্রামে গ্রামে এক এক জন করিয়া স্বাধীন ও যথেচ্ছাচারী রাজা রাজ-শক্তির অপব্যবহার করিতেছিলেন। কেবল তাহাই নহে, ইহারা রামেশ্বর-তীর্থগামী যাত্রীদিগের উপর রীতিমত দস্যুতাই করিতেন। এই সময়ে মুত্তু কৃষ্ণপ্প মদুরার সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। তীর্থযাত্রিগণ রামনাদের গ্রাম্যরাজাদিগের উপর একজন শাসন-কর্ত্তা নিযুক্ত করিবার জন্য ইহাকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতে লাগিল। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন দস্যুপ্রকৃতি রাজগণ তাঁহাকে ন্যায্য রাজকর হইতেও বঞ্চিত রাখিতেছিলেন। অবশেষে উত্ত্যক্ত হইয়া তিনি রামনাদে প্রাচীন মড়ববংশীয় এক ব্যক্তিকে সেতুপতি বা রামেশ্বরতীর্থের রক্ষক নিযুক্ত করিবার সংকল্প করিলেন। তদনুসারে ১৩০৪ খৃঃ অব্দে সর্ব্বশেষ সেতু-পতির পৌত্র সদায়ক তেবরকে রামনাদের রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। রামনাদ সহরের দশ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত পোগালুর নামক স্থানে ইঁহার অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হয়। অভিষেকের পর সদায়ককে ৭২ জন পোলিগরের সর্দ্দার বলিয়াও ঘোষণা করা হয়। এই সময় হইতেই সেতুপতিদিগের যা কিছু ইতিহাস পাওয়া যায়।

১৮৭৩ খৃঃ অব্দে রামনাদরাজ্য কোর্ট অব ওয়ার্ডসের তত্ত্বা-বধানে আসে। ১৭০৪ খৃঃ অব্দ হইতে এই বৎসর পর্য্যন্ত ২৩ জন সেতুপতির নাম পাওয়া যায়। যথা—

১। ষড়য়ক তেবর উটৈয়ন সেতুপতি (১৬০৪-১৬২১) ইনি বেশ বুদ্ধিমান্ ও প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। রামনাদ অঞ্চলের যে অরাজকতানিবারণের জন্য কৃষ্ণপ্প ইহাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ছিলেন, ইনি তাহা একেবারেই নির্ম্মূল করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দস্যুতস্করের উৎপাত নিবারিত হওয়াতে আবার কৃষিকার্য্যের দিকে লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। দেশের সর্ব্বত্রই শান্তি বিরাজ করিতে থাকে। দুর্গ ও প্রাকার নির্ম্মাণ করিয়া রামনাদও পোগলুর নগর দুইটিকে সুরক্ষিত করা হয়। বড়কু বটুগৈ, কালৈয়ার-কোবিল এবং পট্টমঙ্গলম্ এই কয়টি প্রধান গ্রামও তিনি আপনার রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। এই ভাবে সপ্তদশ বৎসর রাজ্য করিবার পরে ১৬২১ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

২। কূত্তন সেতুপতি (১৬২১-১৬৩৫) ষড়য়কের মৃত্যুর পরে তদীয় পুত্র কূত্তন রামনাদের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। পিতার সুশাসনের এবং শান্তিশৃঙ্খলাস্থাপনের গুণে ইনি বেশ নির্ব্বিবাদে চতুর্দ্দশ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৬৩৫ খৃঃ অব্দে মানবলীলা সাঙ্গ করেন। ইহার সময়ে দেশের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। ইঁহার কোন পুত্র সন্তান না থাকাতে সহোদর ষড়য়ক তেবর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইঁহাদিগের এক ভগিনী ছিলেন, তাঁহার নাম গঙ্গৈ নাচ্ছিয়ার।

৩। ষড়য়ক তেবর ওরফে দলবাই সেতুপতি (১৬৩৫-১৬৪৫ খৃঃ অব্দ)—ইহার রাজত্বের প্রথম তিন বৎসরের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই। কিন্তু পরবর্ত্তী বৎসর যখন তিনি পোষ্য পুত্র (ভগিনীপুত্র) রঘুনাথ তেবরকে উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, তখন তাঁহার পিতার জারজ পুত্র কালৈয়ার কোবিলের শাসনকর্ত্তা তম্বি তেবর বিশেষরূপে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং মদুরাধিপতিও ইঁহার সঙ্গে যোগদান করিয়া ইহাকে 'তম্বি সেতুপতি' এই উপাধি দান ও রামনাদরাজের বিরুদ্ধে সৈন্য ও অর্থ সাহায্য করিলেন। যুদ্ধে রামনাদ মদুরাসৈন্যের পদদলিত হইল এবং দলবাই সেতুপতি পাম্বন্‌নামক স্থানে পলায়ন করিলেন। এখানেও আবার যুদ্ধ সংঘটিত হইল এবং পরাজিত হইয়া দলবাই শত্রুহস্তে বন্দী হইলেন ও মদুরায় আনীত হইয়া একটি অন্ধকার গৃহে কারারুদ্ধ অবস্থায় রহিলেন।

৩-১। এই ভাবে তম্বি রামনাদের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন, কিন্তু অচিরেই দলবাইর ভাগিনেয়দ্বয় রঘুনাথ এবং নারায়ণ তেবর তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। তখন অনন্যোপায় হইয়া তিনি মদুরায় পলায়ন করিলেন। তিরুমলয় নায়ক তখন এখানকার সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। আপনার ভুল বুঝিতে পারিয়া তিনি দলবাই সেতুপতিকে কারামুক্ত করিয়া পুনরায় রামনাদের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ১৬৪০ খৃঃ অব্দ হইতে দেশে পুনরায় শান্তি সংস্থাপিত হইল। ইহার পরে ৪।৫ বৎসর শান্তিতে রাজত্ব করিবার পরে দলবাই ১৬৪৫ খৃঃঅব্দে তমিব তেবরের হস্তে নিহত হন। তখন আবার রামনাদে গোলমাল ও অরাজকতা চলিতে লাগিল। প্রধান প্রধান মবরসর্দ্দারগণ যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ব্যাপার গুরুতর হইয়া দাঁড়াইতেছে দেখিয়া তদানীন্তন মদুরারাজ তিরুমলয় নায়ক ১৬৪৬ খৃঃ অব্দে রামনাদ রাজ্য তিনভাগে বিভক্ত করিলেন। রঘুনাথ তেবর রামনাদের সেতুপতিদিগের সিংহাসন লাভ করিলেন। তাঁহার সহোদর তনক তেবর এবং নারায়ণ তেবর একত্র তিরুবাড়ানইনামক স্থানে স্থাপিত হইলেন, আর শিবগঙ্গৈনামক অংশ তম্বি তেবরকে প্রদান করা হইল।

৪। রঘুনাথ ওরফে, তিরুমলয় সেতুপতি (১৬৪৫-১৬৭০খৃঃ অব্দ)। রাজ্যবিস্তারের চেষ্টার জন্যই ইঁহার রাজত্বকাল সমধিক প্রসিদ্ধ। তনকতেবর এবং তম্বি তেবরের অকালমৃত্যুর ফলে বিভক্ত অংশ দুইটি শীঘ্রই আবার ইঁহার হস্তগত হয়। তম্বি তেবরের জীবিত অবস্থায় ইহার সঙ্গে একযোগ হইয়া সেতুপতি সম্মুখ সংগ্রামে তঞ্জোরসৈন্য পরাজিত এবং পট্টুকোট্টই, দেবকোট্টই, অরুণডাঙ্গী ও তিরুবলুর এই কয়টি নগর অধিকার করেন।

ইহার শাসনসময়ে মহিসুরের রাজা মদুরা আক্রমণ করেন। তখন মদুরারাজের অনুরোধে রঘুনাথ সসৈন্যে আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে যাত্রা ও দুইটি তুমুল যুদ্ধে তাঁহাকে পরাজিত করিয়া বিতাড়িত করেন। কৃতজ্ঞ মদুরাধিপতি এই কাজের জন্য সেতুপতিকে তিরুপ্পুবনম্, তিরুচুলই ও পল্লিমড়ই নামক তিনটি গ্রাম পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করেন। এই ভাবে রঘুনাথ ক্রমে ক্রমে বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন হইয়া উঠিলেন। রামনাদে যে নবরাত্রি উৎসব দেখিতে পাওয়া যায়, ইনিই তাহার প্রবর্ত্তক। এই ভাবে রাজ্য বিস্তার এবং দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া তিনি ১৬৭০ খৃঃ অব্দে পরলোক গমন করেন।

৫। সূর্য্যতেবর (১৬৭০ খৃঃ অব্দ)। রঘুনাথের অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হইলে তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র সূর্য্যতেবর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তঞ্জোরের নায়কদিগের সঙ্গে মদুরার দলবাইদিগের যে যুদ্ধ চলিতেছিল, সেই যুদ্ধে তিনি এমন কোন কার্য্য করিয়াছিলেন যে, ক্রোধান্ধ হইয়া মদুরারাজ তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া ত্রিচীনপল্লীতে বন্দী করিয়া রাখেন এবং অবশেষে গুপ্তভাবে তাঁহার প্রাণ সংহার করেন। ইনি অল্প কয়েক দিন মাত্র রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন। সূর্য্যতেবরের কোনই উত্তরাধিকারী

জীবিত ছিল না। কাজেই রামনাদগদির অধিকারী নির্ব্বাচন করিবার ভার প্রধান প্রধান মরবসর্দ্দারগণের উপর পতিত হইল। তাহারা কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত না হওয়াতে অনেক দিন পর্য্যন্ত সিংহাসন শূন্যই রহিল। এই সময়ে প্রথমে অন্তন ও তৎপরে চন্দ্রপ্পথেবৈর্ব্বকারণ রাজপ্রতিনিধির মত কার্য্য করিতে ছিলেন। অবশেষে ১৬৭৩ খৃঃ অব্দে সূর্য্যাতেবরের জারজপুত্র রঘুনাথতেবর কিলবন্‌কে সেতুপতি করা হইল।

৬। রঘুনাথ তেবর কিলবন্ সেতুপতি (১৬৭৩-১৭০৮) সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই রঘুনাথ যে দুই ব্যক্তির সহায়তায় রাজপদ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহাদিগকে হত্যা করিলেন। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের উপরও অশেষ অত্যাচারের অনুষ্ঠান করা হইল। তাঁহার আদেশে খৃষ্টান মিশনারী জনডি ব্রিটোকে ভয়ানক নিষ্ঠুর ভাবে বিনাশ করা হইয়াছিল। ইনি কল্ল-বংশীয় রঘুনাথের ভগিনী কট্টারিকে বিবাহ করেন এবং শ্যালককে পুদুকোট্টইর তোণ্ডমান্ নিযুক্ত করেন।

রামনাদের সেতুপতিদিগের রাজধানী এত দিন পর্য্যন্ত পোগালুরেই ছিল। রঘুনাথ সেই রাজধানী রামনাদে স্থানান্তরিত করিলেন। বর্ত্তমান সময়ে ও রামনাদই এখানকার রাজধানী। নিষ্ঠুর হইলেও রঘুনাথ একজন বীরপুরুষ ছিলেন, রস্তম খাঁয়ের অত্যাচার হইতে তিনি মদুরার নায়ককে নিষ্কৃতি প্রদান করেন এবং তঞ্জোররাজের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে আম্বুরি নদীর দক্ষিণ তীরবর্ত্তী প্রদেশসমূহ প্রদান করিতে বাধ্য করেন।

তাঁহার রাজত্বসময়ে ষড়যন্ত্র করা যেন একটা প্রথার মধ্যে দাঁড়াইয়াছিল। প্রায় নিয়তই যুদ্ধ, বিদ্রোহ এবং আনুষঙ্গিক অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা লাগিয়াই ছিল। ১৭০০ খৃঃ অব্দে তঞ্জোরের সঙ্গে একটা যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং ১৭০২ খৃঃ অব্দে মদুরা হইতে একদল ও তঞ্জোর হইতে একদল সৈন্য আসিয়া এক যোগে সেতুপতিকে আক্রমণ করে, কিন্তু পরাজিত হইয়া অচিরেই তাহাদিগকে পলায়ন করিতে হয়। ১৭০৮ খৃঃ অব্দে রঘুনাথ সেতুপতি পরলোক গমন করেন; তাঁহার অনেক স্ত্রী ছিলেন, তাঁহারা সকলেই সহমৃতা হন। তাঁহার মৃত্যুর পর পোষ্য পুত্র (কদম্ব তেমরের পুত্র) তিরুবুড়ইয়া তেবর ওরফে বিজয় রঘুনাথ তেবর, সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময়ে (১৭০৯ খৃঃ) তঞ্জোররাজের সহিত আর একটি যুদ্ধ ঘটে, ইহাতেও সেতুপতিই জয়লাভ করেন। কিন্তু এই বৎসর এখানে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ ও জলপ্লাবন হওয়ায় বহুলোক মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং অধিবাসিগণের প্রভূত সম্পত্তি বিনষ্ট হয়।

৭। বিজয় রঘুনাথ তেবর (১৭০৯-১৭২৩)। পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইয়া তঞ্জোররাজের বিদ্বেষবহ্নি ক্রমেই অধিকতর প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতেছিল, ইহার শাসনসময়ে পুদুকোট্টইর রাজার সাহায্য পাইয়া তিনি আবার আসিয়া সেতুপতিকে আক্রমণ করিলেন। অরুণডাঙ্গি নামক স্থানে উভয় পক্ষে সাক্ষাৎ হয়। এখানে কয়েকটি খণ্ড ও অনিশ্চিত যুদ্ধের পর সেতুপতির শিবিরে একটা মহামারী আরম্ভ হয়। তাঁহার অনেকগুলি স্ত্রী ও পুত্র ইহাতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। অবশেষে তিনি নিজেও ঐ রোগে আক্রান্ত হইয়া রামনাদে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, কিন্তু এখানে আসিয়া কিয়ৎকাল পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি রঘুনাথ কিলবন্ সেতুপতির ভ্রাতা তাণ্ডর তেবরের পৌত্র তাণ্ডর তেবরকে আপনার উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যান।

৮। তাণ্ডর তেবর (১৭২৩-২৪)। ইহার সিংহাসনে আরোহণ সম্বন্ধে কিলবন্ সেতুপতির জারজ পুত্র ভবানীশঙ্কর তেবর বিশেষ বাধা প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। রাজ্যের কতক অংশ প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া ভবানীশঙ্কর তঞ্জোররাজের সহায়তা লাভ করেন এবং তাণ্ডর তেবরের সিংহাসনে আরোহণ করিবার চারিমাস মধ্যেই যাইয়া সমবেত হইয়া রামনাদ আক্রমণ করেন। পুদুকোট্টইর তোণ্ডমান এবং মদুরারাজও সেতুপতির সাহায্যার্থ অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহাদিগের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। রামনাদ শত্রুর হস্তে বন্দী হইলেন। ইহার পরে তাণ্ডরকে নিহত করিয়া ভবানীশঙ্কর আপনাকে সেতুপতি বলিয়া বিঘোষিত করিলেন।

৯। ভবানীশঙ্কর সেতুপতি (১৭২৪-২৮)। অধীনস্থ পোলিগারদিগের প্রতি ইনি সদ্ব্যবহার না করায় শীঘ্রই তাহারা ইহার উপর বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে। শশিবর্ণ পেরিয় উড়ৈয় তেবর নামক জনৈক পোলিগরকে তিনি তাহার পালেয়ম্ হইতে বঞ্চিত করেন। তখন শশিবর্ণ যাইয়া তঞ্জোরের রাজসভায় আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং একটী বিরাট্ ব্যাঘ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তঞ্জোরপতির বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করেন। মৃত সেতুপতি তাণ্ডর তেবরের মাতুল ও উত্তরাধিকারী কুত্ত তেবরও এই সময়ে এখানে অবস্থিত করিতেছিলেন। শশিবর্ণ ও কুত্ত উভয়ে মিলিয়া তঞ্জোররাজের নিকট হইতে প্রকাণ্ড একদল সৈন্য চাহিয়া লইলেন। উরৈয়ুর নামক স্থানে সেতুপতির সঙ্গে ইহাদের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে ভবানীশঙ্কর পরাজিত ও বন্দী হন। ইহার পরে কুত্ততেবর আপনাকে সেতুপতি বলিয়া ঘোষণা করেন।

১০। কুত্ততেবর, ওরফে কুমার মুত্তু বিজয় রঘুনাথ সেতুপতি (১৭২৮-১৭৩৩)। যুদ্ধের পূর্ব্বে শশিবর্ণের সঙ্গে ও তঞ্জোররাজের সঙ্গে যে বন্দোবস্ত হইয়াছিল, তদনুসারে তঞ্জোররাজ

পাম্বগর নদীর উত্তরবর্ত্তী প্রদেশসমূহ আপনার অধিকারভুক্ত করিয়া লইলেন। রামনাদরাজ্যের বাকী অংশ পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া দুই অংশ রাজা মুত্তু বিজয় রঘুনাথ পেরিয় উদয়েকে প্রদান করা হইল। ইনি শিবগঙ্গেনামক স্থানে আপনার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন, বাকী তিন অংশ পেরিয়বাড়গই, সেতুপতি কুত্তের অধীনে রহিল। এই তিন অংশ লইয়াই বর্ত্তমান রামনাদরাজ্য গঠিত।

১১। মুত্তু কুমার বিজয় রঘুনাথ সেতুপতি (১৭৩৪-১৭৪৭ খৃঃ অব্দ) কুত্তের মৃত্যুর পরে তদীয় পুত্র কুমার বিজয় রঘুনাথ সেতুপতির পদ লাভ করেন, ইঁহার রাজত্বের সময় দলবাই সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। পুত্রহীন অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হইলে দলবাই কুত্ত তেবরের পিশতুত ভাই রাক তেবরকে রামনাদের সিংহাসন প্রদান করেন।

১২। রাক তেবর সেতুপতি (১৭৪৭-৪৮) ইঁহার রাজত্বকালে তঞ্জোরের রাজা রামনাদ আক্রমণ করেন, দলবাই বেল্লৈয়ন্ শের্ব্বৈকারন্ তঞ্জোররাজকে পরাজিত এবং তিনবেলিজেলার কয়েকটি অবাধ্য পোলিগরকে শাস্তি প্রদান করেন। ইঁহার বিজয়লাভে এবং ক্ষমতাবৃদ্ধিতে ভীত হইয়া সেতুপতি ইঁহাকে রাজধানীতে আহ্বান করেন। ইহাই তাঁহার পতনের কারণ হইল। রাজধানীতে আসিয়াই দলবাই প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। বেগতিক দেখিয়া সেতুপতি পাম্বনে পলায়ন করিলেন। কিন্তু দলবাই যাইয়া তাঁহাকে পরাজিত এবং বন্দী করিলেন। অতঃপর তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া দলবাই কিলবন্‌বংশীয় শেল্ল তেবর, ওরফে বিজয় রঘুনাথ তেবরকে সিংহাসন প্রদান করিলেন।

১৩। শেল্ল তেবর, ওরফে বিজয় রঘুনাথ তেবর (১৭৪৮-১৭৬০)। ইনি দ্বাদশ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। ইঁহার সময়েও তঞ্জোররাজ আর একবার রামনাদ আক্রমণ করেন; কিন্তু এবারেও দলবাই তাঁহাকে পরাজিত ও বিতাড়িত করেন। ইঁহার মৃত্যুর পর ইঁহার ভাগিনেয় বারণ মুত্তু রামলিঙ্গ তেবরকে গদি প্রদান করা হইল।

১৪। মুত্তু রামলিঙ্গ সেতুপতি (১৭৬০-১৭৭২, ১৭৮০-১৭৯৪) শের্ব্বৈকারন্ দলবাই ইঁহার রাজত্বের প্রারম্ভেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইঁহার পরে দামোদর পিল্লই দলবাই পদ লাভ করেন। শিশুরাজার প্রতিনিধিস্বরূপ তদীয় জননী মুত্ত তিরুভয়ে নাচ্ছিয়ার রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। ১৭৭০ খৃঃ অব্দে আবার তঞ্জোররাজ আসিয়া রামনাদ আক্রমণ করেন, এবারেও দামোদর পিল্লই তাঁহাকে বিশেষরূপে পরাজিত করিয়া বিতাড়িত করেন। ১৭৭৩ খৃঃঅব্দে ত্রিচীনপল্লীর নবাবের পক্ষ হইয়া ইংরাজ-সেনাপতি জোসেফ স্মিথ একদল ইংরাজসৈন্য লইয়া রামনাদ আক্রমণ ও জয় করেন। শিশু সেতুপতি, তাঁহার ভগিনী মঙ্গলীশ্বরী নাচ্ছিয়ার এবং জননী মুত্তু তিরুবাথ নাচ্ছিয়ারকে রামনাদ হইতে ত্রিচীনপল্লীতে লইয়া যাইয়া নজরবন্দী করিয়া রাখা হয়। ইহার পরে ৮ বৎসর পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১৭৭৩-১৭৮০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এই রাজ্য ত্রিচীন পল্লীর নবাবেরই শাসনাধীন ছিল। এই সময়ে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সর্দ্দার সেতুপতিদিগের পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁহারা রামনাদ অধিকার এবং নবাবের কর্ম্মচারীদিগকে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা করেন, ইহাতে ভীত হইয়া নবাব সেতুপতিকে মুক্তি প্রদান এবং একদল সৈন্য সমভিব্যাহারে তাঁহাকে রামনাদে প্রেরণ করেন, ইহাতে সহজেই অভিপ্রেত ফল ফলিল। সর্দ্দারগণ পরাজিত এবং দেশে শান্তি সংস্থাপিত হইল। এই ভাবে আবার সেতুপতি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং চতুর্দ্দশ বৎসর কাল অর্থাৎ ১৭৯৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজ্য শাসন করেন। এই সময় তাঁহার কার্য্যকলাপ বড়ই সন্দেহজনক বলিয়া বোধ হইতে থাকে, অবশেষে ভগিনী মঙ্গলীশ্বরী নাচ্ছিয়ারের চক্রান্তে সেতুপতিকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া ত্রিচীনপল্লীতে লইয়া গিয়া বন্দী করিয়া রাখা হয়।

এই সময়ে ইংরাজগণ প্রকৃতপক্ষে কর্ণাটিক প্রদেশের শাসনকর্ত্তা হইয়া পড়েন এবং সেতুপতিকে বন্দিরূপে মান্দ্রাজে প্রেরণ করেন। রামনাদরাজ্যও তাঁহাদিগের শাসনভুক্ত করিয়া লওয়া হয়। এই বন্দোবস্ত অনুসারে ১৮০২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজকার্য্য চলিতে থাকে। পর বৎসরে ইংরাজসরকার রাণী মঙ্গলীশ্বরী নাচ্ছিয়ারকে সিংহাসন প্রদান করেন।

১৫। মঙ্গলীশ্বরী নাচ্ছিয়ার (১৮০৩-১৮১২)।—১৮০৩ খৃঃ অব্দে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়, তদনুসারে রাণী সেতুপতি এবং তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ ইংরাজসরকারে প্রতিবর্ষে ৩২৪৩৮৭-১-২ টাকা পেষকাস্ প্রদান করিতে সম্মত হন। মঙ্গলীশ্বরী ১০ বৎসর রাজত্ব করেন। বন্দোবস্তের নামানুসারে তাঁহাকে 'ইস্তিমরাড়ি জমিন্দ্রাণী' বলা হইত। তিনি অনেক সৎকার্য্য ও জমি দান করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তদীয় পোষ্যপুত্র অন্নস্বামী সেতুপতি, ওরফে মুত্তবিজয় রঘুনাথ সেতুপতি সিংহাসনে আরোহণ করেন।

১৬। অন্নস্বামী সেতুপতি (১৮১২-১৮১৫)।—মঙ্গলীশ্বরীর মৃত্যুসময়ে ইনি নাবালক ছিলেন বলিয়া প্রপ্রানী ত্যাগরাজপিল্লই ইঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে থাকেন। ইঁহাকে পোষ্য গ্রহণ করা আইন-সঙ্গত হয় নাই বলিয়া মুত্ত রামলিঙ্গ সেতুপতির কন্যা শিবকামী নাচ্ছিয়ার রাণী সেতুপতি হইবার জন্য কোম্পানীর আদালতে অভিযোগ উথা-

পিত করেন। এই মোকদ্দমায় তাঁহার জয়লাভ হয় এবং ১৮১৫ খৃঃ অব্দে তিনি রাণী সেতুপতি বলিয়া বিঘোষিতা হন।

১৭। শিবকামী নাচ্ছিয়ার (১৮১৫-১৮২৯)। এক বৎসর রাজত্ব করিতে না করিতেই ইনি অনেক পেষকাস্ বাকী ফেলেন, কাজেই ইঁহার পক্ষ হইয়া সদর আদালত চতুর্দ্দশ বৎসর কাল রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। ইতি মধ্যে অন্নস্বামী সেতুপতি আপনার অধিকার ফিরিয়া পাইবার জন্য আদালতে আপীল করিয়া রাজ্যলাভ করেন। কিন্তু বিচার শেষ হইবার পুর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়। এবং কোন পুত্রসন্তান না থাকায় তাঁহার পত্নী মুত্তু বীরায়ি নাচ্ছিয়ার সিংহাসনের অধিকারিণী বলিয়া প্রতিপন্ন হন। কিন্তু তিনি নিজে রাজ্যশাসন করিতে ইচ্ছা না করিয়া পোষ্যপুত্র রামস্বামী তেবরকে সিংহাসন প্রদান করেন।

১৮। রামস্বামী তেবর, ওরফে বিজয় রঘুনাথ রামস্বামী সেতুপতি (১৮২৯) সিংহাসনে আরোহণ করিবার অব্যবহিত পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং তাঁহার শিশু কন্যা মঙ্গলীশ্বরী নাচ্ছিয়ার রামনাদের তক্তে অধিরোহণ করেন।

১৯। মঙ্গলীশ্বরী নাচ্ছিয়ার (১৮২৯-১৮৩৮) —ইহার পক্ষ হইয়া ইহার পিতামহী মুত্তু বীরায়ি নাচ্ছিয়ার এবং মুত্তু শেল্লতেবর রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে থাকেন। কিন্তু শৈশবেই ইহার মৃত্যু হয় এবং শিশু ভগিনী দোরইরাজ নাচ্ছিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন।

২০। দোরইরাজ নাচ্ছিয়ার (১৮৩৮-১৮৪৫)—ইঁহার প্রথম সময়ে মুত্তু শেল্ল রাজপ্রতিনিধিস্বরূপ কর্ম্ম করিতেছিলেন; কিন্তু ইঁহার শাসননীতি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মনঃপূত না হওয়াতে জমিদারী কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীন করা হয়। দোরইরাজ ১৮৪৪ অব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইঁহার মৃত্যুর পরেও কিয়দ্দিন পর্য্যন্ত কোর্ট অব ওয়ার্ডসই এই রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। অবশেষে রামস্বামী সেতুপতির বিধবা পত্নী পর্ব্বতবর্দ্ধিনী নাচ্ছিয়ারকে রাণী সেতুপতি বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

২১। পর্ব্বতবর্দ্ধিনী নাচ্ছিয়ার (১৮৪৫-১৮৬৮)। ইনি প্রকৃত পক্ষে ১৮৪৬ খৃঃ অব্দে শাসনভার গ্রহণ করেন। ইঁহার সময়ে অনেক গুলি মামলামোকদ্দমার জন্য জমিদারী ঋণভারে বিশেষ প্রপীড়িত হইয়া পড়ে। পেষকাস্ও বাকী পড়িয়া যায়। ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে ইঁহার মৃত্যু হয় এবং পোষ্যপুত্র মুত্ত রামলিঙ্গ সেতুপতি গদিতে আরোহণ করেন।

২২। মুত্ত রামলিঙ্গ সেতুপতি (১৮৬৮-১৮৭৩)। জমিদারী পাইয়াই ইনি দেখিতে পাইলেন যে, ইহা দেনায় একেবারে ডুবিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু দেনা পরিশোধের কোন উপায়ই নাই। তখন ইংরাজসরকার তাঁহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন এবং জমিদারী একজন স্পেশিয়াল আসিষ্টান্ট্ কলেক্টরের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত হইল। ১৮৭৩ খৃঃ অব্দে ভাস্কর সেতুপতি এবং দিনকর স্বামী তেবর নামক দুইটি নাবালক পুত্র রাখিয়া রামলিঙ্গ মৃত্যুমুখে পতিত হন।

২৩। ভাস্কর সেতুপতি (১৮৭৩ খৃঃ অব্দে) উত্তরাধিকার লাভ করেন। ইনি নাবালক ছিলেন বলিয়া জমিদারী কোর্ট অবওয়ার্ডসের অধীনে যায়। পরে সাবালক হইয়া ইনি স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করেন। ইনিই বর্ত্তমান সেতুপতি।

সেতুপ্রদ (পুং) কৃষ্ণের নামান্তর। (পঞ্চত')

সেতুবন্ধ (পুং) সেতোর্বন্ধঃ। লঙ্কাগমনার্থ শ্রীরামকৃত সমুদ্রবন্ধন সেতু। রাবণ সীতাদেবীকে হরণ করিয়া লইয়া গেলে রামচন্দ্র সীতাকে উদ্ধার করিবার জন্য সমুদ্রের উপর সেতু বন্ধন করিয়া লঙ্কায় গমন করেন। রামায়ণে রামচন্দ্রের সেতু বন্ধনের বিষয় এইরূপ বর্ণিত আছে—রামচন্দ্র যখন জানিতে পারিলেন, সীতাদেবী রাবণ কর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়া লঙ্কায় অতি ক্লেশে অবস্থিতি করিতেছেন। লঙ্কা সমুদ্রের পর পারে, সমুদ্রের উপর সেতু নির্ম্মাণ করিতে না পারিলে লঙ্কায় যাইবার আর কোন উপায় নাই। তখন তিনি সুগ্রীবের উপদেশানুসারে সমুদ্রের উপরিভাগে সেতু বন্ধন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সুগ্রীব নলের উপর এই সেতু নির্ম্মাণের ভার অর্পণ করিলেন। নল বানরগণের সাহায্যে কাষ্ঠ ও প্রস্তর দ্বারা এই সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

নল প্রথম দিনে সেতুর চতুর্দ্দশ যোজন এবং দ্বিতীয় দিনে বিংশতি যোজন, তৃতীয় দিনে এক বিংশতি, চতুর্থ দিনে দ্বাবিংশতি পঞ্চম দিনে ত্রয়োবিংশতি যোজন সেতু নির্ম্মাণ করিয়া লঙ্কানিম্নস্থ বেলাভূমিতে সংযোজিত করিয়া দিলেন। বিশ্বকর্ম্মা-তনয় বানরশ্রেষ্ঠ নল পিতার ন্যায় নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া সাগরবক্ষে সেতু নির্ম্মাণ করিলেন। এই সেতু শত যোজন দীর্ঘ এবং দশ যোজন বিস্তৃত হইয়া এই সুবিস্তীর্ণ সাগরের সীমন্তের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। দেবগণ নলের এই অদ্ভুত কর্ম্মে অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সেতুর সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র উক্ত রূপে সেতু বন্ধন করাইয়া লঙ্কায় গমন এবং যুদ্ধে রাবণকে নিহত করিয়া সীতাকে উদ্ধার করেন। (রামায়ণ লঙ্কাকা°) যেখান হইতে এই সেতু আরম্ভ হয় তাহা সেতুবন্ধ রামেশ্বর নামে প্রথিত ও হিন্দুদিগের নিকট একটী প্রধান তীর্থ বলিয়া গণ্য।

[রামেশ্বর শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

২ ক্ষেত্রাদির আলিবন্ধন।

"গতোদকে সেতুবন্ধো যাদৃক্ তাদৃগয়ং তব।
বিলাপো নিষ্ফলো রাজন্ মা শুচো ভরতর্ষভ ॥" (ভারত ৭।৮৪।২)

সেতুবন্ধন (ক্লী) সেতোর্ব্বন্ধনং। সেতুবন্ধ, রামচন্দ্রকৃত সেতু-নির্ম্মাণ।

সেতুবন্ধরামেশ্বর, তীর্থবিশেষ। [রামেশ্বর দেখ।]

সেতুভেত্তৃ (পুং) সেতুভঙ্গকারী।

সেতুভেদ (পুং) সেতুভঙ্গ।

সেতুভেদিন্ (পুং) সেতুং ভিনত্তীতি ভিদ্-ণিনি। দন্তীবৃক্ষ।

সেতুমঙ্গলতন্ত্র (ক্লী) তন্ত্রবিশেষ।

সেতুবৃক্ষ (পুং) সেতুনামকো বৃক্ষঃ। বরুণবৃক্ষ। (রাজনি°)

সেতুশৈল (পুং) পর্ব্বতবিশেষ। ভাগবতে মণিকূট, বজ্রকূট, ইন্দ্রসেন, জ্যোতিষ্মান্, সুবর্ণ, হিরণ্যষ্ঠীব ও মেঘমাল এই সকল সেতুশৈল বলিয়া লিখিত আছে। "মণিকূটো বজ্রকূট ইন্দ্রসেনো জ্যোতিষ্মান্ সুবর্ণো হিরণ্যষ্ঠীবো মেঘমাল ইতি সেতুশৈলাঃ" (ভাগ° ৫।২০।১৪)

সেতুষামন্ (ক্লী) সামভেদ।

সেত্র (ক্লী) সীয়তে অনেনেতি ষিঞ্ বন্ধনে (দামীশসযুযুজেতি। পা ৩।২।১৮২) ইতি ষ্ট্রন্। নিগড়, চলিত বেড়ী। (সিদ্ধান্তকৌ°)

সেতৃ (ত্রি) বন্ধক। "সেতৃভিররজ্জুভিঃ সিনীথঃ" (ঋক্ ৭।৮৪।২) 'সেতৃভিঃ বন্ধকৈঃ' (সায়ণ)

সেথা (দেশজ) সেই স্থান, তদুক্ত স্থান।

সেদুক (পুং) রাজভেদ। (ভারত)

সেধ (পুং) সিধ-ঘঞ্। নিষেধ, নিবারণ।
"প্রায়েণ মুনয়ো রাজন্ নিবৃত্তা বিধিসেধতঃ।" (ভাগব° ২।১।৭)

সেন (ক্লী) ১ সেনা। ২ দেব। ৩ জীবন।

সেনক (পুং) ১ বৈয়াকরণভেদ। ২ শম্বরের পুত্র।

সেনজিৎ (ত্রি) ১ রাজভেদ। (ভারত) ২ কৃষ্ণের পুত্রভেদ। (হরিবংশ) ৩ বিশ্বজিতের পুত্র। ৪ বৃহৎকর্ম্মার পুত্র। (বিষ্ণুপু°) ৫ কৃশাশ্বের পুত্র। ৬ বিষদের পুত্র। ৭ অপ্সরোবিশেষ। (ত্রি) ৮ সেনাজেতা।

সেনপাহাড়ী, বীরভূম জেলার অন্তর্গত অজয়নদের তীরস্থ কেন্দুলী হইতে কিছু দূরে একটী প্রাচীন স্থান [সেনভূম দেখ।]

সেনভূম—বীরভূম জেলার অন্তর্গত একটি প্রাচীন পরগণা। অজয়নদের পশ্চিমকূলে ও বীরভূমের প্রধান সদর সিউড়ী হইতে ১৯ মাইল দূরে এই পরগণার আরম্ভ। রেনেল সাহেবকৃত ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দের জরিপে এই পরগণা দৈর্ঘ্যে ১২ মাইল ও প্রস্থে ৭ মাইল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বকালে ইহার আয়তন আরও অধিক ছিল। "ধর্ম্মমঙ্গল" আলোচনা করিলে মনে হইবে যে, এই স্থানেই ইছাই ঘোষের রাজত্ব ছিল। তৎপরে ময়নার রাজপুত্র লাউসেন ইছাই ঘোষকে পরাজয় করিয়া এই স্থান অধিকার করেন, তাঁহার অধিকারকালেই সম্ভবতঃ এই স্থান সেনভূম নামে পরিচিত হয়। খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দে লাউসেনের অভ্যুদয়, সুতরাং এই সময় হইতে, সেনভূম খ্যাতিলাভ করে। সেনভূমের অন্তর্গত ত্রিষষ্টিগড়ে ইছাই ঘোষের রাজধানী ছিল। সেই স্থান পরে শ্যামরূপাগড় এবং সেনপাহাড়ী নামে খ্যাত হয়। বৈদ্যকুলগ্রন্থে এই সেনপাহাড়ী 'পর্ব্বতখণ্ড' নামে পরিচিত। পঞ্চকোট বা শিখরভূমের রাজগণের প্রাধান্য কালে 'সেনভূম' তাঁহাদের অধিকারভুক্ত হয়। তৎপরে খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীতে পঞ্চকোটপতি দামোদরশেখর নাথসেনকে তাঁহার সুচিকিৎসায় মুগ্ধ হইয়া এই পরগণা দান করেন। তাঁহা হইতেই তদ্বংশধরগণ সেনভূমের রাজা বলিয়া সম্মানিত। সুপ্রসিদ্ধ ভরত মল্লিকের 'চন্দ্রপ্রভা' নাম্নী বৈদ্যকুলপঞ্জিকায় উক্ত সেনভূমরাজবংশের এইরূপ বংশপরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে—

বিমলসেনের পুত্র পরমেশ্বর, পরমেশ্বর হইতে গুণিপ্রিয় বাসুদেব জন্মে। চিকিৎসাশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন বলিয়া তিনি শিখররাজের আশ্রয় প্রাপ্ত হয়েন। শিখররাজ তাঁহাকে সম্মানের সহিত স্থাপিত করেন। বাসুদেবের পুত্র অনন্তসেন। তিনি শস্ত্র ও শাস্ত্র উভয় বিদ্যায় পণ্ডিত ও রাজপূজিত ছিলেন। সেই অনন্তসেনের পুত্র নাথসেন। ইনি রাজকুমারসংসর্গে অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছিলেন। ইহার অস্ত্রবিদ্যাদর্শনে প্রীত হইয়া শিখররাজ হরিশ্চন্দ্র তাঁহাকে নিজ রাজ্যের একাংশ দান করেন। তাঁহার পূর্ব্বার্জ্জিত বিহারখণ্ডের অন্তর্গত পাহাড়খণ্ডে বা সেনপাহাড়িতে নাথসেন রাজা হইলেন। নাথসেনের পুত্র বিজয়সেন, তিনিও সকল যুদ্ধে বীরত্ব দেখাইয়া মহারাজ হইয়াছিলেন। রাজা বিজয়সেনের দুই পুত্র, প্রথম চন্দ্রের মত, চন্দ্রসেন, অপর পণ্ডিতের উপমাস্থল বুধসেন। উভয়ে পদ্মদাসবংশীয় উমাপতির কন্যার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। নাথসেনের এক কন্যা জন্মে, তিনি পদ্মদাসবংশীয় হেরম্ব দাসকে ঐ কন্যা দান করেন। চন্দ্রসেন চিকিৎসকদিগের সম্মতিতে রাজা হইয়া ছিলেন। তিনি দেবব্রাহ্মণসেবক লক্ষ্মীনারায়ণ নামে খ্যাত। রাজা চন্দ্রসেনের ১৮টি পুত্র হয়, এই ১৮ জনের মধ্যে চন্দ্রধান প্রভৃতি ৮ জনের একটু স্বাতন্ত্র্য আছে। তাঁহারা নিম্ন শ্রেণীর কায়স্থ জাতিতে পরিগণিত হন এবং অপর যাঁহারা ছিলেন উচ্চ শ্রেণির সদ্বৈদ্য ও কুলকার্য্যে তৎপর। সেই সকল সার পুত্রদিগের মধ্যে রাজা কেশব সেন এবং তাঁহার অনুজ নারায়ণ জন্ম গ্রহণ করেন। নারায়ণের অনুজ কন্দর্প, কুলানন্দ, ঋষি ও যশসেন, উক্ত ছয় জনই শ্রীখণ্ডের দাসসুতা হইতে জাত। এপক্ষে যে কন্যা জন্মিয়াছিল, সেই কন্যা ঘৃষিসেন-কুলোদ্ভূত রামসেনকে সম্প্রদান

করা হয়। চন্দ্রসেনের অপর পুত্রগণের নাম গয়িসেন, স্বল্পরাজ, রামসেন, ঠেঙ্গা পঞ্চানন, দৈত্যসেন ও দানসেন এই কয় জন শিখরভূমিবাসী মুক্তিদাসের কন্যা হইতে উৎপন্ন। এই পক্ষে যে কন্যা জন্মে, তাহাকে উদয়ন গুপ্তসুত দোকড়ি গুপ্তকে সম্প্রদান করা হয়। উক্ত স্বল্পরাজ অত্যন্ত দাতা ও ভোক্তা এবং কান্দুখান নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

কায়স্থ জাতীয় পুত্রগণের মধ্যে চন্দ্রখান অত্যন্ত প্রবল প্রতাপান্বিত ছিলেন, তাঁহার পর বলবান্ এবং অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ অমর সেন তাঁহার অনুজ, তৎপরে গন্ধর্ব্ব সেন ভীপুরীয় ষাঠ গুপ্তের দৌহিত্র। অপর পক্ষে যে কন্যা জন্মে সেই কন্যা তপন-গুপ্তের বধূ। ধর্ম্মসেন ভীপুরীয় তপনগুপ্তের দৌহিত্র।

নেপাল ও করানন্দ আত্মহিঙ্গুর দৌহিত্র। এই দুহিতা হইতে উৎপন্না কন্যা অশ্বপতিগুপ্তকে দান করা হয়। চন্দ্রসেনের চন্দ্রখানাদি এই অষ্টাদশ পুত্র হয়। ইঁহাদের মধ্যে ৮ জন অসৎ কার্য্য ও কুসম্বন্ধ পরায়ণ এবং ১০ জন সদনুষ্ঠানকারী ও কুলকার্য্য-তৎপর। এক্ষণে আর সেনভূমরাজবংশের সন্ধান পাওয়া যায় না। এক সময় এই বংশ বৈদ্যসমাজের উপর যথেষ্ট প্রভুত্ব করিয়া গিয়াছেন।

সেনরাজবংশ, বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ হিন্দুরাজবংশ। এই বংশীয়গণ খৃষ্টীয় ১১শ হইতে খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দী পর্য্যন্ত আধিপত্য করিয়া গিয়াছেন। [বঙ্গদেশ ও সুবর্ণগ্রাম শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

সেনহট্ট, এক্ষণে সেনহাটী বা সেনাটী নামে প্রসিদ্ধ, খুলনা জেলায় খুলনা সহর হইতে দেড় ক্রোশ দূরে ভৈরবনদের তীরে অবস্থিত। বঙ্গজ বৈদ্যগণের ইহা একটা প্রধান সমাজ। এখানে ডাকঘর ও উচ্চ বিদ্যালয় আছে।

সেনস্কন্ধ (পুং) শম্বরের পুত্র। (হরিবংশ)

সেনা (স্ত্রী) সিনোতি শক্রমিতি সিঞ্ বন্ধনে (রুবৃজ্ষীতি। উণ্ ৩।১০) ইতি ন স চ নিৎ, টাপ্। চতুরঙ্গবল, ফৌজ, পর্য্যায়—ধ্বজিনী, বাহিনী, পৃতনা, অনীকিনী, চমূ, বরূথিনী, বল, সৈন্য, চক্র, অনীক, বাহনা, পৃতনা, গুল্মিনী, বরচক্ষুঃ। (শব্দরত্না°) হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি প্রভৃতি বলই সেনাশব্দবাচ্য। ২ চতু-র্বিংশতিবৃত্তার্হৎমাতৃদিগের মধ্যে তৃতীয়ের মাতা। (হেম)

সেনাকর্ম্মন্ (ক্লী) সেনায়াঃ কর্ম্ম। সেনাদিগের কার্য্য।

সেনাগ্র (ক্লী) সেনয়াঃ অগ্রং। সেনার অগ্রভাগ।

সেনাঙ্গ (ক্লী) সেনায়া অঙ্গং। হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি-সমূহ। এই চারিটী সেনাঙ্গনামে অভিহিত।

'হস্ত্যশ্বরথপাদাতং সেনাঙ্গং স্যাচ্চতুষ্টয়ং।' (অমর)

সেনাচর (ত্রি) সেনায়াং চরতীতি চর (ভিক্ষাসেনাদায়েষু। পা ৩।২।১৭) ইতি ট। সৈন্যানুগামী, সেনার সহিত গমনকারী।

"মৃগয়াঞ্চরতো রাজ্ঞঃ শান্তনোশ্চ যদৃচ্ছয়া।
কশ্চিৎ সেনাচরোঽরণ্যে মিথুনং তদপশ্যত॥" (ভারত ১।১৩০।১৪)

সেনাজীব (পুং) সৈন্য, সামন্ত।

সেনাজীবিন্ (পুং) সেনা।

সেনাজূ (ত্রি) সেনাপ্রেরক, যিনি সেনা প্রেরণ করেন।

"জায়াং সেনাজুবা বৃহত্তু রথেন" (ঋক্ ১।১১৬।১)

'সেনাজুবা শত্রুসেনয়াঃ প্রেরকেণ' (সায়ণ)

সেনাধিনাথ (পুং) সেনায়া অধিনাথঃ। সেনানায়ক, সেনানী।

সেনাধিপ (পুং) সেনায়াঃ অধিপঃ। সেনাপতি।

সেনাধিপতি (পুং) সেনাদিগের অধিপতি।

সেনাধ্যক্ষ (পুং) সেনায়া অধ্যক্ষঃ। সেনাপতি, সেনাদিগের অধ্যক্ষ।

সেনানী (পুং) সেনাং নয়তীতি নী (সৎসূদ্বিষেতি। পা ৩।২।৬১) ইতি ক্বিপ্। ১ কার্ত্তিকেয়। (অমর) ২ বাহিনীপতি, সেনা-পতি। ৩ ধৃতরাষ্ট্রের এক পুত্র। (ভারত আদিপ°) ৪ শম্ব-রের পুত্রভেদ। (হরিবংশ) ভগবান্ গীতাতে বলিয়াছেন যে, সেনানীদিগের মধ্যে আমি স্কন্দ।

"সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ। (গীতা ১০।২৪)

সেনাপতি (পুং) সেনায়াঃ পতিঃ। কার্ত্তিকেয়, ইনি দেবতা-দিগের সেনাপতি, এই জন্য ইনি সেনাপতি নামে খ্যাত। ২ সেনানী, বাহিনীপতি, যিনি সেনাসকল পরিচালন করেন।

"কুলীনঃ শীলসম্পন্নো ধনুর্ব্বেদবিশারদঃ।
হস্তিশিক্ষাশ্বশিক্ষাসু কুশলঃ শ্লক্ষভীষণঃ॥
নিমিত্তে শকুনজ্ঞানে বেত্তা চৈব চিকিৎসিতে।
ব্যূহতত্ত্ববিধানজ্ঞঃ ফল্গুসারবিশেষবিৎ।
রাজ্ঞা সেনাপতিঃ কার্য্যো ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োঽথবা॥"

(মৎস্যপু° ২১৫অঃ)

যে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় কুলীন, শীলসম্পন্ন, ধনুর্ব্বেদশাস্ত্রে বিশেষ সুশিক্ষিত, হস্তী ও অশ্বশিক্ষায় বিশেষ কুশল, মধুরভাষী, শকুনতত্ত্বজ্ঞ, অর্থাৎ শুভাশুভ নিমিত্ত দেখিয়া যিনি সমস্ত বুঝিতে পারেন, চিকিৎসাশাস্ত্রকুশল, কৃতজ্ঞ, শূর, ক্লেশসহিষ্ণু, সরল এবং যিনি সকল প্রকার ব্যূহরচনাকার্য্যে নিপুণ ও বিশেষজ্ঞ তাদৃশ গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে রাজা সেনাপতিপদে নিযুক্ত করিবেন। রাজা কথনই অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে সেনাপতির কার্য্যে নিযুক্ত করি-বেন না, তাহা হইলে তাঁহার রাজ্য অচিরে বিনষ্ট হইবে। মনুতে লিখিত আছে যে, রাজা স্বয়ংই সেনাপতি হইয়া যুদ্ধস্থলে সৈন্য চালনা করিবেন এবং তিনি সেনাদিগকে সর্ব্বদা সুশিক্ষা প্রদান, সদা পুরুষত্ব প্রদর্শন, মন্ত্রণা ও চারচেষ্টা সদা সঙ্গোপন, এবং সর্ব্বদা শত্রুর ছিদ্রান্বেষণ শিক্ষা দিবেন। রাজা নানাবিধ

কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন বলিয়া উপযুক্ত ব্যক্তির উপর সেনানায়কের ভার অর্পণ করিবেন। কিন্তু রাজা সেনাপতির কার্য্যাদি সর্ব্বদা বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। কারণ সেনাপতির উপর চতুরঙ্গ বল ন্যস্ত থাকে। সেনাপতি বিরুদ্ধাচরণ করিলে রাজা বিশেষ বিপন্ন এমন কি পরিশেষে রাজ্যচ্যুত হইয়া থাকেন। শুক্রনীতি, কামন্দকী নীতি প্রভৃতিতে সেনাপতির গুণ ও কার্য্যাদির বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা এই স্থলে লিখিত হইল না।

কবিকল্পলতায় লিখিত আছে যে, সেনাপতির বর্ণনা করিতে হইলে জিতাবাস, স্বামিভক্ত, সুধী, নির্ভীক, শস্ত্রশাস্ত্র ও বাহনে অভ্যাসশীল, এবং রণে বিজয় এই সকল গুণ বর্ণনা করিতে হয়।

"সেনাপতির্জ্জিতাবাসঃ স্বামিভক্তঃ সুধীরভীঃ।
অভ্যাসী বাহনে শস্ত্রে শাস্ত্রে চ বিজয়ী রণে ॥" (কবিকল্পলতা)

সেনাপতিত্ব (ক্লী) সেনাপতের্ভাবঃ ত্ব। সেনাপতির ভাব বা ধর্ম্ম, সেনাপতির কার্য্য।

সেনাপতিপতি (পুং) সর্ব্বপ্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ।

সেনাপত্য (ক্লী) সেনাপতেঃ কর্ম্ম যৎ। সেনাপতির কার্য্য।

সেনাপ্রণেতৃ (পুং) সেনায়াঃ প্রণেতা। সেনাপতি।

সেনাবিন্দু (পুং) রাজভেদ। (ভারত)

সেনাভিগোপ্তা (পুং) সেনাপতি, সেনাদিগকে রক্ষাকারী।

সেনামুখ (ক্লী) সেনায়া মুখং পত্তিত্রয়ং। ১ সেনার সংখ্যাবিশেষ, তিন হস্তী, তিন রথ, নয় অশ্ব ও পনর পদাতি, এই সমুদায়ে ৩০ সংখ্যক সৈন্যের নাম সেনামুখ।

"একো রথো গজশ্চৈকো নরাঃ পঞ্চ পদাতয়ঃ।
ত্রয়শ্চ তুরগাস্তজ্জ্ঞৈঃ পত্তিরিত্যভিধীয়তে।
পত্তিস্তু ত্রিগুণামেতামাহুঃ সেনামুখং বুধাঃ ॥" (ভারত ১।২।২৯)

২ সেনাগ্রভাগ। ৩ পুরদ্বারের সম্মুখবর্ত্তী পথ।

সেনামুখী (স্ত্রী) দেবীভেদ। (রাজতর°)

সেনারক্ষ (পুং) সেনাং রক্ষতীতি রক্ষ-অণ্। সেনারক্ষক, প্রহরী, পর্য্যায়—সৈনিক। (অমর)

সেনাবাস (পুং) সেনায়া আবাসঃ। সেনাদিগের বাসস্থান। সৈন্যগণ যে স্থানে বাস করে। বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে যে, ভস্ম, অঙ্গার, অস্থি, উষর, তুষ, কেশ, গর্ত্ত, কর্কটাবাস, শ্বাবিধ ও মূষিকগণের বিবর ও বল্মীক যথায় বিদ্যমান নাই এবং যে স্থলের ভূমি ঘন, সুগন্ধ, স্নিগ্ধ, মধুর ও সম সেই স্থানে সেনাবাস করা কর্ত্তব্য। রাজা এইরূপ স্থলে সেনাবাস করিলে তাঁহার বিজয় হয়।

"ভস্মাঙ্গারাস্থ্যষরতুষকেশশ্বভ্রকর্কটাবাসৈঃ।
শ্বাবিন্মূষকবিবরৈর্ব্বল্মীকৈর্যা চ সন্ত্যক্তা ॥
ধাত্রী ঘনা সুগন্ধা স্নিগ্ধা মধুরা সমা চ বিজয়ায়।
সেনাবাসেহপ্যেবং যোজয়িতব্যা যথাযোগং ॥"
(বৃহৎস° ৪৮।১৬-১৭)

সেনাবাহ (পুং) সেনাং বহতীতি বহ-ঘি। সেনাপতি, সেনানী।

সেনাস্থান (ক্লী) সেনায়াঃ স্থানং। সৈন্যদিগের অবস্থিতিস্থান।

সেনাব্যূহ (পুং) যুদ্ধস্থলে উপযুক্তরূপে সৈন্যস্থাপন, ব্যূহ।

সেনীয় (ত্রি) সেনা সম্বন্ধীয়।

সেন্দ্র (ত্রি) ইন্দ্রেণ সহ বর্ত্তমানঃ। ইন্দ্রের সহিত বর্ত্তমান, ইন্দ্রযুক্ত, ইন্দ্রবিশিষ্ট।

সেন্দ্রকরাজবংশ—দাক্ষিণাত্যের একটী প্রাচীন রাজবংশ। অনেকের বিশ্বাস বর্ত্তমান সিন্দে (সিন্ধিয়া)-রাজবংশ প্রাচীন সেন্দ্রকবংশ হইতেই সমুদ্ভূত। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই এই বংশের সন্ধান পাওয়া যায়। চালুক্যপতি ২য় পুলিকেশীর চিপ্লুন্ তাম্রশাসনে শ্রীবল্লভসেনানন্দরাজ নামক এক সেন্দ্রকপতির উল্লেখ পাওয়া যায়, তিনি চালুক্যসম্রাট্ ২য় পুলিকেশীর মাতুল বলিয়াই অভিহিত হইয়াছেন।[১] গাইকবাড়-রাজের অধিকারভুক্ত নৌসারি জেলাস্থ বগুম্রা হইতে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে[২] এই বংশের একটী ক্ষুদ্র বংশাবলি পাওয়া যায়, যথা—১ম ভানুশক্তি, তৎপুত্র আদিত্যশক্তি এবং আদিত্যের পুত্র পৃথিবীবল্লভ নিকুম্ভলশক্তি। এই তাম্রশাসন ৪০৭ (চেদী) সংবতে (৬৫৫ খৃষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ। ইহার পর চালুক্যরাজ ১ম বিক্রমাদিত্যের ১০ম বর্ষে (প্রায় ৬৬৪ খৃষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ কর্ণুল জেলা হইতে আবিষ্কৃত তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, চালুক্যপতি সেন্দ্রকবংশীয় রাজা দেবশক্তির অনুরোধে রট্টগিরি নামক গ্রাম দান করিয়াছিলেন।[৩] মহিসুর রাজ্যের বড়গাম্বে নামক গ্রাম হইতে প্রাপ্ত সেন্দ্রক-মহারাজ পোগিল্লির শিলালিপিতে লিখিত আছে যে, তিনি চালুক্যসম্রাট্ বিনয়াদিত্যের (৬৮০ হইতে ৬৯৭ খৃঃ অঃ) অধীন মহাসামন্তরূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন, বনবাসী প্রদেশের অন্তর্গত নাগরখণ্ড বিষয় এবং যেড়্গূর গ্রাম তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল।[৪] এই শিলাফলকের শীর্ষভাগে সেন্দ্রকবংশের রাজচিহ্ন গজমূর্ত্তি খোদিত আছে। লক্ষেশ্বর শিলাফলকে কএকজন সেন্দ্রকরাজের নাম পাওয়া যায়, যথা—

১ম বিজয়শক্তি, তৎপুত্র কুন্দশক্তি, তৎপুত্র দুর্গশক্তি। দুর্গশক্তি চালুক্যপতি সত্যাশ্রয় পুলিকেশীর সময় বিদ্যমান ছিলেন

(১) Epigraphia Indica, Vol. III, p. 50,
(২) Indian Antiquary, Vol, XVIII. p. 265.
(৩) Jaurnal of the Bombay Branch Royal Asiatic Society, Vol. XVI. p. 228.
(৪) Indian Antiquary, Vol. XIX. p. 142.

এবং উক্ত শিলাফলকে তিনি 'ভুজগেন্দ্র'-বংশোদ্ভব বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।*

সেন্দ্রিয় (ত্রি) ইন্দ্রিয়ের সহিত বর্ত্তমান, ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট।

সেন্দ্রিয়ত্ব (ক্লী) সেন্দ্রিয়স্য ভাবঃ ত্ব। সেন্দ্রিয়ের ভাব বা ধর্ম্ম, ইন্দ্রিয়বিশিষ্টের ভাব।

সেন্য (ত্রি) সেনাই, সেনার যোগ্য। "সেন্যোঽসি ভূরি পরাদদিঃ" (ঋক্ ১।৮১।২) 'সেন্যোঽসি সেনার্হো ভবসি' (সায়ণ)

সেফ (পুং) শেফ। (জটাধর)

সেমন্তী (স্ত্রী) পুষ্পবিশেষ, চলিত সেউতী।

"চম্পকানাং পুষ্পশতাদশোকং পুষ্পমুত্তমং।
অশোকানাং সহস্রাদ্ধি সেমন্তী পুষ্পমুত্তমং॥" (নৃসিংহপু° ৫২অ°)

সেয়ন (পুং) বিশ্বামিত্রের পুত্রবিশেষ। (ভারত)

সের (পারসী) ব্যাঘ্র। [শের দেখ।]

সেরাহ (পুং) পীযূষবর্ণ অশ্ব, দুগ্ধের ন্যায় শুভ্র বর্ণ অশ্ব। (হেম)

সেরু (ত্রি) ষিঞ্ বন্ধনে (দাধেট্সিশদসদোরুঃ। পা ৩।২।১৫৯) ইতি রু। বন্ধনকর্ত্তা।

সের্ষ্য (ত্রি) ঈর্ষায়া সহ বর্ত্তমানঃ। ঈর্ষ্যার সহিত বর্ত্তমান, ঈর্ষ্যাযুক্ত। "সের্ষ্যং মহাপুরুষপাদপাংশুভির্নিরস্ততেজঃসু তদেব শোভনং।" (ভাগ° ৪।৪।১৩)

সেল, গতি, গমন। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট সেলতি। লোট্ সেলতু। লিট্ সিসেল। লুঙ্ অসেলীৎ। ণিচ্ সেলয়তি। লুঙ্ অসিসেলৎ।

সেলাই (দেশজ) সীবন।

সেলাম (আরবী) নমস্কার, শান্তি।

সেলামৎ (আরবী) মঙ্গল, নিরাপদ।

সেলামী (আরবী) ১ সম্মানার্থ উপহার। ২ জমিদারের নিকট হইতে ভূমির পাট্টা করিয়া লইবার সময় জমিদারকে যে টাকা দেওয়া হয়, তাহাকে সেলামী কহে।

সেলু (পুং) বৃক্ষবিশেষ, শেলুবৃক্ষ, শ্লেষ্মাতক। (ভরত দ্বিরূপকো°)

সেব, ১ সেবা, আরাধন। ২ ভক্তি। ৩ আশ্রয়। ভ্বাদি° উভয়পদী° পক্ষে আত্মনে° সক° সেট্। এই ধাতুর সাধারণতঃ আত্মনেপদেই ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। লট্ সেবতি-তে। লৃট্ সেবিষ্যতে। লুঙ্ অসেবিষ্ট, অসেবিষাতাং, অসেবিষত। সন্ সিসেবিষতে। যঙ্ সেসেব্যতে। ণিচ্ সেবয়তি। লুঙ্ অসিষেবৎ। আ+সেব উপসেবন। নি-সেব নিষেবণ।

সেব (ক্লী) সেব্যতে যদিতি সেব-ঘঞ্। সেবিফল, কাবুল দেশজাত অম্লাত্মক ফলবিশেষ। হিন্দী সেব।

"মুষ্টিপ্রমাণং বদরং সেবং সিবিতিকাফলং।
সেবং সমীরপিত্তঘ্নং বৃংহণং কফকৃদ্‌গুরুঃ।
রসে পাকে চ মধুরং শিশিরং রুচিশুক্রকৃৎ॥" (ভাবপ্র°)

মুষ্টিপ্রমাণ, বদর, সেব ও সিবিতিকা ফল এই কয়টী পর্য্যায়। ইহার গুণ—বাতঘ্ন, পিত্তনাশক, শরীরের উপচয়কারক, কফজনক, গুরু, মধুর রস, মধুর বিপাক, শীতবীর্য্য, রুচিকারক ও শুক্রবর্দ্ধক।

সেবক (পুং) সেবতে ইতি সেব-ণ্বুল্। ১ প্রসেবক। (ত্রি) ২ অনুজীবী, ভৃত্য, পরিচারক, দাস, সেবাকারী। ৩ সীবনকর্ত্তা, যিনি সেলাই করেন, দরজী প্রভৃতি। ৪ আশ্রয়িতা।

"দৃঢ়ব্রতঃ সত্যসন্ধো ব্রহ্মণ্যো বৃদ্ধসেবকঃ।
শরণ্যঃ সর্ব্বভূতানাং মানদো দীনবৎসলঃ॥" (ভাগব° ৪।১৬।১৬)

সেবকালু (পুং) নিশাভঙ্গাবৃক্ষ, দুগ্ধপেয়া। (শব্দচ°)

সেবতী (স্ত্রী) পুষ্পবিশেষ, চলিত সেঁউতীফুল, সেউতী গোলাপ। গুলদাউদী, হিন্দী গুলচিনি, তৈলঙ্গ চামন্তী, তামিল সামন্তি। সংস্কৃত পর্য্যায়—শতপত্রী, তরুণীস্থ, কর্ণিকা, চারুকেশরা, মহাকুমারী, গন্ধাঢ্যা, লক্ষপুষ্পা, অতিমঞ্জুলা। গুণ—শীতল, তিক্ত, গ্রাহক, শুক্রবর্দ্ধক, লঘু, ত্রিদোষনাশক, রক্তদোষনিবারক, বর্ণবর্দ্ধক, কটু ও পাচক। (ভাবপ্র°)

সেবধি (পুং) সেবঃ সেবনং ধীয়তেঽস্মিন্নিতি সেবাং বিনা নিধিলাভাভাবাৎ ধা-কি। নিধি, কুবেরের নিধি, রত্ন, শঙ্খ, পদ্মাদি। এই শব্দ তালব্য শকারাদিও হয়।

সেবন (ক্লী) সিব তন্তুসন্তানে ল্যুট্। সূচ্যাদি দ্বারা বস্ত্রাদি সীবন, চলিত সেলাই। পর্য্যায়—সীবন, স্যূতি, উতি, ব্যূতি। (শব্দরত্না°) সেব্ সেবনে ল্যুট্। ২ উপাস্তি, উপাসনা। ৩ আশ্রয়।

"সত্যানৃতঞ্চ বাণিজ্যং শ্ববৃত্তির্নীচসেবনং।
বর্জয়েৎ তাং সদা বিপ্রো রাজন্যশ্চ জুগুপ্সিতাম্॥"
(ভাগবত ৭।১২।২০)

৪ উপভোগ।

"যৎ করোত্যেকরাত্রেণ বৃষলীসেবনাৎ দ্বিজঃ।" (মনু ১।১৭৯)

সেবনিন্ (পুং) ১ উপভোগকারী। ২ সেলাইকারী।

সেবনী (স্ত্রী) সীব্যতানয়েতি সিব-ল্যুট্, ঙীষ্। সূচী, চলিত সূচ। ২ শরীরাবয়বসংযোগবিশেষ। ইহা দেখিলে বোধ হয় শরীরের সেই সেই স্থান যেন সেলাই করিয়া রাখা হইয়াছে, এই জন্য ইহার নাম সেবনী। সেবনী শরীরের মধ্যে ৭টী আছে। তাহার মধ্যে মস্তকে পাঁচটী, জিহ্বায় এক ও শিশ্নে এক। ঐ সকল স্থানে অস্ত্রপাত করিবার সময় ঐ সকল সেবনী সতর্ক ভাবে পরিহার করিবে।

"সেবন্যঃ সপ্ত, তাসাং মস্তকে পঞ্চ, শেফাস একা, জিহ্বায়া-

* Indian Antiquary, Vol, VII. p. 110.

মেকা ইতি। তা কদাচিদপি ন বিধ্যেৎ।" (সুশ্রুত শারীরস্থা°)

সেবনী বিদ্ধ করিলে অধিক রক্তস্রাব হইয়া রোগীর মৃত্যু হইতে পারে, এই জন্য সেবনীস্থান কখন বিদ্ধ করিবে না। বিশেষ সাবধান হইয়া ঐ সকল স্থানে অস্ত্রক্রিয়া করা কর্ত্তব্য।

সেবনীয় (ত্রি) সেব অনীয়র্। সেবার্হ, সেবার যোগ্য, উপাসনার উপযুক্ত।

সেবা (স্ত্রী) সেব্ সেবনে (গুরোশ্চ হলঃ। পা ৩।৩।১০৩) টাপ্। সেবন, পর্য্যায়—শ্ববৃত্তি। মনু সেবাকে শ্ববৃত্তি অর্থাৎ কুক্কুরের বৃত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, চাকুরী।

"সত্যানৃতঞ্চ বাণিজ্যং তেন চৈবাপি জীব্যতে।

সেবা শ্ববৃত্তিরাখ্যাতা তস্মাৎ তাং পরিবর্জয়েৎ॥" (মনু ৪।৬)

বাণিজ্যের নাম সত্যানৃত, বাণিজ্য করিতে হইলে সত্য ও মিথ্যা এই দুইই আবশ্যক হয়, এই জন্য উহার নাম সত্যানৃত, ব্রাহ্মণ বাণিজ্যের দ্বারাও জীবিকা অর্জ্জন করিবে, কিন্তু কদাচ সেবা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে না, কারণ সেবা শ্ববৃত্তি বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ২ আরাধনা। ৩ উপভোগ। ৪ আশ্রয়ণ।

"বেদাভ্যাসস্তপো জ্ঞানমিন্দ্রিয়াণাঞ্চ সংযমঃ।

অহিংসা গুরুসেবা চ নিঃশ্রেয়সকরং পরং॥" (মনু ১২।৮৭)

মাঘাদি দ্বাদশ মাসে ভগবান্ বিষ্ণুর কিরূপে সেবা করিতে হয়, তাহার বিশেষ বিধান পদ্মপুরাণের ক্রিয়াযোগসারে লিখিত আছে। বিষ্ণুর সেবা করিতে হইলে শাস্ত্রের বিধিনিষেধ মানিয়া চলিতে হয়। বিধিনিষেধ উল্লঙ্ঘন করিয়া বিষ্ণুর সেবা করিলে তাহার কোন ফল হয় না। সেবা করিতে গেলেই পদে পদে অপরাধের সম্ভাবনা, এই জন্য সেবাকারী সেবাপরাধের পাপক্ষয় জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিবেন। আহ্নিকতত্ত্বে রঘুনন্দন সেবাপরাধসমূহের মধ্যে ৩২ প্রকার অপরাধের উল্লেখ করিয়াছেন। এই ৩২ প্রকার অপরাধী বিষ্ণুসেবার অধিকারী নহে। এই ৩২ প্রকার অপরাধ যথা,—১ ভগবদ্ভক্তের ক্ষত্রিয়সিদ্ধান্নভোজন, ২ অনিষিদ্ধ দিনে দন্তধাবন না করিয়া বিষ্ণুর উপসর্পণ, ৩ মৈথুনের পর স্নান না করিয়া বিষ্ণুর উপসর্পণ, ৪ মৃত নরস্পর্শের পর স্নান না করিয়া বিষ্ণুকর্ম্মকরণ, ৫ রজস্বলা স্ত্রী স্পর্শ করিয়া বিষ্ণুগৃহে প্রবেশ, ৬ মানবের শবস্পর্শ করিয়া স্নান না করিয়া বিষ্ণুসমীপে অবস্থান, ৭ বিষ্ণুকে স্পর্শ করিয়া অধোবায়ুত্যাগ, ৮ বিষ্ণুর কর্ম্ম করিতে করিতে পুরীষত্যাগ, ৯ বিষ্ণুশাস্ত্রে আদর না করিয়া শাস্ত্রান্তরের প্রশংসা, ১০ অত্যন্ত মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া বিষ্ণুর কর্ম্মকরণ, ১১ বিধিপূর্ব্বক আচমন না করিয়া বিষ্ণুর উপসর্পণ, ১২ বিষ্ণুর নিকট অপরাধ করিয়া বিষ্ণুর উপসর্পণ, ১৩ ক্রুদ্ধাবস্থায় বিষ্ণুস্পর্শ, ১৪ নিষিদ্ধ পুষ্প দ্বারা বিষ্ণুপূজা, ১৫ রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া বিষ্ণুর উপসর্পণ, ১৬ অন্ধকারে দীপব্যতীত বিষ্ণুস্পর্শন, ১৭ কৃষ্ণবস্ত্র পরিধান করিয়া বিষ্ণুর কর্ম্মাচরণ, ১৭ বায়সোদ্ধত বস্ত্র পরিধান করিয়া বিষ্ণুর কর্ম্মাচরণ, ১৯ বিষ্ণুকে কুক্কুরোচ্ছিষ্ট বস্তু নিবেদন, ২০ বরাহমাংস ভোজন করিয়া বিষ্ণুর উপসর্পণ, ২১ হংস, জালপদ ও সরারি মাংস ভোজন করিয়া বিষ্ণুর উপসর্পণ, ২২ দীপস্পর্শের পর হস্ত প্রক্ষালন না করিয়া বিষ্ণুস্পর্শ বা তদুদ্দেশে কোন প্রকার কর্ম্মকরণ, ২৩ শ্মশানগমনের পর স্নান না করিয়া বিষ্ণুর উপসর্পণ, ২৪ পিণ্যাক ভোজন করিয়া বিষ্ণুর উপসর্পণ, ২৫ বিষ্ণুকে বরাহমাংসনিবেদন, ২৬ মদ্যগ্রহণ, পান বা স্পর্শ করিয়া বিষ্ণুর গৃহে প্রবেশ, ২৭ পরের অশুচি বস্ত্র পরিধান করিয়া বিষ্ণুর কর্ম্মাচরণ, ২৮ বিষ্ণুকে নবান্ন নিবেদন না করিয়া নবান্নভোজন, ২৯ পূজাকালে গন্ধপুষ্প প্রদান না করিয়া ধূপদীপদান, ৩০ উপানহ্ অর্থাৎ খড়মাদি পায় দিয়া বিষ্ণুস্থানে প্রবেশ, ৩১ ভেরী শব্দ না করিয়া বিষ্ণুর প্রবোধন, ৩২ অজীর্ণাবস্থায় বিষ্ণুর স্পর্শন। এই ৩২ প্রকার সেবাপরাধ। ইহা কেবল বিষ্ণু শব্দে কথিত হইলেও সকল দেবতা সম্বন্ধেই গ্রহণীয় বলিয়া জানিতে হইবে। অর্থাৎ প্রত্যেক দেবসেবাস্থলেই এই সকল অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। দেবসেবা করিতে হইলে যাহাতে এই সকল অপরাধ না হয়, তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া দেবসেবা করা কর্ত্তব্য। যদি সেবাপরাধ হয়, তাহা হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। প্রতিদিন এই ৩২ প্রকার অপরাধের মধ্যে যদি কোন প্রকার অপরাধ হয়, তাহা হইলে গীতাধ্যায় পাঠ করিলে ঐ অপরাধ বিনষ্ট হয়।

"অহন্যহনি যো মর্ত্ত্যো গীতাধ্যায়ন্তু সংপঠেৎ।

দ্বাত্রিংশদপরাধৈশ্চ অহন্যহনি মুচ্যতে॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

যে কোন দেবতার উদ্দেশে পূজা করা হউক না কেন, এই সেবাপরাধ যাহাতে না হয়, তাহা করিতে হইবে। সেবা করিতে যাইয়া সেবাপরাধ হইলে সেবার ফল হয় না। বরাহপুরাণে ৩২ প্রকার সেবাপরাধ এবং তাহার প্রায়শ্চিত্ত কথিত হইয়াছে, এই ৩২ প্রকার অপরাধ যথা ১ যানারূঢ় হইয়া কিংবা চরণে পাদুকা দিয়া ভগবন্মন্দিরে গমন, ২ দেবোৎসব প্রভৃতি অদর্শন, ৩ দেবাদির পুরোভাগে প্রণাম না করা, ৪ উচ্ছিষ্ট কিংবা অশৌচাবস্থায় ভগবদ্দর্শন প্রভৃতি, ৫ একহস্তে প্রণাম, ৬ ভগবানের পুরোভাগে প্রদক্ষিণ, ৭ ভগবানের সম্মুখ ভাগে পাদবিস্তার, ৮ পর্য্যঙ্কবন্ধন, ৯ শয়ন, ১০ ভোজন, ১১ মিথ্যাকথন, ১২ উচ্চ বাক্যপ্রয়োগ, ১৩ পরস্পর গল্প, ১৪ ক্রন্দন, ১৫ বিরোধ, ১৬ নিগ্রহ, ১৭ অনুগ্রহ, ১৮ মানবের প্রতি নিষ্ঠুর বাক্যোচ্চারণ, ১৯ কম্বল আবরণ, ২০ পরাপবাদ, ২১ পরস্তুতি, ২২ অশ্লীল ভাষণ, ২৩ অধোবায়ু নিঃসরণ ২৪ শক্তি বিদ্যমানে গৌণোপচারপ্রদান, ২৫ অনি-

বেদিত দ্রব্য ভোজন, ২৬ যে কালে যে সকল ফল জন্মে, সেই সকল ফল অপ্রদান, ২৭ যে বস্তুর অগ্রভাগ অন্যে লইয়াছে, সেই বস্তু নিবেদন, ২৮ ভগবানের দিকে পৃষ্ঠ রাখিয়া উপবেশন, ২৯ ভগবানের পুরোভাগে অপরকে অভিবাদন, ৩০ গুরুকে স্তবাদি না করা, ৩১ নিজমুখে আত্মপ্রশংসা, ৩২ দেবনিন্দা, এই ৩২ প্রকার সেবাপরাধ। যে ব্যক্তি এই সকল অপরাধ ত্যাগ না করেন, তাহার সর্ব্বধর্ম্ম ভ্রষ্ট হইয়া নরকে বাস হয়।

আরও লিখিত আছে যে বিধিবিধান অতিক্রম করিয়া হরিকে স্পর্শন, বাদ্য ব্যতীত হরিমন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটন, শূকরমাংসভক্ষণ, পাদুকাপায়ে দেবমন্দিরে প্রবেশ, কুকুরের উচ্ছিষ্ট স্পর্শ, হরিপূজার সময়ে মৌনব্রতভঙ্গ, অর্চ্চনাসময়ে মলবিসর্জ্জনার্থ গমন, শ্রাদ্ধাদি না করিয়া নবান্নভোজন, গন্ধ মাল্যাদি ও ধূপন ব্যতীত এবং অপ্রশস্ত পুষ্পে বিষ্ণুপূজা, দন্তধাবন না করিয়া, সম্ভোগার্থে রজস্বলা নারীস্পর্শ, দীপ ও মৃত শবস্পর্শ; লোহিত বর্ণ, নীলবর্ণ, অধৌত, পরকীয় ও মলিন বস্ত্র পরিধান, শবদর্শন, অধোবায়ু বিসর্জ্জন, শ্মশানে গমন, অজীর্ণাবস্থায় ভোজন ও অঙ্গে তৈল ম্রক্ষণ এই সকল কার্য্য করিয়া বিষ্ণুকে স্পর্শ বা তদীয় কর্ম্ম করিলে অপরাধ হয়। ইত্যাদি রূপ অনেক প্রকার সেবাপরাধ আছে।

এই সকল অপরাধ করিয়া ভগবান্ বিষ্ণুর নিকট উক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবে।

"অপরাধসহস্রাণি ক্রিয়ন্তেঽহর্নিশং ময়া।
দাসোঽহমিতি মাং মত্বা ক্ষমস্ব মধুসূদন॥
প্রতিজ্ঞা তব গোবিন্দ ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।
ইতি সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য প্রাণান্ সংধারয়াম্যহং॥"
(হরিভক্তিবি° ৮ বি°)

ইত্যাদি রূপে ভক্তিপূর্ব্বক ভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে তিনি ভক্তকে ক্ষমা করিয়া থাকেন। হরিভক্তিবিলাসে এই সেবাপরাধের ও তাহার প্রায়শ্চিত্তের বিশেষ বিধান লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা এই স্থলে লিখিত হইল না।

সেবাজন (পুং) সেবক জন, সেবাকারী ব্যক্তি।

"সৌম্যেন্দ্রচিত্রাবসুদৈবতানি সেবাজনস্বাম্যমুপাগতানি।"
(বৃহৎস° ১৫।৩০)

সেবাঞ্জলি (পুং) সেবার্থবদ্ধঃ অঞ্জলিঃ। দেবসেবাকালে বদ্ধাঞ্জলি। প্রণামার্থ অঞ্জলি।

সেবাভৃৎ (ত্রি) সেবাং বিভ্রতি ভৃ-ক্বিপ্, তুক্ চ। সেবাকারী, সেবক।

সেবাবৃত্তি (স্ত্রী) সেবা এব বৃত্তিঃ। সেবারূপ বৃত্তি, চাকুরী, শ্ববৃত্তি। (ত্রি) ২ সেবা এব বৃত্তির্যস্য। ২ যাহারা সেবা বৃত্তি করেন, চাকুরে।

সেবি (স্ত্রী) সেব্যতে লোকৈরিতি সেব-ইন্। ফলবিশেষ, সেবফল। পর্য্যায়—বদর, সিঞ্চিতিকাফল, মুষ্টিপ্রমাণ, সেবিত, সেব। গুণ—বৃংহণ, কফকর, বৃষ্য, পাকে স্বাদুরস, হিতকর। (রাজনি°)

সেবিকা (স্ত্রী) মিষ্টান্নবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—ময়দাকে যবের ন্যায় সুসূক্ষ্ম বর্ত্তিকা করিয়া শুষ্ক করিতে হইবে, পরে উষ্ণ ক্ষীরের সহিত পাক করিয়া উহাতে ঘৃত ও শর্করা মিশ্রিত করিতে হয়। ইহা অতিশয় স্বাদু, গুণ—তপন, বলকর, গুরু, পিত্ত ও বায়ুনাশক, গ্রাহক, সন্ধিকর ও রুচিকর। ইহা অতি গুরু পাক, এই জন্য অতি মাত্রায় ভোজন করিতে নাই।

"সমিতাবর্ত্তিকাঃ কৃত্বা সুসূক্ষ্মা যবসন্নিভাঃ।
শুষ্কাঃ ক্ষীরেণ সংসাধ্য ভোজ্যা ঘৃতসিতান্বিতাঃ॥
সেবিকা তর্পণী বল্যা গুর্ব্বী পিত্তানিলাপহা।
গ্রাহিণী সন্ধিকৃদ্রুচ্যা তাং খাদেন্নাতিমাত্রয়া॥" (ভাবপ্রকাশ)

ইহা ভিন্ন এক প্রকার সেবিকামোদক বা সেবক লাড্ডুর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রস্তুতপ্রণালী—ময়দায় অধিক পরিমাণে ঘৃতের ময়ান দিয়া পরে সূত্রের ন্যায় করিয়া পাকনিপুণ ব্যক্তি উহা ঘৃতে ভাজিয়া লইবে। তৎপরে গুড়ের সহিত পাক করিয়া তদ্দ্বারা লাড়ু প্রস্তুত করিবে। গুণ—শরীরের উপচয়কারক, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, সুমিষ্ট, গুরু, পিত্তঘ্ন, বায়ুনাশক, রুচিজনক ও প্রবলাগ্নি ব্যক্তিগণের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

"ঘৃতাঢ্যায়া সমিতয়া কৃত্বা সূত্রাণি তানি তু।
নিপুণো ভর্জ্জয়েদাজ্যে খণ্ডপাকেন যোজয়েৎ।
যুক্তেন মোদকান্ কুর্য্যাৎ তে গুণৈর্ম্মণ্ডকা যথা॥" (ভাবপ্র°)

২ সেবাকারিণী।

সেবিত (ত্রি) সেব-ক্ত। সমুপাসিতগুর্ব্বাদি, যিনি গুরু প্রভৃতিকে উপাসনা বা সেবা করিয়াছেন। পর্য্যায়—বরিবসিত, বরিবস্থিত, উপাসিত, উপচরিত। (শব্দরত্না°) ২ আরাধিত। ৩ উপভুক্ত। ৪ আশ্রিত।

"কাঞ্চনাভরণং চিত্রং দেবগন্ধর্ব্বসেবিতং।" (ভারত ১।১৭।৬)

(ক্লী) ৫ সেবিফল। (রাজনি°)

সেবিতৃ (ত্রি) সেব-তৃচ্। ১ সেবাকারী। উপাসক। ২ আশ্রয়িতা। ৩ উপভোক্তা।

সেবিতব্য (ত্রি) সেব-তব্য। সেবার্হ, সেবার যোগ্য, উপাসনীয়। ২ আশ্রয়ণীয়।

'সেবিতব্যো মহাবৃক্ষঃ ফলচ্ছায়সমন্বিতঃ।" (হিতোপদেশ)

সেবিতা (স্ত্রী) সেবিনো ভাবঃ, তল-টাপ্। ১ সেবিত্ব, সেবাকারীর ভাব বা ধর্ম্ম, সেবা। ২ উপাসনা, আশ্রয়। সংস্কৃতে সেবিতৃ শব্দের প্রথমায় একবচনে 'সেবিতা' এই পদ হয়, কিন্তু উহার অর্থ সেবাকারী।

সেবিত্ব (ক্লী) সেবিনো ভাবঃ 'ত্বতলৌ ভাবে' ইতি ত্ব। সেবা, উপাসনা। ২ আশ্রয়।

"বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি।" (গীতা ১৩।১০)

সেবিন্ (ত্রি) সেবতে ইতি সেব-ইনি। সেবাকারী, সেবানিয়ত, এই শব্দ প্রায়ই একটী উপপদপূর্ব্বক ব্যবহার হইয়া থাকে, স্বদারসেবী ইত্যাদি।

"বৃদ্ধাংশ্চ নিত্যং সেবেত বিপ্রান্ বেদবিদঃ শুচীন্।
বৃদ্ধসেবী হি সততং রক্ষোভিরপি পূজ্যতে॥" (মনু ৭।৩৮)

সেব্য (ক্লী) সেবতে ইতি সেব-ণ্যৎ। ১ বীরণমূল। (অমর) ২ লামজ্জক, উশীরবৎ পীতচ্ছবি তৃণবিশেষ। (ভাবপ্র°) (পুং) সেব্যত ইতি সেব-ণ্যৎ। ৩ অশ্বত্থবৃক্ষ। (রাজনি°) ৪ হিজ্জলবৃক্ষ, চলিত হিজলগাছ। (শব্দরত্না°) (ত্রি) ৫ সেবার্হ, সেবার যোগ্য, উপাসনীয়।

"অহং তং সেব্যমন্বেষাং করিষ্যামীশ্বরং ক্ষণাৎ।
তত্বং বৃণীষ ভর্ত্তারং যদি তে পুত্রি রোচতে॥" (কথাস° ৫২।১৩৭)

নীতিশাস্ত্রে লিখিত আছে যে রাজা, বহ্নি, গুরু ও স্ত্রী মধ্য ভাবে সেব্য।

সেব্যতা (স্ত্রী) সেব্যস্য ভাবঃ তল্ টাপ্। সেব্যের ভাব বা ধর্ম্ম, সেবা।

সেব্যা (স্ত্রী) সেব-ণ্যৎ-টাপ্। ১ বন্দাবৃক্ষ। (শব্দরত্না°) ২ সেবনীয়া, সেবার্হা।

সেশ্বরসাংখ্য (ক্লী) পাতঞ্জলদর্শন। এই দর্শনে সাংখ্যোক্ত বিষয় সকল স্বীকৃত হইয়াছে, এবং কপিলকৃত সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বর প্রত্যাখ্যাত হইলেও ইহাতে ঈশ্বর স্বীকৃত হইয়াছেন এই জন্য ইহাকে সেশ্বরসাংখ্য কহে। [সাংখ্য ও পাতঞ্জল শব্দ দেখ]

সেষু (ত্রি) ইষুনা সহ বর্ত্তমানঃ। ইষুর সহিত বর্ত্তমান, ইষুযুক্ত বাণবিশিষ্ট।

সেহ (পুং) শরীরস্থ যন্ত্রভেদ। (কাঠক)

সেহুণ্ড (পুং) স্বনামখ্যাত বৃক্ষ। চলিত মনসাগাছ। (Eaphordla nervifolia) হিন্দী সেহুণ্ড, থীকর সিজ্। গুণ—ইহার পত্র তীক্ষ্ণ, দীপন, লঘু, পাচন, আধ্মান, অষ্ঠীলা, গুল্ম, শূল, শোথ ও উদররোগনাশক। (ভাবপ্র°)

সৈ, ক্ষয়। ভ্বাদি° পরস্মৈ° অক° অনিট্। লট্ সায়তি। লোট্ সায়তু। লিট্ সসৌ। লুট্ সাতা। লুঙ্ অসাসীৎ। সন্ সিষাসতি।

সৈ, অযোধ্যাপ্রদেশে প্রবাহিত একটী নদী। হর্দোই জেলায় গোমতী ও গঙ্গার মধ্যে। অক্ষা° ২৭°১০´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮০°৩২´ পূর্ব্ব হইতে বাহির হইয়া দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে রায়বরেলি ও প্রতাপগড় দিয়া জৌনপুরে প্রবেশ করিয়াছে এবং জৌনপুর সহরের কিছুদূরে গোমতী নদীতে গিয়া মিশিয়াছে। বর্ষাকালে রায়বরেলি পর্য্যন্ত ১০ টন বোঝাই নৌকা চলাচল করিতে পারে। কাপ্তেন উইলফোর্ড প্রাচীন শম্বু বা শুক্তি নদীকে বর্ত্তমান সৈ বলিতে চান। তাঁহার মতে মেগস্থেনিস্ এই নদীকে Sambus নামে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু গ্রীক ঐতিহাসিক আরিয়ান্ Sambus নদীকে যমুনার শাখা বলিয়াই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এক সময় গোমতী ও সই নদী দিয়া লখ্নৌ পর্য্যন্ত চলাচল ছিল।

সৈংহ (ত্রি) সিংহস্যায়মিতি সিংহ-অণ্। সিংহসম্বন্ধী। সিংহতুল্য। (সিদ্ধান্তকৌ°) স্ত্রিয়াং ঙীষ্। সৈংহী।

"সটাচ্ছটাভিন্নঘনেন বিভ্রতা
নৃসিংহসৈংহীমতনুং তনুং ত্বয়া।" (মাঘ ১।৪৭)

সৈংহকর্ণ (ত্রি) সিংহকর্ণ সম্বন্ধীয়।

সৈংহল (ত্রি) সিংহল-অণ্। সিংহলসম্বন্ধীয়, সিংহলদেশভব, সিংহলদেশজাত।

সৈংহলী (স্ত্রী) সিংহলদেশে ভবা, সিংহল-অণ্, ঙীষ্। সিংহপিপ্পলী, পর্য্যায়—সর্পদণ্ডা, সর্পাক্ষী, ব্রহ্মভূমিজা, পার্ব্বতী, শৈলজা, তাম্রা, লম্ববীজা, উৎকটা, অদ্রিজা, সিংহলস্থা, লম্বদণ্ডা, জীবলা, জীবালা, জীবনেত্রী, কুরুম্বী। গুণ—কটু, উষ্ণ, কৃমিনাশক, দীপন, কফ, শ্বাস ও বায়ুনাশক, কোষ্ঠশোধক। (রাজনি°)

সৈংহাদ্রিক (পুং) সিংহাচল, পর্ব্বতভেদ।

সৈংহিক (পুং) সিংহিকায়াং ভবঃ। রাহু। (শব্দরত্না°)

সৈংহিকেয় (পুং) সিংহিকায়া অপত্যং পুমান্। সিংহিকাঢক্। রাহু, রাহুর মাতার নাম সিংহিকা।

"ম্রিয়তে যাবদেকোঽপি রিপুস্তাবৎ কুতঃ সুখং।
পুরঃ ক্লিশ্নাতি সোমং হি সৈংহিকেয়োঽসুরদ্বিষাম্॥" (শিশু°ব° ২।৩৫)

সৈক (ত্রি) একেন সহ বর্ত্তমানঃ। একের সহিত বর্ত্তমান, একযুক্ত।

সৈকত (ক্লী) সিকতাঃ সন্ত্যত্রেতি অণ্। বালুকাময় তট, নদীর বালুকাময় পুলিন।

"মন্দাকিনীসৈকতবেদিকাভিঃ
সা কন্দুকৈঃ কৃত্রিমপুত্রকৈশ্চ।" (কুমার ১।২৯)

(ত্রি) সিকতাঃ সন্ত্যত্রেতি (সিকতাশর্করাভ্যাঞ্চ। পা ৫।২।১০৪) ইতি অণ্। ৩ সিকতাময়। বালুকাময়। (অমর) পর্য্যায়—সিকতিল, সিকতাবান্। (রাজনি°)

"শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা॥" (ভাগ° ১১।২৭।১২)

সৈকতিক (পুং) সৈকতং পুলিনং প্রিয়ত্বেনাস্ত্যস্যেতি সৈকতঠন্। ১ সংন্যস্ত। ২ ক্ষপণক। (ত্রি) ৩ সন্দেহজীবী, ভ্রান্তিজীবী। (মেদিনী) (ক্লী) ৪ মাতৃযাত্রা, মঙ্গলসূত্র, যাত্রাকালে ধার্য্য মঙ্গলসূত্র। (মেদিনী)

সৈকতিন্ (ত্রি) সিকতাঃ সন্ত্যত্রেতি ইনি। সিকতাযুক্ত বালুকাবিশিষ্ট (স্থান)।

সৈকতিল (ত্রি) সিকতা অস্ত্যর্থে ইলচ্। সিকতাবিশিষ্ট।

সৈকতেষ্ট (ক্লী) সৈকতং স্থানমিষ্টমস্য। ১ আদ্রক। (রাজনি°) (ত্রি) ২ বালুকাময়প্রিয়।

সৈকযত (পুং) পাণিন্যুক্ত জনপদভেদ।

সৈক্য (ত্রি) ঐক্যেন সহ বর্ত্তমানঃ। একতার সহিত বর্ত্তমান, একতাযুক্ত, ঐক্যবিশিষ্ট, একমতাবলম্বী। (বৃহৎস° ৪১।৬) (ক্লী) ২ শোণপিত্তল। (বৈদ্যকনি°)

সৈক্ষব (ত্রি) ইক্ষুসহযুক্ত।

সৈত (পুং) বৌদ্ধরাজভেদ। (তারনাথ)

সৈতব (ত্রি) সেতু-অণ্। সেতুসম্বন্ধীয়।

সৈতবাহিনী (স্ত্রী) বাহুদা নামক নদী। (অমর)

সৈদাপেট—১ চেঙ্গলপট্ জেলার একটী তালুক বা মহকুমা। ভূপরিমাণ ৩৪২ বর্গমাইল। এখানে অধিকাংশ হিন্দুর বাস। এখানকার জমি নানা প্রকার। যে জমি সমুদ্র হইতে যত দূরে, সে জমিই তত উর্ব্বরা। এখানকার দুই এক খানি গ্রামে রুমাল ও মুসলমানের পরিধেয় বস্ত্রাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে, ঐ সকল বস্ত্রাদি সাধারণতঃ পেনাং ও শিঙ্গাপুরে রপ্তানী করা হয়। এখানে রক্তশৈল ও কতকগুলি চেম্বরম্বাকম্ সরোবর আছে। র ৩শৈল মধ্যে যে জল সঞ্চিত হয়, তাহাই ৮ মাইল দূর হইতে মান্দ্রাজে নীত হইয়া থাকে। মান্দ্রাজের ১৪ মাইল দূরে চেম্বরম্বাকম্ সরোবর—৭১০০ গজ বাঁধ দিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। ইহার জল বাহির হইবার জন্য ৮টী জলবাধ (Sluice) ও ১১৯২ ফিট্ দীর্ঘ ৩টী সোপানসেতু আছে। প্রায় ৯ বর্গ মাইল স্থান ব্যাপিয়া ইহার জল বিস্তৃত। হিন্দুরাজগণের সময়ে এই বৃহৎ জলকীর্ত্তি স্থাপিত হয়।

২ উক্ত তালুকের অন্তর্গত চেঙ্গলপট জেলার প্রধান সহর ও দক্ষিণ-ভারত-রেলওয়ের একটী ষ্টেশন। অক্ষা° ১৩° ১´ ৩২´´ উঃ দ্রাঘি ৮০°১৫´৪০´´ পূঃ। এখানে প্রায় ৬ হাজার লোকের বাস।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে গবর্মেণ্ট এখানে আদর্শ কারখানা স্থাপন করেন। তাহাতে নানা প্রকার পরীক্ষা হইয়া কৃষি সম্বন্ধে অনেক নূতন নূতন তত্ত্ব বাহির হইয়াছে। সাধারণের উপকারার্থ ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে এখানে একটী কৃষিবিদ্যালয় খোলা হয়। ছাত্রদিগের সুবিধার জন্য অল্প দিন মধ্যে কৃষিবিশ্ববিদ্যালয় রূপে একটী সুন্দর অট্টালিকা ও চিত্রশালিকা এবং রাসায়নিক পরীক্ষাগার ও পশু-চিকিৎসালয় সেই সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু এই কারখানা গবর্মেণ্টের সেরূপ লাভজনক না হওয়ায়, বহুবিষয়িণী বৈজ্ঞানিক কৃষিপরীক্ষাব্যাপার পরিত্যক্ত হইয়াছে। এক্ষণে কেবল কার্য্যোপযোগী সামান্য কৃষিপ্রণালী শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

সৈদাবাদ (সৈয়দাবাদ)—১ মথুরা জেলাস্থ একটী তহসীল। জেলার শস্যশালিনী-ভূমিবিশিষ্ট অন্তর্ব্বেদী অংশে অবস্থিত।

২ মুর্শিদাবাদ জেলার গঙ্গাতীরস্থ একটী সহর, খাগড়া-বহরমপুরের পার্শ্বে অবস্থিত।

সৈদ্ধান্তিক (ত্রি) সিদ্ধান্তং বেত্তীতি সিদ্ধান্ত-ঠক্। সিদ্ধান্তজ্ঞ, সিদ্ধান্তসমূহ যিনি জানেন, তান্ত্রিক। (হেম)

সৈনানীক (ত্রি) যোদ্ধৃসেনাযুক্ত।

সৈনান্য (ক্লী) সেনান্যো ভাবঃ কর্ম্ম বা সেনানী-যৎ। সেনানীর ভাব বা কর্ম্ম।

সৈনাপত্য (ক্লী) সেনাপতের্ভাবঃ কর্ম্ম বা (পত্যন্তপুরোহিতাদিভ্যো যক্। পা ৫।১।১২৮) ইতি যক্। সেনাপতির ভাব বা কার্য্য। "সৈনাপত্যঞ্চ রাজ্যঞ্চ দণ্ডনেতৃত্বমেব চ।

সর্ব্বলোকাধিপত্যঞ্চ বেদশাস্ত্রবিদর্হতি॥" (মনু ১২।১০০)

সেনাপতেরিদমিতি (দিত্যাদিত্যাদিত্যেতি। পা ৪।১।৮৫) ইতি ণ্য। (ত্রি) ২ সেনাপতিসম্বন্ধী।

সৈনিক (পুং) সেনাং সমবৈতীতি সেনা (সেনায়া বা। পা ৪।৪।৪৫) ইতি পক্ষে ঠক্। সেনাতে সমবেত, সেনাভুক্ত ব্যক্তি, চলিত সিপাহী। সেনাশ্রেণী, মিলিত হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাদি সেনা, এই সকল সেনা একত্র সমবেত হইলে তাহাকে সৈন্য বা সৈনিক কহে।

"মিলিতহস্ত্যশ্বরথপাদাতং সেনা, তত্র যে সমবেতা একদেশীভূতাস্তে সৈন্যাঃ সৈনিকাশ্চ" (ভরত)

২ সৈন্যরক্ষক। ৩ প্রহরী। ৪ প্রাণিবধনিযুক্ত।

'সৈনিকাঃ প্রাণিবধনিযুক্তাঃ' (তিথিতত্ত্ব) ৫ সেনাসম্বন্ধী।

"একং তং নিহতং সংখ্যে দদৃশে সৈনিকো জনঃ।"

(ভারত ৭।১৯০।৪১)

সৈন্ধব (পুং ক্লী) সিন্ধৌ সমুদ্রতীরে সিন্ধুদেশে বা ভবং সিন্ধু (অণ্ঞোচ। পা ৪।৩।৩৩) স্বনামখ্যাত লবণবিশেষ, এই লবণ সিন্ধুদেশে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহার নাম সৈন্ধব হইয়াছে। পর্য্যায়—শীতশিব, মাণিমন্থ, সিন্ধুজ, বশির, সিন্ধুদেশজ, মাণিবন্ধ, শিতশিব, নাদেয়, শিব, সিদ্ধ, শিবাত্মজ, পথ্য। গুণ—বৃষ্য, চক্ষুর দীপ্তিকর, দীপন, রুচিকর, পবিত্র, স্বাদু, ত্রিদোষনাশক, ব্রণদোষ ও বিবন্ধনাশক, শ্বেত ও রক্তভেদে সৈন্ধব দুই প্রকার। ইহার মধ্যে রস, বীর্য্য ও বিপাকে শ্বেতবর্ণ সৈন্ধবই শ্রেষ্ঠ। (রাজনি°)

"সৈন্ধবং লবণং স্বাদু দীপনং পাচনং লঘু।

স্নিগ্ধং রুচ্যং হিমং বৃষ্যং সূক্ষ্মনেত্রং ত্রিদোষহৃৎ॥" (ভাবপ্র°)

সৈন্ধব—স্বাদু, দীপন, পাচক, লঘু, স্নিগ্ধ, রুচিকর, হিম, বলকর, ও ত্রিদোষনাশক।

ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, হবিষ্যে এই লবণ ব্যবহার করিতে পারা যায়। কিন্তু মহাগুরুনিপাতে যে স্থলে অক্ষারলবণাশিত্বের ব্যবস্থা আছে, তথায় সৈন্ধবলবণও ব্যবহার করিতে পারা যাইবে না, তদ্ভিন্ন সকল হবিষ্যস্থলেই এই লবণ ব্যবহারে দোষ হইবে না।

"লবণে সৈন্ধবসামুদ্রে গব্যে চ দধিসর্পিষী।" (তিথিতত্ত্ব)

(পুং) সিন্ধুরভিজনোঽস্যেতি, সিন্ধু (সিন্ধুতক্ষশিলাদিভ্যো ঽণঞৌ। পা৪।৩।৯৩) ইতি অণ্। ২ ঘোটকবিশেষ, সিন্ধুদেশজাত ঘোটক, সিন্ধুদেশোদ্ভব ঘোটক সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

"স একদা মহারাজ বিচরন্ মৃগয়াং বনে।

বৃতঃ কতিপয়ামাত্যৈরশ্বমারুহ্য সৈন্ধবং॥" (ভাগবত ৯।১।২৩)

৩ সিন্ধুদেশাধিপতি। ৪ জয়দ্রথ। (ভারত ১।১।১৯৬)

(ত্রি) ৫ সিন্ধুদেশোৎপন্ন দ্রব্যমাত্র, সিন্ধুদেশীয়। ৬ সমুদ্রজাত।

সৈন্ধবক (ত্রি) সিন্ধুজাত।

সৈন্ধবাদিচূর্ণ (ক্লী) চূর্ণৌষধিবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—সৈন্ধব লবণ, হরীতকী, পিপুল ও চিতামূলচূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ পরিমিত মাত্রায় উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে অগ্নিবৃদ্ধি হয়। নূতন তণ্ডুলের অন্ন বা ঘৃতপক্ক মাংস ভোজন করিয়া এই চূর্ণ একটু সেবন করিলে তৎক্ষণাৎ জীর্ণ হয়।

অন্যবিধ প্রস্তুতপ্রণালী—সৈন্ধব লবণ, চিতামূল, হরীতকী, লবঙ্গ, মরিচ, পিপুল, সোহাগা, শুঠ, চই, যমানী, মউরী ও বচ, এই ১২টী দ্রব্যের সমভাগচূর্ণ একত্র করিয়া লেবুর রসে ২১ দিন ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিয়া লইবে। মাত্রা ২ মাষা। উষ্ণ জল, সৈন্ধবসংযুক্ত তক্র, দধির মাত বা কাঞ্জিকের সহিত এই চূর্ণ সেবনীয়। এই চূর্ণ সেবনে সত্বই অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া থাকে। অগ্নিমান্দ্যের ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। (ভৈষজ্যরত্না° অগ্নিমান্দ্যরোগা°)

সৈন্ধবাদিতৈল (ক্লী) তৈলৌষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—কটুতৈল ২ সের। কাথার্থ সৈন্ধব, চিতামূল, দন্তীমূল, পলাশফল, রাখালশশার মূল, মিলিত ৮সের, পাকার্থ গোমূত্র ৬৪ সের, শেষ ৮ সের, কল্ক জারিত পুটিত লৌহভস্ম অর্দ্ধসের, উক্ত তৈল, লৌহ ও কাথ তৈলপাকের বিধানানুসারে পাক করিতে হইবে। তৈলাবশেষ থাকিতে নামাইতে হয়। এই তৈল হইতে কল্ক ছাঁকিয়া ফেলিবে না। এই তৈলে সিমুলতূলী ভিজাইয়া ক্ষতস্থানে বসাইয়া দিবে। ইহাতে কৃমিব্যাপ্ত ভগন্দরও আশু প্রশমিত হইয়া শুষ্ক হইয়া যায়। ভগন্দররোগে ইহা অত্যুৎকৃষ্ট তৈল। (ভৈষজ্যরত্না° ভগন্দররোগাধি°)

সৈন্ধবায়নি (পুং) ১ ঋষিভেদ। (ভাগ° ১২।৭।৩)

সৈন্ধবায়নি (পুং) সৈন্ধবের গোত্রাপত্য।

সৈন্ধবারণ্য (ক্লী) মহাভারতপ্রসিদ্ধ বনভেদ।

সৈন্ধবী (স্ত্রী) রাগিণীবিশেষ। এই রাগিণী পূর্ণ, কোন মতে ষাড়ব, রি বর্জ্জিত, স-রি-গ-ম-প-ধ-নি-স। মতান্তরে স-গ-ম-প-ধ-নি-স।

"ষড়্জগ্রহাংশকন্যা সা পূর্ণা সৈন্ধবিকা মতা।

মূর্চ্ছনোত্তরমন্দ্রা স্যাৎ কৈশ্চিৎ ষাড়বিকা মতা॥" (সঙ্গীতদা°)

সৈন্ধী (স্ত্রী) তালাদিরসনির্য্যাস, মদ্যবিশেষ, তালাদির রস হইতে যে মদ হয়, পর্য্যায়—হালা। গুণ—শীতল, কষায়, অম্ল, পিত্তদাহনাশক ও বায়ুবর্দ্ধক। (রাজনি°)

সৈন্ধুক্ষিত (ক্লী) সামভেদ।

সৈন্ধুমিত্রিক (ত্রি) সিন্ধুমিত্রের অপত্য। (পাণিনি)

সৈন্য (ক্লী) সেনা এব চতুর্ব্বর্ণাদিত্বাৎ ষ্যঞ্। ১ সেনা। (অমর) (পুং) সেনাং সমবৈতীতি সেনা (সেনায়া বা। পা ৪।৪।৪৫) ২ সেনাসমবেত, মিলিত হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিরূপ সেনা।

'সৈন্যং ক্লীবং বলেঽংশে না সমবেতে তু বাচ্যবৎ।' (মেদিনী)

সৈন্যকক্ষ (পুং) সেনাকক্ষ।

সৈন্যনায়ক (পুং) সৈন্যানাং নায়কঃ। সেনানায়ক, সেনাপতি।

সৈন্যপতি (পুং) সৈন্যানাং পতিঃ। সেনাপতি।

সৈন্যপাল (পুং) সৈন্যং পালয়তীতি পাল-অণ্। সৈন্যপালক, সেনাপতি।

সৈন্যপৃষ্ঠ (ক্লী) সৈন্যস্য পৃষ্ঠং। সৈন্যের পশ্চাদ্ভাগ, যেথানে রাজা অবস্থান করিয়া সৈন্য পরিচালনা করেন। পর্য্যায়—প্রতিগ্রহ, পরিগ্রহ, পতদ্‌গ্রহ। (অমর ও তট্টীকা)

সৈন্যময় (ত্রি) সৈন্য স্বরূপে ময়ট্। সৈন্যস্বরূপ।

সৈন্যহন্তৃ (পুং) ১ শম্বরের পুত্রবিশেষ। (হরিবংশ) (ত্রি) সৈন্যানাং হন্তা। ২ সৈন্যহননকারী।

সৈফ্‌উদ্দৌলা (সৈফ উদ্দীন্) আলাউদ্দীন্ হসন্ ঘোরীর পুত্র, হসনঘোরীর পরে ১১৪৬ খৃষ্টাব্দে ঘোর ও গজনীর আধিপত্য লাভ করেন। গিজান্ তুর্কমানদিগের সহিত যুদ্ধে ১১৬৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি ৭ বর্ষ মাত্র রাজত্ব করেন।

সৈফ্-উদ্দৌলা—প্রকৃত নাম মীর নজবৎ আলীখান্। বাঙ্গালার নবাব মীরজাফর আলী খানের ২য় পুত্র। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে নজম্ উদ্দৌলা উপাধিগ্রহণপূর্ব্বক মুর্শিদাবাদের মসনদে অভিষিক্ত হন। ইংরাজ গবমেণ্টবৃত্তি বন্দোবস্ত করেন এবং ইঁহার বিষয়কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য নায়েব নিযুক্ত করিয়া দেন। ইনি তৎপরে ৩ বর্ষ ১০ মাস মাত্র জীবিত ছিলেন। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার কনিষ্ঠ নাবালক ভ্রাতা মুবারক উদ্দৌলা তাঁহার উত্তরাধিকার লাভ করেন।

সৈফখান্—নূরজাহানের ভাগিনেয় ও বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা ইব্রাহিম্ খান্ ফতেজঙ্গের পুত্র। নূরজাহানের পুত্র সন্তান না হওয়ায় তিনি সৈফখাঁকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন এবং নূরজাহানের যত্নেই সৈফ্ দিল্লীর সভায় লালিত পালিত ও বর্দ্ধিত হন। তিনি পরে বর্দ্ধমানের শাসনকর্ত্তা হইয়া আসেন। এখানে একদিন গজারোহণে যাইতেছেন, ঘটনাক্রমে সেই গজপদদলনে এক দুঃখিনীর সন্তান নিহত হয়। দুঃখিনী অভিযোগ করিলে সৈফ্ খাঁ তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। সম্রাটের কর্ণগোচর হইলে তিনি হস্তীপককে সাজা দিতে বলেন। সৈফ্ খাঁ তৎপরিবর্ত্তে বালকের গরিব পিতামাতাকে কারারুদ্ধ করেন। এ সংবাদে দিল্লীশ্বর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে লাহোরে আনাইয়া সেই গরিব পিতামাতার সমক্ষে হস্তিপদতলে ফেলিয়া পিষিয়া মারেন।

সৈমন্তিক (ক্লী) সীমন্ত-ঠক্। সিন্দুর, স্ত্রীগণ ইহা সীমন্তে দেয় বলিয়া ইহার এই নাম হইয়াছে।

সৈয়দ (আরবী) ১ প্রধান ব্যক্তি। ২ মহম্মদের দৌহিত্র, হোসেনের বংশজ।

সৈয়দআলী (সৈয়দ আলী হম্‌দানি)—আমীর তৈমুরের বিরাগভাজন হইয়া ইনি সুলতান কুতবউদ্দীনের শাসনসময়ে সাতশত সৈয়দ সমভিব্যাহারে জন্মভূমি হম্‌দান পরিত্যাগ করিয়া ১৩৮০ খৃঃ অব্দে কাশ্মীরে আগমন করেন। এই খানে তিনি ছয় বৎসর কাল বাস করেন এবং ইহার সুলেমানবাগ নাম রাখেন। পারস্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় পকলীতে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

সৈয়দ আহম্মদ— দিল্লীর একজন মুন্সেফ। ইহার পিতার নাম সৈয়দ মহম্মদ মুত্তকী খাঁ বাহাদুর। ইনি প্রাচীন দিল্লী ও শাহজাহনাবাদ নগর সম্বন্ধে অসার-পনাদীদ্ নামক এক খানা গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। 'সিল্‌সিলৎ-উল্-মুলুক' নামে তাঁহার আর একখানা গ্রন্থও আছে। ইহার পূর্ব্বপুরুষদিগের আদি বাসস্থান আরবদেশে ছিল। সেখান হইতে তাঁহারা হিরাতে গমন করেন এবং এখান হইতে মহামতি অকবর বাদশাহের আমলে ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হন। তদবধি ইহারা পুরুষানুক্রমে রাজদত্ত উপাধি ও সম্মান লাভ করিয়া আসিতেছেন।

সৈয়দ আহম্মদ—সুপ্রসিদ্ধ সৈয়দ জলাল বোখারির সহোদর। ১৬৫৯ খৃঃ অব্দে দারাশিকো ইঁহাকে গুজরাটের শাসনভার প্রদান করেন। আগ্রার সমীপবর্ত্তী তাজগঞ্জে ইঁহার সমাধিক্ষেত্র এখনও বিদ্যমান আছে।

সৈয়দআহম্মদ—বরেলীর একজন অধিবাসী। পঞ্জাবের শিখদিগের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধের অবতারণা করেন। বালাকোটে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। সংস্কারক ও সাধক হইবার ইচ্ছা করিয়া তিনি প্রথম জীবনে সোয়াররূপে আমীর খাঁয়ের লুণ্ঠনকারী অশ্বারোহীদলে প্রবেশ করেন। অবশেষে এই চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া তিনি দিল্লীর প্রধান ভক্ত ও সাধক সা আবদুল আজীজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ইহার উপদেশ অনুসারেই তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবন গঠিত ও চালিত হইয়াছিল বলিয়া বিশ্বাস। ইহারই প্ররোচনায় প্রণোদিত হইয়া তিনি ধর্ম্মের নামে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন। আবদুল আজীজের ভ্রাতুষ্পুত্র মৌলবি মহম্মদ ইস্‌মাইল ও জামাতা আবদুল হাই এই দুই ব্যক্তিই আহম্মদের প্রিয় শিষ্য ও চিরসঙ্গী ছিলেন। ইঁহারা উভয়েই উচ্চ শিক্ষিত লোক, অথচ নিরক্ষর আহম্মদকে ইঁহারা দেবতার ন্যায় ভক্তি করেন, ইহা দেখিয়াই সাধারণ লোকের ভক্তি ও শ্রদ্ধা তাঁহার দিকে বিশেষরূপে আকৃষ্ট হয়। এমন কি তিনি যখন শিবিকায় গমন করিতেন, তখন ইঁহারা নগ্নপদে তাঁহার শিবিকার দুই ধারে দৌড়াইয়া যাইত। দিল্লী ত্যাগ করিয়াই তিনি ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে মোটামুটি এই কথা বলা যাইতে পারে যে, তিনি আদি মুসলমান ধর্ম্মের সরলতা ও ঐকান্তিকতার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন এবং পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কারমূলক আচারব্যবহারের প্রতি তাঁহার বিশেষ বিরক্তি ছিল। তাঁহার অনুচরগণও সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার মতেরই অনুবর্ত্তন করিত। দিল্লী হইতে বাহির হইয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতে করিতে এবং বহুসংখ্যক শিষ্য সংগ্রহ করিয়া ১৮২১ খৃঃ অব্দের শেষ ভাগে তিনি কলিকাতায় পদার্পণ করেন। অবিলম্বে দলে দলে স্থানীয় মুসলমানেরা যাইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। ১৮২২ খৃঃ অব্দের প্রথম ভাগে তিনি আপনার প্রিয়তম শিষ্যদ্বয়কে লইয়া মক্কা গমন করেন ও পর বৎসর অক্টোবর মাসে সেখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। আসিবার সময় পথি মধ্যে তিনি অতি অল্প সময়ের জন্য বোম্বাই নগরে অবস্থান করিয়াছিলেন, কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই বহুসংখ্যক মুসলমান আসিয়া তাঁহার চরণপ্রান্তে মস্তক অবনত করেন। ১৮২৩ খৃঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে আবার তিনি উত্তর ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিতে বহির্গত হন। এই ভাবে বহুদিবস পর্য্যন্ত নানা স্থানে ঘুরিয়া ও বক্তৃতা করিয়া তিনি প্রভূত শক্তি সংগ্রহ করেন এবং অবশেষে লাহোর জেলায় শিখদিগের বিরুদ্ধে এক ধর্ম্মযুদ্ধের ঘোষণা করেন। হিন্দুস্থানীয় ভাষায় তরঘীর-উল্-জিহাদ নামে একখানা পুস্তিকা আছে। ইহা এই যুদ্ধের সময়ে কান্যকুব্জের জনৈক মৌলবি কর্ত্তৃক লিখিত ও সাধারণ মুসলমানদিগকে শিখদিগের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার অভিপ্রায়ে প্রচারিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, শিখদিগের সঙ্গে এই যে যুদ্ধ, ইহা

১৮২৩ খৃঃ অব্দের ২১শে ডিসেম্বর তারিখে আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধ কিয়ৎকাল ব্যাপিয়া চলিয়া ছিল; দুই একটি খণ্ডসংগ্রামে সৈয়দ আহম্মদ জয়লাভও করিয়া ছিলেন। কিন্তু অবশেষে তিনি স্বয়ং এই যুদ্ধে নিহত হন।

সৈয়দ হুসেন্ সহিদ আমীর—মুসলমান সাধু। সম্রাট্ হুমায়ুনের শাসনসময়ে (১৫৩৮ খৃঃ অব্দের ৯ই মে তারিখে) ইহাকে হত্যা করা হয়। আগ্রায় নাইকী-মণ্ডী নামক স্থানে ইহাকে সমাধিস্থ করা হইয়াছিল।

সৈয়দ কবির, এক সাধু। আগ্রার সুলতানগঞ্জ নামক স্থানের সন্নিকটে ইহার সমাধিস্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়। খোদিত লিপিপাঠে জানা যায় যে, ১৬০৯ খৃঃ অব্দে ইনি পরলোক গমন করেন।

সৈয়দনগর—উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে জলাউন্ জেলার একটি প্রাচীন ও বিধ্বস্ত সহর। ইহা যুরাই হইতে ১৭ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে বলিয়া নদীর উপকূলে অবস্থিত। পীত ও লোহিত রঙ্গে রঞ্জিত বস্ত্র এখান হইতে প্রভূত পরিমাণে রপ্তানি হইয়া থাকে। এখানে বিস্তর তূলা উৎপন্ন ও রঞ্জিত হয়। শাসন ও রক্ষাকার্য্যের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ এখানে সামান্য পরিমাণে গৃহ-কর আদায় করা হয়।

সৈয়দপুর—পূর্ব্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলার একটি সহর। ইহা অক্ষা° ২৩°২৫′ ১০″ উত্তরে এবং দ্রাঘি° ৮৯°৪৫′ পূর্ব্বে অবস্থিত। পূর্ব্বকালে ইহা বারাসিয়া নদীর তীরবর্ত্তী ছিল, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে নদী হইতে ইহার দূরত্ব দুই তিন মাইলের কম হইবে না। সমৃদ্ধির দিনে এখানে বিস্তর লোকের বাস ছিল; এখন জনসংখ্যা প্রায় অর্দ্ধেক কমিয়া গিয়াছে। শ্রীহীন হইলেও এখনও এস্থানে প্রভূত পরিমাণ তূলা, মসল্লা, লৌহ, তাম্র, পিত্তল এবং কাংস্যপাত্রের আমদানী হইয়া থাকে। কিন্তু আড়াই মাইল দূরবর্ত্তী বারাসিয়ার সলিলবিধৌত গোয়ালনগরবন্দরের যতই শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, ইহার অবস্থা ততই শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে। পূর্ব্বে এখানে মিউনিসিপালিটি ছিল, কিন্তু ১৮৮৩ খৃঃ অব্দ হইতে তাহা উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে। এখানে সুন্দর শীতলপাটি প্রস্তুত হয়।

সৈয়দপুর—উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের গাজিপুর জেলার পশ্চিম তহশীল। ইহা গোমতী ও গঙ্গার সঙ্গমস্থানে অবস্থিত। ইহার অধিকাংশ স্থানই অনুচ্চ চড়াভূমি মাত্র। সৈয়দপুর, ভিতরি, বহরিয়াবাদ ও খানপুর এই তিনটি পরগণা লইয়া এই তহশীলটি গঠিত হইয়াছে। ইহার পরিমাণফল প্রায় ২৫০ শত বর্গমাইল। তন্মধ্যে দশ আনি পরিমিত স্থানে শস্যাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। বাকী ছয় আনি স্থানের সামান্য মাত্র অংশ শস্যোৎপাদনক্ষম। এখানে হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান এই তিন ধর্ম্মাবলম্বী লোক দেখিতে পাওয়া যায়। এই তহশীলে ৫৫৪টি গ্রাম আছে। তন্মধ্যে ২৯টি গ্রামে ১০০-৫০০; ৭৭টিতে ৫00-১০০; এবং বাকী ৪৪৮টিতে ৫00 শতের ও কম লোক বাস করে। এখানে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত এবং দুইটী থানা আছে।

সৈয়দপুর (সৈয়দপুর ভিতরী)—উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে গাজীপুর জেলার একটি গ্রাম। ইহা সৈয়দপুর তহশীলের মধ্যে প্রধান স্থান। এস্থানে বহু প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ আছে। ইহা গাজীপুর সহর হইতে ২০ মাইল পশ্চিমে, গঙ্গার উত্তর কূলে এবং অক্ষা° ২৫°৩২′৫″ উত্তর এবং দ্রাঘি° ৮৩° ১৫′৪০″ পূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে একটি সরকারী দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। ধ্বংসাবশেষগুলির মধ্যে একটি বিরাট প্রস্তর-নির্ম্মিত স্বালঙ্কৃত অট্টালিকা এবং প্রাচীন ভারতের ভাস্করবিদ্যার নিদর্শন স্বরূপ কতকগুলি পূর্ণ ও ভগ্নমূর্ত্তিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সহর হইতে ৫ মাইল উত্তরপশ্চিমে ভিতরি নামক স্থানে বালুকাময় প্রস্তরের একটি স্তম্ভ আছে। ইহা ২৮ ফিট্ উচ্চ; তন্মধ্যে ৫।৬ ফিট্ ভূগর্ভে প্রোথিত, ইহার গাত্রে গুপ্তবংশীয় পাঁচজন রাজার কীর্ত্তিকাহিনী খোদিত রহিয়াছে। গাঙ্গীনদীর উপরে মুসলমান আমলের তিনটি খিলানসমন্বিত একটি ভগ্ন সেতু আছে। শাসন ও রক্ষাকার্য্যের জন্য এখানেও সামান্য পরিমাণে গৃহকর আদায় করা হয়।

সৈয়দপুর—বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্ভুক্ত সিন্ধুপ্রদেশের শীকারপুর জেলার অন্তর্গত ঘটকি তালুকের অন্তর্ভুক্ত। বর্ত্তমান সময়ে ইহা রোঢ়িমহকুমার অধীন একটি তালুক। ইহার পরিমাণফল ১৬৮ বর্গমাইল।

সৈয়দবালা—পঞ্জাবপ্রদেশের মণ্টগোমারিজেলার অন্তর্গত গুগৈরা তহশীলের একটি গ্রাম ও মিউনিসিপালিটি। এখানে একটি থানাও আছে। ইহা গুগৈরার ২০ মাইল উত্তরপূর্ব্বে রাবিনদীর তীরে এবং অক্ষা° ৩১°৬′ উত্তর ও দ্রাঘি° ৭৩°৩১′ পূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে ৬৫৪ ঘর গৃহস্থের বাস। এখান হইতে চিনিয়ট্ পর্য্যন্ত একটি রাস্তা গিয়াছে। এখানকার গৃহগুলি সাধারণতঃ ইষ্টক ও কর্দ্দমনির্ম্মিত। সহরটি বেষ্টন করিয়া একটি প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছে; এই প্রাচীরগাত্রে চারিটি ফটক আছে। এই সহরে বাজারে যাইবার জন্য একটি মাত্র বাঁধানো রাস্তা আছে। এখানে একটি স্কুলও আছে।

সৈর (ক্লী) সীর-অণ্। সীরসমূহ। লাঙ্গলসমূহ।

সৈলাব্ (পারসী) প্লাবন, চলিত ছয়লাব।

সৈরন্ধ্রী (স্ত্রী) স্বৈরং স্বাচ্ছন্দ্যং ধরত্যাঙ্গি ধৃ মূলবিভুজাদিত্বাৎ ক, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ অন্যবেশ্মস্থিতা স্বতন্ত্রা শিল্পজীবিনী। পরবেশ্মস্থা শিল্পকারিণী। ২ দ্রৌপদী। (হেম) ৩ বর্ণসঙ্কর-সম্ভূতা স্ত্রী।

সৈরিক (পুং) সীরেণ লাঙ্গলেন খনতি যঃ সীর-ঠক্। ১ লাঙ্গলিক, লাঙ্গলধারী, কৃষক, যাহারা লাঙ্গল দ্বারা ভূমিকর্ষণ করে। সীরং বহতীতি সীর (হলসীরাৎ ঠক্। পা ৪।৪।৮১) ইতি ঠক্। ২ লাঙ্গলবাহী বৃষভ, চলিত হেলেগরু। সীরস্যেদং ঠক্। (ত্রি) ৩ সীরসম্বন্ধী।

সৈরিন্ধ্রী (স্ত্রী) স্বৈরং স্বাতন্ত্র্যং ধরতীতি ধৃ-ক, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ পরবেশ্মস্থিতা স্ববশা শিল্পকারিণী, পর্য্যায়—সৌরন্ধ্রী, সৌরিন্ধ্রি। ২ দ্রৌপদী। ইনি অজ্ঞাত বাসকালে বিরাটভবনে এক বৎসর কাল সৈরিন্ধ্রীর কার্য্য করিয়াছিলেন, তদবধি ইঁহার এই নাম হয়। ৩ বর্ণসঙ্করসম্ভূতা স্ত্রী, ইহারা মাল্যগ্রন্থন, গন্ধপেষণ প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

"অগম্যাগমনাচ্চৈব জায়তে বর্ণসঙ্করঃ।
বাহ্যানামনুজায়ন্তে সৈরিন্ধ্র্যাং মাগধেষু চ।
প্রসাধনোপচারজ্ঞমদাসন্দাসজীবনং॥" (ভারত ১৩.৪৮।১৯)

সৈরিভ (পুং) সীরে লাঙ্গলবহনে ইভ ইব। শকন্ধ্বাদিত্বাৎ সাধুঃ ততঃ স্বার্থে অণ্। ১ মহিষ। (অমর) ২ স্বর্গ। (ত্রিকা°)

সৈরিষ্ঠ (পুং) জনপদবিশেষ। (মার্ক° পু°)

সৈরীয় (পুং) সীরে ভবঃ অণ্, সৈরঃ কর্ষস্তত্র ভবঃ বৃচ্ছাং ছ। ঝিণ্টীশ (শব্দরত্না°) শ্বেত ও নীল ঝিণ্টী।

সৈরীয়ক (পুং) সৈরীয় এব স্বার্থে সংজ্ঞায়াং বা কন্। ঝিণ্টী। গুণ—কফবাতনাশক। (রাজব°)

সৈরেয় (পুং) সৈরে কর্ষে ভবঃ। (সৈরনদ্যাদিভ্যো ঢঞ্। পা ৪।২।৯৭) ইতি ঢক্। ঝিণ্টী।

"সৈরেয়কঃ শ্বেতপুষ্পঃ সৈরেয়ঃ কটসারিকা।
সহাচরঃ সহচরঃ স চ ভিন্দ্যাপি কথ্যতে॥" (ভাবপ্র°)

গুণ—কুষ্ঠ, বাত, অস্র, কফ, কণ্ডূ ও বিষনাশক, তিক্ত, উষ্ণ, মধুর, অনম্ল, সুস্নিগ্ধ ও কেশরঞ্জক।

সৈরেয়ক (পুং) সৈরেয় এব স্বার্থে কন্। ঝিণ্টী। (অমর)

সৈর্য্য (পুং) তৃণবিশেষ, তটাকাদি প্রান্তভব এক প্রকার তৃণ, এই তৃণ অশ্ববাল নামে প্রসিদ্ধ। "দর্ভাসঃ সৈর্য্যা উত" (ঋক্ ১।১৯১।৩) 'সৈর্য্যাস্তটাকাদিপ্রান্তোদ্ভবাস্তৃণবিশেষা অশ্ববালা ইতি প্রসিদ্ধাঃ' (সায়ণ)

সৈলগ (পুং) দুষ্টের অপত্য। "পাপ্যনে সৈলগং"(শুক্লযজু° ৩০।১৮)
'সৈলগং সীলগো দুষ্টস্তদপত্যং' (মহীধর)

সৈলি (পুং) জনপদবিশেষ। (বৃহৎস° ১৪।১১)

সৈবাল (ক্লী) শৈবাল।

"যা পাংশুপাণ্ডুরবপুর্বিরসা পুরাসীৎ
সৈবালকাঙ্কুরলতা মধুনা বিভর্ত্তি।
বক্রং প্রসর্পতি তনোর্বিতনোতি লক্ষ্মীং
প্রায়ঃ পয়োধরসমুন্নতিরত্র হেতুঃ॥" (উদ্ভট)

সৈবালিন্ (ত্রিং) শৈবালবিশিষ্ট।

সৈস (ত্রি)) সীস-অণ্। সীসকসম্বন্ধীয়। স্বার্থে কন্। (ক্লী) সৈসক, সীসক।

"পলালভারকং ষণ্ডে সৈসকঞ্চৈকমাষকং।" (মনু ১১।১৩৪)

সৈসিকত (পুং) জনপদবিশেষ। (ভারত ভীষ্মপর্ব্ব)

সৈহরেয় (ত্রি) সীহরোৎপন্ন।

সো, অন্তকর্ম্ম, মরণ। দিবাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্°। লট্ স্যতি। লিট্ সসৌ। লুট্ সাতা। লৃট্ সাস্যতি। লিঙ্ সেয়াৎ। লুঙ্ অসাৎ। অসাসীৎ, অসাতাং, অসাসিষ্টাং। সন্ সিষাসতি।

সোআগা (দেশজ) সোহাগা, টঙ্কণক্ষার।

সোআর (পারসী) অশ্বাদিতে আরোহণ।

সোআরা (হিন্দী) শুষ্ক খর্জ্জুর, খাদ্যদ্রব্যবিশেষ।

সোআরী (পারসী) ১ অশ্বাদিতে আরোহণ। ২ যানবাহনাদি। ৩ বৃক্ষবিশেষ।

সোঁতা (দেশজ) স্রোতঃ, পয়ঃপ্রণালী।

সোঁদালি (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ।

সোকৃথক (ত্রি) উকৃথবিশিষ্ট, উকৃথযুক্ত।

সোচ্ছ্রয় (ত্রি) উচ্ছ্রয়েণ সহ বর্ত্তমানঃ। উচ্ছ্রয়ের সহিত বর্ত্তমান, উচ্ছ্রয়যুক্ত, উন্নতিবিশিষ্ট।

সোচ্ছ্বাস (ত্রি) উচ্ছ্বাসেন সহ বর্ত্তমানঃ। উচ্ছ্বাসযুক্ত, উচ্ছ্বাসবিশিষ্ট।

সোজা (দেশজ) সরল, অবক্র, অকুটিল।

সোটা (দেশজ) যষ্টি, লাটি।

সোঢ় (ত্রি) সহ মর্ষণে ক্ত (সহিবহোরোদবর্ণস্য। পা ৬।৩।১১২) ইতি অবর্ণস্য ওৎ। ক্ষান্ত, দুঃখাদি সহনশীল, যাহা সহ্য করা হইয়াছে।

সোঢ়ব্য (ত্রি) সহ-তব্য, সহনযোগ্য, সহ্য করিবার উপযুক্ত।

সোঢ়া (ত্রি) সহতে ইতি সহ-তৃচ্। ১ ক্ষমাযুক্ত, শক্ত। (মেদিনী) সহনকারী।

"সোঢ়া শস্ত্রনিপাতানামগ্নিস্পর্শস্য চানঘ।
স পাণ্ডববলং সর্ব্বমস্থৈকো নাশয়িষ্যতি॥" (ভারত ৭।২৬।৬)

সোণা (দেশজ) সুবর্ণ, স্বর্ণ শব্দের অপভ্রংশে সোণা হইয়াছে।

সোণাখড়কী (দেশজ) মৎস্যবিশেষ। এই মৎস্য অতি ক্ষুদ্র এবং ইহা সুপথ্য ও স্বাদু। ইহার গাত্রে সুবর্ণের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাগ আছে, বোধ হয়, এই জন্যই ইহার এই নাম হইয়াছে।

সোণাপাত (দেশজ) সোণারপাত, স্বর্ণপত্র।

সোণামুগ (দেশজ) মুদ্গবিশেষ। মুগের মধ্যে সোণামুগই

শ্রেষ্ঠ, হালিমুগ, ঘোড়ামুগ, কৃষ্ণমুগ ও সোণামুগ প্রভৃতি অনেক প্রকার মুগ আছে। দেখিতে ঠিক সোণার মত বলিয়া ইহার নাম সোণামুগ হইয়াছে।

সোণালী (দেশজ) ১ সোণার গিল্‌টি, কোন ধাতুর উপরিভাগে সোণার ন্যায় বর্ণ করিলে তাহাকে সোণালী কহে। ২ বৃক্ষবিশেষ, সোন্দালী গাছ।

সোণাহরিতাল (দেশজ) স্বর্ণহরিতাল।

সোন্না (দেশজ) স্বর্ণকারের চিমটা, লৌহনির্ম্মিত যন্ত্রবিশেষ।

সোৎক (ত্রি) সোৎকণ্ঠ, উৎকণ্ঠার সহিত বর্ত্তমান।

সোৎকণ্ঠ (ত্রি) উৎকণ্ঠয়া সহ বর্ত্তমানঃ। উৎকণ্ঠাযুক্ত, পর্য্যায়—উৎক, উন্মনাঃ। (জটাধর)

"ততোত্থানগতং সা তং বৎসেশং সখ্যদীরিতং।

দদর্শ দূরাৎ সোৎকণ্ঠা চকোরীবামৃতত্বিষং॥" (কথাস° ৩১।৪৫)

সোৎকর্ষ (ত্রি) উৎকর্ষেণ সহ বর্ত্তমানঃ। উৎকর্ষযুক্ত, উৎকর্ষবিশিষ্ট।

সোৎপ্রাস (ক্লী) উৎপ্রাসেন সহ বর্ত্তমানং। প্রিয় বাক্য, চটু, চাটু।

'সোল্লুণ্ঠনন্তু সোৎপ্রাসং চটু চাটু প্রিয়োদিতং।' (শব্দরত্না°)

(পুং) উৎপ্রাসেন আধিক্যেন সহ বর্ত্তমানঃ। ২ সশব্দহাস্য।

'সোৎপ্রাস আচ্ছুরিতকমবচ্ছুরিতকস্তথা।

অট্টহাসো মহাহাসো হাসঃ প্রহাস ইত্যপি॥' (শব্দরত্না°)

সোৎসব (ত্রি) উৎসবেন সহ বর্ত্তমানঃ। উৎসবযুক্ত, উৎসববিশিষ্ট।

সোৎসাহ (ত্রি) উৎসাহের সহিত বর্ত্তমান, উৎসাহযুক্ত, উৎসাহবিশিষ্ট।

সোৎসাহতা (স্ত্রী) সোৎসাহস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সোৎসাহের ভাব বা ধর্ম্ম, উৎসাহ, উদ্যম।

সোৎসুক (ত্রি) উৎসুকেন সহ বর্ত্তমানঃ। উৎসুকের সহিত বর্ত্তমান, ঔৎসুক্যযুক্ত, ঔৎসুক্যবিশিষ্ট।

সোৎসেধ (ত্রি) উৎসেধযুক্ত, উৎসেধবিশিষ্ট, উচ্ছ্রায়বৎ।

সোদক (ত্রি) উদকেন সহ বর্ত্তমানঃ। উদকযুক্ত, জলবিশিষ্ট।

সোদধিল (ত্রি) লঘু, অল্প।

সোদয় (ত্রি) উদয়েন সহ বর্ত্তমানঃ। উদয়যুক্ত, উদয়ের সহিত বর্ত্তমান। বৃদ্ধিযুক্ত।

"দত্তাং কন্যাং হরন্ দণ্ড্যো ব্যয়ং দদ্যাচ্চ সোদয়ং।

মৃতায়াং বর আদদ্যাৎ পরিশোধ্যোভয়ব্যয়ং॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

সোদর (পুং) সহ সমানং উদরং যস্য,সহস্য সাদেশঃ। ১ সহোদর, ভ্রাতা। ২ জ্যোতিষমতে লগ্নাবধি তৃতীয় স্থান। এই স্থানে ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতির বিষয় গণনা করিতে হয়, এই জন্য ইহাকে সোদরস্থান কহে। এই স্থানে শুভাশুভ গ্রহের অবস্থান বা তাহার দৃষ্টি দ্বারা সোদরের শুভাশুভ বুঝিতে পারা যায়। বিক্রম, দূরগমন প্রভৃতিও এই স্থানে চিন্তা করিতে হয়। স্ত্রিয়াং টাপ্। সোদরা, ৩ সহোদরা, ভগিনী।

সোদরীয় (পুং) সোদর্য্য, সহোদর।

সোদর্য্য (পুং) সমানোদরে শয়িতঃ সোদরঃ। (সোদরাৎ যঃ। পা ৪।৪।১০৯) ইতি য। সহোদর।

"স হত্বা লবণং বীরস্তদা মেনে মহৌজসং।

ভ্রাতুঃ সোদর্য্যমাত্মানমিন্দ্রজিদ্বধশোভিনঃ॥" (রঘু ১৫।২৬)

সোদর্য্যবৎ (ত্রি) সোদর্য্য অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। সহোদরযুক্ত।

সোদ্ধরণ (ত্রি) উদ্ধরণেন সহ বর্ত্তমানঃ। উদ্ধারের সহিত বর্ত্তমান, উদ্ধারযুক্ত।

সোদ্যোগ (ত্রি) উদ্যোগী, উদ্যোগের সহিত বর্ত্তমান, উদ্যোগযুক্ত।

সোদ্যম (ত্রি) উদ্যমযুক্ত, উদ্যমবিশিষ্ট।

সোদ্বেগ (ত্রি) উদ্বেগযুক্ত, উদ্বেগবিশিষ্ট।

সোধ (পুং) জনপদবিশেষ। (ভারত)

সোনহ (পুং) লশুন। (শব্দরত্না°)

সোন্মাদ (ত্রি) উন্মাদেন সহ বর্ত্তমানঃ। উন্মাদযুক্ত, পর্য্যায়—উন্মদ, উন্মদিষ্ণু, উন্মাদ, সুন্মাদ, সুন্মদ। (ভরত)

সোপকরণ (ত্রি) উপকরণেন সহ বর্ত্তমানং। উপকরণবিশিষ্ট, উপকরণযুক্ত।

সোপক্রম (ত্রি) উপক্রমের সহিত বর্ত্তমান, উপক্রমযুক্ত, উপক্রমবিশিষ্ট।

সোপচয় (ত্রি) উপচয়ের সহিত বর্ত্তমান, উপচয়যুক্ত, বৃদ্ধিবিশিষ্ট।

সোপচার (ত্রি) উপচারযুক্ত, উপচারবিশিষ্ট।

সোপদ্রব (ত্রি) উপদ্রবের সহিত বর্ত্তমান, উপদ্রবযুক্ত, উপদ্রববিশিষ্ট।

সোপধ (ত্রি) উপধয়া সহ বর্ত্তমানমিতি। সদ্ব্যদানাদি।

"অথাসদ্ব্যদানমস্বর্গ্যং যচ্চ দত্ত্বা পরিতপ্যতে। তদ্দানমফলং যচ্চোপকারিণে দদাতি তস্মাত্তং পরিক্লিষ্টং যচ্চ সোপধং দদাতি।" (হারীত)

২ ব্যাকরণমতে উপধার সহিত বর্ত্তমান, শব্দের অন্ত্যবর্ণের সমীপবর্ত্তী যে বর্ণ তাহার নাম উপধা, এই উপধাযুক্তকে সোপধ কহে।

সোপপত্তিক (ত্রি) উপপত্তির সহিত বর্ত্তমান, উপপত্তিযুক্ত, উপপত্তিবিশিষ্ট।

সোপপদ (ত্রি) উপপদযুক্ত, উপপদবিশিষ্ট। উপপদসমাসযুক্ত।

সোপপ্লব (পুং) উপপ্লবেন সহ বর্ত্তমানঃ। রাহুগ্রস্ত চন্দ্র ও সূর্য্য।

সোপম (ত্রি) উপময়া সহ বর্ত্তমানঃ। উপমার সহিত বর্ত্তমান, উপমাযুক্ত, উপমাবিশিষ্ট।

"বিদ্বান্ সর্ব্বেষু ভূতেষু আত্মনা সোপমো ভবেৎ॥" (হিতোপ°)

সোপবাস (ত্রি) উপবাসেন সহ বর্ত্তমানঃ। উপবাসবিশিষ্ট, উপবাসী। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় লিখিত আছে যে, ইচ্ছাপূর্ব্বক মৎস্যভক্ষণ করিলে তিনদিন উপবাস করিয়া থাকিতে হয়, ইহাতে মৎস্যভক্ষণজনিত পাপের ক্ষয় হয়।

"মৎস্যাংস্তু কামতো জগ্ধ্বা সোপবাসস্ত্র্যহং বসেৎ।"
(তিথিতত্ত্বধৃত যাজ্ঞবল্ক্যব°)

সোপসর্গ (ত্রি) উপসর্গের সহিত বর্ত্তমান, উপসর্গযুক্ত, উপসর্গবিশিষ্ট।

সোপহাস (ত্রি) উপহাসেন সহ বর্ত্তমানঃ। উপহাসযুক্ত, উপহাসবিশিষ্ট।

সোপাক (পুং) শ্বপাক, চণ্ডাল। ২ বর্ণসঙ্কর অন্ত্যজ জাতিবিশেষ। চণ্ডাল হইতে পুক্কসী স্ত্রীর গর্ভে সমুৎপন্ন জাতিবিশেষ।

"চণ্ডালেন তু সোপাকো মূলব্যসনবৃত্তিমান্।
পুক্কস্যাং জায়তে পাপঃ সদা সজ্জনগর্হিতঃ॥" (মনু১০।৩৮)

চণ্ডাল হইতে পুক্কসী স্ত্রীর গর্ভে যে সন্তান হয়, সেই সন্তান সোপাক নামে খ্যাত হয়। সাধুবিগর্হিত ও নিতান্ত পাপজনক জহ্লাদের কার্য্য ইহার জীবিকা। এই জাতি চণ্ডাল অপেক্ষা নিন্দিত ও পাপকর্ম্মা।

সোপাখ্য (ত্রি) উপনামযুক্ত।

সোপাদান (ত্রি) উপাদানেন সহ বর্ত্তমানঃ। উপাদানযুক্ত, উপাদানকারণবিশিষ্ট।

সোপাধি (ত্রি) উপাধিনা সহ বর্ত্তমানঃ। ১ উপাধিযুক্ত, উপাধিবিশিষ্ট। ২ প্রতিলাভেচ্ছাদি দ্বারা দানাদি, অপর কিছু পাইবার আশা করিয়া যে দানাদি করা হয়।

"অদত্তন্তু ভয়ক্রোধকামশোকরুগন্বিতৈঃ।
বালমূঢ়া স্বতন্ত্রার্ত্তমত্তোন্মত্তাপবর্জ্জিতৈঃ।
কর্ত্তা মমেদং কর্ম্মেতি প্রতিলাভেচ্ছয়া চ যৎ॥
প্রতিলাভেচ্ছয়া সোপাধিদত্তমুপাধ্যসিদ্ধাবসিদ্ধমিতি॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

সোপাধিক (ত্রি) সোপাধি স্বার্থে কন্। উপাধিযুক্ত, উপাধিবিশিষ্ট।

সোপান (ক্লী) উপানমুপরিগমনং, তেন সহ বিদ্যমানং। আরোহণ, যাহা দ্বারা আরোহণ করা যায়। চলিত সিঁড়ী, ইষ্টকাদিরচিত পৈঠা। উপান শব্দের অর্থ উর্দ্ধগমন, উর্দ্ধগমনের সহিত বর্ত্তমান, যাহা দ্বারা উর্দ্ধেগমন করা যায়, তাহাকে সোপান কহে। ভরত এই শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপ লিখিয়াছেন—

"আরুহ্যতেঽনেন আরোহণং অনট্, উপপূর্ব্বাদনিতের্ভাবে অল্, অনেকার্থত্বাদুপানং উর্দ্ধগমনং, তেন সহ বর্ত্ততে সোপানং" (ভরত) ইহার পর্য্যায়—

'আরোহণঞ্চ সোপানং পৈঠা ইতি সমাহ্বয়ে।
সোপানে কাষ্ঠঘটিতে নিঃশ্রেণিস্ত্বধিরোহিণী।' (শব্দরত্না°)

সোপনৎক (ত্রি) উপানৎকেন সহ বর্ত্তমানঃ। উপানবিশিষ্ট, খড়ম বা বিনামাযুক্ত, যিনি খড়ম বা বিনামা পায় দিয়া আছেন। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে,সর্ব্বদা সোপানৎক হইয়া অর্থাৎ উপানৎ ধারণ করিয়া গমন করিবে। পুষ্পাদি চয়নস্থলেও উপানৎ ধারণ করা যাইবে, তাহাতে দোষ হইবে না।

"যদ্বেষ্টিতশিরা ভুঙ্‌ক্তে যদ্‌ভুঙ্‌ক্তে দক্ষিণামুখঃ।
সোপানৎকশ্চ যদ্‌ভুঙ্‌ক্তে তদ্বৈ রক্ষাংসি ভুঞ্জতে॥" (মনু ৩।২৩৮)

মস্তকে বস্ত্রাদি বেষ্টন করিয়া যে অন্ন ভোজন করা যায়, পিতা বর্ত্তমান থাকিতে দক্ষিণ দিকে মুখ করিয়া এবং পাদুকা ধারণ করিয়া যে অন্ন ভোজন করা যায়, সেই অন্ন রাক্ষসে ভোজন করে। অতএব সোপানৎক হইয়া কিছু ভোজন করিবে না।

সোপালম্ভ (পুং) উপালম্ভেন সহ বর্ত্তমানঃ। উপালম্ভযুক্ত, উপালম্ভবিশিষ্ট।

সোপাশ্রয় (ত্রি) উপাশ্রয়ের সহিত বর্ত্তমান, উপাশ্রয়যুক্ত, উপাশ্রয়বিশিষ্ট।

সোভ (ক্লী) গন্ধর্ব্বনগর।

সোভয় (ত্রি) উভয়ের সহিত বিদ্যমান, উভয়যুক্ত, উভয়বিশিষ্ট।

সোভরি (পুং) ঋষিবিশেষ। ঋগ্‌বেদে এই ঋষির উল্লেখ আছে। "যথা বাজেষু সোভরিং" (ঋক্ ৮।৬।২৬) 'সোভরিং এতৎসংজ্ঞকমৃষিং' (সায়ণ)

সোভাঞ্জন (পুং) শোভাঞ্জন। (ভরত)

সোম (ক্লী) প্রসবৈশ্বর্য্যয়োঃ মন্। ১ কাঞ্জিক, চলিত কাঁজি। ২ স্বর্গ। (পুং) সৌতি অমৃতমিতি সু প্রসবে (অর্ত্তিস্তুসুহু· স্রিতি। উণ্ ১।১৩৯) ইতি মন্। ৩ চন্দ্র। ৪ কর্পূর। ৫ বানর। ৬ কুবের। ৭ যম। ৮ বায়ু। ৯ বসুভেদ, অষ্টবসুর অন্তর্গত একজন বসু।

"আপো ধ্রুবশ্চ সোমশ্চ ধরশ্চৈবানিলোঽনলঃ।
প্রত্যূষশ্চ প্রভাসশ্চ বসবোঽষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"(মৎস্যপু° ৫।২)

১০ জল। ১১ সোমলতৌষধি। বেদে যজ্ঞাবসানে সোমরস পানের বিধান আছে। সোমলতার রস।

"মুন্যন্নানি পয়ঃ সোমো মাংসং যচ্চানুপস্কৃতং।
অক্ষারলবণঞ্চৈব প্রকৃত্যা হবিরুচ্যতে॥" (মনু ৩।২৫৭)

মুনিজনসেবিত আরণ্য নীবারাদি, অন্ন, দুগ্ধ, সোমরস, অবিকৃত সদ্যোমাংস, এবং সৈন্ধবাদি লবণ এই সকল দ্রব্য স্বাভাবিক

হবিঃ বলিয়া ঋষিগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শাস্ত্রে সোম অমৃত বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই সোমরস সেবন করিলে শরীরের জরাব্যাধি বিনষ্ট হয়।

অতি প্রাচীন বৈদিককাল হইতে সোম আর্য্যজাতির অতি প্রিয়, ইহা লতাবিশেষ। ঋক্‌সংহিতার মতে এই লতা (হিমালয়ের উত্তরে) মৌজবত পর্ব্বতে জন্মে—

"সোমস্যেব মৌজবতস্য ভক্ষঃ" (ঋক্ ১০।৩৪।১) ভারতীয় সাধারণের বিশ্বাস যে, এই লতা এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য, এ কারণ পূর্ব্বকালে যে যে যজ্ঞে সোম ব্যবহৃত হইত, এখন সেই সেই স্থলে পূতিকা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আদি পারসিক আর্য্যদিগের মধ্যেও যাগাদিতে সোম (হওম) রসের যথেষ্ট প্রচলন ছিল, এক্ষণে বোম্বাইবাসী অগ্নিপূজক পারসীগণও সেই প্রাচীন সোমের অনুকল্পে পারস্য হইতে আনীত এক প্রকার টাট্‌কা লতা ব্যবহার করিতেছেন। বর্ত্তমান য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিক ও পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ *asclepias acida* বা *Sarcostemma viminale* এই দুই প্রকার লতাকেই সোম বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন।

কি করিয়া সোমের আবির্ভাব হইল, ঋক্‌সংহিতার ন্যায় আদি প্রাচীন গ্রন্থে তাহার উল্লেখ আছে। শ্যেন পক্ষী দেবলোক হইতে ইন্দ্রকে সোম আনিয়া দেন—

"ঋজীপী শ্যেনো দদমানো অংশুং পরাবতঃ শকুনো মন্দ্রং মদং।
সোমং ভরৎ দাদৃহাণো দেববান্ দিবো অমুষ্মাদুত্তরাদাদায়॥"(৪।২৬।৬)

যে পক্ষিরাজ ইন্দ্রকে সোম আনিয়া দেন, তিনি সুপর্ণ নামে অভিহিত—

"দিবং সুপর্ণো গত্বায় সোমং বজ্রিণে আভরৎ।" (৮।৮৯।৮)

অদ্রি * হইতেই শ্যেন আনিয়া ছিলেন—

"জভারামদ্রাদস্থং পরি শ্যেনো অদ্রেঃ" (১।৯৩।৬)

সেখানে বরুণ রাখিয়া আসিয়া ছিলেন—

"দিবি সূর্য্যমদধাৎ সোমমদ্রৌ" (৫।৮৫।২)

আবার ৯ম মণ্ডলের একটী সূক্তে আছে—

যেস্থানে পর্জ্জন্য কর্ত্তৃক সোম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছিল, সেই স্থান হইতে সূর্য্যের দুহিতা সোম আহরণ করিয়া আনিয়া ছিলেন। গন্ধর্ব্বগণ তাহাই লইয়াছিল এবং তাহা হইতে রস বাহির করিয়াছিল—

"পর্জ্জন্যবৃদ্ধং মহিষং তং সূর্যস্য দুহিতা ভরৎ। তং গন্ধর্ব্বাঃ প্রত্যগৃহ্ণন্ তং সোমরসং আদধুঃ॥" (৯।১১৩।৩)

পর্জ্জন্যই সোমের পিতা।

"পর্জ্জন্যঃ পিতা মহিষস্য পর্ণিনঃ" (৯।৮২।৩)

কিন্তু অথর্ব্বসংহিতার মতে—বিরাট পুরুষ হইতেই সোম উৎপন্ন হইয়াছে—

"রাজ্ঞঃ সোমস্য জাতস্য পুরুষাদধি।" (১৯।৬।১৬)

গন্ধর্ব্বেরাই অতিযত্নসহকারে সোম রক্ষা করিয়া থাকে—

"গন্ধর্ব্ব ইত্থা পদমস্য রক্ষতি।" ইত্যাদি (ঋক্ ৯।৮৫।১২)

কিরূপে দেবগণ গন্ধর্ব্বগণের নিকট হইতে সোমলাভ করিয়া ছিলেন, ঐতরেয় ব্রাহ্মণে তাহার এইরূপ গল্প আছে—

'সোম গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে রাজরূপে ছিলেন। দেব ও ঋষিগণ তাঁহাকে পাইবার ইচ্ছা করিয়া বলাবলি করিলেন, সোম রাজা কিরূপে আমাদের নিকট আসিতে পারেন। বাক্ বলিলেন, গন্ধর্ব্বেরা স্ত্রী কামনা করিয়া থাকে, আমাকে পণস্বরূপ স্ত্রীরূপে তাহাদিগের নিকট পাঠাইয়া তাহাকে ক্রয় কর। দেবগণ কহিলেন, না তোমা ছাড়া আমরা কিরূপে থাকিব? বাক্ পুনরায় বলিলেন, 'তাহাকে ক্রয় কর। যখনই প্রয়োজন হইবে, তখনই তোমাদের নিকট আসিব।' 'তাহাই হউক' বলিয়া দেবগণ মহানগ্নারূপিণী বাক্‌কে দিয়া সোমরাজকে কিনিয়া আনিলেন।[১]

আবার শতপথব্রাহ্মণে আছে 'আকাশেই সোম ছিলেন, তখন দেবগণ এখানে থাকিতেন না; তাঁহারা তাঁহাকে কামনা করিলেন—সোম আনিতে হইবে, আসিলে তাহাদ্বারা যজ্ঞ করা হইবে। তখন গায়ত্রী সোম আনিবার জন্য উড়িয়া গেলেন। সোম লইয়া ফিরিবার সময় তাঁহার নিকট হইতে বিশ্বাবসু গন্ধর্ব্ব হরণ করিল। দেবগণ এ সংবাদ পাইলেন। তাঁহারা জানিতেন যে, গন্ধর্ব্বেরা যোষিৎকামা। সোমকে আনিবার জন্য তাঁহারা বাক্‌দেবীকে পাঠাইলেন। বাক্ তাহাদের নিকট হইতে সোমকে আনিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।[২]

---

* ঋক্‌সংহিতার ৩।৪৮।২, ৫।৪৩।৪, ৯।১৮।১, ৯।৬২।৪, ৯।৮৫।১০, ৯।৯৮।৯ প্রভৃতি মন্ত্রেও সোমকে 'গিরিষ্ঠা' অর্থাৎ পর্ব্বতে স্থিত বলা হইয়াছে।

(১) "সোমো বৈ রাজা গন্ধর্ব্বেষ্বাসীত্তং দেবাশ্চ ঋষয়শ্চাভ্যধ্যায়ন্ কথময়মস্মানৎসোমো রাজা গচ্ছেদিতি সা বাগব্রবীৎ স্ত্রীকামা বৈ গন্ধর্ব্বা ময়ৈব স্ত্রিয়া ভূতয়া পণধ্বমিতি নেতি দেবা অব্রুবন্ কথং বয়ং ত্বদৃতে স্যামেতি সাব্রবীৎ ক্রীণীতৈব যর্হি বাব বো ময়ার্থো ভবিতা তর্হ্যেব বোহহং পুনরাগন্তাস্মীতি তথেতি তয়া মহানগ্ন্যা ভূতয়া সোমং রাজানমক্রীণংস্তা মমুকৃতি মস্কয়াং বৎসতরীমাজন্তিসোমক্রয়ণীং তয়া সোমং রাজানং ক্রীণন্তি তাং পুনর্নিষ্ক্রীণীয়াৎ পুনর্হি সা তানাগচ্ছেত্তস্মাদুপাংশু বাচা চরিতব্যং সোমে রাজনি ক্রীতে গন্ধর্ব্বেষু হি তর্হি বাগ্ ভবতি সাগ্নাবেব প্রণীয়মানে পুনরাগচ্ছতি।" (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ১।৫।১।)

(২) "দিবি বৈ সোমঃ আসীৎ। অথ ইহ দেবাঃ। তে দেবা অকাময়ন্ত আ নঃ সোমো গচ্ছেৎ তেন আগতেন যজেমহীতি ...তেভ্যো গায়ত্রী সোমমচ্ছাপতৎ। তস্যৈ আহরন্ত্যৈ গন্ধর্ব্বো বিশ্বাবসুঃ পর্য্যমুষ্ণাৎ তে দেবাবিদুঃ প্রচ্যুতো বৈ পরস্তাৎ সোমঃ। অথ নো নাগচ্ছতি। গন্ধর্ব্বাঃ বৈ পর্যামোষিষুরিতি। তে হ উচু র্যোষিৎকামা বৈ গন্ধর্ব্বাঃ। বাচমেবৈভ্যঃ প্রহিণবাম। সা নঃ সহ সোমেনাগচ্ছেৎ।" (শতপথব্রাহ্মণ ৩।২।৪।১-২)

শতপথব্রাহ্মণে (৯।৭।২।৮) এরূপও আছে,—আকাশেই সোম ছিলেন, গায়ত্রী পক্ষীরূপে গিয়া তাহাকে আনিয়াছিলেন।—

"দিবি বৈ সোমঃ আসীৎ তং গায়ত্রী বয়ো ভূত্বাহহরৎ।"

ঋগ্বেদে সোমরস ও ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতায় নানা গুণ আরোপিত হইয়াছে, যথা—

সোমলতিকার রসকে 'অমৃতমদ' বলা হইয়াছে (১।৮৪।৪) ইহা দেবতাদিগের অতি প্রিয় পানীয় (৯৮৫।২; ৯।১০৯।১৫) ইহা রুগ্নের পক্ষে ঔষধস্বরূপ (৮।৬১।১৭)। সকল দেবতারাই ইহা পান করিয়া থাকেন (৯।১০৯।১৫)। ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যাহা কিছু উলঙ্গ তাহাই আবৃত এবং যাহা কিছু আতুর তাহাই সুস্থ করিয়া থাকেন। তাঁহার কৃপায় অন্ধ দেখিতে ও খঞ্জ হাঁটিতে পারে (৮।৬৮।২)। ইনি মনুষ্যদেহের রক্ষক এবং এই দেহের প্রতি অঙ্গেই বিরাজমান। (৮।৪৮.৯)।

ঋগ্বেদে সোমে নানা প্রকারের দৈবশক্তি ও ক্রিয়া আরোপিত হইয়াছে। ইহাকে অসুর (৯।৭৩।১, ৯।৭৪।৭), যজ্ঞের আত্মা (৯।২।১০, ৯।৬।৮) এবং অমৃত (১।৪৩।৯) বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা পান করিয়াই দেব ও নর অমরত্ব লাভ করিয়া থাকে (১।৯১।১, ৬, ১৮; ৮।৪৮।৩)। ঋগ্বেদের যে স্থানে স্বর্গসুখের কল্পনাটি বিশেষ রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং ঐকান্তিক ভাবে এই সুখলাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে, সেখানে সোমকেই সুখের বিধাতা বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। এই খানে সোমকে কত যে বড় বলিয়া ভাবা হইয়াছে, তাহা নিম্নলিখিত আরাধনাটি হইতেই বেশ পরিষ্কার রূপে বুঝা যাইতেছে—"হে পবিত্র দেব, হে অক্ষয় ও অনন্ত লোক অনন্ত জ্যোতিঃ ও অনন্ত মহিমার আধার, আমাকে লইয়া যাইয়া সেই খানে স্থাপন কর। হে ইন্দু (সোম) ইন্দ্রের দিকে প্রবাহিত হও। যেখানে রাজা বৈবস্বত রাজত্ব করেন, যেখানে আকাশের অবরোধন আছে, যেখানে সেই সকল বৃহৎ বৃহৎ জলপ্রবাহ আছে, আমাকে সেই খানে অমর করিয়া রাখ।"

সোম বরুণ, মিত্র, ইন্দ্র, বিষ্ণু, মরুৎগণ ও অন্যান্য দেবতাবৃন্দকে এবং বায়ু, স্বর্গ ও পৃথিবী এই সকলকেই মাতাইয়া রাখেন (৯।৯০।৫; ৯।৯৭।৪২)। ইহার রস মিষ্ট এই কথা বলিয়া দেব ও মানুষ উভয়েই ইহার শরণাপন্ন হইয়া থাকেন (৮।৪৮।১)। ইহা পান করিয়াই আদিত্যগণ বলবান্ এবং পৃথিবী মহী হইয়াছে (১০।৮৫।২)। সোমই ইন্দ্রের বন্ধু, সহায় এবং আত্মা (৪।২৮।১ ও ২; ৯।৮৫।৩)। ইনি ইন্দ্রের তেজ বর্দ্ধিত এবং বৃত্রের সহিত সংগ্রামে তাঁহাকে সাহায্য করিয়া থাকেন (৯।২৬।২ ও ৯।৬১।২২)। সোম ইন্দ্রের সঙ্গে একই রথে ভ্রমণ করিয়া থাকেন (৯।৮৭।৯); কিন্তু ইহার নিজেরও সুপর্ণ অশ্ব এবং বায়ুর ন্যায় ইষ্টযামা আছে (৯।৮৬।৩৭ ও ৯.৮৮।৩)।

শ্রুতিতে লিখিত আছে "অপাম সোমং অমৃতা অভূম" (শ্রুতি) আমরা সোম পান করিব, সোম পান করিয়া অমর হইব। ইত্যাদি, শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, ঋষিগণ সোমপান করিয়া অমরত্ব লাভ করিতেন। যজ্ঞে দেবগণের উদ্দেশে সোম দান করা হয়, তৎপরে যজ্ঞাবসানে ঋষিগণ সোম পান করিয়া থাকেন। ইনি পবিত্ররথ ও সহস্র বৃষ্টি (৯।৮৩।৫; ৯।৮৬।৪০)। বীর পুরুষের ন্যায় ইনি ইহার অস্ত্রধারণ করেন (৯।৭৬।২); এই সকল অস্ত্র ভীম ও তীক্ষ্ণ (৯।৬১।৩০) ইনি তীক্ষ্ণায়ুধ ও ক্ষিপ্রধন্বা (৯।৯০।৩) ইন্দ্রের ন্যায় ইনিও বৃত্রহা, শত্রুহন্তারক এবং পুরভিৎ (১।৯১।৫, ৯।৬১।২; ৯।৮৮।৪)। ৯।৫।৯ ঋকে ইহাকে প্রজাপতি এইরূপ বিশেষণও প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। ইনি দেবতাদিগের স্রষ্টা ও পিতা (৯।৪২।৪, ৯।৮৬।১০, ৯।৮৭।২, ৯।১০৯।৪) দ্যৌঃ পৃথিবী, অগ্নি, সূর্য্য, ইন্দ্র ও বিষ্ণু সোম এই সকলেরই জনিতা (৯।৮৬।৪) ইনি তমো বিনাশ ও অন্ধকার রাত্রিতে আলোক প্রদান করেন এবং বৃহৎ বৈশ্বানর সূর্য্যকে সৃষ্টি ও আলোকময় করিয়াছেন (১।৯১।২; ৯।৬৬।২৪; ৬।৩৯।৩; ৬।৮৪।২৩; ৯।৬১।১৬; ৯।৯৭।৪১; ৯।১০৭।৭; ৯।১১০।৩)। সোম নিজে অন্তরীক্ষ (৬।৪৭।৩) এবং পিতৃগণের সাহচর্য্যে আকাশ ও পৃথিবী বিস্তার করিয়াছেন (৮।৪৮।১৩) ইনি আকাশ ও পৃথিবীকে পৃথক্ করিয়া ধারণ করিয়া রহিয়াছেন (৬।৪৪।২৪; ৬।৪৭।৫; ৯।৮৭।২; ৯।৮৯।৬; ৯।১০৯।৬)। যে দুইটি স্বর্গলোক মানবের প্রতি সুভাবাপন্ন ইনি যজ্ঞে সেই দুই লোক উৎপাদন করিয়াছেন (৯।৯৮।৯)। ইনি দেব ও নরের রাজা (৯।৯৭।২৪) এবং বিশ্ব-ভুবনোপরি সূর্য্যদেবের ন্যায় সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন (৯।৫৪।৩)। প্রাণী সকল ইহারই হাতে (৯।৮৯.৬)। ইঁহার ব্রতসমূহ রাজা বরুণের ব্রতের ন্যায় (১।৯১।৩; ৯।৮৮।৮)। এই সকল ব্রত ভঙ্গের অপরাধ মার্জ্জনা করিবার জন্য; পুত্রের প্রতি পিতার ন্যায় প্রসন্ন হইবার জন্য এবং মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্য ইহার আরাধনা করা হয় (৮।৪৮।৯; ১০।২৫।৩)। ইনি সহস্র লোচন (৯।৬০।১, ২) এবং সকল প্রাণীকেই দেখিতে ও জানিতে পান আর অব্রতদিগকে অতলে নিক্ষেপ করেন (৯।৭৩.৮)। গোপালক যেমন তাহার গোপাল সযত্নে প্রতিপালন করিয়া থাকে, ইনিও তেমন জঙ্গম প্রাণীদিগের জীবন রক্ষা করিয়া থাকেন (১০।২৫।৬) তিনি উগ্রদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উগ্র ও প্রধান; বীরদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর, দাতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ দাতা এবং সংগ্রামে চিরকালই বিজয়ী (৯।৬৬।১৬)। আপনার ভক্তদিগের জন্য তিনি যুদ্ধ করিয়া গো, রথ, অশ্ব, স্বর্ণ,

স্বর্গ, জল প্রভৃতি সহস্র সহস্র প্রার্থনীয় জিনিষ আহরণ করিয়া থাকেন (৯।৭৮।৪)। তিনি বিশ্বজিৎ (৮।৮৮।১)। তিনি জ্ঞানী ও ঋষী, (৮।৬৮।১) সুক্রতু, সুদক্ষ, বিশ্ববেদা, বৃষা ও স্থামী (১।৯১।২) সোম দেবতাদিগের মধ্যে ব্রহ্মা, কবিদিগের মধ্যে পদবী, বিপ্রাদগের মধ্যে ঋষি, মৃগদিগের মধ্যে মহিষ, গৃধ্নু দিগের মধ্যে শ্যেন, ও বনের স্বধিতি স্বরূপ (৯।৯৬।৬)। শত্রুর হাত হইতে তিনি অজেয় পরিত্রাতা (১।৯১।২১)। ইঁহার যদি এমন ইচ্ছা হয় যে ইঁহার উপাসকগণ বাচিয়া থাকিবে, তবে তাহাদিগের মৃত্যু হয় না (১।৯১।৬) ৮।৪৮।৭ ঋকে দেখিতে পাই সূর্য্য যেমন দিবস বৃদ্ধি করিয়া থাকেন, তেমন উপাসকদিগের জীবন বৃদ্ধির জন্য ইঁহার নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। ইঁহার মত দেবতার বন্ধু জন কখনও কষ্টভোগ করেন না (১।৯১।৮) এরূপ দেবতার সঙ্গে ঘনিষ্টতা ও বন্ধুতা বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে ইচ্ছা করা হয় (৯।৬৬।১৮)। ১০।৩০।৫ ঋকে উক্ত হইয়াছে যে, মানুষ যেমন যুবতী স্ত্রীলোকের সহবাসে আনন্দ লাভ করিয়া থাকে, তিনি তেমন জলের সাহচর্য্যে আনন্দিত ও উৎফুল্ল হইয়া থাকেন।

অন্য দেবতার সঙ্গে সোমের সাহচর্য্য।

১।৯৩।১ ঋকে দেখা যায় অগ্নির সঙ্গে একত্র সোমের পূজা করা হয়। এই স্তোত্রের পঞ্চম শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে এই দুই দেবতা একত্র হইয়া আকাশে জ্যোতিষ্কনিচয় স্থাপন করিয়াছেন ২।৪০।১ ঋকে পূষার সঙ্গেও সোমের সাহচর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে ইঁহাদের দুই জনেরই নানা প্রকার শক্তি ও কার্য্যের কথা বলা হইয়াছে। ১ম শ্লোকে ইঁহারা উভয়ে ঋদ্ধি, স্বর্গ ও পৃথিবীর জনক, সমগ্র বিশ্বের রক্ষক, এবং অমৃতের নাভি বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। ইঁহাদের একজন আকাশে এবং অপর জন পৃথিবীতে ও অন্তরীক্ষে বাস করিতেছেন, একজন সমগ্র বিশ্বভুবন সৃষ্টি করিয়াছেন আর অপর জন সকল দেখিয়া যাইতেছেন ৬।৭২ এবং ৭।১০৪ সূক্তে সোমের সঙ্গে ইন্দ্রের সাহচর্য্যে বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল স্তোত্রের প্রথমটিতে দেখা যায়, ইঁহারা উভয়েই তমোহন্তা, নিন্দুকনাশন, সূর্য্য ও আলোকের বিধাতা, অবলম্বন সাহচর্য্যে আকাশের ধারণ কর্ত্তা এবং মাতা, পৃথিবীর বিস্তার কর্ত্তা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

৭।১০৪ সূক্তে রাক্ষস যাতুধান এবং অন্যান্য শত্রু দমনের জন্য ইঁহাদের উভয়েরই নিকট একত্র প্রার্থনা করা হইয়াছে।

সোমের সঙ্গে আবার রুদ্রেরও মিলন দেখিতে পাওয়া যায়। ৬।৭৮ সূক্তে একত্রে ইঁহাদিগের মহিমা কীর্ত্তন করা হইয়াছে। এখানে "তীক্ষ্ণায়ুধ, তীক্ষ্ণহেতি" এই দুই দেবতার নিকট দ্বিপদ ও চতুষ্পদ জন্তুর কল্যাণ সাধন করিবার জন্য রোগনাশন ভেষজসমূহ প্রদান করিবার জন্য এবং পাপ তাপ হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

বৈদিকযুগের শেষ হইতেই সোম শব্দ চন্দ্র শব্দের অর্থজ্ঞাপক হইয়া আসিতেছে। এমন কি ঋক্ বেদেরও স্থানে স্থানে সোম শব্দের এইরূপ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া মনে হয়। ইহার ১০।৮৫।২এ সোম শব্দ যেন এই দুই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা—সোমের দ্বারাই আদিত্যগণ বলবান্; সোমের জন্যই পৃথিবী মহী; এবং সোম নক্ষত্রদিগের মধ্যস্থলে স্থাপিত হইয়াছে। লতাটিকে পেষণ করিয়া রস পান করিবার সময়, পাতা সোমপান করিলেন বলিয়া মনে করেন। যাহাকে ব্রহ্মাগণ সোম (চন্দ্র) বলিয়া জানেন, কেহই তাহা পান করে না। যাহারা তোমাকে আশ্রয় দান করে, তাহাদিগের দ্বারা গুপ্ত এবং তোমার রক্ষকদিগের দ্বারা রক্ষিত হইয়া, হে সোম, তুমি পেষণ প্রস্তরের ধ্বনি শুনিতে থাক; কিন্তু কোন পার্থিব প্রাণীই তোমার স্বাদ গ্রহণ করিতে পারে না। হে দেব! দেবতাগণ তোমাকে পান করিলে তুমি আবার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও। বায়ু সোমের রক্ষক; মাস বৎসরেরই অংশ।* ঋক্ বেদের এই অংশ কেহ কেহ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করেন।

অথর্ব্ব বেদে নিম্ন লিখিত শ্লোকার্দ্ধটি দেখিতে পাওয়া যায় (১১, ৬, ৭)—যে সোম দেবতাকে লোকে চন্দ্র বলিয়া থাকে, তিনি যেন আমাকে মুক্তি দান করেন। এতদ্ব্যতীত শতপথ ব্রাহ্মণের ১৬ ৪।৫; ১১।১।৩।২; ১১।১।৩।৪ এবং ১১।১।৪।৪ এও এই কথা গুলি দেখিতে পাওয়া যায়। এই যে সোমরাজা যিনি চন্দ্র, তিনিই দেবতাদিগের অন্ন। ১।৬.৩।২৪ এও এইরূপ লিখিত আছে,—সূর্য্যে অগ্নির প্রকৃতি ও চন্দ্রে সোমের প্রকৃতি বিদ্যমান। এবং ১২।১।১।২ এ সোমকেই চন্দ্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ৫।৩।৩।১২ ও ৯।৪।৩।১৬ তে চন্দ্রকে ব্রাহ্মণদিগের রাজা বলা হইয়াছে। বিষ্ণু পুরাণে সোমের বিষয় এই ভাবে সূচিত হইয়াছে "ব্রহ্মা সোমকে গ্রহনক্ষত্রের ব্রাহ্মণ ও বিরুধদিগের এবং যজ্ঞ তপস্যার রাজা নিযুক্ত করিয়াছেন।"

---

(১) "সোমেনাদিত্যা বলিনঃ সোমেন পৃথিবী মহী।
অথো নক্ষত্রাণামেষামুপস্থে সোম আহিতঃ ॥
সোমং মন্যতে পপিবান্ যৎ সংপিংষন্ত্যোষধিং।
সোমং যং ব্রহ্মাণো বিদুর্ন তস্যাশ্নাতি কশ্চন ॥
আচ্ছদ্বিধানৈর্গুপিতো বার্হতৈঃ সোম রক্ষিতঃ।
গ্রাবণামিচ্ছৃণ্বন্তিষ্ঠসি ন তে অশ্নাতি পার্থিবঃ ॥
যত্বা দেব প্রপিবন্তি তত আপ্যায়সে পুনঃ।
বায়ুঃ সোমস্য রক্ষিতা সমানাং মাস আকৃতিঃ ॥"
(ঋক্ সংহিতা ১০।৮৫।২-৫)

বৈদ্যকশাস্ত্রেও সোমের বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, অতি সংক্ষেপে সেই বিষয় আলোচিত হইল।

"ব্রহ্মাদয়োঽসৃজন্ পূর্ব্বমমৃতং সোমসংজ্ঞিতং।
জরামৃত্যুবিনাশায় বিধানং তস্য কথ্যতে ॥
এক এব খলু ভগবান্ সোমঃ স্থাননামাকৃতিবীর্য্যবিশেষৈশ্চতুর্বিংশতিধা ভিদ্যতে। ইত্যাদি। (সুশ্রুত চিকি° ২৯ অ°)

ব্রহ্মাদিসৃষ্টিকর্ত্তৃগণ পূর্ব্বে জরা ও মৃত্যু বিনাশের জন্য সোমনামক অমৃতের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ঐ অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন একই সোম স্থান, নাম, আকৃতি ও বীর্য্যভেদে চতুর্বিংশতি প্রকার। যথা—১ অংশুমান্, ২ মুঞ্জবান্, ৩ চন্দ্রমা, ৪ রজতপ্রভ, ৫ দূর্ব্বা সোম, ৬ কনীয়ান্, ৭ শ্বেতাক্ষ, ৮ কনকপ্রভ, ৯ প্রতাপবান্ ১০ তালবৃন্ত, ১১ করবীর, ১২ অংশবান্, ১৩ স্বয়ম্প্রভ, ১৪ মহাসোম, ১৫ গরুড়াহৃত, ১৬ গায়ত্র্য, ১৭ ত্রৈষ্টুভ, ১৮ পাঙ্ক্ত, ১৯ জাগত, ২০ শাঙ্কর, ২১ অগ্নিষ্টোম, ২২ রৈবত, ২৩ ত্রিপাদ গায়ত্রীযুক্ত, ২৪ উড়ুপতি, এই ২৪ প্রকার সোম একই নিয়মে সেবন করিতে হয়। ইহাদের সকলেরই গুণ তুল্য। সোমসেবনবিধান—এই ২৪ প্রকার সোমের মধ্যে যিনি যে কোন প্রকার সোম পান করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি ঘৃতাদি সকল প্রকার উপকরণ এবং সকল প্রকার কর্ম্ম করিতে পারে এইরূপ পরিচারক স্থির করিবেন। প্রশস্ত স্থানে ত্রিবৃত গৃহ অর্থাৎ প্রথমে একটী গৃহ নির্ম্মাণ করাইবেন, যাহার চারিদিকে বারাণ্ডা থাকে, এবং ঐ বারেণ্ডা গৃহের চতুর্দ্দিকে আবার দ্বিতীয় বারেণ্ডাবেষ্টিত গৃহ থাকে, এই রূপে গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া সেই গৃহের মধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক সোম সেবন করিবেন।

সোমসেবনের পূর্ব্বে শরীরে যে সকল দোষ থাকে, তাহা শুদ্ধির জন্য বমন ও বিরেচনাদি ক্রিয়া করিয়া পেয়াদি ক্রমে পথ্য সেবন করিবেন। তৎপরে প্রশস্ত তিথি, নক্ষত্র, করণ ও মুহূর্ত্তাদি দেখিয়া পূর্ব্বোক্ত উপকরণসম্পন্ন হইয়া ত্রিবৃত গৃহের অন্তঃপ্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিবেন।

ঋত্বিগ্‌গণ সোমকে মন্ত্রপূত ও অভিহুত অর্থাৎ অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত করিয়া মঙ্গলাচরণ পূর্ব্বক স্বর্ণসূচী দ্বারা সেই সোম কন্দ বিদ্ধিয়া স্বর্ণপাত্রে তাহার রস সংগ্রহ করিবেন। অনন্তর সেই সোমরস আস্বাদন না করিয়া একে বারেই অর্দ্ধসের পরিমাণে পান করিবেন। সোমপানের পর আচমন করিয়া অবশিষ্ট রস জলে নিক্ষেপ করিবেন। সোমপান করিয়া যম অর্থাৎ দেহ ও ইন্দ্রিয়ের সংযম, নিয়ম অর্থাৎ মনঃসঙ্কল্পাদির সংযম এবং বাক্‌সংযত হইয়া সেই গৃহে অবস্থান করিবেন। এইরূপে সোমপান করিয়া সুহৃদ্‌গণপরিবেষ্টিত ও উপাস্যমান হইয়া গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করিবেন।

সোমরস পান করিয়া শুচি ও তন্মনা হইয়া নিবাত স্থানে বসিয়া থাকিবে, বেড়াইবে, কিন্তু কদাচ দিবসে শয়ন করিবে না। সায়ংকালে ভোজনের পর মঙ্গলপাঠশ্রবণ এবং সুহৃদ্‌গণ কর্ত্তৃক উপাস্যমান হইয়া কৃষ্ণাজিনাস্তৃত কুশশয্যায় শয়ন করিবে। তৃষ্ণা পাইলে উপযুক্ত মাত্রায় শীতল জল পান করিবে। প্রাতঃকালে উঠিয়া মঙ্গলপাঠশ্রবণ ও মঙ্গল কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক গাভীস্পর্শ করিয়া পূর্ব্ববৎ থাকিবে। সোম জীর্ণ হইলে বমন হইবে। এই বমনের সঙ্গে শোণিতাক্ত কৃমিসকল নির্গত হয়। কৃমি বমন হইলে সায়ংকালে শীতল দুগ্ধ পান করা বিধেয়। তৎপরে তৃতীয় দিনে কৃমিমিশ্র অতীসার হইবে। এই অতীসার দ্বারা অনিষ্ট ভোজন প্রভৃতির দোষ হইতে মুক্ত হইয়া শুদ্ধ দেহ হইবেন। তৎপরে সায়ংকালে স্নান করিয়া পূর্ব্ববৎ দুগ্ধ পান ও ক্ষৌমবস্ত্রাবৃত শয্যায় শয়ন করিবেন। চতুর্থ দিনে সকল শরীর ফুলিয়া উঠিবে, তৎপরে সর্ব্বাঙ্গ হইতে কৃমিসকল নির্গত হইতে থাকিবে। সেই দিন ধূলি দ্বারা অবকীর্য্যমাণ হইয়া শয্যায় শয়ন করিবে। সায়ংকালে পূর্ব্ববৎ দুগ্ধপান করিতে হয়। এইরূপ নিয়মে পঞ্চম ও ষষ্ঠ দিন অতিবাহিত হইবে। দুই বেলা কেবল দুগ্ধ পান করিতে হয়। সপ্তম দিনে সোমপায়ী নির্ম্মাংস হইয়া অস্থি চর্ম্ম সার হইবে। তখন তাহার শরীর হইতে কেবল নিশ্বাস মাত্র বহির্গত হইতে থাকিবে। সোমসেবন হেতু জীবনের কোন রূপই হানি হইবে না। এই দিনে সুখোষ্ণ দুগ্ধে শরীর পরিষিক্ত করিয়া গাত্রে তিল, যষ্টিমধু ও চন্দন অনুলেপন এবং পূর্ব্বের ন্যায় দুগ্ধ সেবন করিবে। তৎপরে অষ্টমদিনের প্রাতঃকালেই শরীর দুগ্ধে পরিষিক্ত এবং চন্দনে অনুলিপ্ত করিয়া দুগ্ধ পান এবং ধূলিশয্যা পরিত্যাগ করিয়া ক্ষৌমবস্ত্রাবৃত শয্যায় শয়ন করিবে। ইহার পর মাংস আপ্যায়িত, ত্বক্ অবদলিত এবং দন্ত, নখ ও রোমসকল পতিত হইবে।

তৎপরে নবম দিবস হইতে অণুতৈল মাখিবে ও সোমকন্দের ক্বাথে পরিষেক করিবে। দশম দিবসেই এইরূপ কর্ত্তব্য। ইহাতে ত্বক্ দৃঢ় হইবে। একাদশ দ্বাদশ দিনও ঐ রূপেই অতিবাহিত হইবে। তৎপরে ত্রয়োদশ দিন হইতে সোমকন্দক্বাথে পরিষেক করিবে। ষোড়শ দিন পর্য্যন্ত এই নিয়মে থাকিবে। তৎপরে পঞ্চদশ বা অষ্টাদশ দিবসে দন্ত সকল উৎপন্ন হইবে। দন্তগুলি শিখরী, চিক্কণ ও অতি দৃঢ় হইবে। তখন হইতে পঞ্চ বিংশতি দিবস পর্য্যন্ত পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন, দুগ্ধ, যবাগূ ভোজন করিবে। তাহার পর দুই বেলা শালিতণ্ডুলের অন্ন দুগ্ধের সহিত সেবন করিতে হয়। তৎপরে নখ জন্মিবে, এই নখসকল প্রবাল, ইন্দ্রগোপকীট ও তরুণ সূর্য্যের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, দৃঢ়, স্নিগ্ধ ও সুলক্ষণসম্পন্ন হইবে। তৎপরে ত্বক্ ও কেশ জন্মিবে। এই

কেশ নীলোৎপল, অতসীপুষ্প বা বৈদূর্য্যসঙ্কাশ হইবে। এক মাসের পর কেশগুলি মুণ্ডন করিতে হয়। মুণ্ডনের পর বেণার মূল, চন্দন ও কৃষ্ণ তিলের কল্ক দ্বারা মস্তক প্রসিক্ত করিবে এবং দুগ্ধে স্নান করিবে। এক সপ্তাহের পর মস্তকে পুনরায় কেশ জন্মিবে, এই কেশ ভ্রমরাঞ্জনসন্নিভ কুঞ্চিত ও স্নিগ্ধ হইবে।

অনন্তর ত্রিরাত্রের পর প্রথম গৃহ হইতে বাহির হইয়া মুহূর্ত্ত-মাত্র থাকিয়া পুনর্ব্বার গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিবে। অভ্যঙ্গার্থ বলাতৈল, উদ্বর্ত্তনার্থ যবপিষ্ট, পরিষেকার্থ সুখোষ্ণ দুগ্ধ, উৎসাদনার্থ অজকর্ণের কষায়, স্নানার্থ বেণামূলসংযুক্ত কূপোদক এবং অনুলেপনার্থ চন্দন ব্যবহার করিবে। আমলক-রসসংযুক্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রকার যব ও যূপ ভোজন, দুগ্ধ ও যষ্টি মধুর সহিত কৃষ্ণ তিল পেষণ করিয়া তাহা ব্যঞ্জনাদিতে দিয়া ভোজন করিবে। এইরূপ নিয়মে দশ দিন কাটাইতে হয়। তৎপরে অভ্যন্তর হইতে দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে আসিয়া উক্ত নিয়মে দশ দিন থাকিবে, তাহার পর তৃতীয় প্রকোষ্ঠে আসিয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়মে দশ দিন অবস্থান করিবে। এই কয় দিনে কিছু কিছু আতপ ও বায়ু সেবন করিয়া তৎক্ষণাৎ আবার প্রকোষ্ঠমধ্যে গমন করিবে। রূপবান্ হইয়াছে ভাবিয়া দর্পণে আপন প্রতিবিম্ব দর্শন করিবে না। তৎপরে আরও দশদিন কামক্রোধাদি রিপুসকল দমন করিয়া রাখিবে। যে ২৪ প্রকার সোমের বিষয় বলা হইয়াছে, সে সকলেরই সেবনবিধি পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থাৎ একই প্রকার। লতাপ্রতান বিটপাদিবিশিষ্ট সোমই সেবনীয়। অংশুমান্ সোমের রস সুবর্ণপাত্রে, ও চন্দ্রমা সোমের রস রৌপ্য-পাত্রে সংগ্রহ করিবে। তাহা হইলে উহা অণিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইবে এবং তাহাতে ঈশান দেব অনুপ্রবেশ করি-বেন। অন্যান্য সোমের রস তাম্রপাত্র, মৃৎপাত্র বা লোহিতবর্ণ বিস্তৃত চর্ম্মপুটকে সংগ্রহ করিতে হইবে। শূদ্র ভিন্ন অপর তিন বর্ণই সোমপানের অধিকারী। পূর্ব্বোক্ত বিধানে সোমপান করিয়া চতুর্থ মাসে পূর্ণিমা তিথিতে পবিত্র স্থানে ব্রাহ্মণের অর্চ্চনা ও মাঙ্গলিক কার্য্যসকল সম্পাদন করিয়া উক্ত ত্রিবৃত্ত হইতে বহি-র্গত হইয়া যথোক্ত আচরণ করিবেন। তখন আর তাঁহার সম্বন্ধে কোন বিধিনিষেধ নাই।

সোমপানের গুণ—মানব পূর্ব্বোক্ত বিধানে ওষধিরাজ সোম পান করিয়া দশসহস্র বৎসর নূতন দেহ ধারণ করেন। অগ্নি তাঁহার প্রাণনাশে সমর্থ হন না, জল, বিষ, অস্ত্র প্রভৃতি কিছুতেই তখন তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয় না, তাঁহার শরীরে দশ সহস্র হস্তীর বল হয়, ক্ষীরোদতীরে, ইন্দ্রভবনে বা উত্তরকুরুপ্রদেশে যে স্থানে তিনি যাইতে ইচ্ছা করেন, তথায় তাঁহার গমন করিবার সামর্থ্য জন্মে। তাঁহার গতি সর্ব্বত্র অপ্রতিহত হয়।

সোমসেবী রূপে কন্দর্পের ন্যায় এবং কান্তিতে দ্বিতীয় চন্দ্রের ন্যায় হইয়া থাকেন। তিনি সকলের মনকে আহ্লাদিত করিতে সমর্থ হন। সাঙ্গোপাঙ্গ নিখিল বেদ তাঁহার আয়ত্ত হয়, এবং তিনি অমোঘসঙ্কল্প হইয়া দেবতার ন্যায় বিচরণ করিতে পারেন।

সোমের লক্ষণ—যে ২৪ প্রকার সোমের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে সকল প্রকার সোমেরই ১৫টী করিয়া পত্র হইয়া থাকে। এই পত্রসকল শুক্ল পক্ষে উৎপন্ন এবং কৃষ্ণপক্ষে পড়িয়া যায়। শুক্ল পক্ষে প্রতিদিন এক একটী করিয়া পত্র জন্মে, সুতরাং সোম পূর্ণিমা তিথিতে পঞ্চদশ পত্রবিশিষ্ট হয়। আবার কৃষ্ণপক্ষে এক একটী করিয়া পত্র পড়িতে থাকে, সুতরাং অমাবস্যাতে সমস্ত পত্রগুলি পড়িয়া গিয়া কেবল লতা-মাত্র অবশিষ্ট থাকে।

অংশুমান্ সোম ঘৃতগন্ধিকন্দবিশিষ্ট ও রজতপ্রভ। মুঞ্জ-বান্ সোমের কন্দ কদলীকন্দের ন্যায় এবং উহার পত্র লশুন-পত্রের ন্যায়। চন্দ্রমা সোম সুবর্ণপ্রভ। এই সোম সর্ব্বদা জলে বিচরণ করে। গরুড়াহৃত নামক সোম ও শ্বেতাক্ষ নামক সোম পাণ্ডুরবর্ণ ও সর্পনির্ম্মোকসদৃশ, এই সোম বৃক্ষাগ্রকে অবলম্বন করিয়া থাকে।

সোমসকল যেন নানা প্রকার বিচিত্র মণ্ডলে চিহ্নিত বলিয়া প্রতিভাত হয়। সকল সোমেরই ১৫টী করিয়া পাতা আছে, এবং সকলেরই ক্ষীর (দুগ্ধবৎ পদার্থ) কন্দ ও লতা আছে। কিন্তু তাহাদের পত্র নানাবিধ।

সোমোৎপত্তিস্থান—হিমালয়, অর্ব্বুদ, সহ্য, মহেন্দ্র, মলয়, শ্রীপর্ব্বত, দেবগিরি, দেবসহগিরি, পারিপাত্র, বিন্ধ্যপর্ব্বত ও দেবসুন্দহ্রদ এই সকল স্থানে সোম জন্মে। বিতস্তা নদীর উত্তরে যে বৃহৎ পাঁচটী পর্ব্বত আছে, তাহাদের অধঃ ও মধ্য দেশে এবং সিন্ধুনদে চন্দ্রমা নামক সোম শৈবালবৎ ভাসমান থাকে। সিন্ধুনদেরই সমীপে মুঞ্জবান্ ও অংশুমান্ নামক সোম জন্মে। কাশ্মীর দেশে ক্ষুদ্রমানস নামে যে দিব্য সরোবর আছে তাহাতে গায়ত্র্য, ত্রৈষ্টুভ, পাঙ্‌ক্ত, জাগত ও শাঙ্কর এই সকল সোম জন্মে এবং সোমপ্রভ ও অন্যান্য সোমও তথায় জন্মিয়া থাকে। অধার্ম্মিক, কৃতঘ্ন, ঔষধদ্বেষী ও ব্রাহ্মণদ্বেষী মানবগণ সোমকে পায় না।

যাঁহারা জিতেন্দ্রিয় ও ধার্ম্মিক তাঁহারা সদাচারপরায়ণ হইয়া উক্ত সকল স্থানে সোমের অন্বেষণ করিলে তাহা দেখিতে পাইয়া থাকেন। অধার্ম্মিক ব্যক্তির সোমপান দূরের কথা, তাঁহারা সোম দেখিতেই পায় না। সোম অধার্ম্মিক দেখিলে অন্তর্হিত হইয়া থাকেন। (সুশ্রুত চিকি° ২৯ অ°)

চরকসংহিতায় চিকিৎসিতস্থানের প্রথমাধ্যায়ে সোমলতার বিবরণ লিখিত আছে। বাহুল্যভয়ে তাহা এই স্থলে লিখিত হইল না। যথাবিধানে সোমরসায়ন সেবন করিলে দেবগণের ন্যায় ক্ষমতা এবং দশ সহস্র বৎসর পরমায়ু হয়। পুণ্যবান্ ব্যক্তিরা ইঁহার প্রভাব সহ্য করিতে পারেন।

চন্দ্রের তিথি অনুসারে সোমের বিকাশ দৃষ্টে ঋষিগণ চন্দ্র বা সোমকেই সোমলতার অধিদেবতা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

তৈত্তিরীয়-সংহিতা (২।৩।৫।১) হইতে জানা যায় যে, প্রজাপতি তাঁহার তেত্রিশটি কন্যাকেই রাজা সোমের হাতে সম্প্রদান করিয়া ছিলেন। সোম কিন্তু সকল পত্নীকে সমান ভাবে দেখিতে পারেন নাই। ভগিনী সপত্নী হইলে সপত্নীর জ্বালা আরও দুঃসহ হইয়া থাকে, তাই সোমের অন্যান্য পত্নীগণ স্বামিগৃহ ত্যাগ করিয়া পিতা প্রজাপতির গৃহে প্রত্যাগমন করেন। শ্বশুরের কোপভাজন হইতে সোমের সাহসে কুলাইল না। কুপিতাদিগের কোপ প্রশমন এবং মান ভঞ্জনের জন্য তিনিও তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিলেন এবং প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য তাঁহাদিগকে অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। কিন্তু সহজে কার্য্যসিদ্ধি হইল না। তাঁহার তাঁহাকে দিয়া এইরূপ অঙ্গীকার করাইয়া লইলেন যে, সকল পত্নীর সঙ্গে তিনি সমান ব্যবহার করিবেন। গৃহে আসিয়া রাজা সোম কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না। এই অপরাধে তাঁহাকে ক্ষয়রোগগ্রস্ত হইতে হয়।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (২।৩।১০।১) সোম সম্বন্ধে অন্য প্রকারের উপাখ্যানও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রজাপতি ইঁহাকে সৃষ্টি করিয়া পরে বেদত্রয় সৃষ্টি করেন। সোম এই তিন খানা গ্রন্থই হাতে তুলিয়া লয়েন। এদিকে সীতা সাবিত্রী তাঁহাকে ভাল বাসিতেন, কিন্তু তাঁহার প্রণয়ের স্রোত শ্রদ্ধার প্রতিই অবিচলিত ভাবে প্রবাহিত হইত। ক্ষুণ্ণা হইয়া সীতা প্রজাপতির নিকট গমন করিলেন ও তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া আপনার দুঃখকাহিনী নিবেদন করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। পিতা অনুমতি প্রদান করিলে সীতা বলিলেন যে, তিনি সোমকে ভাল বাসেন, কিন্তু সোম তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া শ্রদ্ধার প্রতিই সমধিক আসক্ত। তখন প্রজাপতি একটা সোপান প্রস্তুত করিয়া মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক তাহাতে 'আকর্ষণী শক্তি প্রদান এবং তাহা কন্যার ললাটদেশে অবলেপন করেন। এই ভাবে স্বামীর মন ভুলাইবার শক্তি সংগ্রহ করিয়া সীতা যখন সোমের সমীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তখন সোম তাঁহাকে সোহাগে ও আদরে নিকটে ডাকিয়া লইলেন। তখন স্বামি-সোহাগিনী স্বামীর সঙ্গসুখ যাচ্ঞা ও তাঁহার হাতে কি আছে, তাহা জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সোম তখন এতই প্রেমবিহ্বল যে, পত্নীর প্রার্থনা পূরণ করিতে তিনি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না বরং তিনটি বেদই তাঁহার হাতে প্রদান করিলেন। এই জন্যই স্ত্রীলোকেরা আলিঙ্গনাদির মূল্যস্বরূপ সর্ব্বদাই কোনও না কোনও জিনিষ প্রার্থনা করিয়া থাকে। [চন্দ্র দেখ।)

সোমক (পুং) ১ সোমরোগ। (নিদান) সোম স্বার্থে কন্। ২ সোমশব্দার্থ। ৩ শ্রীকৃষ্ণের পুত্রভেদ। (ভাগ° ১০।৬১।১৪) ৪ রাজা সহদেবের পুত্র। ইনি রাজা সাহদেব্য নামেও প্রসিদ্ধ ছিলেন। (ঋক্ ৪।১৫।৯) ৫ দেশভেদ ও তদ্দেশবাসী। ৬ সোমকদেশের রাজা, ইনি সোমশূর নামেও পরিচিত ছিলেন।

সোমকত্ব (ক্লী) সোমকের ভাব। (হরিবংশ)

সোমকর্ম্মন্ (ক্লী) সোমপ্রস্তুতরূপ কার্য্য। (নিরুক্ত ৫।১২)

সোমকন্যা (স্ত্রী) সোমের কন্যা। (ভারত অনু°)

সোমকল[শ]স (পুং) সোমরসপূর্ণ কলস।

সোমকল্প (পুং) সোম ঈষদসমাপ্ত্যর্থে কল্পচ্। ১ সোমসদৃশ, সোমতুল্য। একবিংশ কল্পভেদ।

সোমকবি (পুং) একজন প্রাচীন কবি।

সোমকান্ত (পুং) ১ সোমস্য কান্তঃ। চন্দ্রকান্তমণি। ২ রাজভেদ।

সোমকাম (ত্রি) সোমঃ কামো যস্য। ১ সোমকামী। (পুং) ২ সোমবিষয়াভিলাষ, সোমরসপানের ইচ্ছা।

"সোমকামং ত্বাহুরয়ং সুতঃ" (ঋক্ ১।১০৪।৯)

'সোমকামং সোমবিষয়াভিলাষং' (সায়ণ)

সোমকীর্ত্তি (পুং) ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রবিশেষ। (ভারত আদিপ°)

সোমকুল্যা (স্ত্রী) নদীবিশেষ। মার্কণ্ডেয়পুরাণের মতে এই নদী মহেন্দ্রপর্ব্বত হইতে বহির্গত হইয়াছে।

"পিতৃসোমর্ষিকুল্যা চ ইক্ষুকা ত্রিদিবা চ যা।

লাঙ্গলিনী বংশকরা মহেন্দ্রপ্রভবাঃ স্মৃতাঃ॥" (মার্কপু° ৫৭।২৮)

সোমকেশ্বর (পুং) ১ সোমকদেশাধিপতি। (কথাসরিৎসা° ৪৯।৬৮) ২ ভরদ্বাজশিষ্য, রাজর্ষিভেদ। (বামনপু°)

সোমক্রতু (পুং) সোমযাগ।

সোমক্রয়ণ (ত্রি) যদ্দ্বারা সোমলতা ক্রয়করা যায়। (শুক্লযজু° ৪।২৭)

সোমক্ষয় (পুং) সোমস্য চন্দ্রস্য ক্ষয়ো যত্র। অমাবস্যা, এই দিনে সম্পূর্ণরূপে চন্দ্রের ক্ষয় হয় বলিয়া ইহার এই নাম হইয়াছে। (ভারত)

সোমক্ষীরা (স্ত্রী) সোমবল্লী, সোমরাজী। (রাজনি°)

সোমখণ্ডা (স্ত্রী) সোমরাজী। (বৈদ্যকনি°)

সোমগন্ধক (ক্লী) রক্তোৎপল, রক্তপদ্ম। (বৈদ্যকনি°)

সোমগর্ভ (পুং) সোম অমৃতং তদ্বৎ মোক্ষো গর্ভে যস্য। বিষ্ণু।

সোমগা (স্ত্রী) সোমরাজী। (বৈদ্যকনি°)

সোমগিরি (পুং) ১ পর্ব্বতবিশেষ। (ভারত) ২ সুমেরুস্থ চির-প্রতিফলিত চন্দ্রালোক (Aurora Borialis) ৩ আচার্য্যভেদ। ইনি বিল্বমঙ্গলের গুরু।

সোমগৃষ্টিকা (স্ত্রী) কুষ্মাণ্ডলতা, কুমড়াশাক। (বৈদ্যকনি°)

সোমগোপা (পুং) অগ্নি। (ঋক্ ১০।৪৫।৫)

সোমগ্রহ (পুং) সোম এব গ্রহঃ। চন্দ্রগ্রহ। ২ অশ্বদিগের গ্রহ-বিশেষ। অশ্বগণ এই গ্রহ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে কম্পিত হইতে থাকে। অল্প পরিমাণে ভোজন করে, অঙ্গসকল শীতল এবং গাত্র প্রসারণ করিয়া শয়ন করে।

সোমগ্রহণ (ক্লী) সোমস্য গ্রহণং। চন্দ্রগ্রহণ।

সোমঘৃত (ক্লী) ঘৃতৌষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—গব্য ঘৃত ৪ সের, কল্কার্থ শ্বেতসর্ষপ, বচ, ব্রাহ্মীশাক, চোরকাচকি, পুনর্ণবা, ক্ষীরকাকলা, কুড়, যষ্টিমধু, কটকী, দ্রাক্ষা, গাম্ভারীফল, পরুষফল, শ্যামালতা, অনন্তমূল, হরিদ্রা, আকনাদি, গুড়ত্বক, দেবদারু, সচল লবণ, মঞ্জিষ্ঠা, ত্রিফলা, প্রিয়ঙ্গু, বাসকপুষ্প ও গেরিমাটী মিলিত ১ সের। ঘৃতপাকের বিধানানুসারে পাক করিতে হইবে। এই ঘৃত স্ত্রীদিগের গর্ভসঞ্চার হইলে দ্বিতীয় মাস হইতে আরম্ভ করিয়া ৬ মাস পর্য্যন্ত সেবন করাইতে হয়। ইহা সেবনে গর্ভের সমস্ত দোষ নিরাকৃত হইয়া বলবীর্য্যাদিসম্পন্ন সুন্দর পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। ইহা ভিন্ন সকল প্রকার যোনিরোগ প্রশমিত হয়। পুরুষগণ ইহা সেবন করিলে তাহাদের সকল প্রকার রেতোদোষ প্রশমিত হয়।

(ভৈষজ্যরত্না° স্ত্রীরোগাধি°)

অন্যবিধ প্রস্তুত প্রণালী—জীববৎসা একবর্ণা গাভীর ঘৃত ৮ সের, কাথার্থ রাইসরিষা, বচ, ব্রাহ্মীশাক, বেড়েলা, পুনর্ণবা, শুক্ল ভূমিকুষ্মাণ্ড, ত্রিফলা, কুড়, কটকী, অনন্তমূল, শ্যামালতা, যষ্টিমধু চোরহুলী, জাতীপুষ্প, বসাকপুষ্প, মঞ্জিষ্ঠা, দেবদারু, শুঁঠ, পিপুল, ভীমরাজ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বৃদ্ধদারক, হুড়হুড়িয়া, দশমূল, অপাঙ, অশ্বগন্ধা ও শতমূলী এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২ পল। জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। যথাবিধানে এই ঘৃত পাক করিবে। ইহাতে সকল প্রকার স্ত্রীরোগ প্রশমিত হয়। (সারকৌ°)

সোমচক্ষস্ (ত্রি) সোমরস ছাঁকা। (তৈত্তিরীয়স° ২।২।১২।৪)

সোমচন্দ্রগণি, বৃত্তরত্নাকরটীকারচয়িতা জনৈক জৈনপণ্ডিত।

সোমচমস (পুং) সোমপানপাত্রভেদ। (পর্ব্বতবিংশব্রা° ১৮।২।১০)

সোমজ (ক্লী) সোমবৎ জায়তে ইতি জন-ড। ১ দুগ্ধ। (হেম) (ত্রি) ২ চন্দ্র হইতে উৎপন্ন, সোমজাত।

সোমজম্ভন্ (ত্রি) সোমমিব জম্ভোহস্য বা সোমং ভক্ষ্যং যস্য। ১ সোমের ন্যায় দণ্ড যাহার বা সোম যাহার ভক্ষ্য। (পা ৫।৪।১২৫)

সোমজা (ত্রি) সোম হইতে উৎপন্ন। (অথর্ব্ব° ৪।৩।৭)

সোমজামি (ত্রি) সোমবন্ধু। "বৃহস্পতির্বৃষভঃ সোমজাময়ঃ" (ঋক্ ১০।৯২।১০) 'সোমজাময়ঃ সোমবান্ধবঃ' (সায়ণ)

সোমজুষ্ট (ত্রি) সোমেন জুষ্টঃ। সোমদেব কর্ত্তৃক সেবিত।

"সোমজুষ্টং ব্রহ্মজুষ্টমর্য্যম্ণা সংভৃতং ভগং" (অথর্ব্ব ২।৩।২)

'সোমজুষ্টং সোমদেবেন সেবিতং' (সায়ণ)

সোমতিলকসূরি, জনৈক জৈনসূরি। ইনি লঘুপণ্ডিতকৃত ত্রিপুরা-স্তোত্রের টীকা এবং লঘুস্তব ও তাহার টীকা প্রণয়ন করেন।

সোমতীর্থ (ক্লী) সোমেন কৃতং তীর্থং। তীর্থবিশেষ, প্রভাস-তীর্থ। ভগবান্ সোম এই স্থানে তপশ্চরণ করিয়াছিলেন, এই জন্য ইহার নাম সোমতীর্থ হইয়াছে। বরাহপুরাণে সৌকরব-তীর্থমাহাত্ম্য নামাধ্যায়ে এই তীর্থের বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা এই স্থলে লিখিত হইল না। যিনি এই তীর্থে স্নানদানাদি করেন, তাঁহার সকল অভিলাষ সিদ্ধ হয় এবং তিনি মুক্তিলাভ করেন। মহাভারতে লিখিত আছে যে, সোমতীর্থে স্নান করিলে রাজসূয়যজ্ঞের ফল লাভ হয়।

"ততো জয়ন্ত্যাং রাজেন্দ্র সোমতীর্থং সমাবিশেৎ।
স্নাত্বা ফলমবাপ্নোতি রাজসূয়স্য মানবঃ॥"

(ভারত ৩।৮৩।১৯)

এই স্থান বর্ত্তমান কণাড়া উপকূলের বিদুর বা পিণ্ডপুরী নামক স্থানের নিকটে অবস্থিত।

সোমত্ব (ক্লী) সোমস্য ভাবঃ ত্ব। সোমের ভাব বা ধর্ম্ম।

সোমদত্ত (পুং) ১ মহাভারতোক্ত রাজভেদ। (ভারত) ২ জনৈক ধর্ম্মশাস্ত্ররচয়িতা। হেমাদ্রিরচিত পরিশেষখণ্ডে ইহার উল্লেখ আছে।

সোমদত্তি (পুং) সোমদত্তের পুত্র। (ভারত)

সোমদর্শন (পুং) ১ যক্ষভেদ। ২ সৌম্যদর্শন।

সোমদা (স্ত্রী) ১ গন্ধর্বী। ২ গন্ধর্ব্বীবিশেষ। সোমদায়িনা।

সোমদেব (পুং) সোম এব দেবঃ। চন্দ্রদেব, ভগবান্ চন্দ্র।

সোমদেবত (ত্রি) সোমো দেবতা অস্য অণ্। সোমদেবতাযুক্ত, যাহার দেবতা সোম। ২ সোমদেবতাক নক্ষত্র, মৃগশিরা নক্ষত্র, এই নক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সোম।

সোমদেবত্য (ত্রি) সোমদেবত, সোমদেবতাযুক্ত।

সোমদৈবত (ত্রি) যাহার দেবতা সোম। মৃগশিরা নক্ষত্র।

সোমধান (ত্রি) সোমের নিধানভূত, সোমের আধানস্থান, যাহাতে সোম থাকে। "ইন্দ্রাবিষ্ণুকলশা সোমধানা" (ঋক্ ৬।৬৯।২) 'সোমধানা সোমস্য নিধানভূতৌ কলশৌ চ স্যাতাং' (সায়ণ)

সোমধারা (স্ত্রী) সোমস্য ধারেব। আকাশ। (ত্রিকা°)

সোমধেয় (পুং) জনপদবিশেষ। (ভারত)

সোমন্ (পুং) ষু প্রেরণে (নামন্সীমন্ব্যোমনিতি। উণ্

৪।১৫০) ইতি মনিন্। ১ যজ্ঞদ্রব্য। ২ চন্দ্র। 'সোমা চন্দ্রো যজ্ঞদ্রব্যঞ্চ' (উজ্জ্বল)

সোমনন্দীশ্বর (পুং) শিবলিঙ্গবিশেষ।

সোমনাথ (দেওপত্তন, প্রভাসপত্তন ও বেরবলপত্তন নামেও খ্যাত) বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অধীন কাঠিয়াবাড়ের অন্তর্গত জুনাগড়-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রাচীন নগর। ইহা কাঠিয়াবাড় উপদ্বীপের দক্ষিণ উপসাগরোপকূলে অক্ষা° ২২°৪´ উত্তরে ও দ্রাঘি° ৭১° ২৬´ পূর্ব্বে অবস্থিত। এই উপসাগরের উপকূলরেখার পশ্চিমতম প্রান্তে বেরাবল বন্দর। এই বন্দরের নামানুসারে এই স্থানটি সাধারণতঃ বেরাবলপত্তন বলিয়াই পরিচিত। সাগরকূলে, এই দুই সহর হইতে প্রায় সমদূরে যে একটি বিশাল ও উচ্চ মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই ইতিহাসবিশ্রুত সোমনাথের মন্দির। এই মন্দিরে ভগবান্ শিবের (সোমনাথের) লিঙ্গমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহার কয়েক গজ পশ্চাতে ভাটকুণ্ড নামক একটি জলাশয় আছে। প্রবাদ এইরূপ যে, শ্রীকৃষ্ণ ইহারই জলে তনুত্যাগ করিয়াছিলেন। আরও পশ্চাতে গিরি নামক পার্ব্বত্য জেলা অবস্থিত। গিরনার নামধেয় পবিত্র শৈলটি মন্দির হইতে কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী। সোমনাথের প্রতিধূলিকণার সঙ্গে ইহার চতুষ্পার্শ্ব-বর্ত্তী সকল স্থানের সঙ্গেই শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতি বিজড়িত রহিয়াছে, তবে ইহাদের মধ্যে সোমনাথ সহরের পূর্ব্ববর্ত্তী একটি স্থানকেই লোকে সমধিক শ্রদ্ধা ও ভক্তির চক্ষুতে দেখিয়া থাকে। তিনটি সুন্দর জলধারার সঙ্গমস্থলের সমীপবর্ত্তী এই স্থানকে লক্ষ্য করিয়া লোকে বলিয়া থাকে যে, কৃষ্ণের দেহ এই স্থানে ভস্মীভূত হইয়াছিল।

সোমনাথে আসিলে মন বড়ই নিরানন্দ ও অপ্রফুল্ল হইয়া পড়ে। ইহা যেন কেবলই সমাধিক্ষেত্র ও ধ্বংসাবশেষে পর্য্যবসিত। পশ্চিমের সমতল ক্ষেত্রটি মুসলমানকবরে সমাকীর্ণ; আর সহরের পূর্ব্ব ভাগটি হিন্দুর মন্দির ও স্মৃতিচিহ্নে পরিপূর্ণ। সমৃদ্ধির দিনে সুরক্ষিত করিবার জন্য ইহার দক্ষিণ প্রান্তে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ অপর প্রান্তত্রয়ে পর্ব্বতগাত্র কাটিয়া একটি খানা খনন করা হইয়াছিল। দুর্গটি প্রায় সমুদ্রের উপরেই প্রতিষ্ঠিত, জোয়ারের সময় ইহার পাদদেশ সাগরের জলে বিধৌত হইত। ইহা সমচতুর্ভুজ, প্রত্যেক প্রান্তের মধ্যস্থলে একটি করিয়া ফটক আছে।

সোমনাথ শিবের মন্দিরের জন্যই এই স্থান সমধিক প্রসিদ্ধ। হিন্দুগণের নিকট ইহা একটি পরম পবিত্র তীর্থস্থান। [মন্দির সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ মাহ্মুদ শব্দে দেখ]। এই মন্দির কোন সময়ে যে কে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি নিশ্চিতরূপে জানা যায় নাই। নগরপ্রতিষ্ঠাতার নাম এবং প্রতিষ্ঠার সময়ও সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্বে এই অঞ্চলের যে কি অবস্থা ছিল, তাহা এখনও নির্ণীত হয় নাই। অষ্টম হইতে একাদশ শতাব্দীতে মাহ্মুদের আক্রমণের পূর্ব্ব পর্য্যন্তও এই প্রদেশের ইতিহাস একেবারেই নীরব মাত্র ইহাই শুনিতে পাওয়া যায় যে, অষ্টম শতাব্দীতে কাঠিয়াবাড়ের এই অঞ্চলে চাবড় নামক এক রাজপুত রাজবংশ রাজত্ব করিতেন, ইহারা চালুক্য বা সোলাকি রাজপুতগণের অধীন ছিলেন। ইহার পরে মাহ্মুদ সোমনাথ জয় ও বিধ্বস্ত করিয়া প্রভূত ধনরত্ন লাভ করেন। [মাহ্মুদ শব্দ দেখ]। মূর্ত্তিটি বহুমূল্য প্রস্তরে নির্ম্মিত হইয়াছিল। বিধ্বস্ত করিবার পরে অধিকাংশ প্রস্তরখণ্ডই গজনীর জামি-মস্‌জিদের কাজে লাগান হইয়াছিল। গজনীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় তিনি এতদ্দেশে দেবশর্ম্মা নামক একজন ব্রাহ্মণকে শাসনকর্ত্তা নিয়োগ করিয়া যান। চৌলুক্যপতি দুর্লভরাজ তাঁহাকে তাড়াইয়া সোমনাথ উদ্ধার করেন। ইহার পরে রাঠোরবংশোদ্ভব ভজন্‌বংশীয়গণ সোমনাথ অধিকার করেন। ইহাদের আমলে সোমনাথের নষ্ট গৌরব অনেক পরিমাণে উদ্ধার করা হইয়াছিল। কিন্তু ১৩০০ খৃষ্টাব্দে আবার আনগখাঁ শিকা সোমনাথ অধিকার করিয়া মুসলমানরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময় হইতে এখানে মুসলমানপ্রভুত্ব বলবৎ হইয়া উঠে। মোগলসাম্রাজ্য ধ্বংস হইবার পরে, বিভিন্ন সময়ে মাংগ্রোলের সেখগণ এবং পোরবন্দরের রাণাগণ সোমনাথে রাজত্ব করেন। অবশেষে জুনাগড়ের নবাব ইহা অধিকার করেন এবং তদবধি ইহা এই নবাববংশীয়দিগেরই শাসনাধীনে রহিয়াছে।

সোমনাথরস (পুং) প্রমেহরোগাধিকারের রসৌষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—পালিধার রসে শোধিত পারদ ২ তোলা, ও ইন্দুরকাণি পানার রসে শোধিত গন্ধক ২ তোলা, এই উভয়ে কজ্জলী করিয়া তাহার সহিত লৌহ ৮ তোলা মিশ্রিত করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িবে, পরে উহার সহিত অভ্র, বঙ্গ, রূপা, খর্পর, স্বর্ণমাক্ষিক ও স্বর্ণ প্রত্যেকে ১ তোলা মিশাইয়া ঘৃতকুমারী ও থুলকুড়ীর রসে ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান মধু, এই ঔষধ সেবনে সকল প্রকার সোমরোগ এবং সুদারুণ বিংশতি প্রকার প্রমেহ ও মূত্রাকৃত আশু প্রশমিত হয়। প্রমেহ ও সোমাধিকারে এই ঔষধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ। (ভৈষজ্যরত্না° প্রমেহরোগাধি°)

সোমনেত্র (ত্রি) ১ চন্দ্রের ন্যায় নেত্রযুক্ত।

সোমপ (পুং) সোমং পিবতীতি পা-ক। যাগে পীতসোমলতারস, যিনি যজ্ঞ করিয়া সোমরস পান করিয়াছেন, পর্য্যায়—সোমপীতি, সোমপা। (অমরটীকা)

"ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।" (গীতা ৯।২০)

সোমপতি (পুং) সকল সোমপালক ইন্দ্র।
"অথাবহ সোমপতিং" (ঋক্ ১।৭৬।৩)
'সোমপতিং সর্ব্বেষাং সোমানাং পালকং' (সায়ণ)

সোমপত্র (পুং) সোমস্য পত্রমিব পত্রমস্য। তৃণবিশেষ, চলিত উলুখড়।
'দর্ভঃ পুরশ্ছদঃ শপ্তঃ সোমপত্রঃ পরাৎপ্রিয়ঃ।' (শব্দচ°)

সোমপত্নী (স্ত্রী) সোমস্য পত্নী। চন্দ্রপত্নী।

সোমপদ (পুং) তীর্থবিশেষ। (ভারত বনপ°)

সোমপরিবাধ্ (ত্রি) সোমের চারিদিকে বাধক অর্থাৎ যাগরহিত, সোম না হইলে যজ্ঞ হয় না, যিনি যজ্ঞহীন, তাহারই সোমের বাধা হয়। "মানঃ সোমপরিবাধো মারাতয়ঃ" (ঋক্ ১।৪৩।৮) 'সোমপরিবাধঃ সোমস্য পরিতো বাধকাঃ যাগরহিতাঃ, সোমং পরিবাধতে যে তে, ক্বিপ্' (সায়ণ)

সোমপর্ব্বন্ (ক্লী) সোমরসপানরূপং পর্ব্ব। সোমরসপানরূপ, সোমরসরূপ। "অব্ধসো বিশ্বেভিঃ সোমপর্ব্বভিঃ" (ঋক্ ১।৯।১) 'সোমপর্ব্বভিঃ সোমরসরূপৈঃ' (সায়ণ)

সোমপা (পুং) সোমং পিবতীতি পা-ক্বিপ্। ১ যজ্ঞে সোমলতা-রসপানকর্ত্তা, যজ্ঞে সোমপায়ী, (ত্রি) ২ সোমরসপানশীল।
"তৎশ্রদ্ধয়াক্রান্তমতিঃ পিতৃদেবব্রতঃ পুমান্।
গত্বা চান্দ্রমসং লোকং সোমপাঃ পুনরেষ্যতি ॥" (ভাগ° ৩৩২।৩)

সোমপাত্র (ক্লী) সোমস্য পাত্রং। সোমপানপাত্র, যে পাত্রে করিয়া সোমপান করা হয়।

সোমপান (ক্লী) সোমস্য পানং। সোমরস পান। যজ্ঞাবসানে সোমপান।

সোমপায়িন্ (ত্রি) সোমং পিবতি পা-ণিনি। সোম-পানকারী, যিনি সোমরস পান করেন।

সোমপাল (পুং) সোমরক্ষক। (ঐত° ব্রা°)

সোমপাবন (ত্রি)) সোমপানকারী, যিনি সোমরস পান করেন। "সোমপাঃ সোমপাব্নাং" (ঋক্ ১।৩০।১১) 'সোম-পাব্নাং সোমপাতৃণাং' (সায়ণ)

সোমপিৎসরু (ত্রি) যজমানের নিমিত্ত ভূমিখননকারী বা যজমানের পাপনাশকারী বা সোমপানপাত্র। "লাঙ্গলং পবীরবং সুশেবং সোমপিৎসরু" (শুক্লযজু° ১২।৭১) 'সোমপিৎ-সরু সোমং পিবতীতি সোমপা যজমানঃ তস্মিন্ সোমপি যজমান-নিমিত্তং ৎসরতি ভূমিং খনতীতি, যদ্বা সোমপি যজমানে ৎসরতি নাশয়তি পাপমিতি, যদ্বা সোমঃ পীয়তেঽনেনেতি সোমপিশ্চমসঃ তস্য ৎসরু নিষ্পাদকং' (মহীধর)

সোমপীতি (স্ত্রী) সোমস্য পীতিঃ পানং। সোমপান। "উরূচী সোমপীতয়ে" (ঋক্ ১।২।৩) 'সোমপীতয়ে সোমপানার্থং' (সায়ণ)

সোমপীতিন্ (পুং) সোমস্য পীতং পানমস্যাস্তীতি ইনি। সোমপ। (অমর) সোমপানকারী, সোমপায়িমাত্র।
"সৌকন্যমপি চাখ্যানং চ্যবনো যত্র ভার্গবঃ।
শর্য্যাতিযজ্ঞে নাসত্যৌ কৃতবান্ সোমপীতিনৌ ॥"
(ভারত ১।২।১৬৪)

এই শব্দের রূপান্তর সোমপীথিন্ বা সোমপীবিন্ এইরূপও দেখিতে পাওয়া যায়।

সোমপীথ (পুং) সোমস্য পীথঃ পানং। সোমপান।
"রাধঃ সোমপীথায় হর্ষতে" (ঋক্ ১।৫১।৭)
'সোমপীথায় সোমপানায়' (সায়ণ)

সোমপীথিন্ (ত্রি) সোমপ, সোমপানকারী।

সোমপুত্র (পুং) সোমস্য পুত্রঃ। ১ চন্দ্রের পুত্র বুধ।

সোমপুরুষ (পুং) সোমরক্ষক পুরুষ।

সোমপুরোগব (ত্রি) যাহার অগ্রগামী সোম। "ব্রহ্মা সোম-পুরোগবঃ" (শুক্লযজু° ২৩।১৪) 'সোমপুরোগবঃ সোমপুরোগমঃ সোমঃ পুরোগমঃ অগ্রগামী যস্য সঃ সোমং পুরস্কৃত্য স্বর্গলোকং গচ্ছতি, সোমপুরোগমমেবৈনং স্বর্গং লোকং গময়তীতি' (মহীধর)

সোমপৃষ্ঠ (পুং) পর্ব্বতবিশেষ, সোমধৃত পৃষ্ঠ, যে সকল পর্ব্ব-তের উপরি ভাগে সোম আছে। "যে পর্ব্বতাঃ সোমপৃষ্ঠা আপ" (অথ° ৩।২১।১০) 'সোমপৃষ্ঠাঃ সোমঃ পৃষ্ঠে উপরি ভাগে যেষাং তাদৃশা যে পর্ব্বতাঃ' (সায়ণ)

সোমপেয় (ক্লী) সোমপান। "সোমপেয়ং সুখোরথঃ" (ঋক্ ১।১২০।১১) 'সোমপেয়ং সোমপানং' (সায়ণ)

সোমপ্রভ (ত্রি) চন্দ্রের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট।

সোমপ্রবাক (পুং) সোমযজ্ঞে স্তোতা। (সাংখ্যা° ব্রা°)

সোমবন্ধু (পুং) সোমো বন্ধুর্যস্য। ১ কুমুদ। (শব্দরত্না°) ২ সূর্য্য। ৩ বুধ। (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

সোমভক্ষ (পুং) সোমপান।

সোমভূ (পুং) সোমাৎ ভূরুৎপত্তির্যস্য। ১ জিনরাজভেদ। (হেম) ২ বুধগ্রহ। (ত্রি) ৩ সোমবংশোদ্ভব, সোম হইতে যাহার উৎপত্তি।

সোমভৃৎ (ত্রি) সোমাপনয়নকর্ত্তা। যজুর্ব্বেদে লিখিত আছে যে, শ্যেন নামক দেব সোমরাজের অনুচর হইয়া স্বর্গ হইতে সোম আহরণ করিয়া ছিলেন, তদবধি তিনি সোমভৃৎ নামে খ্যাত হন। "শ্যেনায় ত্বা সোমভৃতে বিষ্ণবে" (শুক্লযজু° ৫।১) 'সোমভৃতে শ্যেনোনাম দেবঃ সোমরাজানুচরঃ স্বর্গাৎ সোমাহর্ত্তা, শ্যেনরূপধারি-গায়ত্র্যধিষ্ঠাতা তস্মৈ,সোমানয়নকর্ত্রে, সা যদ্ গায়ত্রী শ্যেনো ভূত্বা দিবঃ সোমমাহরৎ' (মহীধর)

সোমভোজন (ক্লী) সোমস্য ভোজনং। সোমপান। (পুং) ২ গরুড়ের পুত্রভেদ। (ভারত)

সোমমদ (পুং) সোমমত্ত।

সোমময় (ত্রি) সোম স্বরূপে ময়ট্। সোমস্বরূপ। সোমরূপ।

সোমযজ্ঞ (পুং) সোমাত্মকো যজ্ঞঃ। সোমযাগ।

সোমযশস্ (পুং) রাজভেদ। (শত্রুঞ্জয়মা°)

সোমযাগ (পুং) সোমাত্মকো যাগঃ। সোমলতারসপানাঙ্গক ত্রৈবার্ষিক যজ্ঞবিশেষ। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে যে, এই যজ্ঞ করিতে হইলে, তিন বৎসর সময় লাগে, প্রথম বর্ষে সোমলতারসপান, দ্বিতীয় বর্ষে ফল এবং তৃতীয় বর্ষে জল পান করিয়া থাকিতে হয়। এই যজ্ঞ সকল পাপনাশক। যাহার এই তিন বৎসর স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত হইতে পারে, এইরূপ ধান্যাদি সম্পদ্ থাকে, তিনিই এই যজ্ঞের অধিকারী। এই যজ্ঞ সকলের সাধ্য নহে, যে হেতু এই যজ্ঞ বহুদক্ষিণ ও বহু অন্নসাধ্য।

"সোমযাগবিধানঞ্চ ব্রূহি মাং মুনিসত্তম।
কথং তং কারয়ামাস গুরুশ্চ কিং ফলং পরং॥
ব্রহ্মহত্যাপ্রশমনং সোমযাগফলং মুনে।
বর্ষং সোমলতাপানং যতমানঃ করোতি যঃ॥
বর্ষমেকং ফলং ভুঙ্‌ক্তে বর্ষমেকং জলং মুদা।
ত্রৈবার্ষিকমিদং যাগং সর্ব্বপাপপ্রণাশনং॥
যস্য ত্রৈবার্ষিকং ধান্যং নিহিতং ভূতিবৃদ্ধয়ে।
অধিকং বাপি বিদ্যেত স সোমং পাতুমর্হতি॥
মহারাজশ্চ দেবো বা যাগং কর্ত্তুমলং মুনে।
ন সর্ব্বসাধ্যযজ্ঞোঽয়ং বহ্বন্নো বহুদক্ষিণঃ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজ° ৬০।৫৪-৫৮)

সোমযাজিন্ (পুং) সোমেন যজতে ইতি যজ-ণিনি। সোমযাগ-কর্ত্তা, যিনি সোম যজ্ঞ করেন।

সোমযোগ (পুং) সোমমিশ্রণ, সোমসংযোগ।

সোমযোনি (ক্লী) সোমো যোনির্যস্য। চন্দনবিশেষ।
"সুশীতলং চন্দনং যৎ তৈলপর্ণিকমুচ্যতে।
উভৌ তৌ তস্য পর্য্যায়ৌ সোমযোনিঃ শিলোদ্ভবঃ॥"(শব্দচন্দ্রিকা)

সোমরক্ষ (ত্রি) সোমরক্ষাকারী।

সোমরক্ষি (ত্রি) সোমরসরক্ষক।

সোমরভস (ত্রি) সোমাভিষবার্থ অত্যন্ত বেগ, যজ্ঞীয় সোম-পানের জন্য অতিশয় বেগ। "বায়োশ্চিদা সোমরভস্তরেভ্যঃ" (ঋক্ ১০।৭৬।৫) 'সোমরভস্তরেভ্যঃ সোমাভিষবার্থেনাত্যন্তেন বেগেন যুক্তেভ্যঃ' (সায়ণ)

সোমরাজ (পুং) সোমশ্চাসৌ রাজা চ। সোমই রাজা।
"মনোবাগ্‌বৃত্তিভিঃ সৌম্যৈর্গুণৈঃ সংরঞ্জয়ন্ প্রজাঃ"
(ভাগবত ৪।২২।৫৬)

সোমরাজন্ (পুং) ১ সোমনামক রাজা। (ত্রি) ২ সোম রাজা অর্থাৎ স্বামী যাহার, সোমস্বামিযুক্ত।
"যা ওষধীঃ সোমরাজ্ঞীর্বহ্বীঃ শতবিচক্ষণাঃ।" (ঋক্ ১০।৯৭।১৮)
'সোমরাজ্ঞীঃ সোমো রাজা স্বামী যাসাং তাঃ' (সায়ণ)

সোমরাজসুত (পুং) সোম এব রাজা, সোমরাজশ্চন্দ্রঃ তস্য সুতঃ চন্দ্রতনয়, বুধ।
"সাপি তং চকমে সুভ্রূঃ সোমরাজসুতং পতিং।"(ভাগবত ৯।১।৩৫)

সোমরাজিকা (স্ত্রী) সোমরাজী এব স্বার্থে কন্ টাপ্। সোমরাজী। (শব্দচ°)

সোমরাজিন্ (পুং) সোমেন সোমবদ্বা রাজতে ইতি রাজ-ণিনি। ওষধিবিশেষ, চলিত সোমরাজ বা হাকুচ। (Vernonia anthelmintica ?) হিন্দী বুক্‌চে কানিয়ে জিয়োরিত, মহারাষ্ট্র বাউচী, কলিঙ্গ বাউচিগে, তৈলঙ্গ তিপ্পতোগে, নেলবয়লিয়ে, বম্বে কালীজীরা। পর্য্যায়—অবল্গুজ, সুবল্লি, সোমবল্লিকা, কাল-মেষী, কৃষ্ণফলা, বাকুচী, পূতিফণী, সোমরাজী, সুবল্লী, সোমবল্লী, কালমেশী, সোমবল্লি, বাগুজী, বাকুজী, কালমেষিকা, সোমরাজিকা। (শব্দরত্না°) গুণ—বাত, কফ, কুষ্ঠ ও ত্বগ্‌দোষ-নাশক। (রাজবল্লভ)

ভাবপ্রকাশমতে গুণ—মধুর, তিক্ত, কটু পাক, রসায়ন, বিষ্টম্ভনাশক, শীতল, রুচিকর, শ্লেষ্ম, অস্র ও পিত্তনাশক, রুক্ষ, হৃদ্য, শ্বাস, কুষ্ঠ, মেহ, জ্বর ও কৃমিনাশক।

ফল—পিত্তবর্দ্ধক, কুষ্ঠ, কফ ও বায়ুনাশক, কটু, কেশ-বর্দ্ধক, কৃমি, শ্বাস, কাস, শোথ, আম ও পাণ্ডুনাশক। (ভাবপ্র°)

সোমরাজী (স্ত্রী) সোমেন রাজতে ইতি রাজ দীপ্তৌ অচ্, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। বাকুচী। (ভারত) ২ ছন্দোবিশেষ। এই ছন্দের প্রতি চরণে ৬টী করিয়া অক্ষর থাকিবে। ২, ৩, ৫, ৬ বর্ণ গুরু এবং তদ্ভিন্ন বর্ণ লঘু। লক্ষণ—
"হরে সোমরাজীসমা তে যশঃশ্রীঃ
জগন্মণ্ডলস্য চ্ছিনত্ত্যন্ধকারং॥" (ছন্দোম°) ৩ চন্দ্রশ্রেণী।

সোমরাজীতৈল (ক্লী) কুষ্ঠরোগাধিকারোক্ত তৈলৌষধবিশেষ।

প্রস্তুতপ্রণালী—কটুতৈল ৪ সের, জল ১৬ সের। কাথার্থ সোমরাজীবীজ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্বেতসর্ষপ, কুড়, ডহর-করঞ্জের ছাল বা বীজ, চাকুন্দে বীজ, সোদাল পত্র মিলিত এক সের। তৈলপাকের বিধানানুসারে এই তৈলও পাক করিতে হয়। এই তৈল মর্দ্দন করিলে অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠ, বাতরক্ত, নীলিকা, পিড়কা, ব্যঙ্গা প্রভৃতি চর্ম্মরোগ আশু প্রশমিত হয়।

বৃহৎসোমরাজী তৈল প্রস্তুতপ্রণালী—সর্ষপতৈল চারিসের,

কাথার্থ সোমরাজীবীজ ১২।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, গোমুত্র ১৬ সের। কল্কার্থ চিতামূল, ঈশালাঙ্গলা, শুঁঠ, কুড়, হরিদ্রা, ডহরকরঞ্জবীজ, হরিতাল, মনছাল, হাফরমালী, আকন্দমূল, করবীমূল, ছাতিমমূলের ছাল, গোময়, খদিরকাষ্ঠ, নিম্বপত্র, মরিচ, কালকাসন্দা এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে দুই তোলা। তৈলপাকের বিধানানুসারে এই তৈল পাক করিতে হয়। এই তৈল মর্দন করিলে সকল প্রকার কুষ্ঠ, দুষ্ট ব্রণ, দদ্রু, গাত্রবৈবর্ণ, পাণ্ডু ও বিসর্পাদি যে কোন চর্ম্মরোগ হউক না কেন, আশু প্রশমিত হয় এবং ইহাতে বিশীর্ণ চর্ম্মমাংসাদি দৃঢ় হয়। কুষ্ঠরোগাধিকারে ইহা একটী শ্রেষ্ঠ তৈল। (ভৈষজ্যরত্না° কুষ্ঠরোগাধি°)

সোমরাজ্য (ক্লী) চন্দ্রলোক।

সোমরাত (পুং) মুনিবিশেষ। শকুন্তলায় ইহার নামোল্লেখ আছে।

সোমরাষ্ট্র (ক্লী) জনপদবিশেষ।

সোমরোগ (পুং) সোমনামকো রোগঃ। স্ত্রীরোগবিশেষ, স্ত্রীদিগের মূত্রাতীসার রোগ, স্ত্রীদিগের বহুমূত্র রোগ। বৈদ্যকশাস্ত্রে এই রোগের পূর্ব্বরূপ নিদান ও চিকিৎসাদির বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, সংক্ষিপ্ত ভাবে ইহা লিখিত হইল। লক্ষণ—

"স্ত্রীণামতিপ্রসঙ্গেন শোকাচ্চাপি শ্রমাদপি।
আভিচারিকযোগাদ্বা গরযোগাত্তথৈব চ॥
আপঃ সর্ব্বশরীরস্থাঃ ক্ষুভ্যন্তি প্রস্রবন্তি চ।
তস্যাস্তাঃ প্রচ্যুতাঃ স্থানান্মূত্রমার্গং ব্রজন্তি হি॥
প্রসন্না বিমলাঃ শীতা নির্গন্ধা নিরুজাঃ সিতাঃ।
স্রবন্তি চাতিমাত্রতাঃ সা ন শক্নোতি দুর্ব্বলা॥
বেগং ধারয়িতুং তাসাং ন বিন্দতি সুখং ক্বচিৎ।
শিরঃ শিথিলতা তন্দ্রা মুখং তালু চ শুষ্যতি॥
মূর্চ্ছা জৃম্ভা প্রলাপশ্চ ত্বগ্রুক্ষা চাতিমাত্রতঃ।
ভক্ষৈর্ভোজ্যৈশ্চ পেয়ৈশ্চ ন তৃপ্তিং লভতে সদা॥
সন্ধারণাচ্ছরীরস্ত তাঃ আপঃ সোমসংজ্ঞিতাঃ।
ততঃ সোমক্ষয়াৎ স্ত্রীণাং সোমরোগ ইতি স্মৃতঃ॥"

(নিদান—সোমরোগাধি°)

অতিরিক্ত পুরুষসংসর্গ, শোক, পরিশ্রম, অভিচার এবং গরদোষ এই সকল কারণে স্ত্রীদিগের সর্ব্বশরীরগত জলীয় ধাতু আলোড়িত ও স্বস্থানচ্যুত হইয়া মূত্রস্রোতঃ দ্বারা স্রাবিত হইয়া থাকে। এই সোমরোগে মূত্রমার্গ দ্বারা স্বচ্ছ, নির্ম্মল, বেদনাহীন, নির্গন্ধ, অথচ শীতল শ্বেতবর্ণ স্রাব হয়। ইহাতে রোগিণী অসহনশীলা ও বলহীনা হয়। বেগ ধারণ করিতে সমর্থ হয় না, এবং মস্তকের শিথিলতা, মুখ ও তালুর শুষ্কতা, মূর্চ্ছা, জৃম্ভা, প্রলাপ ও চর্ম্মের অত্যন্ত রুক্ষতা হয়, আহার্য্য বা পানীয় কোন দ্রব্যেই তৃপ্তি বোধ হয় না। শরীর ধারণের প্রধান অবলম্বন সোম নামক যে ধাতু দেহে অবস্থিত থাকে, তাহার ক্ষয় হয় বলিয়া ইহাকে সোমরোগ কহে।

সোমরোগের সাধারণ নাম বহুমূত্ররোগ। পুরুষ বা স্ত্রী উভয়েরই এই রোগ হইয়া থাকে।

লক্ষণ—মিষ্ট দ্রব্য বা কফজনক দ্রব্যের অধিক ভোজন, অধিক স্ত্রীসঙ্গম, শোক, অতিরিক্ত পরিশ্রম, যোনিদোষসম্পন্না স্ত্রীর সহবাস, অধিক মদ্যপান, অতিনিদ্রা বা দিবানিদ্রা, অতিরিক্ত চিন্তা অথবা বিষদোষ প্রভৃতি কারণে সকল দেশস্থ জলীয় পদার্থ বিকৃত ও স্থানচ্যুত হইয়া মূত্রমার্গে উপস্থিত হয়। তখন ঐ জল মূত্ররূপে পরিণত হইয়া অধিক পরিমাণে নির্গত হইতে থাকে। নির্গমকালে কোনরূপ যাতনা থাকে না এবং মূত্র বেশ নির্ম্মল, শীতল, শুক্লবর্ণ ও গন্ধশূন্য হয়। এই রোগে দুর্ব্বলতা, গতিশক্তির হীনতা, স্ত্রীসহবাসে অক্ষমতা, সর্ব্বাঙ্গের বিশেষতঃ মস্তকের শিথিলতা, মুখ ও তালুশোষ, অত্যন্ত তৃষ্ণা, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। রোগের প্রবলাবস্থায় শরীর কৃশ, ঘর্ম্মনির্গম, অঙ্গে গন্ধ, কাস, অঙ্গের শিথিলতা, অরুচি, পীড়কা, পাণ্ডুবর্ণতা, শ্রান্তি, মূত্রের পীতবর্ণতা, মিষ্টাস্বাদ এবং হস্ত, পদ, জিহ্বা ও কর্ণে সন্তাপ এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

এই রোগে অতিশয় বলক্ষয় হইয়া প্রলাপ, মূর্চ্ছা বা পৃষ্ঠব্রণ প্রভৃতি দুরারোগ্য স্ফোটকাদি উপস্থিত হইলে রোগীর প্রাণনাশের সম্ভাবনা।

চিকিৎসা—সুপক্ক কদলীফল, (বিচাকলা) এবং আমলকীর রস, মধু ও চিনিসহযোগে সেবন করিলে সোমরোগ প্রশমিত হয়। মাষকলায়চূর্ণ, যষ্টিমধুচূর্ণ ও ভূমিকুষ্মাণ্ডচূর্ণ, মধু ও চিনির সহিত মিশাইয়া দুগ্ধ দ্বারা প্রাতঃকালে পান করিলে এই রোগ আশু প্রশমিত হয়। বেদনার সহিত মূত্রসহযোগে পুনঃ পুনঃ সোমস্রাব হইলে এলাচি ও তেজপত্র চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া বারুণী নামক সুরাপান করিবে। পেষিত আমলকীর মজ্জা মধু ও চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া জলের সহিত তিনদিন পান, এবং নাগকেশর তক্র দ্বারা পেষণ করিয়া খাইলে ও তক্র সহিত অন্ন ভোজন করিলে এই রোগ প্রশমিত হয়।

পাকা কাচকলা একটা, আমলকীর রস ১ তোলা, মধু ৪ মাষা, চিনি ৪ মাষা ও দুগ্ধ, এক পোয়া এই সকল দ্রব্য একত্র ভক্ষণ করিলে সোমরোগের উপশম হয়। পক্ক কদলীফল, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও শতমূলীর চূর্ণ সমান ভাগে একত্র করিয়া দুগ্ধের সহিত পান এবং প্রতিদিন মধুর সহিত আমলকীর রস বা যবক্ষারের সহিত বাসকের রস সেবন করিলে ইহা প্রশমিত হয়। কচিতাল বা খেজুরের মূল এবং কদলী দুগ্ধের সহিত প্রাতঃকালে ভক্ষণ

বা মাষকলায়চূর্ণ, যষ্টিমধু, ভূমিকুষ্মাণ্ড, চিনি ও মধু এই সমুদয় প্রাতে দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে এই রোগ আশু প্রশমিত হয়। ইহা ভিন্ন বৃহদ্ধাত্রীঘৃত, কদল্যাদিঘৃত হেমনাথরস, বসন্তকুসুমাকররস প্রভৃতি ঔষধ বিশেষ উপকারী।

(ভৈষজ্যরত্না° সোমরোগাধি°)

এই রোগে পথ্যাপথ্য—দিবাভাগে সূক্ষ্ম পুরাতন চাউলের অন্ন, মুগ, মসুর, ও ছোলার ডাউলের যূষ, ছাগ, হরিণ, কপোত ও কুক্কুটাদি পক্ষিমাংস, পটোল, ডুমুর, যজ্ঞডুমুর, থোড়, ঝিঙে, মোচা,কাঁচকলা, শজিনার শাক ও ডাটা প্রভৃতি তরকারী ভোজন কর্ত্তব্য। রাত্রিকালে গম বা যবের আটার রুটি,ঐ সমস্ত তরকারী এবং মাখম তোলা দুই পরিমাণে আহার করিবে। আমলকী, জাম, কেশুর, পক্বকদলী, পাতি বা কাগজী লেবু ও পুরাতন সুরা সেবন করিলে উপকার হয়। রুক্ষ ক্রিয়া, অশ্বযানে ও হস্তিপৃষ্ঠে ভ্রমণ, পর্য্যটন ও ব্যায়াম প্রভৃতি এই রোগে বিশেষ উপকারক। পীড়ার প্রবলাবস্থায় দিনে অন্ন বন্ধ করিয়া গম বা যবের আটার রুটি অথবা কেবল মাত্র মাখন তোলা দুই সেবন করিয়া থাকা আবশ্যক। এই রোগে গরম জল শীতল করিয়া পান করিতে হয় এবং ঐ রূপ জলেই সহ্যমত স্নান করা আবশ্যক।

নিষিদ্ধ কর্ম্ম—কফজনক ও গুরুপাক দ্রব্য ভোজন, জলাভূমিজাত মাংস, দধি, অধিক দুগ্ধ, মিষ্ট দ্রব্য ভোজন, কুষ্মাণ্ড, লাউশাক, কলায়ের দাউল ও লঙ্কার ঝাল ভোজন এবং অধিক জলপান, তীব্র সুরাপান, দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, অধিক নিদ্রা, মৈথুন ও আলস্য এই রোগে বিশেষ অনিষ্টকারক।

এই রোগ হইলে সাবধান হইয়া সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের উপদেশানুসারে চিকিৎসা করিবে। এই রোগ প্রায়ই নির্দ্দোষ হইয়া সারে না, কিছু দিনের জন্য যাপ্য হইয়া থাকে। এই রোগে কুপথ্য করিলে রোগী অচিরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

সোমলতা (স্ত্রী) সোম এব লতা। স্বনামখ্যাত লতা, দিব্যৌষধিবিশেষ। পর্য্যায়—সোমবল্লী, সোমা, ক্ষীরী, দ্বিজপ্রিয়া, মহাগুল্মা, যজ্ঞশ্রেষ্ঠা, ধনুলতা, সোমার্হা, গুল্মবল্লী, যজ্ঞবল্লী, সোমক্ষীরা, সোমা, যজ্ঞাহ্বা। গুণ—কটু, শীতল, মধুর, পিত্ত ও দাহনাশক, পবিত্র, যজ্ঞসাধন ও রসায়ন। (ভাবপ্র° রাজনি°) [সোমশব্দ দেখ] ২ গুড়ূচী। ৩ ব্রাহ্মীক্ষুপ। [রাজনি°]

সোমলতিকা (স্ত্রী) সোম লতেব ইবার্থে কন্। ১ সোমলতা। ২ গুড়ূচী। (রাজনি°)

সোমলদেবী (স্ত্রী) রাজমহিষীভেদ। (রাজতর° ৮।১৯।২৫)

সোমলোক (পুং) সোমস্য লোকঃ। চন্দ্রলোক, জীব মৃত্যুর পর স্বর্গাদি ভোগ করে, তৎপরে সোমলোকে গমন করিয়া সেই স্থান হইতে এই মর্ত্ত্যলোকে প্রত্যাবর্ত্তিত হয়।

সোমবংশ (পুং) সোমস্য বংশঃ উৎপত্তিস্থানত্বেনাস্ত্যস্য। ১ রাজা যুধিষ্ঠির। (ধরণি) সোমস্য বংশঃ। ২ সোমসন্তান, চন্দ্রবংশ, চন্দ্র হইতে যে বংশের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা সোমবংশ নামে খ্যাত। প্রায় প্রতি পুরাণেই চন্দ্র ও সূর্য্যবংশের বিবরণ বিবৃত হইয়াছে। [বিশেষ বিবরণ চন্দ্রবংশ শব্দে দেখ]

সোমবংশীয় (ত্রি) চন্দ্রবংশসম্বন্ধীয়। চন্দ্রবংশোদ্ভব।

সোমবংশ্য (ত্রি) সোমবংশ-যৎ। সোমবংশোদ্ভব, সোমবংশসম্বন্ধীয়।

সোমবতীতীর্থ (ক্লী) পুণ্যতীর্থবিশেষ।

সোমবৎ (ত্রি) সোম অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। সোমযুক্ত, সোমবিশিষ্ট। স্ত্রিয়াং টাপ্। সোমবতী, সোমযুক্ত। "সোমবত্যা বচস্যয়া" (ঋক্ ১০।১১৩।৮) 'সোমবত্যা সোমযুক্তয়া' (সায়ণ)

সোমবর্চ্চস্ (ত্রি) ১ সোমের ন্যায় তেজোবিশিষ্ট। (পুং) ২ বিশ্বেদেব নামক দেবতা। ৩ গন্ধর্ব্ববিশেষ।

সোমবল্ক (পুং) সোমস্যেব বল্কো যস্য। ১ শ্বেত খদির। (অমর) ২ কট্ফল। (মেদিনী)

'কট্ফলঃ সোমবল্কশ্চ কৈটর্য্যঃ কুম্ভিকাপি চ।
শ্রীপর্ণিকা কুমুদিকা ভদ্রা ভদ্রবতীতি চ॥' (ভাবপ্র°)

৩ করঞ্জ। (জটাধর) ৪ রীঠাকরঞ্জ। (রাজনি°) ৫ বর্ব্বরক, চলিত বাবলাগাছ।

সোমবল্লরি (স্ত্রী) সোমস্য বল্লরিঃ বা ঙীষ্। সোমলতা। ইহা পাঁচপ্রকার ব্রাহ্মী, ব্রহ্মী, বয়ঃস্থা, মৎস্যাক্ষী ও সোমবল্লরী। অমরটীকায় ভরত এই পাঁচটী শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—ব্রহ্মা ও ব্রাহ্মণের অতিশয় প্রিয়, এই জন্য ইহার নাম ব্রাহ্মী, মৎস্যের অক্ষির ন্যায় ইহার পুষ্প হয় এই জন্য মৎস্যাক্ষী, ইহা সেবনে চিরকাল যৌবন থাকে, এই জন্য বয়ঃস্থা, সোমযাগের জন্য ইহার লতা গৃহীত হয় এই জন্য সোমবল্লরী নাম হইয়াছে।

'ব্রাহ্মী বয়ঃস্থা মৎস্যাক্ষী ব্রহ্মী চ সোমবল্লরী।' (বাচস্পতি)

সোমবল্লিকা (স্ত্রী) সোমবল্লীব ইবার্থে কন্। ১ সোমরাজী। (অমর) সোমস্য বল্লিকা। ২ সোমলতা। (ভরত)

সোমবল্লী (স্ত্রী) ১ গুড়ূচী। (অমর) ২ সোমলতা। (ভরত) ৩ সোমাজী। (শব্দরত্না) ৪ পাতালগরুড়ী। ৫ ব্রাহ্মী। ৬ সুদর্শনা। চলিত উরতিপুরতি, পদ্মগুলঞ্চ। (রাজনি°) ৭ শ্বেত খদির। ৮ গজপিপ্পলী। ৯ বনকার্পাস। (বৈদ্যকনি°)

সোমবার (পুং) সোমস্য বারঃ। সোমের ভোগ্য দিন। এই বারের অধিপতি সোম, এই জন্য ইহার এই নাম হইয়াছে। এই বার শুভবার, এই বারে সকল শুভ কর্ম্মই করা যাইতে পারে। কেবল বিদ্যারম্ভের পক্ষে এই বার শুভ নহে, কারণ জ্যোতিষে লিখিত আছে বুধ ও সোমবারে বিদ্যারম্ভ করিলে বিদ্যাহীন হয়।

"বিদ্যারম্ভে গুরুঃ শ্রেষ্ঠো মধ্যমৌ ভৃগুভাস্করৌ।
মরণং শনিভৌমাভ্যামবিদ্যা বুধসোময়োঃ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

সোমবার বিদ্যারম্ভ ছাড়া আর সকল কার্য্যেই শুভ। কিন্তু যাত্রাস্থলে এই বারে পূর্ব্বদিকে গমন করিতে নাই, সোমবারে পূর্ব্বদিকে দিক্‌শূল। শূল যেরূপ কষ্টদায়ক, তদ্রূপ সোমবারে পূর্ব্বদিকে গমনকারীরও নানা বিপত্তি হইয়া থাকে। অতএব সোমবারে পূর্ব্বদিকে গমন করিবে না। প্রতি বারেরই এক একটী নির্দ্দিষ্ট নিন্দিত সময় আছে, ঐ সময়ের নাম বারবেলা, এই বারবেলায় কোন শুভ কার্য্য করিবে না। সোমবারের দ্বিতীয় ও সপ্তম যামার্দ্ধ বারবেলা, রাত্রি কালের চতুর্থ যামার্দ্ধ কালরাত্রি, অতএব দিবা ও রাত্রির ঐ সময়ে কোন কার্য্য করিবে না, ঐ সময়ে যাত্রা করিলে মরণ, বিবাহে বৈধব্য, ব্রতে ব্রহ্মবধ ইত্যাদি অনিষ্ট ফল হইয়া থাকে।

"রবৌ বর্জ্জ্যাং চতুঃ পঞ্চ সোমে সপ্ত দ্বয়স্তথা।
রবৌ ষষ্ঠং বিধৌ বেদং কুজবারে দ্বিতীয়কং॥" (জ্যোতিঃসারস°)

সোমবারে অমাবস্যা হইলে ঐ তিথি অক্ষয়া হইতেও শ্রেষ্ঠ হয়। এই দিনে স্নানদানাদি করিলে বিশেষ শুভ ফল হয়।

"সোমবারেঽপ্যমাবাস্যা আদিত্যাহে চ সপ্তমী।
চতুর্থী ভৌমবারে চ অক্ষয়াদপি চাক্ষয়া॥" (তিথিতত্ত্ব)

সোমবারে চন্দ্রগ্রহণ এবং রবিবারে যদি সূর্য্যগ্রহণ হয়, তাহা হইলে চূড়ামণিযোগ হয়। ইহা বিশেষ শুভ যোগ। [চূড়ামণি শব্দ দেখ] রবি ও সোমবারে পূর্ণা তিথি অর্থাৎ পঞ্চমী, দশমী, অমাবস্যা বা পূর্ণিমা তিথি হইলে তিথ্যমৃতযোগ হয়। এই যোগ যাত্রার পক্ষে বিশেষ শুভ।

"চন্দ্রার্কয়োর্ভবেৎ পূর্ণা কুজে ভদ্রা জয়া গুরৌ।
বুধমন্দৌ চ নন্দায়াং শুক্রে রিক্তামৃতাতিথিঃ।"

শুক্র ও সোমবারে যদি ভদ্রা অর্থাৎ দ্বিতীয়া, দ্বাদশী ও সপ্তমী তিথি হয়, তাহা হইলে তাহাকে পাপযোগ কহে। এই যোগে শুভকার্য্যাদি করা বিশেষ নিষিদ্ধ।

"আদিত্যভৌময়োর্নন্দা ভদ্রা শুক্রশশাঙ্কয়োঃ।
বুধে জয়া গুরৌ রিক্তা শনৌ পূর্ণা চ পাপদা॥" (জ্যোতিঃসার°)

সোমবারে একাদশী তিথি হইলে দিনদগ্ধা হয়, এবং ঐ বারে কৃত্তিকা নক্ষত্র ও একাদশী তিথি হইলে মাসদগ্ধা হয়। দগ্ধা দিন ও মাসদগ্ধায় কোন শুভ কার্য্যই করিবে না। যেমন দগ্ধ বস্ত্র দ্বারা কোন ফল হয় না, তদ্রূপ এই দগ্ধা দিনে কার্য্য করিলে কোন শুভ ফল হয় না, বরং অশুভই হইয়া থাকে। অতএব যত্নপূর্ব্বক শুভকার্য্যে এই দগ্ধা তিথি বর্জ্জন করিবে।

"দ্বাদশ্যেকাদশী চৈব দশমী চ ত্রিষষ্ঠিকা।
দ্বাদশ্যাঞ্চ মঘাদিত্যো কৃত্তিকৈকাদশী বিধৌ॥" (জ্যোতিঃসারস°)

জ্যোতিষমতে সোমবার শুভ হইলেও ঐ সকল যোগে অশুভ হইয়া থাকে। সুতরাং শুভ দিন দেখিতে হইলে এই সকল দোষাদি দেখিয়া দিন স্থির করিবে। জাতক এই সোমবারে জন্মগ্রহণ করিলে দেখিতে সুন্দর, মেধাবী, শ্লেষ্মাধিকপ্রকৃতি, স্ত্রীস্বভাব ও বিনয়ী হইয়া থাকে।

সোমবারব্রত (ক্লী) সোমবারকর্ত্তব্যং ব্রতং। সোমবারে কর্ত্তব্য ব্রতবিশেষ। চলিত ভাষায় ইহাকে 'সোমবার করা' কহে। স্কন্দপুরাণে এই ব্রতের বিশেষ বিধান লিখিত আছে। সোমবারে উপবাসী থাকিয়া প্রদোষে শিবপূজা করিতে হয়। যাঁহারা এই রূপে উক্ত ব্রতানুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের ইহ পরকালে কিছুই দুর্ল্লভ থাকে না। এই ব্রতপ্রভাবে সকলেরই সমস্ত অভিলাষ সিদ্ধ হয়।

"সোমবারে বিশেষেণ প্রদোষাদিগুণৈর্যুতৈঃ।
কেবলং বাপি যে কুর্য্যুঃ সোমবারে শিবার্চ্চনং॥
ন তেষাং বিদ্যতে কিঞ্চিদিহামুত্র চ দুর্ল্লভং।
উপোষিতঃ শুচির্ভূত্বা সোমবারে জিতেন্দ্রিয়ঃ॥
বৈদিকৈর্লৌকিকৈর্ব্বাপি বিধিবৎ পূজয়েচ্ছিবং।
ব্রহ্মচারী গৃহস্থো বা কন্যা বাপি সভর্ত্তৃকা।
বিভর্ত্তৃকা বা সংপূজ্য লভতে বরমীপ্সিতং॥"

স্কন্দপুরাণের বিধানানুসারে জানা যায় যে, এই ব্রতের দিন পার্ব্বতীর সহিত শিবপূজা করিতে হয়। এই ব্রতের বিধানে এই রূপ লিখিত আছে যে, আর্য্যাবর্ত্তে চিত্রধর্ম্মা নামে পরম ধার্ম্মিক এক নরপতি ছিলেন। তাঁহার একটী পরমা সুন্দরী কন্যা ছিলেন, এই কন্যা চতুর্দ্দশ বর্ষে বিধবা হন। ইনি নিজের বৈধব্যাবস্থার বিষয় জানিতে পারিয়া যাজ্ঞবল্ক্য মুনির পত্নী মৈত্রেয়ীকে জিজ্ঞাসা করেন যে, মাতঃ! আমি শরণাগত, আপনি আমার সৌভাগ্য বর্দ্ধিত হয় এইরূপ কর্ম্মের উপদেশ দিন, তাঁহার এই কথা শুনিয়া তিনি বলিয়া ছিলেন যে, তুমি পার্ব্বতীর সহিত শিবের উদ্দেশে সোমবার ব্রত কর, তাহা হইলে তোমার সকল পাপক্ষয় হইয়া সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইবে। ঐ কন্যা তাঁহার বাক্যানুসারে এই ব্রতের অনুষ্ঠান করেন এবং ঐ ব্রতের প্রভাবে তাঁহার সকল অভিলাষ সিদ্ধ হয়। (স্কন্দপু° ব্রহ্মোত্তরখ°)

এ দেশে সোমবার করার প্রণালী এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, সমস্ত দিন উপবাস করিয়া সায়ংকালে পার্থিব শিবপূজার পর হবিষ্য করিবে। প্রায় স্ত্রীগণই এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। দুরারোগ্য ব্যাধি হইলে তারকনাথ প্রভৃতি শিবের উদ্দেশে সোমবার মানিয়া থাকে, তৎপরে শুক্ল পক্ষের সোমবারে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত উপবাস থাকিয়া হবিষ্য করে। কেহ কেহ কেবল ফল খাইয়া সোমবার করে, তাহাকে চলিত

কথায় 'ফলসোমবার' কহে। একেবারে নিরম্বু উপবাস করিয়া সোমবার করিতে দেখা যায় না। পুরুষগণও শিবের উদ্দেশে উক্ত প্রণালীতে সোমবার করে। এই সোমবারে দৈনিক শিবপূজার বিধানানুসারেই শিবপূজা করিতে হয়। রবিবারে যেমন সায়ংকালে সূর্য্যার্ঘ্য দিয়া সূর্য্যের স্তব প্রভৃতি শ্রবণ করিবার বিধান আছে, এই ব্রতে সেইরূপ চন্দ্রের উদ্দেশে অর্ঘ্যাদি ও পূজা প্রভৃতির বিধান বা প্রচলন দেখা যায় না।

সোমবাসর (পুং) সোমস্য বাসরঃ। সোমের বাসর, সোমবার।

সোমবিক্রয়িন্ (পুং) সোমং বিক্রীণাতীতি বি-ক্রী-ণিনি। সোমলতারসবিক্রয়কর্ত্তা, যিনি সোমরস বিক্রয় করেন।

শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, সোম বিক্রয় করিতে নাই। যিনি সোম বিক্রয় করেন, তিনি পাপিষ্ঠ হন। "পাপো হি সোমবিক্রয়ী" (মলমাসতত্ত্বধৃত আশ্বলায়নব্রা°) মনুতে লিখিত আছে যে, যে ব্রাহ্মণ সোম বিক্রয় করেন, তিনি দানের অযোগ্য, অর্থাৎ তাঁহাকে দান করিলে তাহা বিষ্ঠাবৎ অর্থাৎ দেবপিতৃগণের ত্যাজ্য হয়।

"সোমবিক্রয়িণে বিষ্ঠা ভিষজে পূযশোণিতং।
নষ্টং দেবলকে দত্তমপ্রতিষ্ঠন্তু বার্দ্ধুষৌ॥" (মনু ৩।৮০)

সোমবৃক্ষ (পুং) সোমস্যেব বৃক্ষো যস্য। ১ কটফলবৃক্ষ। (রত্নমালা) ২ শ্বেতখদির। (রাজনি°)

সোমবৃদ্ধ (ত্রি) সোমপানে শ্রেষ্ঠ। "ইমা গিরঃ সোমপাঃ সোমবৃদ্ধ" (ঋক্ ৩।৩৯।৮) 'সোমবৃদ্ধ সোমপানেষু বৃদ্ধ হে ইন্দ্র' (সায়ণ)

সোমবেশ (পুং) মুনিবিশেষ। (রাম° ২।৭৩।৪)

সোমব্রত (ক্লী) ১ সোমবারব্রত। ২ সামভেদ।

সোমশকলা (স্ত্রী) সোমস্য শকলমিব যস্য। ১ শশাণ্ডুলী। (রাজনি°) ২ চন্দ্রখণ্ডবিশিষ্টা।

সোমশম্ভু (পুং) কর্ম্মক্রিয়াকাণ্ড নামক শৈবধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতা। ইনি ঈশানশিষ্য সদাশিবের শিষ্য। ১০৭৩ খৃষ্টাব্দে উক্ত গ্রন্থ সমাপন করেন। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহের শৈবদর্শনে ইঁহার উল্লেখ আছে।

সোমশর্ম্মন্ (পুং) শালিশুকের পুত্র। (বিষ্ণুপু°)

সোমশিত (ত্রি) সোম দ্বারা তীক্ষ্ণীভূত। পূর্ব্বে যাহা তীক্ষ্ণ ছিল না, পরে সোম দ্বারা তীক্ষ্ণ হইয়াছে।

"অশ্মানমিন্দ্র সোমশিতং মঘবন্" (ঋক্ ৭।১০৪।১৯)

'সোমশিতং সোমেন তীক্ষ্ণীভূতং যজমানং' (সায়ণ)

সোমশুষ্ম (পুং) ঋষিবিশেষ। (শুক্লযজু° ২।১৮ মহীধর)

সোমসূর (পুং) সর্ব্বদর্শনসংগ্রহোক্ত একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিক।

সোমশ্রবস্ (পুং) শ্রুতশ্রবার পুত্র। (ভারত)

সোমশ্রেষ্ঠ (ত্রি) সোমেষু শ্রেষ্ঠঃ। উত্তম সোম, শ্রেষ্ঠ সোম।

সোমসখি (ত্রি) সোমঃ সখা যস্য, যাহার সখা সোম। "স্বস্তি সোমসখা পুনরেহি" (শুক্লযজু ৪।২০) 'সোমো দেবো সখা যস্যাঃ সা সোমসখা, ঈদৃশী সোমহিতা সতী' (মহীধর) এই শব্দের সহিত বহুব্রীহি সমাস না হইয়া অন্য সমাস হইলে 'সোমসখ' এইরূপ পদ হইবে। তৎপুরুষ সমাসে সখি শব্দের উত্তর 'টচ্' সমাসান্ত হইয়া ইকারের লোপ হয়।

সোমসংজ্ঞ (ক্লী) সোমস্য চন্দ্রস্য সংজ্ঞা যস্য। ১ কর্পূর। (রত্নমালা) ২ সোমসংজ্ঞাযুক্ত।

সোমসট্টক (পুং) সট্টকবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—দধি আলোড়ন করিয়া তাহাতে শুঠ, মরিচ, পিপুল, ও চিত্রকচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া একটী পাত্রে উত্তমরূপে আলোড়ন করিবে, তৎপরে ইহা পরিষ্কার বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া লইয়া তাহাতে দাড়িমের রস নিক্ষেপ করিবে। ইহা অতিশয় বলকর।

"দধিবীচীং বিনিষ্কাস্য তস্মিন্ বিশ্বামরীচয়োঃ।
কৃষ্ণাচিত্রকয়োশ্চূর্ণং ক্ষিপ্ত্বা ভাণ্ডে সুঘোলয়েৎ॥
বস্ত্রপূতে ততস্তস্মিন্ বীজং দাড়িমজং ক্ষিপেৎ।
সোমসট্টকনামাসৌ বর্দ্ধমানগুণৈঃ সমঃ॥" (দ্রব্যগু°)

সোমসদ্ (পুং) বিরাটের পুত্র এবং সাধ্যগণের পিতৃলোক।

"বিরাট্সুতাঃ সোমসদঃ সাধ্যানাং পিতরঃ স্মৃতাঃ।
অগ্নিষ্বাত্তাশ্চ দেবানাং মারীচা লোকবিশ্রুতাঃ॥" (মনু ৩।১৯৫)

সোমসলিল (ক্লী) সোমস্য সলিলং। সোমরস।

"ওঁকারাভিষ্টুতং সোমসলিলং পাবনং পিবেৎ।
কৃত্বা তু রেতোবিণ্মূত্রপ্রাশনন্তু দ্বিজোত্তমঃ॥" (যাজ্ঞবল্ক্য° ৩।৩০৬)

দ্বিজশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ অজ্ঞানতঃ যদি রেতঃপান, বিষ্ঠাভোজন বা মূত্রপান করে, তাহা হইলে সোমসলিল অর্থাৎ সোমরসের উপর প্রণব জপ করিয়া শুদ্ধিজনক সেই রস পান করিবে।

সোমসব (পুং) সোমাভিষবস্থান, যে স্থলে সোম প্রস্তুত করিয়া রক্ষা করা হয়।

সোমসামন্ (ক্লী) সামভেদ।

সোমসার (পুং) সোমস্যেব শুক্লঃ সারো যস্য। শ্বেতখদির। (রাজনি°)

সোমসিদ্ধান্ত (পুং) ১ বুদ্ধভেদ। (জটাধর) ২ জ্যোতিষোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রন্থবিশেষ, সূর্য্যসিদ্ধান্ত ব্রহ্মসিদ্ধান্ত ইত্যাদির ন্যায় একখানি সিদ্ধান্তগ্রন্থ। এই সিদ্ধান্তগ্রন্থে জ্যোতিষোক্ত গণিত ও ফলিত গণিত প্রভৃতি প্রায় সকল আবশ্যকীয় বিষয়ই আছে। ৩ আগমশাস্ত্রবিশেষ।

"উময়া সহ বর্ত্তমানঃ সোমঃ মহাদেবস্তদ্ভাষিতঃ সিদ্ধান্তাগমশাস্ত্রং"। (রুদ্রটীকা) ৪ চন্দ্রোদয়বর্ণিতঃ কাপালিকবেশধারী। (প্রবোধচন্দ্রো° ৩ অং)

সোমসিদ্ধান্তিন্ (পুং) সোমসিদ্ধান্তং বেত্তীতি বিদ্-ণিনি। সোমসিদ্ধান্তবেত্তা।

সোমসিন্ধু (ত্রি) সোমস্য অমৃতস্য তদ্বৎ মোক্ষস্য বা সিন্ধুরিব। ১ বিষ্ণু। (ত্রিকা°)

সোমসুত (ত্রি) সোমং সুনোতীতি সোম সুঞ্‌ মন্থনে (সোমে সুঞঃ। পা ৩।২।৯০) ইতি ক্বিপ্‌। যজ্ঞকালে সোমলতারস-ক্ষেপকর্ত্তা।

"তস্যৌরসঃ সোমসুতঃ সুতোঽভূৎ
নেত্রোৎসবঃ সোম ইব দ্বিতীয়ঃ ॥" (রঘু ১৮।২৭)

সোমসুত (পুং) সোমস্য সুতঃ। চন্দ্রপুত্র বুধ। স্ত্রিয়াং টাপ্‌। সোমসুতা। ২ নর্ম্মদা নদী। (রাজনি°)

সোমসুতি (স্ত্রী) সোমাভিষবক্রিয়া। "সোমসুতিমুপ ন ঐন্দ্রাগ্নী" (ঋক্ ৭।৯৩।৬) 'সোমসুতিং সোমাভিষবক্রিয়াং' (সায়ণ)

সোমসুত্যা (স্ত্রী) সোমসুতিশব্দার্থ।

সোমসুত্বন্ (ত্রি) সোমের অভিষোতা, সোমসুৎ, যজ্ঞকালে সোমলতারসক্ষেপকর্ত্তা।

"অশ্বদা অশ্ববৎ সোমসুত্বা" (ঋক্ ১।১১৩।১৮) 'সোমসুত্বা সোমানামভিষোতা যজমানঃ, ষুঞ্‌ অভিষবে অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যতে ইতি কনিপ্‌, তুক্‌চ' (সায়ণ)

সোমসুন্দর (পুং) ১ সোমবৎ সুন্দরঃ। চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর, চন্দ্রের ন্যায় মনোজ্ঞ। ২ গ্রন্থকারবিশেষ।

সোমসূক্ত (ক্লী) সোমের উদ্দেশে সূক্ত মন্ত্র।

সোমসূক্ষ্মন্ (পুং) ঋষিবিশেষ। (শুক্লযজু° ২।১৮ মহীধর) ইহার নামান্তর সোমশুষ্ম।

সোমসূত্র (ক্লী) সোমস্য জলস্য সূত্রং নির্গমপ্রণালীব। প্রণালী, ইহা শিবলিঙ্গস্থ গৌরীপট্টের জলনির্গমস্থান।

"শিবপ্রদক্ষিণে মন্ত্রী অর্দ্ধচন্দ্রক্রমেণ তু।
সব্যাসব্যক্রমেণৈব সোমসূত্রং ন লঙ্ঘয়েৎ ॥"

'সোমসূত্রং জলনিঃসরণস্থানং' (তন্ত্রসার সামান্যপূজাপ°)

সোমসেন (পুং) শম্বরের পুত্রভেদ। (হরিবং°)

সোমাংশু (পুং) সোমস্য অংশুঃ। চন্দ্রের কিরণ।

সোমাকর (পুং) জ্যোতিষভাষ্য নামক বৈদিকজ্যোতিষের এক জন টীকাকার।

সোমাখ্য (ক্লী) সোমং সোমলতাং আখ্যাতি বর্ণেনেতি আ-খ্যা-ক। রক্তকৈরব। (রত্নমালা)

সোমাঙ্গ (ক্লী) সোমযাগের অঙ্গবিশেষ।

সোমাত্মক (ত্রি) সোম আত্মা স্বরূপো যস্য। সোমস্বরূপ।

সোমাদ (ত্রি) সোমং অত্তি অদ্-ক্বিপ্‌। সোমভক্ষক, সোমরস-ভক্ষণকারী। "তে সোমাদো হরো ইন্দ্রস্য" (ঋক্ ১০।৯৪।৯) 'সোমাদঃ সোমস্য অত্তারঃ' (সায়ণ)

সোমাধার (পুং) সোমের আধারস্বরূপ পিতৃগণ।

"সোমাধারান্ পিতৃগণান্ যোগমূর্ত্তিধরাংস্তথা।
নমস্যামি তথা সোমং পিতরং জগতামহং ॥" (মার্ক° পু° ৯৭।১০)

সোমস্য আধারঃ। সোমপাত্র, সোমের আধার।

সোমানন্দ (পুং) রাজতরঙ্গিণীবর্ণিত ব্যক্তিবিশেষ।

সোমানন্দ-আচার্য্য, আচার্য্যভেদ। ইনি রাজনিঘণ্টু-প্রণেতা নরহরির পূর্ব্বপুরুষ।

সোমানন্দনাথ, শিবদৃষ্টি নামক গ্রন্থরচয়িতা, ইনি উৎপল-দেবের গুরু এবং অভিনবগুপ্তের পরমেষ্ঠী ছিলেন। সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়, ইনি বর্ষাদিত্যপুত্র অরুণা-দিত্যের পৌত্র এবং আনন্দের পুত্র।

সোমাপি (পুং) সহদেবের পুত্রবিশেষ। (ভাগ° পু° ৯।২২।৯)

সোমাপূষণ (পুং) সোম ও পূষা নামক দেবতাদ্বয়।

"সোমাপূষণা জননা রয়ীনাং" (ঋক্ ২।৪০।১)
'সোমাপূষণা হে সোমাপূষণো যুবাং' (সায়ণ)

সোমাপৌষ্ণ (ত্রি) সোম ও পূষাসম্বন্ধীয়।

সোমাভা (স্ত্রী) সোমস্য আভা ইব আভা যস্যাঃ। চন্দ্রাবলী।

সোমারুদ্র (পুং) সোমশ্চ রুদ্রশ্চ 'দেবতে দ্বন্দ্বে' ইতি অকারস্যা-কারঃ। সোম ও রুদ্র।

সোমারৌদ্র (ত্রি) সোম ও রুদ্রসম্বন্ধীয় ঋক্, সোমারুদ্রা ইত্যাদি ঋঙ্মন্ত্র। "সোমারৌদ্রন্তু বহ্বেনাৎ মাসমভ্যস্য শুধ্যতি। স্রবন্ত্যামাচরন্ স্নানমর্য্যম্ণামিতি চ ত্র্যচং ॥" (মনু ১১।২৫৫)

নদীতে স্নান করিয়া 'সোমা রুদ্রা' ইত্যাদি ঋঙ্মন্ত্র পাঠ এবং 'অর্য্যমণঃ' ইত্যাদি তিনটী ঋঙ্মন্ত্র একমাস কাল অভ্যাস করিলে বহু পাপ দূর হয়।

সোমার্চ্চিস্‌ (পুং) দেবপ্রসাদবিশেষ। (রামায়ণ)

সোমার্দ্ধধারিন্ (পুং) অর্দ্ধচন্দ্রধারী শিব।

সোমাল (পুং) সোমায় অলতি পর্য্যাপ্নোতীতি অল-অচ্‌। কোমল। (হেম)

সোমাশ্রম (পুং) আশ্রমবিশেষ।

সোমাশ্রয়ায়ণ (ক্লী) রুদ্রস্থান, মহাদেবের স্থান। 'সোমাশ্রয়-শ্চন্দ্রধরো রুদ্রঃ তস্য স্থানং সোমাশ্রয়ায়ণং' (নীলকণ্ঠ)

সোমাষ্টমীব্রত (ক্লী) ব্রতবিশেষ। সোমবারে অষ্টমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়, এই জন্য ইহার নাম সোমাষ্টমী।

সোমাহ (পুং) সোমস্য অহঃ টচ্‌ সমাসান্তঃ। সোমভোগ্য দিন, সোমবার।

সোমাহুত (ত্রি) সোমেন আহুতঃ। সোমরস দ্বারা সন্তর্পিত।

"দমে সোমাহুতো জরসে" (ঋক্ ১।৯৪।১৪)
'সোমাহুতঃ সোমরসেন তর্পিতঃ সোমেন আহুতঃ' (সায়ণ)

সোমাহুতি (পুং) ভার্গবঋষি, ইনি মন্ত্রদ্রষ্টা ছিলেন। (ঋগ্বেদ অনু°)

সোমাহ্বা (স্ত্রী) মহাসোমলতা।

সোমিন্ (ত্রি) সোমোঽস্যাস্তীতি ইনি। সোমযুক্ত, সোমবিশিষ্ট।

"রথেন গচ্ছতঃ অশ্বিনা সোমিনো গৃহং" (ঋক্ ১।২২।৪)

'সোমিনঃ সোমবতো যজমানস্য' (সায়ণ)

সোমিল (পুং) ১ অসুরভেদ। (কথাসরিৎসা° ৪৭।১১) ২ একজন কবি।

সোমীয় (ত্রি) সোমসম্বন্ধীয়।

সোমেজ্যা (স্ত্রী) সোম নামক ইজ্যা। সোমযজ্ঞ।

সোমেন্দ্র (ত্রি) সোম ও ইন্দ্র সম্পর্কীয়। (তৈত্তিরীয়স° ২।৩।২।৬)

সোমেশ্বর (পুং) সোমস্য ঈশ্বরঃ। কাশীতে সোম কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিব। ভগবান্ সোম কাশীতে যে শিব প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহা সোমেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। কাশীখণ্ডে লিখিত আছে যে, যে স্থলে নলকুবর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত, তাহার পূর্ব্বদিকে সূর্য্যেশ্বর ও সোমেশ্বর নামক দুইটী লিঙ্গ আছেন, এই দুইটী লিঙ্গের পূজা করিলে অজ্ঞানান্ধকাররাশি বিনষ্ট হইয়া থাকে। (৯৭ অ°)

বরাহপুরাণে লিখিত আছে যে, শিবরূপে অধিষ্ঠিত শিবরূপ গিরি আছে। ঐ গিরিতে ভগবান্ সোম সোমেশ্বর নামে লিঙ্গ স্থাপন করিয়া তথায় নিজের পাপক্ষয়ের জন্য সহস্র বৎসর তপস্যা করেন। তৎপরে তিনি পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া স্বীয় তেজ লাভ করেন। তদবধি এই লিঙ্গ সোমেশ্বর নামে খ্যাত হইয়াছে।

"শিবরূপাধিষ্ঠিতস্তু শিবরূপো গিরিঃ স্মৃতঃ।
সোমেন তত্র সংস্থাপ্য স্বনাম্নালিঙ্গমুত্তমং॥
বর্ষাণাঞ্চ সহস্রং বৈ স্বপাপস্য নিবৃত্তয়ে।
ততঃ ক্ষয়াদ্বিনির্ম্মুক্তস্তেজসা চ পরিপ্লুতঃ॥
স্বকং তেজোবলং প্রাপ্য তুষ্টাব গিরিজাপতিং।
সোমেশ্বরাচ্চ বরদমাবির্ভূতং ত্রিয়ম্বকং॥"
(বরাহপু° সোমেশ্বরলিঙ্গমা°)

সোমেশ্বর, ১ একজন প্রাচীন কবি। ২ সঙ্গীতশাস্ত্রপ্রণেতা। শার্ঙ্গদেব ইঁহার উল্লেখ করিয়াছেন। ৩ একজন দার্শনিক। সর্ব্ব-দর্শন-সংগ্রহের রসেশ্বর-দর্শনে ইঁহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ৪ জৈমিনীয় ন্যায়মালাবিস্তররচয়িতা। ৫ তত্ত্বালোক ও পঞ্চ-ত্রিংশিকা নামক দুই খানি গ্রন্থ-প্রণেতা। ৬ শ্রুতশব্দার্থসমুচ্চয় নামক গ্রন্থরচয়িতা। ইনি যোগেশ্বরাচার্য্যের শিষ্য ছিলেন। ৭ ভোজরাজকৃত সিদ্ধান্ত-সংগ্রহের টীকাকার। ৮ কুমারিল ভট্ট-কৃত তন্ত্রবার্ত্তিকের সর্ব্বানবদ্যকারিণী নাম্নী টীকা-প্রণেতা। এই গ্রন্থ খানি ন্যায়সুধা ও রাণক নামেও পরিচিত। গ্রন্থকার মাধব ভট্টের পুত্র ছিলেন।

সোমেশ্বরদেব, ১ করুণামৃত-প্রভাসুভাষিতাবলী-প্রণেতা। ২ রামায়ণ নাটকরচয়িতা। ৩ কাব্যপ্রকাশটীকা, কাব্যাদর্শ, কীর্ত্তিকৌমুদী, রামশতক ও সুরথোৎসব নামক কয় খানি গ্রন্থ-রচয়িতা। ইনি অনহিল্লপাটকের অধিপতি ভীমদেব ও ঢোল-কার নররাজ লবণপ্রসাদের পুরোহিত এবং গুর্জ্জর-রাজমন্ত্রী বস্তুপাল ও তদীয় ভ্রাতা তেজঃপালের আশ্রিত ছিলেন। ইঁহার পিতার নাম কুমার ও পিতামহের নাম আমশর্ম্মা ছিল। আমশর্ম্মার বৃদ্ধ প্রপিতামহ সোল সুবিখ্যাত নরপতি মূলরাজ-দেবের সভাপণ্ডিত ছিলেন। রাজপুতনার মধ্যস্থিত অর্ব্বুদ শৈল-শৃঙ্গে সোমেশ্বর-প্রদত্ত কএকখানি প্রশস্তি উৎকীর্ণ দেখা যায়। ঐ সকল প্রশস্তি ১২৩২ হইতে ১২৫২ খৃষ্টাব্দ মধ্যে লেখা হইয়াছিল।

সোমেশ্বর ভট্ট মীমাংসক, একজন প্রসিদ্ধ মীমাংসাশাস্ত্রবিদ্। ইনি আচারকৌমুদীপ্রণেতা রাজারামের পিতা।

সোমেশ্বর ভূলোকমল্ল, ৩য়, দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ চালুক্য-রাজবংশের একজন রাজা। বিক্রমাদিত্য ২য়ের পুত্র। ইনি ১১২৭ হইতে ১১৩৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। অভিলষিতার্থচিন্তামণি বা মানসোল্লাস নামক একখানি গ্রন্থ ইঁহার রচিত।

সোমেশ্বররস (পুং) প্রমেহরোগাধিকারোক্ত রসৌষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—শালমূলের ছাল, অর্জ্জুনমূলের ছাল, লোধ্রকাষ্ঠ, কদম্বমূলের ছাল, অগুরু, রক্তচন্দন, গণিয়ারিমূলের ছাল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, আমলকী, দাড়িমবীজ, গোক্ষুরবীজ, জামের মূলের ছাল, বেণারমূল, প্রত্যেকে ৪ তোলা, পারা, গন্ধক, ধমে, মুতা, এলাচ, তেজপত্র, পদ্মকাষ্ঠ, লৌহ, রসাঞ্জন, আকনাদি, বিড়ঙ্গ, সোহাগা, জীরা, প্রত্যেকে অর্দ্ধতোলা, গুগ্গুল ৪ তোলা। এই সকল দ্রব্যের উত্তম চূর্ণ ঘৃতে মর্দ্দন করিয়া ১৬ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান ছাগদুগ্ধ, নারি-কেল জল প্রভৃতি। এই ঔষধ সেবন করিলে সকলপ্রকার প্রমেহ, মূত্রাঘাত, মূত্রকৃচ্ছ্র, সকল প্রকার সন্নিপাত জ্বর, ভগন্দর, যকৃৎ, প্লীহা, উদরাময় ও সোমরোগ আশু প্রশমিত হয়। প্রমেহরোগাধি-কারে ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। (ভৈষজ্যরত্না° প্রমেহরোগাধি°)

সোমোৎপত্তি (স্ত্রী) ১ চন্দ্রজন্ম। ২ সোমলতোদ্গম।

সোমোদ্ভব (ত্রি) সোমাদুদ্ভবো যস্য। সোমজাত, সোম হইতে যাহার উদ্ভব হইয়াছে।

সোমোদ্ভবা (স্ত্রী) নর্ম্মদা নদী।

"তথেত্যুপস্পৃশ্য পয়ঃ পবিত্রং
সোমোদ্ভবায়াঃ সরিতো নৃসোমঃ।" (রঘু ৫।৫৯)

সোম্য (ত্রি) সোম-যৎ। সোমার্হ, সোমপানের যোগ্য।

"পিতা প্রমতিঃ সোম্যানাং" (ঋক্ ১।৩১।১৬)

'সোম্যানাং সোমার্হাণাং' (সায়ণ)

সোরক (ক্লী) মৃৎক্ষারবিশেষ। চলিত সোরা।

সোরা (পারসী) পৃথিবীর নানা অংশে, প্রধানতঃ ভারতবর্ষ, দক্ষিণ আমেরিকা, স্পেন, পারস্য, হাঙ্গেরী প্রভৃতি স্থানে স্বাভাবিক অবস্থায় নানা জাতীয় যে সকল লবণ পাওয়া যায়, সাধারণতঃ তাহাদিগকে (Saltpetre) এই আখ্যা প্রদান করা হইয়া থাকে। চিনিতে যে সোরা পাওয়া যায়, তাহার প্রধান উপাদান সোডিয়াম্। ঘোড়ার আস্তাবলের প্রাচীরে অনেক সময় চূণা-সোডা (Mine-Saltpetere) দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের নানা স্থানে পোটাসিয়াম্ সোরা বা যবক্ষার মিশিয়া থাকে। ইহা মৃত্তিকার উপর পুষ্পাকারে বা মৃত্তিকার প্রথম স্তরের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় এবং তামাক, সূর্য্যমুখী প্রভৃতি চারা গাছে, কোন কোন সচ্ছিদ্র পাহাড়ে এবং বৃষ্টি ও ঝরণার জলে দেখিতে পাওয়া যায়। ক্ষার প্রস্তুতের প্রণালী দ্বারা কৃত্রিম উপায়েও সোরা প্রস্তুত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত সিংহল, টেনেরিফ্, কেন্টুকি প্রভৃতি স্থানের যে সকল গিরিগুহায় পক্ষী এবং অন্যান্য প্রাণীরা যাইয়া বাস করিয়া থাকে, সে সকল গুহায়ও সোরা দেখিতে পাওয়া যায়। শীতল জলে ইহা অতি অল্প পরিমাণে গলিয়া থাকে, কিন্তু উষ্ণ জলে ইহা বেশ গলিয়া যায়। সাধারণতঃ ইহা পাতলা, সাদা, ভঙ্গুর ও অর্দ্ধস্বচ্ছখণ্ড অবস্থায় পাওয়া যায়।

স্বাভাবিক সোরা নানা অবস্থায় থাকে। কিন্তু সকল অবস্থার সোরাতেই জৈব পদার্থের (Organic matter) প্রভাব বিদ্যমান আছে বলিয়া মনে হয়। গঙ্গার জলপ্লাবনের ফলে যে এঁটেল মাটি সঞ্চিত হয়, তাহাতে ইহা যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষের বাজারে যে সোরা দেখিতে পাওয়া যায়, সাধারণতঃ তাহা বেহার এবং উত্তরপশ্চিম প্রদেশের কোন জেলা, পঞ্জাব, বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং ব্রহ্মদেশ হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকে।

বারুদ আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে সোরাসংগ্রহের দিকে ভারতবাসী তেমন মনঃসংযোগ করে নাই। কিন্তু যখন বারুদ আবিষ্কৃত হইল এবং ইহা প্রস্তুত করিবার জন্য যবক্ষার (Nitre) বড় বেশি আবশ্যক হইয়া পড়িল, তখন হইতেই সোরাসংগ্রহের ধূম পড়িয়া গেল। ইহার পূর্ব্বে সোরার প্রয়োজনীয়তা যে বড় বিশেষ উপলব্ধি হইয়াছিল, এমন মনে হয় না। সংস্কৃত সাহিত্যে এই পদার্থটার নাম পর্য্যন্তও পাওয়া যায় না। সোরা সম্বন্ধে লিখিতে বসিয়া ডাঃ উদয়চাঁদ দত্ত মহাশয় তাঁহার (Materia Medica of the Hindus) নামক গ্রন্থের ৮ম পৃষ্ঠায় এইরূপ বলিয়াছেন,—"সোরা সম্বন্ধে প্রাচীন হিন্দুগণ কিছুই জানিতেন না। সংস্কৃতে ইহার কোন সর্ব্বসম্মত নাম পাওয়া যায় না। ভাবপ্রকাশে লিখিত হইয়াছে যে, 'সুবর্চ্চিকা সর্জ্জিক' বিশেষ। চলিত ভাষায় ইহাকে সোরা বলিয়া থাকে। কিন্তু যে সকল অভিধান প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইয়া আসিতেছে, তাহাতে 'সুবর্চ্চিকা' ও 'সর্জ্জিক' একই পদার্থের দুই বিভিন্ন নাম বলিয়া ধরা হইয়াছে। যবক্ষার সম্বলিত ধাতব অম্লের (Mineral acids) প্রস্তুত করণ সম্বন্ধে কতকগুলি আধুনিক সংস্কৃত সূত্র আছে। ঐ গুলিতে এই লবণের নাম 'সোরক' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু কোন প্রাচীন সংস্কৃত অভিধানেই এই 'সোরক' শব্দ পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ দেশজ সোরা শব্দটিকে সংস্কৃত করিয়া সোরক করা হইয়াছে। সোরক হইতে সোরা শব্দের উৎপত্তি হয় নাই, তাই মনে হয় যে, যবক্ষার প্রস্তুতপ্রণালীটা ভারতবর্ষের পক্ষে কতকটা আধুনিক। যখন যুদ্ধের জন্য বারুদ ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়, তখন হইতে বোধ হয় ইহা প্রস্তুত করা হইতেছে।" সাধারণতঃ যবক্ষার শব্দটি ইংরাজী Nitre or Salt-petre শব্দের প্রতিশব্দ স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু দত্ত মহাশয় বলেন যে, ইহা ভুল। সোরার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিবার পরেও বহু দিন পর্য্যন্ত দেশীয় লোকেরা এই ব্যবসায়ের দিকে মনঃসংযোগ করে নাই। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীই শতাধিক বর্ষকাল এই ব্যবসায়ের একচেটিয়া মালিক ছিলেন এবং প্রতিবৎসর ৫০০ শত টাকা (৮০০০ থলি) করিয়া সোরা বৃটীশ গবর্মেণ্টকে সরবরাহ করিতেন। এই পদার্থের কাটতি অনেক পরিমাণে রাজনৈতিক ব্যাপারের উপর নির্ভর করে। যুদ্ধের আশঙ্কা হইলে বারুদ সংগ্রহের বিশেষ আবশ্যকতা হয়, তখন সঙ্গে সঙ্গে সোরার কাটতিও বেশি হইয়া থাকে। ১৭৫৫ খৃঃ অব্দে ১৪৭৪৭ থলি সোরা বিক্রয় হয়। ১৭৯১ খৃঃ অব্দে হাণ্ডের রাজনৈতিক অবস্থা যখন বড়ই আশঙ্কাজনক হইয়া উঠে, তখন প্রভূত পরিমাণে বারুদ সরবরাহ করিবার জন্য নানা স্থান হইতে ইংলণ্ডের ব্যবসায়ীদিগের নিকট তাগিদ আসিতে থাকে। কিন্তু গবর্মেণ্টের সঙ্গে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যে চুক্তি ছিল, তদনুসারে তাঁহাদের এত অধিক পরিমাণে সোরা সরবরাহ করিবার অধিকার ছিল না। তখন বারুদব্যবসায়িগণ প্রিভিকাউন্সিল হইতে এইরূপ অনুমতি লাভ করেন যে, তাঁহারা য়ুরোপের অন্যান্য প্রদেশ হইতে সোরা আমদানী করিতে পারিবেন। ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া তাঁহারা সোরা সম্বন্ধে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যে এক চেটিয়া ব্যবসায়ের অধিকার ছিল, তাহার বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত করেন। এই আন্দোলনের ফলে গবর্ণমেণ্ট হইতে আদেশ করা হয় যে, গবর্মেণ্টের জন্য বৎসরে ৫০০ শত টন সোরা ব্যতীত কোম্পানীকে ৩১০০ টন সোরা আনিয়া বিলাতের বাজারে বিক্রয় করিতে হইবে।

ইহার কএক বৎসর পরে যখন য়ুরোপ এবং আমেরিকার নানা স্থান হইতে সুলভে সোরার আমদানী হইতে থাকে; তখন ভারতীয় সোরার কাট্তি অনেক পরিমাণে কমিয়া আসে। ইহার

উপরে আবার কৃত্রিম উপায়ে সোরা প্রস্তুত করিবার সুবিধা হওয়াতে ভারতবর্ষের সোরার বাজার অনেকটা মাটি হইয়াছে।

বল সাহেব বলেন যে. কলিকাতা হইতে যে সোরা রপ্তানি হয়, তাহার প্রায় $\frac{৩}{৪}$ অংশ বেহারে সারণ, ত্রিহুৎ এবং চম্পারণ জেলা হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকে।

কাণপুর, গাজিপুর আলাহাবাদ, বারাণসী এবং পঞ্জাব হইতেও অল্পবিস্তর সোরা সংগৃহীত হইতেছে। ১৮৬৮ খৃঃ অব্দের সমকালে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির মদুরা জেলায় একটি য়ুরোপীয় কোম্পানী কর্ত্তৃক সোরা প্রস্তুত হইত। বৎসরে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে সোরা যোগাইবার চুক্তি করিয়া এই কোম্পানী সরকার হইতে সোরা প্রস্তুতের একচেটিয়া অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই ব্যবসায় লাভজনক না হওয়াতে কিছুদিন পরে তাঁহারা ইহা পরিত্যাগ করেন।

বাঙ্গালা ও বেহার এই দুই স্থান হইতেই অধিক পরিমাণে সোরা সংগৃহীত হইয়া থাকে এবং এই দুই স্থানেই ইহার ব্যবসায় সমধিক চলিতেছে। অতএব সোরার উৎপাদন এবং বিশুদ্ধিকরণ সম্বন্ধে এই দুই স্থানের জনগণকর্ত্তৃক অবলম্বিত প্রণালীই সমগ্র ভারতবর্ষের আদর্শ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। যে অঞ্চলে বর্ষার পরে রৌদ্রের উত্তাপ প্রবল হয় এবং তজ্জন্য মৃত্তিকার জলীয় অংশ বাষ্পে পরিণত হওয়ায় ভূপৃষ্ঠের উপর এই লবণ পুষ্পাকারে গঠিত হইতে পারে, সেই অঞ্চলেই সোরা অত্যধিক সহজে উৎপাদন করা যায়।

কৃত্রিম উপায়ে সোরা প্রস্তুত করিতে হইলে কি ভাবে এবং কি কি উপাদান লইয়া কার্য্য করিতে হয়, তাহা নিম্নে বিবৃত ত্রিহুতের অবলম্বিত প্রণালী হইতে জানা যাইবে :—

নবেম্বর মাসে সোরা-প্রস্তুতকারক লোনিয়াগণ কার্য্যারম্ভ করে। পুরাতন কর্দ্দমস্তূপ, কর্দ্দমনির্ম্মিত গৃহপ্রাচীর, পতিত জমি প্রভৃতির উপরে তুষারনির্ম্মিত থোসার ন্যায় এই লবণের একটা পাতলা ও সাদা আবরণ সঞ্চিত হইয়া থাকে। এই গুলি তুলিয়া লইয়া প্রথমে ইহাদিগকে গলান ও চোয়ান হয়। এই কার্য্যের জন্য ভিতরের দিকে শক্ত মাটির আস্তরণবিশিষ্ট এক প্রকার কর্দ্দমনির্ম্মিত ফিলটার ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই পাত্রটি গোলাকার ও ফাঁপা, দেখিতে অনেকটা কূপমুখের মত। সাধারণতঃ ইহার খলি ৬ হইতে ৮ ইঞ্চি হইয়া থাকে। ঘনসন্নিবিষ্ট বংশখণ্ড দ্বারা একটি মঞ্চ প্রস্তুত করিয়া তাহা ইহার অভ্যন্তরে, তলদেশের কিঞ্চিং উর্দ্ধে, কয়েকখণ্ড ইষ্টকের উপর স্থাপন করা হয়। এই মঞ্চের উপরিভাগে ঘনসন্নিবিষ্ট তৃণনির্ম্মিত মাদুরের একটি আস্তরণ দেওয়া হয়। এই ভাবে ফিল্টার প্রস্তুত করিয়া প্রকৃত কার্য্য আরম্ভ করা হয়। বৃক্ষের বিশেষতঃ নীলের চারার ক্ষার প্রস্তুত করিয়া খুব পাতলা ভাবে তাহা ঐ মাদুরের উপর ছড়াইয়া দেওয়া হয়। তৎপরে যে মৃত্তিকা চোঁয়াইতে হইবে, ইহার উপর রাখিয়া সোরা-প্রস্তুতকারক তাহা পদতলে মাড়িয়া সর্ব্বত্র সমান পুরু ও আবশ্যক মত কঠিন করিয়া থাকে। এই কার্য্য বিশেষ মনোযোগের সহিত করিতে হয়। কারণ এই মাটি বেশি কঠিন হইলে ইহার মধ্য দিয়া জল অনেক বিলম্বে বাহির হইবে, আবার বেশি নরম থাকিলে জল এত সহজে ও এত শীঘ্র পড়িয়া যাইবে যে, তাহাতে লবণাক্ত পদার্থটা আর উপযুক্ত রূপে গলিতে পাইবে না, সুতরাং উপযুক্ত পরিমাণে ফলও পাওয়া যাইবে না। এই সকল ঠিক করিয়া লইয়া ধীরে ধীরে এই মৃত্তিকার উপর ৪।৫ ইঞ্চি পুরু করিয়া জল ঢালা হয়। জলের গভীরতা ফিল্টারের আয়তন ও ব্যবহৃত জলের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। ফিল্টারের মধ্য দিয়া ২০ মণ মৃত্তিকা চোয়াইতে পারা যায়। ইহার পরে কয়েক ঘণ্টা মধ্যস্থ পাত্রটিকে আর কোন প্রকারে নাড়া চাড়া করা হয় না। এই সময়ের মধ্যে জলটা মৃত্তিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া লবণাক্ত পদার্থটিকে গলাইয়া ফেলে এবং মাদুরের মধ্য দিয়া চোয়াইয়া মঞ্চ ও তলদেশের মধ্যে যে খলিস্থান থাকে, সেই স্থানে সঞ্চিত হয়। ফিল্টার হইতে অনতিদূরে একটি বৃহৎ মৃণ্ময়পাত্র মৃত্তিকায় অর্দ্ধ প্রোথিত করিয়া রাখা হয়। একটি বাঁশের বা ফাঁকা টালির নল দ্বারা ফিল্টার হইতে ক্রমে ক্রমে জলটা এই পাত্রে আসিয়া সঞ্চিত হইতে থাকে। এই সোরামিশ্রিত জল অক্সাইড্ অব আইরণ দ্বারা অল্পবিস্তর পরিমাণে রঞ্জিত হইয়া থাকে। যে মৃত্তিকা লইয়া কাজ করা হয়, তাহার গুণানুসারে ইহার আপেক্ষিক গুরুত্বেরও তারতম্য ঘটিয়া থাকে। বহুসংখ্যক ফিল্টার পরীক্ষা করিয়া গড়ে ১°১২০ আপেক্ষিক গুরুত্ব পাওয়া গিয়াছে। এই ভাবে সোরা তরল অবস্থায় পাওয়া যায়। তৎপরে ইহার জলীয় অংশ বাষ্পে পরিণত করিয়া ইহাকে স্ফটিক অবস্থায় আনয়ন করা হয়। ইহা নিম্নলিখিত উপায়ে সাধিত হইয়া থাকে। মাটিতে খুব লম্বা একটি গর্ত্ত খুড়িয়া তাহার উপর, দুই সারিতে মাটির পাত্রে করিয়া তরল সোরা স্থাপন করা হয়। এই লম্বা চুল্লীটির এক প্রান্তের মুখ দিয়া জ্বালানী কাষ্ঠ যোগান হয় এবং অপর প্রান্ত দিয়া ধূম বহির্গত হইয়া যায়। এই ভাবে জ্বাল দিতে দিতে যখন দেখা যায় যে, সোরা স্ফটিকের অবস্থা প্রাপ্তির উপযুক্ত হইয়াছে, তখন পাতলা পাতলা বড় মৃণ্ময় পাত্রে ঢালিয়া লইয়া জুড়াইতে দেওয়া হয় এবং এই পাত্রগুলিকে সারি সারি করিয়া আকণ্ঠ নরম মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া রাখা হয়। ত্রিশ ঘণ্টা পরে সোরার স্ফটিকত্বপ্রাপ্তি ঘটে। তখন ইহা তুলিয়া লইয়া চুপড়িতে করিয়া শুকাইতে দেওয়া হয় এবং সমস্ত রসভাগ